বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১২-২০১৩

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা

এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার, বীর উত্তম, এমপি
মন্ত্রী
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মোঃ নজিবুর রহমান
সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ আমিনুল বর চৌধুরী, যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)	আহবায়ক
মোঃ আলাউদ্দীন ফকির, যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)	সদস্য
তাহমিদ হাসনাত খান, উপসচিব (তথ্য ব্যবস্থাপনা)	সদস্য
প্রদীপ কুমার সাহা, উপসচিব (উন্নয়ন-৩)	সদস্য
মোঃ কামাল উদ্দীন, সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-২)	সদস্য
খেনচান, সিনিয়র সহকারী সচিব (উন্নয়ন-১)	সদস্য
মোঃ মিজানুর রহমান, উপসচিব (উন্নয়ন-২)	সদস্য সচিব

কৃতজ্ঞতায়

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
উপ-মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিচালকবৃন্দ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

প্রচ্ছদ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

প্রকাশকাল

৩০ অক্টোবর ২০১৩
১৫ কার্তিক ১৪২০

মুদ্রণ

আর ডি পি শাখা
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

এয়ার ভাইস মার্শাল (অব:) এ কে খন্দকার
মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২০১২-১৩ অর্থ বছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ/মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। বার্ষিক প্রতিবেদন জনগণের কাছে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এ প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে বর্তমান সরকারের গতিশীলতা, উন্নয়ন কর্মকান্ডে আন্তরিকতা এবং জনকল্যাণমুখিতা সম্পর্কে দেশবাসী সম্যক ধারণা লাভে সমর্থ হবেন। আগামী দিনগুলোতেও অনুরূপ গতিশীলতায় এ মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার সুষ্ঠু পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে আমরা অগ্রণী ভূমিকা পালনে সচেষ্ট থাকব।

সরকারের অঙ্গীকার "রূপকল্প-২০২১" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে সরকার কর্তৃক পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ প্রণয়নের ফলে পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। তাছাড়া, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিসংখ্যানের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিসংখ্যানের উন্নয়নে জাতীয় কৌশলপত্র (National Strategy for the Development of Statistics–NSDS) প্রণয়ন করা হয়েছে।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উদ্যোগে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর সকল কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় ১৯টি গুরুত্বপূর্ণ জরিপ, সমীক্ষা ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং আরো ৭টি নতুন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া, চলমান ১০টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ জরিপ ও সমীক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে যার ফলে দেশের পরিসংখ্যান তথ্যের ভিত্তি মজবুত হবে।

জ্ঞানভিত্তিক ও বৈষম্যহীন সুশীল সমাজ গঠন এবং সুখী ও সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ বিনির্মাণে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি।

আমি ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

এয়ার ভাইস মার্শাল (অব:) এ কে খন্দকার, বীর উত্তম

সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর বক্তব্য

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়। বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারি কার্যক্রমের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতারও প্রতিফলক। এ প্রেক্ষাপটে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ২০১২-২০১৩ এর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। সাম্প্রতিককালে এ বিভাগ ও অধীনস্থ সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছে। যার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছে জিডিপির ভিত্তি বছর পরিবর্তন, ভোক্তার মূল্যসূচকের (সিপিআই) ভিত্তি বছর পরিবর্তন ও National Strategy for the Development of Statistics (NSDS) প্রণয়ন। জিডিপির ভিত্তি বছর ১৯৯৫-১৯৯৬ এর পরিবর্তে ২০০৫-২০০৬ এ পরিবর্তন করার প্রেক্ষিতে কৃষি খাতের গড় জিডিপি প্রায় ৯ শতাংশ, শিল্প খাতের গড় জিডিপি প্রায় ৪ শতাংশ এবং সেবা খাতের গড় জিডিপি প্রায় ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২-২০১৩ সনে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৬.১৮ শতাংশ। সর্বোপরি মাথাপিছু আয় ৯২৩ ডলার থেকে ১০৪৪ ডলার এ উন্নীত হয়েছে। তবে অনেকগুলো বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় বর্তমান প্রতিবেদনে অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত তথ্য এতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ দেশের পরিসংখ্যান কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয়, আঞ্চলিক ও ক্ষুদ্র এলাকাভিত্তিক তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদানে ও জাতীয় অগ্রগতি মূল্যায়নে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) নিরলসভাবে কাজ করছে। জাতীয় পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান (NSO) হিসেবে বিবিএস এর রয়েছে একটি গৌরবোজ্জল ঐতিহ্য। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় অর্জনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য ত্বরিৎ উদ্যোগ নেন, তারই ধারাবাহিকতায় পরিসংখ্যান কার্যক্রমে নিয়োজিত কয়েকটি পৃথক প্রতিষ্ঠানকে একীভূত ও সুসমন্বিত করে তিনি বিবিএস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বর্তমান বিশ্বে সরকারি ও বেসরকারি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০০ সালে গৃহীত 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' (Millennium Development Goals - MDG) এর বিভিন্ন সূচক পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত করা হয়। MDG এর অগ্রগতি মূল্যায়নে পরিসংখ্যান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘের পক্ষ থেকে MDG পরবর্তী তথা ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন কর্মসূচিতেও পরিসংখ্যানকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদানসহ এ লক্ষ্যে একটি 'নতুন তথ্য বিপ্লব' (New Data Revolution) এর আহ্বান জানানো হচ্ছে। যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় পরিসংখ্যানকে পুরোপুরি সম্পৃক্ত করা, পরিসংখ্যানগত উপাত্তের দ্বার আরও উন্মুক্ত করা এবং সার্বিক পরিসংখ্যান ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সহযোগিতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

পরিসংখ্যান বিভাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের পরিসংখ্যান কার্যক্রমের অবস্থান সুনিশ্চিত করার এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের গুরুত্বকে উপলব্ধি করে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার মতাদর্শ পুন:ধারণ করার লক্ষ্যে ইতোপূর্বে ২০০২ সালে বিলুপ্ত পরিসংখ্যান বিভাগকে পুনরায় ২০১০ সালে পরিসংখ্যান বিভাগ নামে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি আলাদা বিভাগ হিসেবে সৃজন করেন। ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিসংখ্যানের অপরিহার্যতা পুনরায় স্বীকৃত হয়। স্মরণ করা যায় যে, প্রথম মেয়াদে (১৯৯৬-২০০১) ক্ষমতায় থাকাকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিসংখ্যান ব্যবস্থার উন্নতির জন্য অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন যার মধ্যে পরিসংখ্যানের জন্য বহুতল বিশিষ্ট একটি সুদৃশ্য ভবন নির্মাণ অন্যতম। ২০১২ সালে পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে আরো সুসংহত ও গণমুখী করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর দায়িত্ব দিয়ে তিনি বিস্তৃত পরিসরে প্রতিষ্ঠা করেন 'পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ' (Statistics and Informatics Division) যা ইতোমধ্যে SID নামে পরিচিতি লাভ করেছে। পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর থেকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে উত্তরোত্তর শক্তিশালী করার জন্য এ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে।

পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ প্রণয়ন

দীর্ঘদিন যাবত পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন সমন্বিত আইন, বিধি বা নীতিমালা না থাকায় কিছু আদেশ ও পরিপত্রের আওতায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কাজ পরিচালিত হয়ে আসছিল। বিভিন্ন সরকারি সংস্থা কর্তৃক একই বিষয়ে পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশের ফলে কোনটি সরকারি কোনটি সরকারি নয়, তা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ায় তথ্য ব্যবহারকারীগণও নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। এ সকল অসুবিধা দূর করে পরিসংখ্যান কার্যক্রমকে গতিশীল, সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও প্রমিতকরণের জন্য একটি পরিসংখ্যান আইন প্রণয়ন জরুরী হয়ে পড়ে।

পরিসংখ্যান আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি খসড়া বিল মন্ত্রিপরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলে মন্ত্রিপরিষদের ২৪ জানুয়ারি ২০১১ তারিখের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বিলটিতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজনসহ ভেটিং এর জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উক্ত মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী বিলটিতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজনসহ ০৩ জুলাই ২০১২ তারিখে মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদন নেয়া হয় এবং ০৪ অক্টোবর ২০১২ তারিখে লেজিসলেটিভ বিভাগ কর্তৃক উক্ত আইনের ভেটিং প্রদান করায় মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার বীর উত্তম, এমপি ৩০ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে জাতীয় সংসদে বিলটি উত্থাপন করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। উক্ত কমিটির ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৭তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক 'পরিসংখ্যান বিল ২০১৩' যাচাই-বাছাই এর জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত সাব-কমিটিতে সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ছাড়াও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগ ও আইএমইডি'র সচিবদ্বয়, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিআইডিএস এর ২ জন বিশেষজ্ঞ এর মতামত নেয়া হয়। সাব-কমিটি কর্তৃক বিলটিতে কিছু সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয় এবং কমিটির অনুমোদনসহ বিল আকারে পুনরায় জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়। ৯ম জাতীয় সংসদের ১৬তম অধিবেশনে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে বিলটি পাশ হয় এবং ০৩ মার্চ ২০১৩ তারিখে ২০১৩ সনের ১২ নং আইন হিসেবে গেজেট প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩

বাংলাদেশের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশনার নিমিত্ত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শুমারি ও জরিপ পরিচালনা করে আসছে। শুমারি সমূহের মধ্যে আদমশুমারি, কৃষি শুমারি ও অর্থনৈতিক শুমারি অন্যতম। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১৩ সালের মার্চ-জুন মাসে বাংলাদেশের তৃতীয় অর্থনৈতিক শুমারির তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। অকৃষিমূলক খাতগুলোকে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়নমুখী করার লক্ষ্যে একটি পরিসংখ্যান ভিত্তিক কার্যকর ভিত গড়ে তোলাই এ শুমারির মূল উদ্দেশ্য। এর ফলে মূল শুমারির মাননিয়ন্ত্রণসহ তা সুষ্ঠুভাবে ও সুচারুরূপে পরিচালনা করা এবং মূল শুমারির তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কর্মকান্ডসম্পন্ন খানা ও প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য সংগ্রহ করা সহজতর হয়েছে। এসব কর্মকাণ্ডের সকল পর্যায়ে সিটি কর্পোরেশন, বিভাগীয় প্রশাসন, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং সর্বস্তরের অপরাপর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রশংসনীয় অবদান রেখেছেন।

বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ সম্পর্কে অবহিত করছেন মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী । এ সময় SID এর সচিব উপস্থিত ছিলেন। তারিখঃ ২৬ জুন ২০১৩।

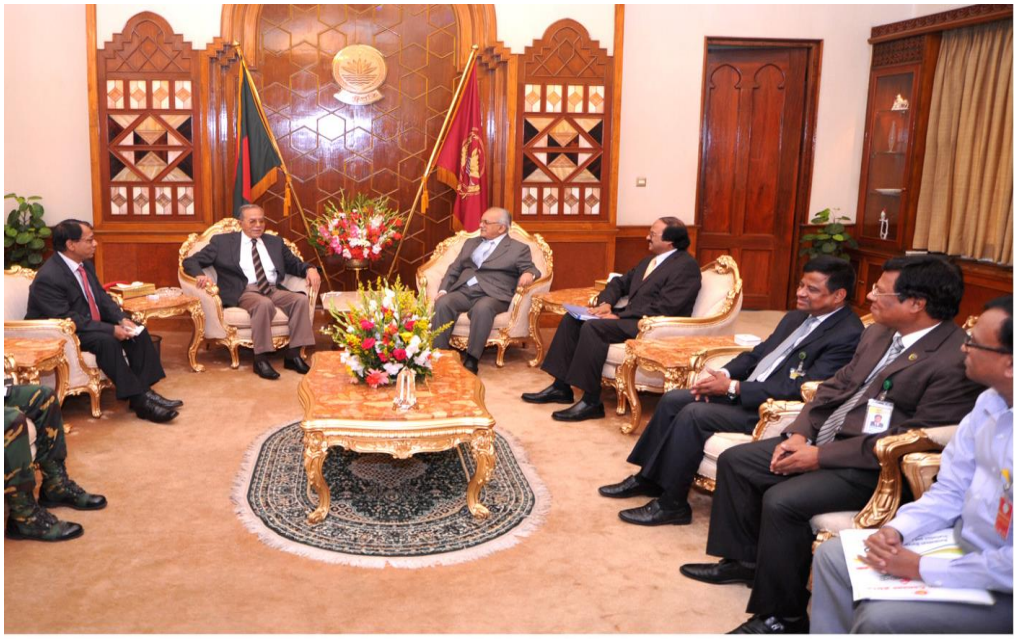

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ সম্পর্কে বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করছেন মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী এ সময় রাষ্ট্রপতির সচিব, SID-সচিব, মহাপরিচালক, বিবিএস এবং অন্যান্য উর্দ্ধতন সরকারি কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। তারিখঃ ২৬ জুন ২০১৩।

অর্থনৈতিক শুমারির সকল প্রস্তুতি ২০১২ সালেই সম্পন্ন করা হয়। অর্থনৈতিক শুমারিতে এবার প্রথমবারের মত শুমারির পূর্বেই অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্বলিত খানা এবং সকল প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন করা হয় যা A2i প্রোগ্রামের অধীন ইউনিয়ন ও তথ্য সেবা কেন্দ্র (UISC) এর মাধ্যমে ধারণ করা হয়। ধারণকৃত তথ্য সরাসরি পরিসংখ্যান ব্যুরোর সদর দপ্তরে কেন্দ্রীয় সার্ভারে জমা হয়। এটি তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায় থেকে তথ্য ধারণ ও স্থানীয় বেকার যুবকদের বিশেষ করে মহিলাদের তথ্য প্রযুক্তিতে অংশগ্রহণের পথকে সুগম করেছে।

মূল শুমারি তথা তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম দু'টি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম পর্ব ৩১ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০১৩ এবং দ্বিতীয় পর্ব ২ মে থেকে ৩০ মে ২০১৩ পর্যন্ত। মূল শুমারিতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, মাস্টার ট্রেইনার, জোনাল অফিসার, গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ; শুমারি কমিটি, এফবিসিসিআই, শিল্প ও বণিক সমিতি এবং ব্যবসায়ী সমিতির সাথে সকল পর্যায়ে সভা এবং মূল তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি। প্রথম পর্বের গণনা কার্যক্রম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত এবং দ্বিতীয় পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী জনাব এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার, বীর উত্তম, এমপি।

অর্থনৈতিক শুমারির আওতায় মোট ২৭টি প্রশ্নের উপরে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-ইউনিটের নাম, ঠিকানা ও ধরণ, ইউনিট প্রধানের লিঙ্গ, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স, ইউনিটের প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধরণ, বর্তমান স্থায়ী মূলধন, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত জনবলের প্রকার ও সংখ্যা, উৎপাদনে যন্ত্রের, জ্বালানির এবং কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি।

বর্তমানে শুমারির আওতায় ডাটা এডিটিং ও কোডিং, গণনা পরবর্তী যাচাই জরিপ (শুমারির গুণগতমান যাচাই এর জন্য প্রযোজ্য) এবং শুমারির প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে। নভেম্বর ২০১৩ এর মাঝামাঝি আনুষ্ঠানিকভাবে এ ফলাফল প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক শুমারিতে মোট ৮২,১১২ জন লোক মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ছিলেন, যার মধ্যে জেলা শুমারি সমন্বয়কারীর সংখ্যা ৮৬ জন, জোনাল অফিসার ২১৫০ জন, সুপারভাইজার ১২০৪৬ জন এবং তথ্য সংগ্রহকারী ৬৭৮৩০ জন।

অর্থনৈতিক শুমারি নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সচিব সভায় এ বিভাগের সচিব আলোচনা করেন এবং সুষ্ঠুভাবে শুমারির পরিচালনায় সকলের সহায়তা কামনা করেন। শুমারির গণনা চলাকালে এর অগ্রগতি সম্পর্কে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে এবং গণনার কাজ সফলভাবে সম্পাদনের পর সে সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী ও সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ অবহিত করেন।

অর্থনৈতিক শুমারিতে জনসাধারণ তথা সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্পৃক্ত করা এবং সর্বোপরি সঠিক তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- বিলবোর্ড, ফেস্টুন, ব্যানার, পোস্টার, স্টিকার স্থাপন; লিফলেট বিলিকরণ, দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ; বেতার ও টেলিভিশনে টকশো, জারিগান, আঞ্চলিকগান, জিঙ্গেল, প্রমোশনাল বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রচার; মাইকিং, ঢোল শহরত ও ঘোড়ার গাড়ির মাধ্যমে প্রচার, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা এবং পৌরসভায় চলচ্চিত্র প্রদর্শন, ট্রাকযোগে ভ্রাম্যমান সঙ্গিতানুষ্ঠান ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য যে, শুমারির তথা বিভাগ ও ব্যুরোর সকল কার্যক্রমে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ঐকান্তিক সহযোগিতা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে মজবুত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

পরিসংখ্যান উন্নয়নের জন্য জাতীয় কৌশলপত্র (NSDS)

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর Capacity Building of BBS (Phase: 2 NSDS Preparation) Project শীর্ষক একটি প্রকল্পের অধীন বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় পরিসংখ্যান উন্নয়নের জন্য জাতীয় কৌশলপত্র (National Strategy for the Development of Statistics-NSDS) নামে একটি পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করা হয়েছে। NSDS হচ্ছে পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত একটি বিস্তারিত, বাস্তবসম্মত, অংশগ্রহণমূলক, পরিবর্তনশীল এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পরিকল্পনা দলিল। এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় পরিসংখ্যান পদ্ধতির জন্য যুগোপযোগী দৃঢ় ভিত্তি তৈরী করা হবে, যার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যতে তথ্যভিত্তিক, সঠিক ও ফলপ্রসূ জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। তাছাড়া, এর মাধ্যমে পরিসংখ্যান ব্যবস্থা/পদ্ধতির সার্বিক উন্নয়ন ও প্রমিতকরণ, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য পরিসংখ্যানের গুণগতমান ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, জাতীয় আয় নিরূপণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং তথ্যভান্ডার ও নেটওয়ার্কিং শক্তিশালী করার সুযোগ তৈরী হবে।

২৮ অক্টোবর ২০১৩ তারিখ বাংলাদেশ সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ সভা। এ সভায় জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্র (এনএসডিএস) অনুমোদিত হয়।

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে সহযোগিতা করার জন্য NSDS হচ্ছে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের নিজস্ব কৌশল যা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার সাথে আলোচনাক্রমে চূড়ান্ত করা হয়েছে। সকল উন্নয়নশীল দেশের জন্য জাতীয় পরিসংখ্যান কৌশলপত্র অবলম্বন করা একটি আন্তর্জাতিক রীতিতে পরিণত হয়েছে। ২০০৪ সনে গৃহীত প্রায় সকল উন্নয়ন সহযোগিরা (Development Partners) NSDS প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জড়িত ছিলেন এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার আশ্বাস/ইঙ্গিত দিয়েছেন। এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন হলে পর্যায়ক্রমে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা উপকৃত হবে।

এ ছাড়াও বিভিন্ন কর্মশালা এবং সভা থেকে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশের আলোকে বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যবস্থার ভিশন এবং মিশন নির্ধারণ করা হয়েছে যা এই পরিকল্পনা দলিলে বর্ণিত আছে। সরকারের ভিশন-২০২১ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথাসময়ে প্রাসঙ্গিক, বস্তুনিষ্ঠ ও সহজে ব্যবহারযোগ্য উপাত্ত প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে বিশ্বমানে উন্নীত করাকে NSDS এর রূপকল্প/ভিশন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। আর এর মিশন হচ্ছে পরিসংখ্যান ব্যুরোর নেতৃত্বে দেশে একটি সমন্বিত, পেশাদারী ও দক্ষ পরিসংখ্যান ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং তথ্য-উপাত্ত ব্যবহারকারীদের বর্তমান ও ভবিষ্যত চাহিদা অনুযায়ী আন্তর্জাতিকমান বজায় রেখে স্বচ্ছভাবে যথাসময়ে নির্ভুল পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা।

বর্ণিত ভিশন ও মিশন অর্জনের লক্ষ্যে সামগ্রিক দিক বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত চারটি বিষয়কে অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যথা-

(ক) জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের গতি প্রকৃতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও তথ্য-ভিত্তিক জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য তথ্য-উপাত্তের গুণগতমান ও ব্যবহার বৃদ্ধির উপর জোর দেয়া;

(খ) জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার পেশাদারিত্ব বৃদ্ধিকরণ;

(গ) দেশের জনগণকে বিশেষ করে স্থানীয় জনসাধারণকে পরিসংখ্যানগত তথ্য উপাত্তের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের ক্ষমতায়নে এবং স্থানীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ের পরিসংখ্যান কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করা; এবং

(ঘ) সমাজের সর্বস্তরের জনগণ যাতে অতি সহজে তথ্য-উপাত্ত পেতে পারে, সেজন্য পরিসংখ্যানগত সকল তথ্য-উপাত্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্তকরণ এবং এ লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে ‘‘উন্মুক্ত উপাত্ত নীতি’’ চালু করা।

বিগত ২৮ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থাপিত NSDS সরকারের একটি পরিকল্পনা দলিল হিসেবে অনুমোদিত হওয়ায় বাংলাদেশে পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের এক সোনালী অধ্যায় সূচিত হয়েছে।

আগারগাঁওস্থ এগার তলা পরিসংখ্যান ভবন উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সংগে ছিলেন তৎকালীন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী (বর্তমানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর এবং তৎকালীন পরিসংখ্যান সচিব জনাব মামুন-উর-রশিদ। তারিখঃ ২৫ অক্টোবর ১৯৯৯ইং

পরিসংখ্যান ভবন

জাতিসংঘের পরিসংখ্যান কমিশনের কার্যক্রমে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সম্পৃক্ততা

পরিসংখ্যানের মানোন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। জাতিসংঘের পরিসংখ্যান কমিশন (United Nations Statistical Commission–UNSC) আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী সংস্থা হিসেবে কাজ করে। UNSC এর বার্ষিক সম্মেলনে পরিসংখ্যানের সাম্প্রতিক অগ্রাধিকারসমূহ চিহ্নিত করে। সেগুলি বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক দেশের জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (NSO) কে অনুরোধ জানানো হয় এবং প্রয়োজনে এ ব্যাপারে Expert group গঠন করে সুপারিশ তৈরী করে NSO কে তা বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ UNSC সম্মেলনে নিয়মিত যোগদান করে থাকে এবং UNSC এর সুপারিশের আলোকে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগাধীন পরিসংখ্যান ব্যুরোকে কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করে। সাম্প্রতিক সময়ে UNSC এর সুপারিশের আলোকে System of National Accounts (SNA)-2008, System of Environmental and Economic Accounting (SEEA), Strengthening Agricultural and Rural Statistics, Gender Statistics, Health Statistics, Geospatial Framework in National Statistical System এর উপর ব্যুরোর কার্যক্রমকে জোরদার করা হয়েছে। তাছাড়া জাতিসংঘের অন্যান্য ঘোষণা ও কর্মসূচি এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG) মনিটরিংয়ে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাচ্ছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পরবর্তী উন্নয়ন কর্মসূচি (Post-2015 Development Agenda) তে Cross-Cutting Issue হিসেবে অনেকগুলো বিষয় সংযোজনের জন্য আমরা এ প্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত হয়ে কাজ করছি এবং সুপারিশ প্রণয়নে অবদান রাখছি। এ ছাড়া, বিভাগ ও বিবিএস বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যবস্থার অর্জন বহির্বিশ্বে তুলে ধরার লক্ষ্যে ও পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্যে ওআইসির পরিসংখ্যান সম্পর্কিত সংগঠন SESRIC, UNESCAP এর সংগঠন SIAP এবং SAARC এর অঙ্গ সংগঠন SAARCSTAT এর কার্যক্রমে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করছে। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক 'ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনা' বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে অত্র বিভাগ ও বিবিএস সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা

২০১২-২০১৩ সালে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো হতে Socio-Economic and Demographic Report, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত জরিপ প্রতিবেদন, Bangladesh Central Product Classification, Bangladesh Standard Classification of Occupation, Report on Selected Business Services in Bangladesh, Report on Sample Vital Registration Survey, National Accounts Statistics, Report on Pilot Study on Cultural and Recreational Activities-সহ অনেকগুলো প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে যা দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি মূল্যায়নে ও নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ বিভাগের তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় এসব প্রকাশনার মান পূর্বের চেয়ে বহুলাংশে উন্নত হয়েছে এবং এ জন্য বিভাগ ও বিবিএসের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে বিবিএসের সকল প্রকাশনাকে অধিকতর বিশ্লেষণধর্মী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার (National Population Register -NPR)/অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর তালিকা প্রণয়ন (Listing of the Hardcore Poor)

দেশের সকল নাগরিকের জন্য National Population Register (NPR) প্রণয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের উপকারভোগীদের সঠিকভাবে নির্বাচনের নিমিত্ত অতিদরিদ্র খানা চিহ্নিতকরণ এবং NPR এর উপর পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন বিবিএস এর সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। এ লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় Development of the Bangladesh Proverty Database (BPD) Project (Component-3 of the Strengthening the Safety Net Systems for the Poorest –SNSP) নামে ৫ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বিভাগের ও বিবিএস এর উদ্যোগে এবং বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বিগত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে পাইলট প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত জরিপের ফলাফল ও সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সম্মানিত মন্ত্রিপরিষদ সচিব প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন।

বিভাগ সম্প্রসারণ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পুনর্গঠন

পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে শক্তিশালীকরণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছার আলোকে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগকে সম্প্রসারিত করে একটি উইং এর পরিবর্তে প্রশাসন, উন্নয়ন ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নামে ৩টি আলাদা উইং এবং বেশ কিছু নতুন অবকাঠামো সৃজন করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিবের ১টি, যুগ্ম-সচিবের ১টি, উপ-সচিবের ২টি এবং শাখা পর্যায়ে ৪টিসহ মোট ৩৪টি নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে।

পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ এর বিধান অনুসারে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করে জনবলের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে এবং সকল বিভাগ ও জেলায় অফিস স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। জনবলের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করে দ্বিতীয় পর্যায়ের পুনর্গঠনের কাজ অব্যাহত আছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ও মধ্যমেয়াদী বাজেট এর আওতায় গুরুত্বপূর্ণ জরিপ, সমীক্ষা ও অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এতে পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যভান্ডার সমৃদ্ধ হবে এবং তথ্য ব্যবহারকারীরা হালনাগাদ তথ্য পাবেন।

জিডিপি ভিত্তি বৎসর পরিবর্তন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এ যাবৎকালে ১৯৯৫-১৯৯৬ অর্থ বৎসরকে ভিত্তি বছর ধরে জিডিপি (GDP) প্রাক্কলন করে আসছে। এ বছর থেকে ভিত্তি বৎসর ১৯৯৫-১৯৯৬ হতে ২০০৫-২০০৬ এ পরিবর্তন করা হয়। জিডিপির ভিত্তি বৎসর ১৯৯৫-১৯৯৬ অর্থ বৎসরের পরিবর্তে ২০০৫-২০০৬ অর্থ বৎসরে পরিবর্তনের কাজ দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণের সমন্বয়ে গঠিত টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছর ধরে জিডিপি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২০০৫-২০০৬ ভিত্তি বৎসর অনুযায়ী ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরে সাময়িকভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৬.১৮ ভাগ ও মাথাপিছু জাতীয় আয় ১০৪৪ ইউএস ডলার নিরূপিত হয়েছে ।

মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীর সভাপতিত্বে জিডিপি ভিত্তি বছর পরিবর্তন ও রিভিশন বিষয়ক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় অংশগ্রহণ করেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী, মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় মৎস্য ও প্রাণীসম্পদমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সচিবগণও সভায় অংশগ্রহণ। তারিখঃ ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩

ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI)

২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরে ভোক্তার মূল্যসূচক ভিত্তি বছর ১৯৯৫-১৯৯৬ থেকে ২০০৫-২০০৬ এ পরিবর্তন করে মূল্যস্ফীতির হার ও পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় যা প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে। এতে মূল্যস্ফীতি সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে।

লিটার‍্যাসি এসেসমেন্ট সার্ভে ২০১১ এর ফলাফল প্রকাশ

২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরে **UNESCO** কর্তৃক প্রণীত পদ্ধতি অনুযায়ী দেশের ১১-৪৫ বয়সী জনগণের ফ্যাংশনাল লিটার‍্যাসি মূল্যায়নের তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় যা স্বাক্ষরতার বাস্তবসম্মত হালনাগাদ তথ্য প্রদান করে।

আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১ এর নমুনা জরিপের ফলাফল প্রকাশ

২০১২-২০১৩ সময়ে আদমশুমারি পরবর্তী নমুনা জরিপের ফলাফল প্রকাশ করা হয় যাতে দেশে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সামগ্রিক অর্জনসমূহ যেমন- বিদ্যুতের বর্ধিত হারে ব্যবহার, পাকা বাড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি, সংবাদপত্র পাঠের হার বৃদ্ধি, ইন্টারনেটের বর্ধিত ব্যবহার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনটি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কুটির শিল্প জরিপের ফলাফল প্রকাশ

কুটির শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে আসছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরে ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত কুটির শিল্প জরিপ এর ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এতে দেখা যায় কুটির শিল্প খাতে ৮ লক্ষের অধিক প্রতিষ্ঠান আছে, যাতে প্রায় ৩.০০ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আছে যা অত্যন্ত ইতিবাচক।

ব্যবসা সেবা প্রতিষ্ঠান জরিপ

বাংলাদেশে প্রথমবারের মত চারটি ক্রমবর্ধমান ব্যবসা সেবা প্রতিষ্ঠান যথা- ডেকোরেটর সেবা, সিকিউরিটি সেবা, রিক্রুটমেন্ট সেবা ও ক্লিনিং সেবার উপর জরিপ করা হয় এবং ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এ সমস্ত জরিপের ফলাফল জিডিপির সঠিক হিসাব নিরূপণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

কয়েকটি ফসলের (পেঁপে, বেগুন, টমেটো ও তরমুজ) উৎপাদন খরচ জরিপ

২০১২ সালে অনুষ্ঠিত পেঁপে, বেগুন, টমেটো ও তরমুজ ফসলের উৎপাদন খরচ সংক্রান্ত জরিপের ফলাফল ২০১২-২০১৩ তে প্রকাশ করা হয়। এতে এ সমস্ত ফসল উৎপাদনে বাস্তবসম্মত কার্যক্রম গ্রহণে কৃষকগণ উপকৃত হবে।

Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) এর Global পাইলট কার্যক্রম বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন দেশে UNICEF এর কারিগরি সহায়তায় অনুষ্ঠিত MICS জরিপের Global Pilot বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়, যাতে বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যবহারের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতির প্রতিফলন ঘটেছে।

পরিসংখ্যান ভবনে সোলার প্যানেল স্থাপন

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের নিমিত্ত পরিসংখ্যান ভবনে 200kwp এর সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে যা বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এটি সম্ভবতঃ দেশের সর্ববৃহৎ Grid-tie সোলার প্যানেল ।

বিবিএস?এ মিউজিয়াম (যাদুঘর) স্থাপন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ও উন্নয়নের সঠিক চিত্র সকলের অবগতির জন্য পরিসংখ্যান ভবনে বিবিএস মিউজিয়াম স্থাপন করা হয়। এতে তথ্য ধারণের প্রাচীন পদ্ধতির ক্রমবিকাশ এবং ব্যবহৃত আধুনিক পদ্ধতির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ ও পেশাজীবীদের জন্য এটি একটি আকর্ষণীয় নলেজ সেন্টার বা 'জ্ঞান কেন্দ্র' হিসেবে বিবেচিত হবে।

মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার, বীর উত্তম, এমপি বিবিএস মিউজিয়াম উদ্বোধন করছেন। সাথে আছেন SID সচিব, বিবিএস মহাপরিচালক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। তারিখঃ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩

জিআইএস ও ডিজিটাল ইনফরমেশন সিস্টেম এর আধুনিকীকরণ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক Web enable GIS based application software এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র এলাকার GIS based digital information ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা (Violence Against Women- VAW) সংক্রান্ত জরিপ অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রথমবারের মত **VAW** জরিপ অনুষ্ঠিত হয় যা নারীর প্রতি সহিংসতা হ্রাসে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে আগমন

জাতিসংঘে নিয়োজিত বাংলাদেশের মান্যবর স্থায়ী প্রতিনিধি ড. এ . কে. আব্দুল মোমেন এবং সৌদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে আগমন করেন। এ সময়ে বিভাগ ও বিবিএস এর কর্মকর্তারা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ, MDG বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি এবং বিশেষ করে আগামী দিনগুলোতে Demographic Dividend এর সুযোগ গ্রহণ করে বিদেশে বর্ধিত হারে জনশক্তি রপ্তানীর সম্ভবানা ইত্যাদি সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করেন। একইভাবে উজবেকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের মান্যবর রাষ্ট্রদূত জনাব মাসয়ুদ মান্নান তার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ত্যাগের পূর্বে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে আগমন করেন এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও 'এমডিজির' অগ্রগতি সম্পর্কিত পরিসংখ্যান বিষয়ে সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচারপতির পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে আগমন

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব এম ঈমান আলী পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে আগমন করেন। তিনি সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে সুষ্ঠুভাবে বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিক পরিসংখ্যান প্রণয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং সুষ্ঠুভাবে পরিসংখ্যান প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিক পরিসংখ্যানের গুরুত্ব বিষয়ে SID সচিব এর সংগে আলোচনা করছেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব ঈমান আলী ।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২০১২-২০১৩ সালের কর্মকান্ডের উপর সংক্ষিপ্ত কলেবরে এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হল। ২০১০ সালে বিভাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর এটিই হচ্ছে প্রথম বার্ষিক প্রতিবেদন। এ প্রকাশনায় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং পরিসংখ্যান ব্যুরোর গৃহীত কর্মসূচি, অর্জন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার চিত্রসহ পরিসংখ্যানের আন্তর্জাতিক নীতিমালা তুলে ধরা হয়েছে। জনগণের কাছে সরকারের দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এ প্রকাশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত অত্র বিভাগ ও বিবিএস এর আমার সহকর্মী কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদনা পরিষদের সদস্যগণকে তাদের নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ নজিবুর রহমান
সচিব

Abbreviation

A2i	Access to Information
BARI	Bangladesh Agriculture Research Institute
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BCPC	Bangladesh Central Product Classification
BFDES	Bangladesh Framework for Development of Environment Statistics
BIDS	Bangladesh Institute of Development Studies
BMPI	Building Material Price Index
BRAC	Bangladesh Rural Advancement Committee
BSCO	Bangladesh Standard Classification of Occupation
BU	BRAC University
CEGIS	Center for Environmental and Geographic Information Service
CPC	Central Product Classification
CPI	Consumer Price Index
DAE	Department of Agriculture Extension
DHS	Demography and Health Survay
EU	European Union
FAO	Food and Agricultural Organization
GDP	Gross Domestic Product
GIS	Geographic Information System
HIES	Household Income and Expenditure Survey
HRI	House Rate Index
ICDDR,B	International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh
ICR	Intelligent Character Recognition
IFPRI	International Food Policy Research Institute
IGC	International Growth Center
IMR	Infant Mortality Rate
IMPS	Integrated Multi-Purpose Sample
IRRI	International Rice Research Institute
ISRT	Institute of Statistical Research and Training
KOICA	Korea International Cooperation Agency
LOA	Letter of Agreement
MDG	Millennium Development Goals
MDS	Master of Development Studies
MICS	Multiple Indicator Cluster Survey
MMR	Maternal Mortality Rate
MOU	Memorandum of Understanding
MPH	Master of Public Health
MSVSB	Monitoring the Situation of Vital Statistics of Bangladesh
MTBF	Medium Term Budget Framework
NPR	National Population Register
NSDS	National Strategy for Development of Statistics
PEC	Post Enumeration Check
PMIS	Personal Management Information Services
PPI	Producer Price Index
PPP	Purchasing Power Parity

PPRC	Power and Participation Research Centre
PSU	Primary Sampling Unit
QIIP	Quantum Index of Industrial Production
SAARC	South Asian Assoiciation for Regional Cooperation
SAARCSTAT	SAARC Group on Statistics
SEEA	System of Environmental Economic Accounts
SESRIC	Statistcal, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries
SIAP	Statistical Institute for Asia and the Pacific
SID	Statistics and Informatics Division
SNA	System of National Accounts
SPARRSO	Space Research and Remote Sensing Organization
SSNP	Social Safety Net Porgram
STATA	Statistical Analysis
SVRS	Sample Vital Registration System
TFR	Total Fertility Rate
UISC	Union Information Service Centre
UNESCAP	UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
UNESCO	United Nations Educational Scientific and Cultural Organization
UNFDES	United Nations Framework for the Development of Environment Statistics
UNFPA	United Nations Population Fund
UNICEF	United Nations Children's Fund
UNSC	United Nations Statistical Commission
U_5MR	Under Five Mortality Rate
VAW	Violence Against Women
WRI	Wage Rate Index

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীর বাণী ii
সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর বক্তব্য iv
Abbreviation xv

১.০ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ১

১.১ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কার্যাবলি ১
১.২ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জনবল ৩
১.৩ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সাম্প্রতিক অর্জন ৩
১.৩.১ পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ প্রণয়ন ৩
১.৩.২ পরিসংখ্যান আইনের বিষয়ে বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন ৪
১.৩.৩ জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়নের উদ্যোগ ৪
১.৩.৪ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাথে A2i এর MOU সম্পাদনা ৪
১.৩.৫ অডিট সেল গঠন ৫
১.৩.৬ গ্লোবাল ই-ইনডিসেস র‍্যাংকিং এবং বাংলাদেশ ৫
১.৩.৭ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নৈতিকতা কমিটি গঠন ৫
১.৩.৮ বিভাগীয় এবং জেলা পরিসংখ্যান অফিস স্থাপন ৫
১.৩.৯ পিডি'স ফোরাম গঠন ৬
১.৩.১০ এডিটর'স ফোরাম গঠন ৬
১.৩.১১ অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম ৭
১.৩.১২ জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার ৮
১.৩.১৩ অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তালিকা প্রণয়ন ৮
১.৩.১৪ তথ্য অধিকার আইন অবহিতকরণ ৮
১.৩.১৫ মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ সম্পর্কে অবহিতকরণ ৮
১.৩.১৬ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ সম্পর্কে অবহিতকরণ ৮
১.৩.১৭ মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর পাইলট শুমারি উদ্বোধন ৮
১.৩.১৮ বিবিএস পরিসংখ্যান ক্যাডারে নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ৮
১.৩.১৯ সমুদ্র বিজয় সম্পর্কে অবহিতকরণ ও জাতীয় হিসাব পদ্ধতিতে সমুদ্র বিজয়ের সুফল অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ ৯

২.০ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ১০
২.১ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কার্যাবলি ১০
২.২ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জনবল ১২
২.৩ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন উইংসমূহ ১২

৩.০ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ন্যাশনাল এ্যাকাউন্টিং উইং এর কর্মকাণ্ডের বিবরণ ১৩
৩.১ জিডিপি ১৩
৩.২ ভোক্তা মূল্য সূচক (CPI) ১৪
৩.৩ শিল্প উৎপাদন সূচক ১৫
৩.৪ বৈদেশিক বাণিজ্য পরিসংখ্যান ১৫
৩.৫ প্রকাশনা ১৬
৩.৬ বিশেষ কর্মসূচি (MTBF) ১৬
৩.৭ জাতীয় হিসাব উন্নয়ন কর্মসূচি ১৬
৩.৮ Household Income and Expenditure Survey (HIES) ১৬
৩.৯ জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার (NPR) ১৭
৩.১০ অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ডাটাবেইজ প্রণয়ন ১৮
৩.১১ প্রবাস আয়ের ব্যবহার সম্পর্কিত জরিপ ২০১৩ ১৯

৪.০ সেন্সাস উইং..... ২০

৪.১ লিটার‍্যাসি এসেসমেন্ট সার্ভে ২০১১ এর ফলাফল প্রকাশ..... ২০
৪.২ সেন্সাস উইং এর চলমান প্রকল্পসমূহ..... ২২
৪.২.১ আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১ প্রকল্প..... ২২
৪.২.২ আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১ এর নমুনা জরিপের ফলাফল প্রচার..... ২৭
৪.২.৩ অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ প্রকল্প ২৮

৫.০ ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং ৩২

৫.১ ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরে পরিচালিত উল্লেখযোগ্য কাজসমূহ ৩২
৫.১.১ শ্রমশক্তি জরিপ..... ৩২
৫.১.২ পরিসংখ্যান শ্রেণী বিন্যাস..... ৩২
৫.১.৩ পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা জরিপ এবং হোটেল ও রেস্টুরেন্ট জরিপ..... ৩২
৫.১.৪ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত জরিপ..... ৩৩
৫.১.৫ কুটির শিল্প জরিপ.... ..... ৩৩
৫.১.৬ উৎপাদন শিল্প জরিপ.... ..... ৩৩
৫.১.৭ টাইম ইউজ পাইলট সার্ভে..... ৩৩
৫.১.৮ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জরিপ... ..... ৩৩
৫.১.৯ প্রশিক্ষণ... ..... ৩৪
৫.২ ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং এর আওতায় চলমান প্রকল্প..... ৩৪
৫.২.১ কুটির শিল্প জরিপের উল্লেখযোগ্য তথ্য..... ৩৬
৫.২.২ ব্যবসা সেবা প্রতিষ্ঠান জরিপের উল্লেখযোগ্য ফলাফল..... ৩৮

৬.০ এগ্রিকালচার উইং..... ৪২

৬.১ ৬টি প্রধান ফসল এর আয়তন ও উৎপাদন হিসাব..... ৪২
৬.২ গ্রুপ হিসাবে ১১৮টি অপ্রধান ফসলের হিসাব ৪৪
৬.৩ কৃষি মজুরী হার ৪৫
৬.৪ ভূমি ব্যবহার পরিসংখ্যান ২০১০-২০১১... ..... ৪৭
৬.৫ পেঁপে, বেগুন, টমেটো ও তরমুজ ফসলের উৎপাদন খরচ জরিপ-২০১২..... ৪৮
৬.৬ ২০১২ সালে উইং কর্তৃক সম্পাদিত অন্যান্য কর্মকাণ্ড..... ৪৮
৬.৭ উইং এর আওতায় গৃহীত প্রকল্প ও কর্মসূচি..... ৪৮
৬.৭.১ প্রোডাক্টিভিটি এ্যাসেসমেন্ট সার্ভে অব ডিফারেন্ট এগ্রিকালচারাল ক্রপস কর্মসূচি..... ৪৮
৬.৭.২ হারমোনাইজেশন এন্ড ডিসেমিনেশন অব ইউনিফাইড এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন স্ট্যাটিসটিকস প্রকল্প..... ৫০

৭.০ ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং..... ৫৫

৭.১ পটভূমি..... ৫৫
৭.২ ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং এর অধীন প্রকল্পসমূহ..... ৫৭
৭.২.১ ফুড সিকিউরিটি নিউট্রিশনাল সার্ভিলেন্স কম্পোনেন্ট প্রকল্প (FSNSC) ৫৭
৭.২.২ মনিটরিং দি সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স অব বাংলাদেশ (MSVSB) ৬০
৭.২.৩ মনিটরিং দি সিচুয়েশন অব চিলড্রেন এন্ড উইমেন প্রকল্প ৩য় পর্যায় ৬৫

৮.০ **ফিন্যান্স এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (**FA & MIS**)** ৭০
৮.১ শাখা ভিত্তিক সম্পাদিত কার্যাবলি..... ৭০
৮.১.১ প্রশাসন শাখা..... ৭০
৮.১.২ মাঠ প্রশাসন..... ৭০
৮.১.৩ বিনিক শাখা..... ৭১
৮.১.৪ এসটিএম শাখা..... ৭১
৮.১.৫ উন্নয়ন শাখা..... ৭১
৮.১.৬ আর ডিপি শাখা..... ৭২
৮.২ এফএ এন্ড এমআইএস উইংকর্তৃক সম্পাদিত অন্যান্য কার্যাবলি..... ৭৩
৮.২.১ পরিসংখ্যান ভবনে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন..... ৭৩
৮.২.২ পরিসংখ্যান ভবনে সোলার প্যানেল স্থাপন..... ৭৩
৮.২.৩ Computer to Plate Machine..... ৭৪
৮.২.৪ Automatic Glue Binding Machine..... ৭৪

৯.০ কম্পিউটার উইং..... ৭৫
৯.১ কম্পিউটার উইং এর প্রধান প্রধান কার্যাবলি..... ৭৬
৯.২ শুমারিতে কম্পিউটার উইং এর ভূমিকা..... ৭৭
৯.২.১ প্রাক শুমারি কার্যক্রম..... ৭৭
৯.২.২ চূড়ান্ত পর্ব (মূল শুমারিতে) ৭৭
৯.২.৩ জরিপের তথ্য সংগ্রহ..... ৭৭
৯.২.৪ শুমারির তথ্য প্রক্রিয়াকরণ..... ৭৭
৯.২.৫ জরিপের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ..... ৭৮
৯.৩ কম্পিউটার উইং এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ ৭৮
৯.৩.১ ডিজিটাল ইনফরমেশন সিস্টেম প্রকল্প..... ৭৮
৯.৩.২ স্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি অব বিবিএস ইন পপুলেশন এন্ড ডেমোগ্রাফিক ডাটা কালেকশন ইউজিং জিআইএস প্রকল্প..... ৮৩
৯.৩.৩ ডাটা রিকভারি ও সংরক্ষণ কর্মসূচি..... ৮৭
৯.৩.৪ জিও কোড (Geo Code) ৯০
৯.৪ ওয়েবসাইটে প্রকাশনা আপলোড বিষয়ক কার্যক্রম..... ৯১
৯.৫ বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক বা **Memorandum of Understanding (MoU)** স্বাক্ষর **....** ৯২
৯.৬ বিবিএস মিউজিয়াম ৯৪

১০.০ স্ট্যাটিস্টিক্যাল স্টাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট..... ৯৬
১০.১ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ..... ৯৭
১০.২ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা..... ৯৯
১০.৩ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের তালিকা..... ১১৭
১১.০ ২০১২-১৩ অর্থ বছরে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/ সেমিনার এ অংশগ্রহণের তালিকা..... ১২৫
১২.০ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা..... ১২৭
১৩.০ মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীর দপ্তর, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বিবিএস এর কর্মকর্তাদের ফোন নম্বর..১৩০
১৩.১ মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীর দপ্তরের ফোন নম্বর..... ১৩০
১৩.২ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্মকর্তাদের ফোন নম্বর..... ১৩১
১৩.৩ বিবিএস এর কর্মকর্তাদের ফোন নম্বর.. ..... ১৩২
১৩.৪ প্রকল্প পরিচালকগণের টেলিফোন নম্বর..... ১৩৩

১৪.০ পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট-১ 'পরিসংখ্যান বিভাগ' নামকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর প্রজ্ঞাপন ১৩৪
পরিশিষ্ট-২ 'পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ' নামকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর প্রজ্ঞাপন ১৩৫
পরিশিষ্ট-৩ Allocation of Business সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর প্রজ্ঞাপন..... ১৩৬
পরিশিষ্ট-৪ পরিসংখ্যান আইন ২০১৩..... ১৩৯
পরিশিষ্ট-৫ মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এর ভিত্তি বছর ১৯৯৫-১৯৯৬ হতে ২০০৫-২০০৬
এ পরিবর্তন এবং প্রভাব ১৪৮
পরিশিষ্ট-৬ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের উত্তম চর্চা (Good Practices) ১৬৮
পরিশিষ্ট-৭ অফিসিয়াল পরিসংখ্যানের মৌলিক নীতিসমূহ
(Fundamental Principles of Official Statistics).....১৭৬
পরিশিষ্ট-৮ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অর্গানোগ্রাম ১৮২
পরিশিষ্ট-৯ বিবিএস এর প্রধান প্রধান প্রকাশনাসমূহের প্রচ্ছদ..... ১৮৩
পরিশিষ্ট-১০ বিলবোর্ড ১৮৯

১৫.০ সচিত্র প্রতিবেদনে বিবিএস এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কার্যক্রম ১৯৩
১৬.০ অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর বিভিন্ন কার্যক্রম সংক্রান্ত আলোকচিত্র ২০৩

১.০ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে কোন প্রকল্প প্রণয়নের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা একটি আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ শেষে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের পুনর্বাসনে ব্যাপক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের আবশ্যকতা দেখা দেয়। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে তখন নির্ভরযোগ্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য প্রবাহের ব্যবস্থা না থাকায় সে সময় পরিকল্পনা প্রণেতাদের বেশ হিমসিম খেতে হয় এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নেও নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিসংখ্যানের আবশ্যকতা তীব্র হয়ে ওঠে। বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরে দেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান P.O ৭২' এর অধীনে পূর্ববর্তী প্রাদেশিক সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরো ও কৃষি পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সেন্ট্রাল স্ট্যাটিসটিক্যাল অফিস, পপুলেশন সেন্সাস অরগানাইজেশন ও এগ্রিকালচার সেন্সাস কমিশনকে সমন্বিত করে ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন "বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো" (Bangladesh Bureau of Statistics), সংক্ষেপে BBS অতঃপর এ ব্যুরোর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সুসম্পন্ন করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সরকারই ১৯৭৫ সালে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি বিভাগ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পরিসংখ্যান বিভাগ (Statistics Division)। ৭৫ এর পট পরিবর্তনের পর দেশের শাসন ব্যবস্থায় বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক মূল্যবোধ শিকড় গেড়ে বসার ধারায় দেশের পরিকল্পনা প্রণয়নে 'Bottom up' কৌশলের স্থলে 'Top down' চিন্তাধারা প্রাধান্য পেতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০২ সালে পরিসংখ্যান বিভাগকে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের একটি উইং এ রূপান্তর করা হয়। কিন্তু ২০০৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে সরকার গঠন করে বঙ্গবন্ধুরই সুযোগ্য কন্যা বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার মতাদর্শ পুনঃধারণ করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে পুনরায় পরিসংখ্যান বিভাগ (Statistics Division) সৃজন করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিসংখ্যানের অপরিহার্যতাকে আবারো সামনে নিয়ে আসেন। অতঃপর পরিসংখ্যান ব্যবস্থা (Statistical System) কে আরো সুসংহত ও গণমুখী করার লক্ষ্যে ২০১৩ সালের ১২নং আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা হয় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (Statistics and Informatics Division-SID)।

১.১ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কার্যাবলী

Allocation of Business among different Ministres/Divisions অনুসারে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

(১) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়;

(২) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন এবং সংশোধন ;

(৩) অন্যান্য সরকারি সংস্থার সাথে যুগপৎভাবে কেন্দ্রীয় ভান্ডার হিসেবে জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্ট্রার তৈরি, সংরক্ষণ ও সংশোধন;

(৪) জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্ট্রার (National Population Register-NPR) প্রণয়ন;

(৫) বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্ট্রার ভিত্তিক সেবা নিরাপদভাবে প্রদান এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(৬) সরকারি পর্যায়ে তথ্য কাঠামো উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা তৈরিতে সহয়তাকরণ;

(৭) কেন্দ্রীয় জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) প্লাটফর্ম উন্নয়ন ও সংরক্ষণ;

(৮) অন্যান্য সংস্থার জিআইএসকে কেন্দ্রীয় জিআইএস প্লাটফর্ম এ সমন্বিতকরণের জন্য সহায়তা প্রদান;

(৯) জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশল (NSDS) প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ;

(১০) জনসংখ্যা ও গৃহগণনা, কৃষি ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর পর্যায়ক্রমিক শুমারি কর্মকান্ড পরিচালনা;

(১১) আর্থ-সামাজিক, ডেমোগ্রাফিক ও অন্যান্য বিষয়ে জরিপ অনুষ্ঠান;

(১২) জন্ম-মৃত্যু, কৃষি, উৎপাদন শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের উপর সরকারি (Official) পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও সংরক্ষণ;

(১৩) জাতীয় হিসাব ও মূল্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রক্রিয়াকরণ ও প্রচারণা;

(১৪) সকল অফিসিয়াল পরিসংখ্যান প্রক্রিয়াকরণ ও প্রচারণা;

(১৫) আন্তর্জাতিক প্রমিত পদ্ধতির আলোকে দেশের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান পদ্ধতির বিষয়ে সমন্বয়করণ;

বাংলাদেশ পরিসিংখ্যান ব্যুরো এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করছেন মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার, বীর উত্তম, এমপি।

(১৬) বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিসংখ্যানের দ্বৈততা পরিহার নিশ্চিতকরণ;

(১৭) জাতীয় এ আন্তর্জাতিক সংস্থার ব্যবহারের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগৃহীত পরিসংখ্যান সত্যয়নকরণ

(১৮) ইলেক্ট্রনিক তথ্য প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি সংগঠিতকরণ ও প্রতিষ্ঠা এবং ডিজিটাল আর্কাইভ সংরক্ষণ;

(১৯) এই বিভাগের উপর ন্যস্ত পরিসংখ্যান সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে অনুসন্ধান;

(২০) এই বিভাগের উপর ন্যস্ত বিষসমূহের উপর পরামর্শ সেবা প্রদান;

(২১) বিবিএস এর ক্যাডার ও নন্-ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রশাসন;

(২২) এই বিভাগের সম্পর্কিত সাচিবিক ও আর্থিক প্রশাসন পরিচালনা;

(২৩) এই বিভাগের আওতাধীন অধঃস্তন অফিস ও প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা;

(২৪) এই বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়ন;

(২৫) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা;

(২৬) এই বিভাগের উপর ন্যস্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা, অন্যান্য দেশ ও বিশ্বসংস্থাসমূহের সাথে সমঝোতা ও চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সমন্বয় সাধন;

(২৭) এই বিভাগের উপর ন্যস্ত সংশ্লিষ্ট সকল আইনসমূহের নির্দেশনা বাস্তবায়ন;

(২৮) আদালতে গ্রহণকৃত ফি ব্যতীত এই বিভাগের উপর ন্যস্ত যে কোন বিষয়ের উপর ফি নির্ধারণ ও সংগ্রহ;

(২৯) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অন্যান্য দায়িত্বাবলী।

১.২. পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জনবল

	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	চতুর্থ শ্রেণী	মোট
অনুমোদিত	২১	৯	২০	১৮	৬৮
কর্মরত	১৬	৮	১০	১৩	৪৭

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্মকান্ড ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় এ বিভাগের কলেবর বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে পরিসংখ্যান বিভাগে একটির পরিবর্তে তিনটি উইং স্থাপন করা হয়। বর্তমানে অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে তথ্য ব্যবস্থাপনা উইং, যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) এর নেতৃত্বে প্রশাসন উইং এবং যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন) এর নেতৃত্বে উন্নয়ন উইং এর কাজ চলছে।

১.৩. পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সাম্প্রতিক অর্জন

১.৩.১.পরিসংখ্যান আইন-২০১৩ প্রণয়ন

দেশের সামগ্রিক ও সমন্বিত উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সঠিক ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যান পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বশর্ত। পরিসংখ্যান যত নির্ভুল হবে, নীতি নির্ধারকদের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা প্রদান তত সহজতর হবে। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মূল দায়িত্ব দেশের বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিংসহ প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের জন্য হালনাগাদ, নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত পরিসংখ্যান সরবরাহ করা। পরিসংখ্যান ব্যুরো জাতীয় এবং স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্ত প্রশাসক, গবেষক, পরিকল্পনাবিদ, সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ করে আসছে।

এতদিন যাবত পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন সমন্বিত আইন, বিধি বা নীতিমালা না থাকায় কিছু আদেশ ও পরিপত্রের আওতায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কাজ পরিচালিত হয়ে আসছিল। বিভিন্ন সরকারি সংস্থা কর্তৃক একই বিষয়ে পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশের ফলে কোনটি সরকারি কোনটি সরকারি নয়, তা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ায় তথ্য ব্যবহারকারীগণও নানাবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। এ সকল অসুবিধা দূর করে পরিসংখ্যান কার্যক্রমকে গতিশীল, সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও প্রমিতকরণের জন্য পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ প্রণয়ন জরুরী হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ পরিসিংখ্যান ব্যুরো এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করছেন মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার, বীর উত্তম, এমপি, SID এর সচিব, বিবিএস এর মহাপরিচালক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

পরিসংখ্যান আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি খসড়া বিল মন্ত্রিপরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলে মন্ত্রিপরিষদের ২৪ জানুয়ারি ২০১১ তারিখের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বিলটিতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজনসহ ভেটিং এর জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। উক্ত মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী বিলটিতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজনসহ ০৩ জুলাই ২০১২ তারিখে মন্ত্রিপরিষদের অনুমোদন নেয়া হয় এবং ০৪ অক্টোবর ২০১২ তারিখে লেজিসলেটিভ বিভাগ কর্তৃক উক্ত আইনের ভেটিং প্রদান করায় মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের মাধ্যমে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী ৩০ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে জাতীয় সংসদে বিলটি উত্থাপন করলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। উক্ত কমিটির ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৭তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক 'পরিসংখ্যান বিল ২০১৩' যাচাই-বাছাই এর জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত সাব-কমিটিতে সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ছাড়াও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগ ও আইএমইডি'র সচিবদ্বয়, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিআইডিএস এর ২ জন বিশেষজ্ঞ এর মতামত নেয়া হয়। সাব-কমিটি কর্তৃক বিলটিতে কিছু সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয় এবং কমিটির অনুমোদনসহ বিল আকারে পুনরায় জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়। ৯ম জাতীয় সংসদের ১৬তম অধিবেশনে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে বিলটি পাশ হয় এবং ০৩ মার্চ ২০১৩ তারিখে ২০১৩ সনের ১২ নং আইন হিসেবে গেজেট প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়।

১.৩.২ . পরিসংখ্যান আইনের বিষয়ে বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে কয়েকটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে পরিসংখ্যান আইন-২০১৩ এর আওতায় 'পরিসংখ্যান ব্যুরো ব্যতীত অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক পরিসংখ্যান প্রস্তুত' ও প্রকাশ সম্পর্কিত বিধিমালা ও নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে।

১.৩.৩. জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়ন

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২১ এপ্রিল ১৯৯৮ তারিখের আদেশে জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়নের দায়িত্ব পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের উপর ন্যস্ত হয়। জেলা গেজেটিয়ার প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে গত ২৭ মার্চ ২০১৩ তারিখে প্রস্তুতি কমিটির এক সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ১৭ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীকে প্রধান উপদেষ্টা ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতিকে উপদেষ্টা এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিবকে সভাপতি করে ৩৪ জন কর্মকর্তা/ব্যক্তির সমন্বয়ে জাতীয় কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যকে উপদেষ্টা ও জেলা প্রশাসককে সভাপতি করে প্রত্যেক জেলায় জেলা গেজেটিয়ার কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১.৩.৪.বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাথে Access to Information (A2i) কর্মসূচির MoU সম্পাদনা

২০২১ সাল নাগাদ দেশের পরিসংখ্যান পদ্ধতি সম্পূর্ণ digitalized এবং paperless করার পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের তত্ত্বাবধায়নে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের Access to Information (A2i) কর্মসূচির মধ্যে একটি MoU স্বাক্ষরিত হওয়ায় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে ইতোমধ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। A2i কর্মসূচির সাথে বিবিএস এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে বিবিএস সম্প্রতি অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর খানা ও প্রতিষ্ঠান তালিকা ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের (UISC) মাধ্যমে সম্পন্ন করেছে। মূল শুমারির তথ্য ধারণের কাজও 'ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে'র মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।

বিবিএস এবং A2I এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর ও বিনিময় করছেন বিবিএস এর মহাপরিচালক জনাব গোলাম মোস্তফা কামাল এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক ও A2I প্রোগ্রামের প্রকল্প পরিচালক (পিডি) জনাব কবির বিন আনোয়ার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব।

১.৩.৫. অডিট সেল গঠন

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও এর আওতাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়টি যথাযথভাবে মনিটরিং করার লক্ষ্যে যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)কে আহবায়ক করে ৫ সদস্যের একটি অডিট সেল গঠন করা হয়েছে। অডিট সেল গঠিত হওয়ার ফলে ত্রিপক্ষীয় সভার মাধ্যমে গুরুতর অডিট আপত্তিসহ সকল অডিট আপত্তি দ্রুততর সময়ের মধ্যে নিস্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়েছে।

১.৩.৬. গ্লোবাল ই-ইনডিসেস র‍্যাংকিং এবং বাংলাদেশ (Global e-indices' Ranking and Bangladesh)

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2i কর্মসূচির যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ই-সূচক এ বাংলাদেশের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য "Global e-indices' Ranking and Bangladesh: Indicator for Measuring Digital Bangladesh" শীর্ষক একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। রিপোর্টটি ব্যবহারকারীগণের সুবিধার্থে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর website (www.bbs.gov.bd) এ upload করা হয়েছে। এছাড়াও ই-সূচকের অব্যাহত উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কার্যপরিধিসহ ২৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

১.৩.৭. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোয় দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা এবং এর আওতাধীন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা বিষয়ে অবহিত করার লক্ষ্যে সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগকে সভাপতি করে ৯ সদস্যের সমন্বয়ে 'নৈতিকতা কমিটি' গঠন করা হয়েছে। কমিটি ইতোমধ্যে এ লক্ষ্যে কর্মপন্থা নির্ধারনের জন্য ওয়ার্কশপসহ ব্যাপক প্রচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

১.৩.৮. বিভাগীয় ও জেলা পরিসংখ্যান অফিস স্থাপন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ৭টি বিভাগীয় ও ৪১টি জেলা পরিসংখ্যান অফিস স্থাপনের লক্ষ্যে বাড়ি ভাড়া সম্পন্ন হয়েছে। ১ জুলাই ২০১৩ থেকে নবসৃষ্ট ৭টি বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিসের এবং ৪১টি জেলা পরিসংখ্যান অফিসের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

১.৩.৯. পিডি'স ফোরাম গঠন

বিবিএস এর বিভিন্ন প্রকল্প সমূহের আন্তঃসমন্বয় নিশ্চিত করে যেকোন দ্বৈততা পরিহার করা, data gap চিহ্নিত করা এবং data dissemination ও পরিসংখ্যানের উন্নয়নে user ও stakeholder গণের জন্য বিবিএস কর্তৃক আয়োজিত সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি অনুষ্ঠানকে অধিকতর সার্থক ও ফলপ্রসূ করতে সার্বিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জানুয়ারি ২০১৩ সময়ে সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (SID) এর দিক নির্দেশনায় **পিডি'স ফোরাম (প্রজেক্ট ডাইরেক্টর'স ফোরাম)** নামে একটি ফোরাম গঠন করা হয়। গত ২৬ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে পিডি'স ফোরাম অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এ তাদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে বিশাল এ কর্মসূচিকে সাফল্যমন্ডিত করার নিমিত্ত এবং সার্বিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিবিএস এ একটি ওয়ার্কশপ এর আয়োজন করে, যার বিষয় ছিল 'Achieving Synergies Among all Projects : Towards Making Economic Census 2013 a Success'। উক্ত ওয়ার্কশপে SID ও BBS এর কর্মকর্তাসহ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এই ফোরামের সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যুরোর কার্যক্রমের দ্বৈততা পরিহার, সময় ও সম্পদের সর্বোচ্চ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে- যা দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণ করবে বলে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্পসমূহের আন্তঃসমন্বয়ের ফলে মানবসম্পদের উন্নয়ন হচ্ছে ও প্রযুক্তির সাথে কাজের সম্পৃক্ততা অনেক বেড়েছে। ফোরামের সদস্যবৃন্দ এর গুরুত্ব এবং প্রভাব অনুধাবন করতে পারায় ফোরামের সমন্বিত কার্যক্রমও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিবিএস এর প্রকল্পসমূহের কর্মকান্ড সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণী চূড়ান্তকরণ সভায় উপস্থিত বিবিএস পিডিস' ফোরামের সদস্যবৃন্দ।

১.৩.১০. এডিটর'স ফোরাম গঠন

বিবিএস এর বিভিন্ন সাংগঠনিক উইং কর্তৃক সময় সময় বিভিন্ন প্রকাশনা প্রস্তুত করা হয়। এ প্রকাশনা সমূহের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে ব্যুরোর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে **'এডিটর'স ফোরাম'** নামে একটি ফোরাম গঠন করা হয়। বিবিএস বিভিন্ন জরিপ ও শুমারি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উইং ও প্রকল্প হতে খসড়া প্রস্তুত করে পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে মান উন্নয়নের জন্য এডিটর'স ফোরামের নিকট উপস্থাপন করে। এডিটর'স ফোরাম রিপোর্টসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে সংশ্লিষ্ট উইং ও প্রকল্পে প্রেরণ করে। এডিটর'স ফোরামের নিবিড় নিরীক্ষার মাধ্যমে রিপোর্টসমূহের ভুলত্রুটি ও অসামঞ্জস্যতা দূর করা সম্ভব হচ্ছে যাতে রিপোর্টের গুণগতমান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

Monthly Statistical Bulletin প্রস্তুত সংক্রান্ত সভায় উপস্থিত বিবিএস এডিটর'স ফোরামের সদস্যবৃন্দ।

১.৩.১১. অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম (Partnership Activities)

বিবিএস জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্বের অন্যান্য দেশের জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে আসছে। অংশীদারত্বমূলক কার্যক্রমের ফলে বিবিএস এর বিভিন্ন জরিপ ও শুমারি তথ্যের in-depth বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে, যা দেশের নীতি নির্ধারণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। বিবিএস নিম্নলিখিত সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণাধর্মী কাজ করছেঃ

- Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) ও UNICEF এর সাথে যৌথভাবে আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১ এর তথ্য বিশ্লেষণ করে 'Child Equity Atlas: Pockets of Social Deprivation in Bangladesh' প্রণয়ন করা হয়েছে। একইভাবে আদমশুমারির তথ্য ভিত্তি করে PPRC এর সাথে যৌথভাবে Urban Database' তৈরীর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং PPRC এর Urbanization সংক্রান্ত স্ট্যাডি বা জরিপের ক্ষেত্রে বিবিএস কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে।
- Department of Agriculture Extension (DAE) এর সাথে কৃষি পরিসংখ্যানের দ্বৈততা ও বিভ্রান্তি পরিহার করার জন্য বিবিএস এবং ডিএই Harmonization এর উদ্যোগ নিয়ে একসাথে কাজ করছে।
- স্বাস্থ্য পরিসংখ্যানের উন্নয়নকল্পে বিবিএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, নিপোর্ট এবং আইসিডিডিআরবি নিবিড়ভাবে কাজ করছে।
- বিবিএস এর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute of Statistical Research and Training (ISRT) এ মৌলিক ও উন্নততর পরিসংখ্যান কোর্সে অংশগ্রহণ করে থাকে, যা তাঁদের পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- James P Grant School of Public Health, BRAC University এর সাথে একটি চুক্তির আলোকে বিবিএস এর কর্মকর্তাগণ MPH এবং MDS ডিগ্রী লাভের সুযোগ পাচ্ছেন। ইতোমধ্যে ৪ জন কর্মকর্তা MPH ডিগ্রী অর্জন করেছেন এবং ১ জন কর্মকর্তা এ বছরেই MDS ডিগ্রী লাভ করবেন।
- BRAC University এবং Helen Keller International, Bangladesh কর্তৃক পরিচালিত ফুড সিকিউরিটি-নিউট্রিশনাল সার্ভিলেন্স সংক্রান্ত একটি জাতীয় জরিপের 'গণনা পরবর্তী যাচাই বা পিইসি' কার্যক্রমে বিবিএস সম্পৃক্ত রয়েছে।

১.৩.১২. জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার (NPR)

সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সুবিধা/সেবা দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে জনসাধারনের দোর-গোড়ায় পৌছে দেয়ার জন্য দেশের সকল নাগরিকের মৌলিক তথ্য সম্বলিত National Population Register (NPR) নামে একটি পৃথক ডাটাবেইজ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা এবং টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলায় NPR এর পাইলট জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। NPR বাস্তবায়িত হলে দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর তথ্য ভান্ডার (database) গঠন করা যাবে। সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেকেই এ ডাটাবেইজ হতে প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবহার করে বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা উক্ত Database এর ভিত্তিতে জাতীয় উন্নয়নে উপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে।

১.৩.১৩. অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তালিকা প্রণয়ন

চলমান সোস্যাল সেফটি নেট কর্মসূচির (SSNP) আওতায় সুবিধাভোগী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি ডাটা বেইজ প্রণয়নের নিমিত্ত বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় দেশের বিদ্যমান অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তথ্য সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা হবে। এ তালিকা প্রস্তুত সম্পন্ন হলে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগীগণকে আরো বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপন ও চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

১.৩.১৪. তথ্য অধিকার আইন অবহিতকরণ

মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনার ও সচিব, তথ্য কমিশন বিগত ২৩ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে অত্র বিভাগের সচিবের আমন্ত্রণে বিভাগ ও বিবিএস এর কর্মকর্তাদের সঙ্গে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। সভায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্তমানে বিভাগ ও বিবিএস এ আইনের আওতায় বিভিন্ন কমিটি গঠন ও ফোকালপয়েন্ট চিহ্নিত করা হয়েছে।

১.৩.১৫. মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ সম্পর্কে অবহিতকরণ

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর অগ্রগতি সম্পর্কে মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী ও সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ২৬ মে ২০১৩ তারিখে বঙ্গভবনে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন।

১.৩.১৬. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ সম্পর্কে অবহিতকরণ

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অর্থনৈতিক শুমারি-২০১৩ মূল গণনা কাজের সফল সমাপ্তি ও পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী ও সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ১১ জুন ২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর কার্যালয়ে গিয়ে অবহিত করেন।

১.৩.১৭. মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর পাইলট শুমারি উদ্বোধন

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অর্থনৈতিক শুমারি-২০১৩ এর পাইলট জরিপ ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র, মাননীয় সংসদ সদস্য, সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো উপস্থিত ছিলেন।

১.৩.১৮. বিসিএস পরিসংখ্যান ক্যাডারে নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

পরিসংখ্যান ক্যাডারের ৩১তম ব্যাচের কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ কোর্সে সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিব জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ কোর্সে আইএমইডির সচিব জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক খান, তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব এন আই খান পরিকল্পনা কমিশনের তৎকালীন সদস্য (বর্তমানে সিএন্ডএজি) জনাব মাসুদ আহম্মেদ নিজ নিজ বিভাগের কার্যাবলী সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। তাছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম কর্তৃক ২৯ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে এবং ৩০ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে বিবিএস এবং SID এর কার্যক্রমে বাংলাদেশ বেতারের ভূমিকা সম্পর্কে কাজী আখতার উদ্দিন আহমেদ, মহাপরিচালক বাংলাদেশ বেতার বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়া আইএমইডির চীফ ও CPTU'র মহাপরিচালক জনাব অমূল্য কুমার দেবনাথ সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে উপস্থাপনা প্রদান করেন। পরবর্তীতে অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব রঞ্জিত কুমার চক্রবর্তী MTBF সম্পর্কে বিভাগ ও বিবিএস এর সকল কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বিষয়টি উপস্থাপনা করেন।

প্রশিক্ষণ শেষে বিবিএস এর নবীন কর্মকর্তাগণের সাথে জনাব মোঃ নজিবুর রহমান, সচিব, SID, জনাব এন আই খান, সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং জনাব মাহফুজুর রহমান, প্রাক্তন সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয় (বর্তমানে ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান) ।

১.৩.১৯. সমুদ্র বিজয় সম্পর্কে অবহিতকরণ ও জাতীয় হিসাব পদ্ধতিতে সমুদ্র বিজয়ের সুফল অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিবের সভাপতিত্বে ২৩ জুন ২০১৩ তারিখে আন্তর্জাতিক আদালতে দায়েরকৃত মামলায় বাংলাদেশ কর্তৃক সমুদ্র সীমানা সম্পর্কিত বিরোধে বাংলাদেশের বিজয় তথা সমুদ্র বিজয় এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্জন সম্পর্কিত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মুখ্যবক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রিয়ার এডমিরাল খুরশীদ আলম। তাছাড়া পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিবসহ SID এবং BBS এর সকল কর্মকর্তা সভায় উপস্থিত থেকে সমুদ্র বিজয়ের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অর্জিত বিশাল জলসীমায় বিদ্যমান সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেন। জলসীমায় বিদ্যমান এ বিশাল সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ যৌথ উদ্যোগে কাজ করলে এ খাতের প্রাক্কলিত পরিসংখ্যান সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে বিশেষ সহায়ক হবে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিবিএস কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয় রেখে গবাদি পশু ও মৎস্য শুমারি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ শুমারিতে দেশের মিঠাপানির ধৃত মাছের হিসাবের সাথে সমুদ্র হতে ধৃত মাছের এবং এ জাতীয় সম্পদের হিসাব সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ সরকারের সাম্প্রতিক সমুদ্র বিজয়ের ফলে বঙ্গোপসাগরের বিশাল এলাকা দেশের অর্থনৈতিক সীমার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ জলসীমায় খনিজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ এবং আরো অন্যান্য সম্পদ যথাযথভাবে আহরণ করা সম্ভব হলে তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রাক্কলিত মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) পরিমাণও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। বিবিএস এর জাতীয় হিসাব অনুবিভাগ এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রাখছে।

সমুদ্র বিজয়ের সুফল সম্পর্কে উপস্থাপনা অনুষ্ঠান শেষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রিয়ার এডমিরাল (অবঃ) খোরশেদ আলম কে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর স্মারক ক্রেস্ট প্রদান করছেন SID এর সচিব। মহাপরিচালক, বিবিএস এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতাধীন সংস্থা

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতাধীন একমাত্র সংস্থা।

২.০. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন একাধিক সংস্থা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিসংখ্যান ব্যুরো, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আধীন কৃষি পরিসংখ্যান ব্যুরো ও কৃষি শুমারি কমিশন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন আদমশুমারি কমিশন তাদের নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনে পরিসংখ্যানের যোগান দিয়ে আসছিল। সর্বপ্রথম ১৯৭৪ সালে বর্ণিত ৪টি পরিসংখ্যান সংস্থাকে একীভূত করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২.১ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কার্যাবলী

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মূল দায়িত্ব দেশের বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিংসহ প্রশাসনিক কর্মকান্ডের জন্য হালনাগাদ, নির্ভরযোগ্য ও মানসম্মত পরিসংখ্যান সরবরাহ করা। পরিসংখ্যান ব্যুরো জাতীয় এবং স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের নিমিত্ত প্রশাসক, গবেষক, পরিকল্পনাবিদ, সরকারি ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ করে আসছে।

এতদিন যাবত পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো সমন্বিত আইন, বিধি বা নীতিমালা না থাকায় কিছু আদেশ ও পরিপত্রের আওতায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কাজ পরিচালিত হয়ে আসছিল। ২০১৩ সনে পরিসংখ্যান আইন মহান জাতীয় সংসদে পাশ হওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সত্যিকার অর্থে একটি আইনগত কাঠামো পেয়েছে। উক্ত আইনের ৬ ধারা অনুযায়ী আইন পাশের পর গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো নতুন করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

পরিসংখ্যান আইন-২০১৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপঃ

(ক) সঠিক, নির্ভুল ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যান প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;

(খ) সঠিক, নির্ভুল পরিসংখ্যান প্রণয়নের জন্য দেশের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে জরিপ পরিচালনা;

(গ) জনশুমারি, কৃষিশুমারি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ শুমারি, অর্থনৈতিক শুমারিসহ অন্যান্য শুমারি ও জরিপের লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) সরকারি পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদ, নীতি-নির্ধারক, গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য ব্যবহারকারীগণের চাহিদা অনুসারে দ্রুততার সাথে নির্ভরযোগ্য এবং ব্যবহার বান্ধব পরিসংখ্যান সরবরাহকরণ;

(ঙ) পরিসংখ্যান বিষয়ক নীতিমালা ও পদ্ধতি প্রণয়ন;

(চ) শাখা কার্যালয়ের কার্যাদি সরেজমিনে তদারক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উহার প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্র (National Strategy for the Development of Statistics) প্রবর্তন এবং সময় সময় হালনাগাদকরণ;

(জ) পরিসংখ্যান বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ;

(ঝ) পরিসংখ্যানের ভূমিকা ও কার্যক্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে জন সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(ঞ) পরিসংখ্যান কার্যক্রম সম্পাদনে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(ট) যে কোন কর্তৃপক্ষ, পরামর্শ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থায় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে পরিসংখ্যান বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রদান;

(ঠ) ভোক্তার মূল্যসূচকসহ অন্যান্য মূল্যসূচক এবং জাতীয় হিসাব প্রস্তুতকরণ;

(ড) অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, সামাজিক ও জনমিতি সংক্রান্ত নির্দেশক প্রণয়ন ও প্রকাশকরণ;

(ঢ) ভূমি ব্যবহারসহ বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন, উৎপাদন-ব্যয় এবং ফসলাধীন জমির পরিমাণ প্রাক্কলণ;

(ণ) জিও কোড সিস্টেম প্রণয়ন এবং একমাত্র সরকারি জিও কোড সিস্টেম হিসাবে এর হালনাগাদকরণ ও সংরক্ষণ এবং অন্যান্য সকল সরকারি সংস্থা বা প্রতিস্ঠানকে ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ;

(ত) জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার (National Population Register) প্রণয়ন ও সময় সময় হালনাগাদকরণ;

(থ) সমন্বিত সেন্ট্রাল জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (Geographic Information System) প্রণয়ন;

(দ) পরিসংখ্যানের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ আন্তর্জাতিক মানে প্রমিতকরণ (standardization);

(ধ) সংরক্ষণের বিকল্প ব্যবস্থাসহ জাতীয় তথ্য ভান্ডার প্রণয়ন ও আধুনিক পদ্ধতিতে আর্কাইভে সংরক্ষণ;

(ন) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার জন্য প্রণীত সরকারি পরিসংখ্যানের মান সত্যায়ন (Authentication);

(প) পরিসংখ্যান সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা প্রদান;

(ফ) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন; এবং

(ব) উপরিউক্ত দায়িত্ব পালন ও কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

২.২. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জনবল

	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	চতুর্থ শ্রেণী	মোট
অনুমোদিত	১৮৯	৬০৫	২৫৭৮	৭৫১	৪১২৩
কর্মরত	১৫৭	৩১৫	১৬৯২	৫৬৫	২৭২৯

পরিসংখ্যানও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ সৃষ্টির পর হতে দেশের পরিসংখ্যান কার্যক্রমে গতি সঞ্চার হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে শক্তিশালী করার প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ফলে দেশের পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে অধিকতর মানসম্পন্ন তথ্য ও উপাত্ত দ্রুততম সময়ে সরবরাহের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাঠ পর্যায়ে তথা বিভাগ ও সকল জেলা পর্যায়ে অফিস স্থাপন এবং উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোতে ইতোপূর্বে সদর দপ্তর, ২৩ টি আঞ্চলিক (জেলা পর্যায়ে) পরিসংখ্যান অফিস ও ৪৮১টি উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস এই তিন স্তর বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো ছিল। বর্তমানে ৭টি বিভাগীয় শহরে বিভাগীয় অফিস এবং ৬৪টি জেলায় জেলা অফিস স্থাপন করে চার স্তর বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো গঠন করা হয়েছে। বিভাগীয় পর্যায়ে ৭টি বিভাগে বিভাগীয় কার্যালয়ে যুগ্ম-পরিচালকের পদসহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিটি বিভাগে ১৩টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। ৬৪টি জেলায় জেলা কার্যালয়ে উপ-পরিচালকের পদসহ ১৩টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং উপজেলা পর্যায়ে ৪৮৩টি উপজেলায় ২য় শ্রেণীর উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তার পদ বিলুপ্ত করে ১ম শ্রেণীর পরিসংখ্যান কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করে প্রতিটি উপজেলায় ৫টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোতে চার স্তর বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে আছে।

নতুন সাংগঠনিক কাঠামো সৃষ্টির ফলে বিভিন্ন পর্যায়ে মোট ৫৪০টি নতুন পদ চূড়ান্তভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে মাঠ পর্যায় থেকে সদর দপ্তর পর্যন্ত প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া বিসিএস (পরিসংখ্যান) ক্যাডারের জনবল বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ক্যাডারের জনবল ১০৭। উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও প্রধান কার্যালয়ে পদ সৃষ্টির মাধ্যমে এ সংখ্যা ৫৬৮টিতে উন্নীত করার কার্যক্রম চলছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাংগঠনিক কাঠামোতে আরো ১৫৯৫টি পদ সৃষ্টির বিষয় প্রক্রিয়াধীন আছে। এর মধ্যে ১ম শ্রেণীর ৫২৩টি ক্যাডার পদ সৃষ্টি হবে। পদ সৃষ্টি এবং কিছু অপ্রয়োজনীয় পদ বিলুপ্তির পরে ৫৬৬৮ পদ সম্বলিত সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুতের কাজ চলমান। সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তনের কাজ চূড়ান্ত হলে গুণগতমান সম্পন্ন পরিসংখ্যান প্রণয়নে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো আরো অবদান রাখতে পারবে।

২.৩. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন উইং সমূহ

১) ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং
২) সেন্সাস উইং
৩) ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং
৪) এগ্রিকালচার উইং
৫) ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং
৬) ফিন্যান্স এ্যাডমিনিসট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (FA & MIS)
৭) কম্পিউটার উইং
৮) স্ট্যাটিসটিক্যাল স্টাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (SSTI)

৩.০ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং এর কর্মকান্ডের বিবরণ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও অন্যান্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচক প্রণয়ন করে থাকে। জিডিপি নির্ণয়ে বিবিএস অন্যান্য উৎসের তথ্যসমূহ ব্যবহার করে। ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং কর্তৃক জিডিপি নির্ণয়ে ব্যবহৃত তথ্যসমূহ Secondary Source হতে সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনীয় জরিপ সম্পন্ন করে থাকে। মূল্য ও মজুরী সূচকসমূহ প্রণয়নের ক্ষেত্রে ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং কর্তৃক Consumer Price Index (CPI) ও Wage Rate Index (WRI) প্রণয়নসহ নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয়। অন্যান্য সূচকসমূহ যেমন: Building Material Price Index (BMPI), Quantum Index of Industrial Production (QIIP), House Rent Index (HRI) ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়। এছাড়াও প্রকাশনার ক্ষেত্রে National Accounts Statistics, Statistical Yearbook, Statistical Pocketbook, Monthly Statistical Bulletin, Foreign Trade Statistics ও মাসিক প্রকাশনাসমূহ প্রকাশ করে থাকে। সর্বোপরি ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং নিম্নোক্ত কাজগুলো সফলতার সঙ্গে নিয়মিতভাবে করে যাচ্ছে:

৩.১ জিডিপি:

- National Accounts Statistics [Provisional Estimates of GDP(2012-2013) and Final Estimates of GDP 2011-12] শিরোনামের প্রকাশনাটি জুন, ২০১৩ মাসে প্রকাশিত হয়েছে।
- জিডিপির ভিত্তি বছর ১৯৯৫-১৯৯৬ অর্থবছরের পরিবর্তে ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে পরিবর্তনের কাজ শেষ হয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়েছে। নতুন ভিত্তি বছরের ভিত্তিতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের জিডিপি নির্ণয়ের কাজ চলছে।
- National Accounts Statistics এ ব্যয় ভিত্তিক জাতীয় হিসাব Provisional (২০১২-২০১৩) এবং Final (২০১১-২০১২) নিরূপণ করা হয়েছে। জাতীয় সঞ্চয়, বিনিয়োগ, ভোগ ইত্যাদি নিরূপণ করা হয়েছে।
- স্থানীয় সরকারের যথা- সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট সংগ্রহ, বাজেট হতে আয় ও ব্যয়ের খাতওয়ারী শ্রেণীবিন্যাস করা এবং Statistical Pocketbook ও Statistical Yearbook এ ছক মোতাবেক তা প্রকাশ করা হয়েছে।
- স্থির মূল্যে বিগত ৫ বছরের জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার নিম্নরূপ:

মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীর সভাপতিত্বে জিডিপি ভিত্তি বছর পরিবর্তন ও রিভিশন বিষয়ক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় অংশগ্রহণ করেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী, মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় মৎস্য ও প্রাণীসম্পদমন্ত্রী। সংশ্লিষ্ট সচিবগণও সভায় অংশগ্রহণ করেন।

	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩ (সাময়িক)
প্রবৃদ্ধির হার	৫.৭৪	৬.০৭	৬.৭১	৬.২৩	৬.০৩

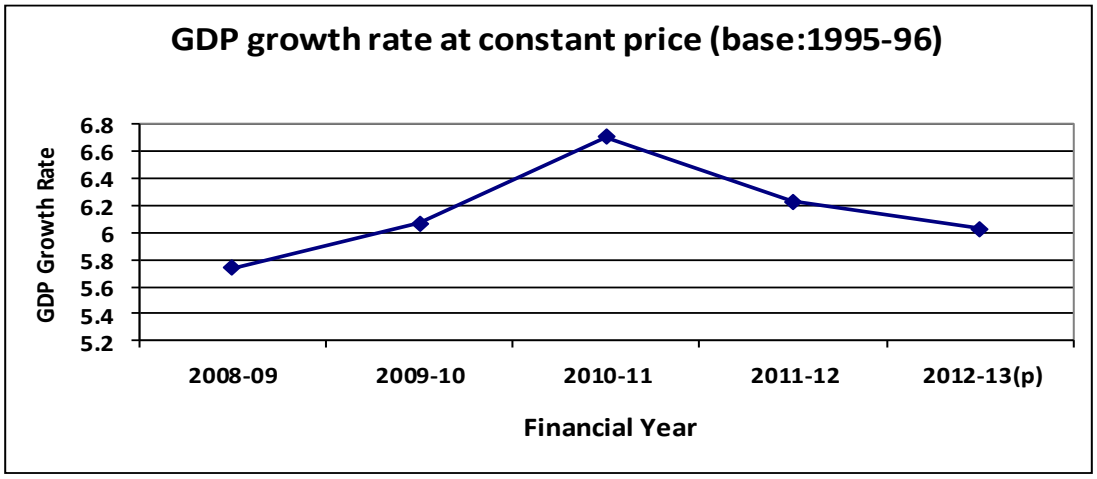

৩.২ ভোক্তা মূল্য সূচক (CPI):

- Consumer Price Index (CPI) এর ভিত্তি বছর ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর থেকে ২০০৫-০৬ অর্থ বছর এ পরিবর্তন করা হয়েছে এবং নিয়মিতভাবে তা মাসিক প্রকাশনায় প্রকাশিত হচ্ছে।
- সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি, ভোক্তা মূল্যসূচক ও মজুরী হার সূচক প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে।
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর উদ্যোগে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বাংলাদেশসহ ২১টি দেশের সমন্বয়ে পরিচালিত ICP (International Comparison Programmme) এর তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হয়েছে; যার ভিত্তিতে Purchasing Power Parities (PPP) নির্ণয়ের কাজ চলছে।
- CPI Automation এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জুলাই ২০১৩ হতে মাঠ পর্যায় তথ্য সংগ্রহ শুরু হবে।
- Wage Rate Index (WRI) এর ২০১০-২০১১ বছরের রিবেইজিং এর কাজ চূড়ান্ত পর্যায় রয়েছে।

- জুন ২০১৩ মাসের জাতীয় পর্যায়ের (National) সূচক ও মূল্যস্ফীতি হার নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

Consumer Price Index (CPI) And Inflation Rate (Point To Point)
(Base Year 2005-06 = 100)

CPI Classification	2010-11	2011-12	2012-13	2011-12			2012-13		
				April'12	May'12	June'12	Apr'13	May'13	June'13
NATIONAL									
General index	156.59	170.19	181.73	170.83	169.40	170.33	185.13	182.91	184.04
Inflation	*10.91*	*8.69*	*6.78*	*6.24*	*6.01*	*5.55*	*8.37*	*7.98*	*8.05*
Food index	170.48	183.65	193.24	181.15	178.26	179.74	196.87	192.75	194.58
Inflation	*14.11*	*7.72*	*5.22*	*2.80*	*2.70*	*2.57*	*8.68*	*8.13*	*8.26*
Non-food index	138.77	152.94	166.97	157.60	158.03	158.27	170.07	170.29	170.53
Inflation	*6.21*	*10.21*	*9.17*	*11.73*	*11.19*	*10.22*	*7.91*	*7.76*	*7.75*
RURAL									
General index	159.41	173.26	183.90	173.78	172.19	173.12	187.34	184.97	186.15
Inflation	*11.73*	*8.69*	*6.14*	*5.73*	*5.42*	*4.98*	*7.80*	*7.42*	*7.53*
Food index	170.81	183.62	192.14	181.32	178.53	179.90	195.75	191.75	193.53
Inflation	*15.05*	*7.50*	*4.64*	*2.23*	*2.12*	*2.08*	*7.96*	*7.40*	*7.58*
Non-food index	141.28	156.77	170.79	161.80	162.09	162.34	173.96	174.20	174.40
Inflation	*5.86*	*10.96*	*8.94*	*12.61*	*11.73*	*10.53*	*7.52*	*7.47*	*7.43*
URBAN									
General index	151.36	164.52	177.71	165.38	164.24	165.16	181.03	179.08	180.16
Inflation	*9.34*	*8.70*	*8.02*	*7.23*	*7.16*	*6.66*	*9.46*	*9.04*	*9.08*
Food index	169.68	183.71	195.91	180.76	177.61	179.33	199.59	195.18	197.16
Inflation	*11.88*	*8.27*	*6.64*	*4.24*	*4.13*	*3.76*	*10.42*	*9.89*	*9.94*
Non-food index	135.43	147.84	161.88	152.01	152.61	152.83	164.89	165.08	165.37
Inflation	*6.70*	*9.16*	*9.50*	*10.52*	*10.42*	*9.78*	*8.47*	*8.17*	*8.21*

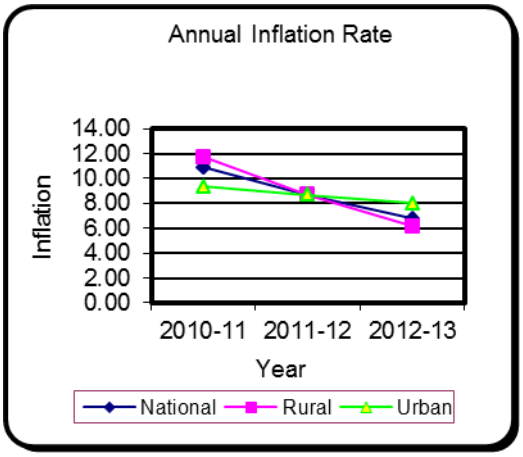

উপরোক্ত চার্ট অনুযায়ী মূল্যস্ফীতির হার ২০১০-১১, ২০১১-১২ এবং এবং ২০১২-১৩ সনে যথাক্রমে ১০.৯১, ৮.৬৯ এবং ৬.৭৮ ভাগ।

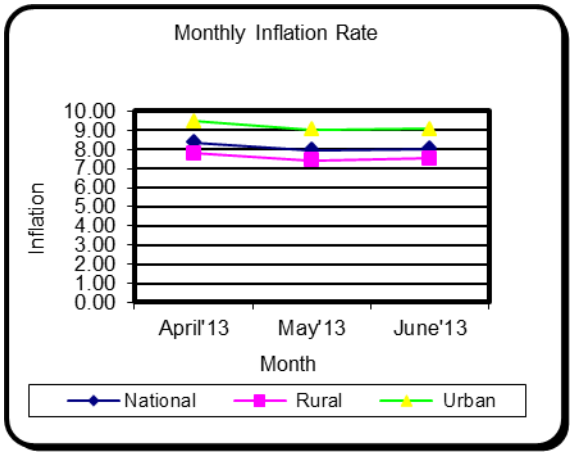

উপরোক্ত চার্ট অনুযায়ী এপ্রিল, মে ও জুন/২০১৩ মাসে মাসিক মূল্যস্ফীতির হার যথাক্রমে ৮.৩৭, ৭.৯৮ এবং ৮.০৫ ভাগ।

৩.৩ শিল্প উৎপাদন সূচক

- Quantum Index of Industrial Production এর কাজ মার্চ ২০১৩ মাস পর্যন্ত শেষ হয়েছে ।
- Quantum Index of Industrial Production এর ভিত্তি বছর ১৯৮৮-৮৯ = ১০০ এর পরিবর্তে ২০০৫-২০০৬= ১০০ এ পরিবর্তনের পর নতুন ভিত্তি বছরে তথ্য প্রাক্কলন ও প্রকাশের কাজ শুরু করা হয়েছে।
- PPI (Producers Price Index) ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের ২য় কোয়ার্টারের কাজ শেষ হয়েছে।

৩.৪ বৈদেশিক বাণিজ্য পরিসংখ্যান

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিতভাবে সংগৃহীত হচ্ছে।
- বৈদেশিক বাণিজ্য পরিসংখ্যানের ২০১১-২০১২ সালের পান্ডুলিপি চূড়ান্তকরণের কাজ চলছে।

৩.৫ প্রকাশনা

- 'মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন' ডিসেম্বর ২০১২ প্রকাশিত হয়েছে ।
- 'পরিসংখ্যান পকেটবুক' ২০১২ প্রকাশিত হয়েছে।
- National Accounts Statistics 2012 প্রকাশিত হয়েছে।
- পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ' ২০১২ সংখ্যা পান্ডুলিপি এডিটরস ফোরাম ও পিডি'স ফোরামে যাচাই বাছাই ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৩.৬ বিশেষ (MTBF) কর্মসূচি

- জুলাই-২০১১ হতে MTBF এর আওতায় ৫টি জরিপের কাজ চলছে। জরিপগুলো হলোঃ (১) ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেশন জরিপ, (২) রিয়াল এস্টেট কর্মকান্ড জরিপ, (৩) স্বনিয়োজিত পেশাজীবী জরিপ, (৪) মজুদ জরিপ ও (৫) পর্যটন জরিপ। উপরোক্ত জরিপগুলোর চূড়ান্ত রিপোর্ট মুদ্রণের অপেক্ষায় আছে।

- ন্যাশনাল একাউন্টিং উইংয়ের পরিচালনায় খানা ভিত্তিক বন জরিপ এর মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে রিপোর্ট প্রস্তুতের কাজ চলছে।

৩.৭ জাতীয় হিসাব উন্নয়ন কর্মসূচি

- জাতীয় হিসাব উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে ৬টি case study সম্পন্ন হয়েছে।
- ৬টি case study হলো: (১) Money changer service (২) Rickshaw/Van (৩) Auto Rickshaw (৪) Fisheries (৫) Irrigation (৬) Cooperative service (৭) Survey on the use of Remitance
- বর্তমানে case study রিপোর্ট প্রস্তুতের কাজ চলছে।

৩.৮ Household Income and Expenditure Survey (HIES)

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ১৯৭৩-৭৪ সাল হতে খানার ব্যয় নির্ধারণের জন্য নিয়মিতভাবে জরিপ চালিয়ে আসছে যা Household Expenditure Survey (HES) নামে পরিচিত ছিল। ২০০০ সালে এ জরিপের প্রশ্নপত্রে 'Income Module' বিশদভাবে সংযোজন করা হয়, ফলে ২০০০ সাল হতে এ জরিপ Household Income and Expenditure Survey (HIES) তথা 'হেইজ' নামে পরিচিতি লাভ করে। এ পর্যন্ত ১৫ বার এ জরিপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১০ সালে সর্বশেষ এ জরিপ অনুষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে অনিয়মিত হলেও এ জরিপ ১৯৯৫ সাল হতে ৫ বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। পরবর্তী HIES ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত হবে যাতে এমডিজি বর্ষে দারিদ্র বিমোচন কতটুকু হয়েছে তার প্রতিফলন দেখা যাবে।

- হেইজ বিবিএস এর একটি নিয়মিত কার্যক্রম। দেশের দারিদ্র সংক্রান্ত তথ্য একমাত্র এ জরিপ হতে পাওয়া যায়। হেইজ এর তথ্য একদিকে যেমন দেশের দারিদ্র পরিস্থিতি নির্ণয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করে তেমনি বাংলাদেশের দারিদ্র হ্রাসের কৌশলপত্র, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নে এর তথ্য সহায়তা প্রদান করে।

- হেইজ জরিপে খানার আয়-ব্যয়, ভোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত খানার ভোগ ব্যয় তথ্য ভোক্তার মূল্য সূচক (Consumer Pricce Index-CPI) এর weight নির্ণয়ে ব্যবহার করা হয় যা দেশের মূল্যস্ফীতি পরিমাপে সাহায্য করে এবং এ তথ্য ব্যয়ভিত্তিক মোট দেশজ উৎপাদন (GDP by Expenditure) হিসাব নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।

- হেইজ তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা দেশে ও আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত ও সমাদৃত। বিশ্বব্যাংক ১৯৯৫ সাল থেকে এ জরিপ পরিচালনায় আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা করে আসছে। একইসাথে বিশ্বব্যাংক ১৯৯৫ সাল থেকে জরিপের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে Bangladesh Poverty Assessment Report প্রণয়ন ও প্রকাশ করে আসছে। ২০১০ সালের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যাংক ২০ জুন ২০১৩ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে Bangladesh Poverty Assessment Report প্রকাশ করে।

- বিশ্বব্যাংকের Bangladesh Poverty Assessment Report-2013 (যা মূলতঃ বিবিএস পরিচালিত হেইজ ২০০০, ২০০৫ এবং ২০১০ এর তথ্য অনুযায়ী প্রণীত হয়েছে) অনুযায়ী দেখা যায় যে, বাংলাদেশে দারিদ্রের হার ২০১৩ সালে শতকরা ২৮.৫ ভাগ এ নেমে আসবে- যা বর্তমান সরকারের দারিদ্র বিমোচনে কাংখিত লক্ষ্য অর্জনের প্রতিফলন। MDG এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সাল নাগাদ দেশে দারিদ্রের হার শতকরা ২৯ ভাগে নেমে আসবে (১৯৯০ সালের বেঞ্চমার্ক শতকরা ৫৮ ভাগ এর অর্ধেক হিসাবে)। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে দু'বছর বাকী থাকতেই অর্থাৎ ২০১৩ সালেই বাংলাদেশে MDG এর দারিদ্র সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হচ্ছে।

- বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে প্রস্তাবিত মাইলফলক-এ ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্রের হার শতকরা ১৫ ভাগ-এ নামিয়ে আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। হেইজের বর্ণিত তিনটি জরিপ (২০০০, ২০০৫ ও ২০১০) এর দারিদ্র হারের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে ২০২১ সালের মধ্যে প্রস্তাবিত হার (অর্থাৎ শতকরা ১৫ ভাগ) অর্জন করা সম্ভব। অপরদিকে এর ফলে রূপকল্প-২০২১ এ ব্যাপকভাবে দারিদ্রের হার নামিয়ে আনার যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তা বাস্তবায়িত হবে মর্মে আশা করা যায়। দারিদ্র হ্রাসের এ ধারা অব্যাহত থাকলে এমডিজি, নির্বাচনী ইশতেহারের প্রস্তাবিত মাইলফলক এবং রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে।

৩.৯ জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার (National Population Register-NPR)

- সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সুবিধা / সেবা দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে জনসাধারণের দোর-গোড়ায় পৌছে দেয়ার জন্য দেশের সকল নাগরিকের মৌলিক তথ্য সম্বলিত National Population Register (NPR) ডাটাবেইজ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

- এ ডাটাবেইজ প্রস্তুত হলে প্রত্যেক নাগরিকের পরিচিতির জন্য Unique Identification Number (UID No.) প্রদান করা হবে। নাগরিকের নাম, বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষা, পেশা, ঠিকানা, প্রভৃতি মৌলিক তথ্য সম্বলিত এ ডাটাবেইজ প্রণীত হবে। NPR বাস্তবায়িত হলে দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর তথ্য ভান্ডার (database) গঠন করা যাবে।

- সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেকেই এ ডাটাবেইজ হতে প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবহার করে বিশেষভাবে উপকৃত হতে পারবে।

৩.১০ অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ডাটাবেইজ প্রণয়ন:

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত ৯৯টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি (Social Safety Net Program-SSNP) জনসাধারণের জীবন-মানের উন্নয়ন তথা দারিদ্র দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। চলমান এ সকল কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচন করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দেশের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সঠিক ও নির্ভুলভাবে নির্বাচনের জন্য পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি ডাটাবেইজ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ ডাটাবেইজ প্রণয়নের জন্য প্রস্তুতকৃত খসড়া প্রশ্নপত্র ও এ সংক্রান্ত পদ্ধতিগত বিষয়াদি মাঠ পর্যায়ে যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০১৩ মেয়াদে মানিকগঞ্জ পৌর এলাকায় এবং নাগরপুর উপজেলায় পাইলট জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। পাইলট জরিপে উক্ত এলাকার প্রতিটি খানা হতে আইসিআর (Intelligent Character Recognition-ICR) প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে Proxy Mean Test Formula (PMTF) ব্যবহার করে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর এ ডাটাবেইজ প্রণয়ন করা হচ্ছে।

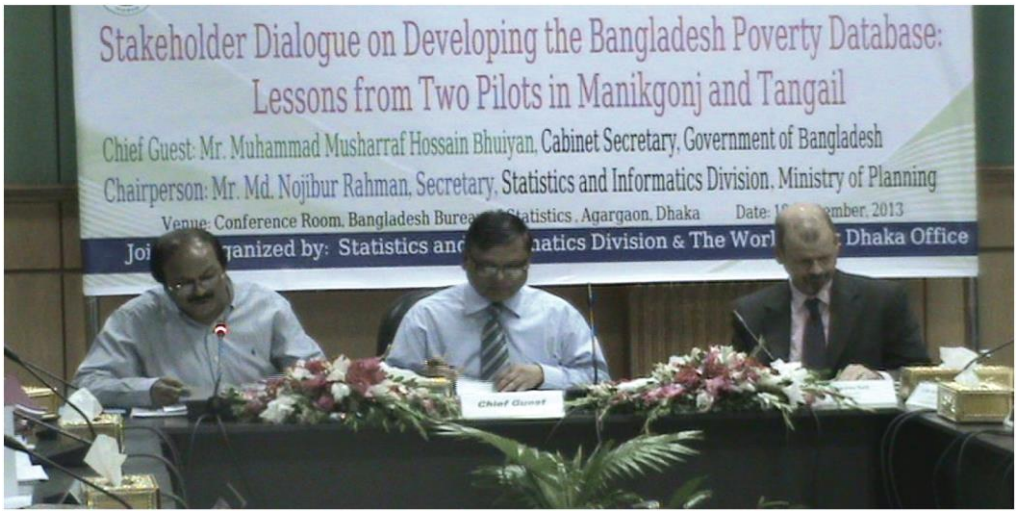

Bangladesh Poverty Database প্রকল্পের Stakeholder Dialogue অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব জনাব মো: নজিবুর রহমান এবং বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর মি: জোহানেস ঝাট

পাইলট জরিপে অর্জিত এ অভিজ্ঞতার আলোকে দেশব্যাপী অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর ডাটাবেইজ প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাংক এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় জুলাই, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ সময়ে Developing the Bangladesh Poverty Database (BPD) শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আলোচ্য ডাটবেইজটি প্রণয়নের পর তা' সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। ডাটাবেইজটি নিয়মিত আপডেট করার জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞাকে Bangladesh Poverty Database বিষয়ে ব্রীফ করছেন SID এর সচিব। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ড. এম আসলাম আলম, সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ঢাকাস্থ বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি ড. ইফফাত শরীফ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

৩.১১ প্রবাস আয়ের ব্যবহার সম্পর্কিত জরিপ ২০১৩

বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রবাস আয় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ প্রবাস আয় শুধুমাত্র জাতীয় আয় বৃদ্ধিতেই যে সহায়তা করে তা নয় বরং একটি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক তথা সামাজিক উন্নয়নের পথকে সহজতর করে দেয়। প্রবাস আয় ব্যতীত একটি উন্নয়নশীল দেশের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন সম্ভবপর নয় কারণ প্রবাস আয় শুধুমাত্র উন্নয়নকেই নিশ্চিত করে না বরং এটি দারিদ্র্য দূরীকরণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রবাস আয়। প্রবাসীদের প্রেরিত বিপুল পরিমাণ অর্থ কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বা অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান কতটুকু তা জানা অত্যাবশ্যক। তবে প্রবাস আয়ের ব্যবহার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য না থাকায় প্রবাস আয়ের প্রভাব ও ইতিবাচক সুফল সম্পর্কে আমরা কোন সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারছি না এবং এই সেক্টরের উন্নয়নের জন্য কার্যকরী কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাচ্ছে না।

কর্মসূচির মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রবাস আয়ের ব্যবহারের বিভিন্ন খাত সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তারিত তথ্য প্রাপ্তি যা ভবিষ্যতে দেশের অর্থনৈতিক কর্মপরিকল্পনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারবে। এছাড়াও এ জরিপের অন্যান্য উদ্দেশ্যসমূহ হলো মোট প্রবাস আয়ের কি পরিমাণ সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও ভোগে ব্যবহৃত হয় তার পরিমাণ নির্ধারণ, প্রবাসী ও প্রবাস আয়ের উপকারভোগী খানার সদস্যদের Socio-Demographic বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য সংগ্রহকরণ, ব্যয় পদ্ধতিতে (GDP (Gross Domestic Product) হিসাব নিরূপণে সহায়তা করা, প্রবাস আয়ের উপকারভোগী খানাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও খানাসমূহের আর্থ-সামাজিক অবস্থান নিরূপণ; নীতিনির্ধারক,পরিকল্পনাবিদ ও গবেষকদের প্রবাস আয় সম্পর্কে হালনাগাদ সঠিক তথ্য প্রদান করা।

জরিপ কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন। বর্তমানে জরিপটির তথ্য বিশ্লেষণের কাজ এবং প্রতিবেদন লেখার কাজ চলছে।

"Questionnaire of the Survey on the use of Remittance (SUR)" শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মোশাররফ হোসাইন, মাননীয় মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ডঃ ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, জনাব মাসুদ আহম্মেদ, টেকনিক্যাল সেশেনর সভাপতি ও সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন (বর্তমানে কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল), পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব এবং বিবিএস এর মহাপরিচালক।

৪.০ সেন্সাস উইং

সেন্সাস উইং দেশের জনসংখ্যা, গৃহগণনা, কৃষি ও অর্থনীতির ওপর পিরিয়ডিক শুমারি ও তৎসংশ্লিষ্ট জরিপ পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া শুমারি মধ্যবর্তী সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে এডহক শুমারি ও জরিপ পরিচালনা করে। দুটো শুমারির মধ্যবর্তী সময়ে জনসংখ্যার প্রাক্কলন এবং তৎপরবর্তী সময়ে দীর্ঘকালীন জনসংখ্যার প্রক্ষেপিত প্রাক্কলনও এ উইং করে থাকে। এ উইং চাহিদার ভিত্তিতে জনসংখ্যা ও এ সংক্রান্ত তথ্য বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সরবরাহ করে থাকে। আদমশুমারি ও গৃহগণনা ছাড়াও অন্যান্য শুমারি যেমন কৃষি শুমারি এবং অর্থনৈতিক শুমারি এ উইংয়ের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2i প্রোগ্রামের অধীন ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের (UISC) উপর সেন্সাস উইং কর্তৃক একটি শুমারি পরিচালনা করার কাজ চলমান রয়েছে। এ ছাড়া এ উইং কর্তৃক দেশের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উপর একটি শুমারি পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে এ উইংয়ের অধীনে চলমান এরূপ দুটি উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড হচ্ছে বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোকগণনা ২০১৪-কর্মসূচি এবং পল্লী ঋণ জরিপ ২০১৪ কর্মসূচি।

Literacy Assessment Survey এবং Business Services and Enterprise Survey এর রিপোর্ট প্রকাশনা অনুষ্ঠানে মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার বীর উত্তম, এমপি, জনাব মোঃ নজিবুর রহমান, সচিব, SID, CAMPE এর চেয়ারম্যান ড. রাশেদা কে. চৌধুরী, PKSF এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলিকুজ্জামান ।

২০১২-১৩ সালে সেন্সাস উইংয়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

৪.১ লিটার‍্যাসি এসেসমেন্ট সার্ভে-২০১১ এর ফলাফল প্রকাশ

সেন্সাস উইং কর্তৃক ২০১১ সালে দেশের ১১-৪৫ বছর বয়সী নাগরিকগণের ফাংশনাল লিটার‍্যাসি নিরূপণ জরিপ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জরিপ থেকে প্রাপ্ত কিছু তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

উত্তরদাতাদের (১১-৪৫ বছর বয়সী) বাসস্থান, লিঙ্গ এবং ফাংশনাল লিটার‍্যাসিরেট ভিত্তিক বন্টনঃ

Division	Rural			Urban			National		
	Male	Female	Both	Male	Female	Both	Male	Female	Both
Barisal	59.8	55.7	57.8	76.2	73.4	74.9	63.8	59.9	61.9
Chittagong	54.4	48.5	51.5	66.3	62.5	64.4	57.1	51.6	54.3
Dhaka	51.5	45.6	48.6	66.5	57.9	62.3	54.8	48.2	51.5
Khulna	56.3	50.0	53.3	72.1	65.0	68.7	69.2	52.8	56.2
Rajshahi	54.5	45.5	50.3	68.7	62.2	65.6	56.9	48.6	53.1
Sylhet	43.4	36.5	39.9	65.9	57.3	62.0	49.1	41.1	45.2

উত্তরদাতাদের (১১-৪৫ বছর বয়সী) ফাংশনাল লিটারেসি লেভেল, বাসস্থান এবং লিঙ্গভিত্তিক বন্টন :

Functional Literacy level	Rural			Urban			National		
	Male	Female	Both	Male	Female	Both	Male	Female	Both
Non-literate(Test score 0-24.99)	38.7	43.7	41.1	25.1	30.9	27.9	35.9	41.1	38.4
Semi-literate(Test score 25.00-49.99)	07.5	9.2	8.4	6.2	6.8	6.5	7.3	8.8	8.0
Literate	**53.8**	**47.1**	**50.6**	**68.8**	**62.2**	**65.6**	**56.9**	**50.2**	**53.7**
Literate at initial level (Test score 50.00-74.99)	12.9	14.3	13.6	12.4	12.2	12.3	12.8	13.9	13.3
Literate$_{at}$ advanced level(Test score 75.00-100)	40.9	32.8	37.0	56.4	50.0	53.3	44.1	36.3	40.3

চারটি লিটারেসি স্কিলভিত্তিক ফাংশনাল লিটারেসি

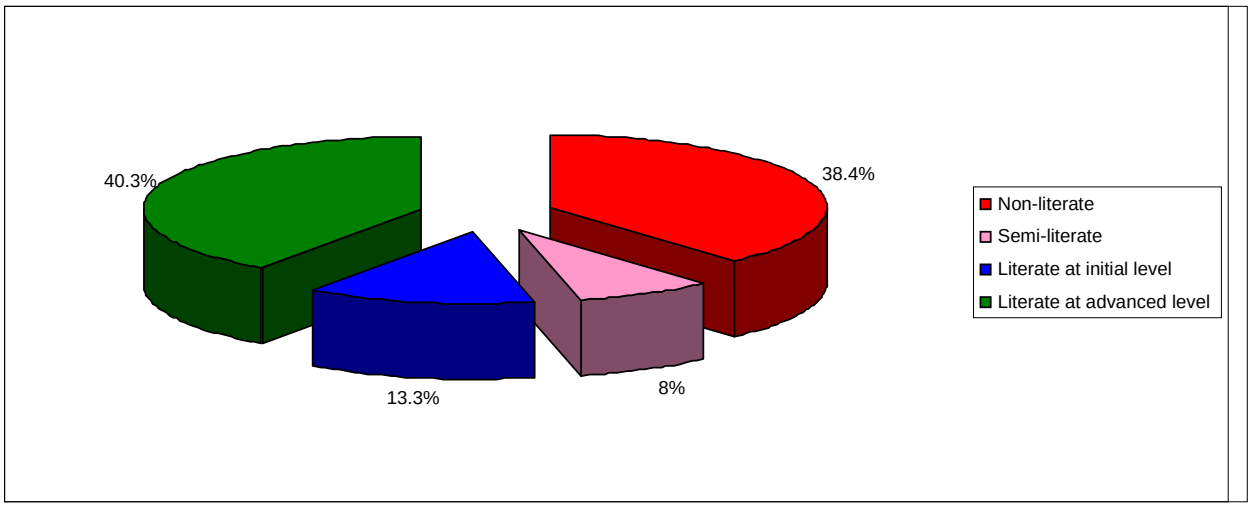

Definition of Functional literacy levels based on score in each area of skill

Level of Literacy	Area of Skill	Score Range
Non-literate	Lack of ability to decode alphabet, recognize words/numbers and count money/objects	0-24.99
Semi-literate	Ability to recognize and write some words, to count objects and numbers at a very basic level	25-49.99
Literate at initial level	Ability to read and write simple sentences in a familiar context; possessing four basic rules of arithmetic; limited use of these abilities and skills in familiar context in life situations	50-74.99
Literate at advanced level	Ability to read and write with fluency in varying contexts; competency of four arithmetic rules and mathematical reasoning; ability to use these skills in everyday life and independently in future learning	75-100

শহর এবং গ্রামাঞ্চল ভেদে ফাংশনাল লিটার‍্যাসি রেটের পার্থক্য

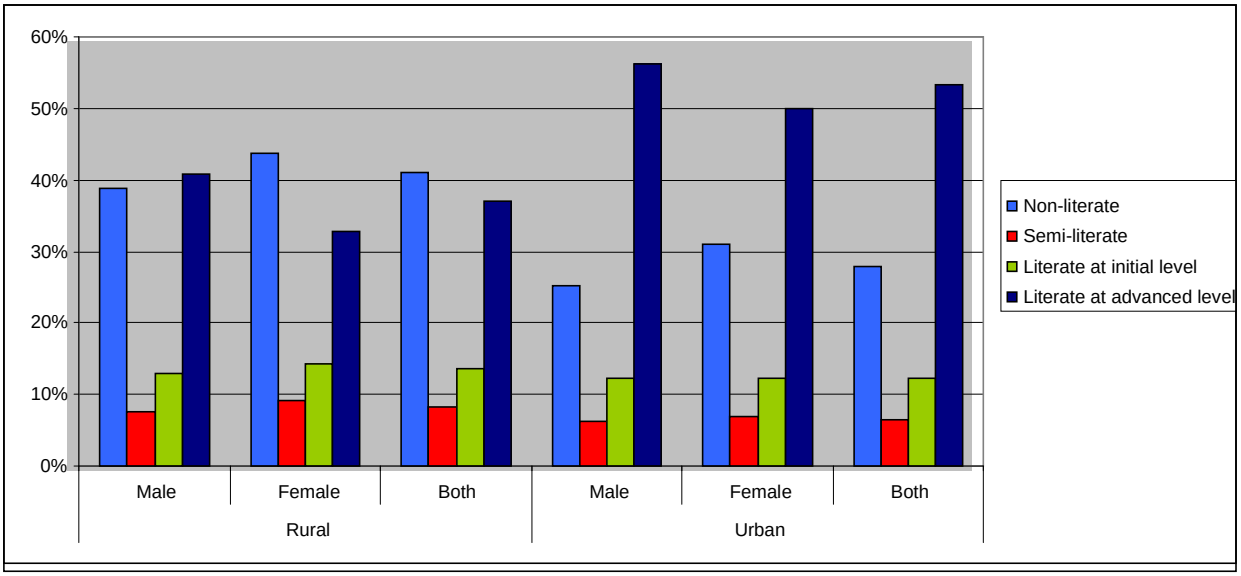

৪.২ সেন্সাস উইংয়ের চলমান প্রকল্পসমূহ

৪.২.১ আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১ প্রকল্প **(Population and Housing Census-2011)**

(ক) প্রকল্পের নাম : আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১ প্রকল্প

(খ) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

(গ) বাস্তবায়ন সংস্থা : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

(ঘ) বাস্তবায়নকাল :

(১) আরম্ভ : ০১-০৭-২০০৮ খ্রি:

(২)সমাপ্ত : ৩১-১২-২০১৩ খ্রি:

(৩) প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ

(ঙ) প্রকল্প ব্যয় :

(১) স্থানীয় মুদ্রা : ২৫২৫৯.৭৯ (লক্ষ টাকা)

(২) বৈদেশিক মুদ্রা : নাই

প্রকল্পের পটভূমিঃ

দীর্ঘ ১৪০ বছর যাবৎ প্রতি দশ বছর পর পর এ অঞ্চলে আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি দেশের পঞ্চম আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ, জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ও সুষম বণ্টন, চাকুরীক্ষেত্রে আঞ্চলিক কোটা নির্ধারণ ইত্যাদি কার্যক্রমে আদমশুমারির তথ্য ব্যবহার অপরিহার্য।

আদমশুমারি ও গুহগণনা ২০১১ এর আর্থসামাজিক ও জনমিতিক প্রতিবেদনের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত (বাম থেকে জনাব এন. আই. খান, সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় , জনাব মোজ্জামেল হক খান, প্রাক্তন সচিব IMED ও সদস্য পরিকল্পনা কমিশন, ড. শামসুল আলম, সদস্য পরিকল্পনা কমিশন, জনাব মাসুদ আহম্মেদ, সদস্য পরিকল্পনা কমিশন (বর্তমানে সি এন্ড এজি) এবং অধ্যাপক নুর-উন-নবী চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমানে ভি. সি. বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়)

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(ক) বাংলাদেশের পঞ্চম আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১ পরিচালনার মাধ্যমে সমগ্র দেশের প্রতিটি খানার ও জনসংখ্যার তথ্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে সংগ্রহ করা।

(খ) দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য নমুনা ভিত্তিক এলাকা থেকে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ এবং প্রকাশ।

(গ) স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য তথ্য ভান্ডার প্রস্তুত।

(ঘ) দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য sampling frame প্রস্তুত করা।

প্রকল্পের কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

(ক) আদমশুমারি ২০১১ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৩টি জোনাল অপারেশনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গৃহীত হয়;

(১) জিও কোড তালিকা চূড়ান্ত করা হয়;

(২) শুমারি গণনা এলাকার ম্যাপ সাম্প্রতিক করা হয় ও সুপারভাইজার এলাকার স্ক্যাচ ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়;

(৩) গণনাকারী ও সুপারভাইজার তালিকা চূড়ান্ত করা হয়;

(৪) শুমারি কার্যক্রমের জন্য স্থানীয় শিক্ষিত বেকারদের মধ্য থেকে ২৯৬৭১৮ জন গণনাকারী ও ৪৮৫৩১ জন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়;

(৫) গত ১৫-১৯ মার্চ ২০১১ মূল শুমারির গণনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রাপ্ত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ শেষে গত ১৮ জুলাই ২০১১ তারিখে প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। গত ১৬ জুলাই ২০১২ খ্রিঃ তারিখ কমিউনিটি রিপোর্ট আনুষ্ঠানিকভাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বিবিএস এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়;

(৬) শুমারির তথ্য যাচাই বাছাইয়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) কর্তৃক শুমারি পরবর্তী যাচাই (PEC) পরিচালিত হয়;

(৭) দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জানার জন্য বিস্তারিত তথ্য সংবলিত প্রশ্ন প্রত্রের মাধ্যমে ১৬৮০ টি গণনা এলাকায় নমুনা শুমারি অনুষ্ঠিত হয়। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে Socio Economic and Demographic রিপোর্ট ২০ ডিসেম্বর ২০১২ খ্রিঃ তারিখে বিবিএস এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। এর তথ্যাদি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে; এবং

(৮) বর্তমানে কমিউনিটি রিপোর্ট পান্ডুলিপি আকারে প্রকাশের কাজ পর্যায়ক্রমে চলছে। পাশাপাশি শুমারির অন্যান্য রিপোর্ট যেমনঃ জেলা রিপোর্ট (৬৪টি), এনালাইটিক্যাল রিপোর্ট, আরবান এরিয়া রিপোর্ট, ইউনিয়ন স্ট্যাটিসটিকস ইত্যাদি প্রণয়নের কার্যক্রম চলছে।

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতিঃ **(লক্ষ টাকায়)**

বরাদ্দ	ঃ	১১৬.৫৩ (জিওবি) ২৩০.০০ (প্রকল্প সাহায্য)
ব্যয়	ঃ	১০৪.৯৯ (জিওবি) ১২৫.১৭ (প্রকল্প সাহায্য)
ব্যয়ের হার	ঃ	৭২.৪০%

উপসংহারঃ

জাতীয় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ, জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ও সুষম বণ্টন, চাকুরীক্ষেত্রে আঞ্চলিক কোটা নির্ধারণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তাবায়নের জন্য আদমশুমারির তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের জন্য অত্র প্রকল্পে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

Total Allocation of Budget for Population and Housing Census 2011 in Major Heads (Total Budget TK. 25259.79 Lac)

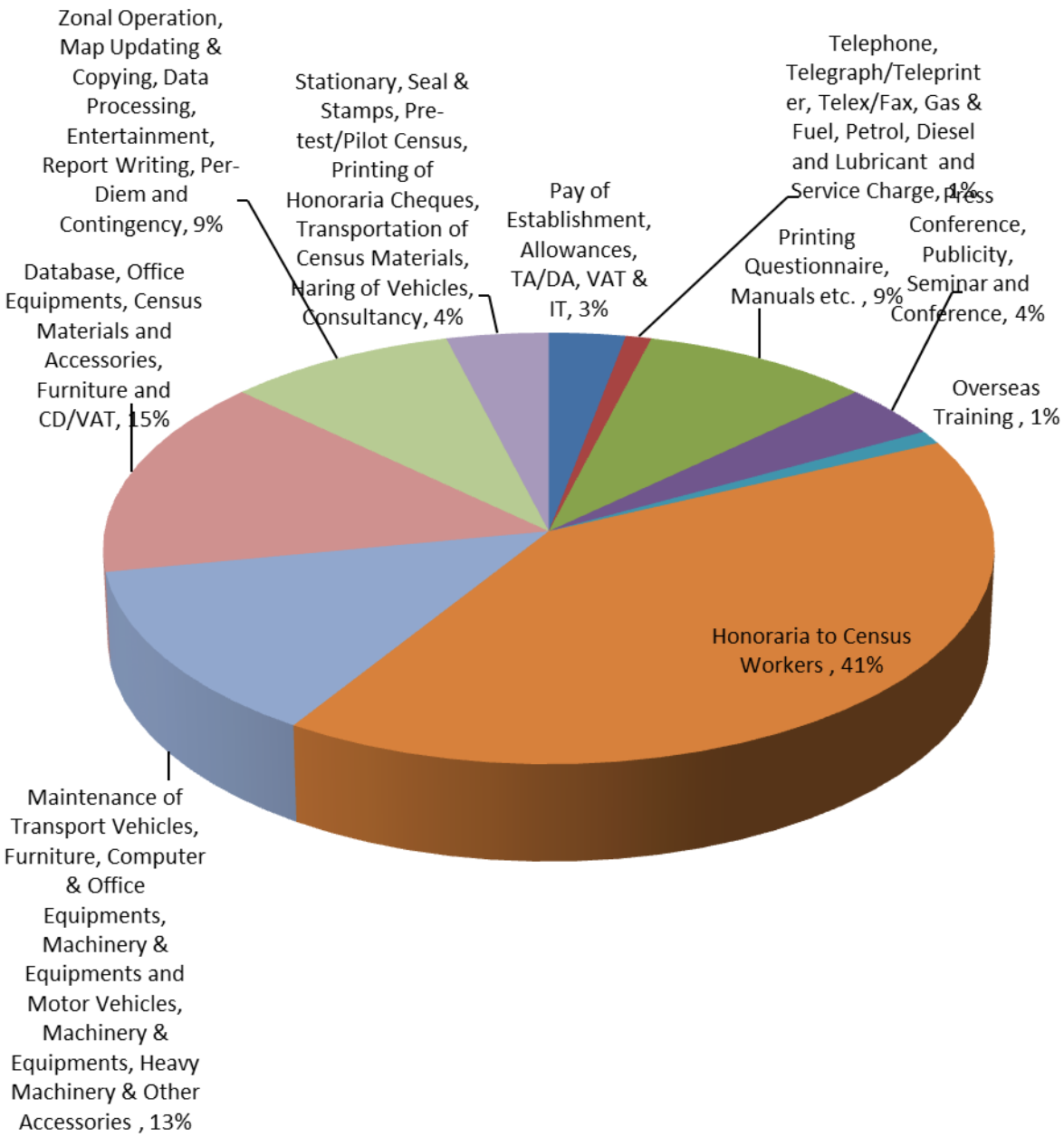

Source: Population and Housing Census 2011
Bangladesh Bureau of Statistics
Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning

Costs of Population and Housing Census 2011 in the Financial Year 2012-13 in Major Heads (Costs TK. 230.16 Lac and Budget Allocation TK. 346.53 Lac)

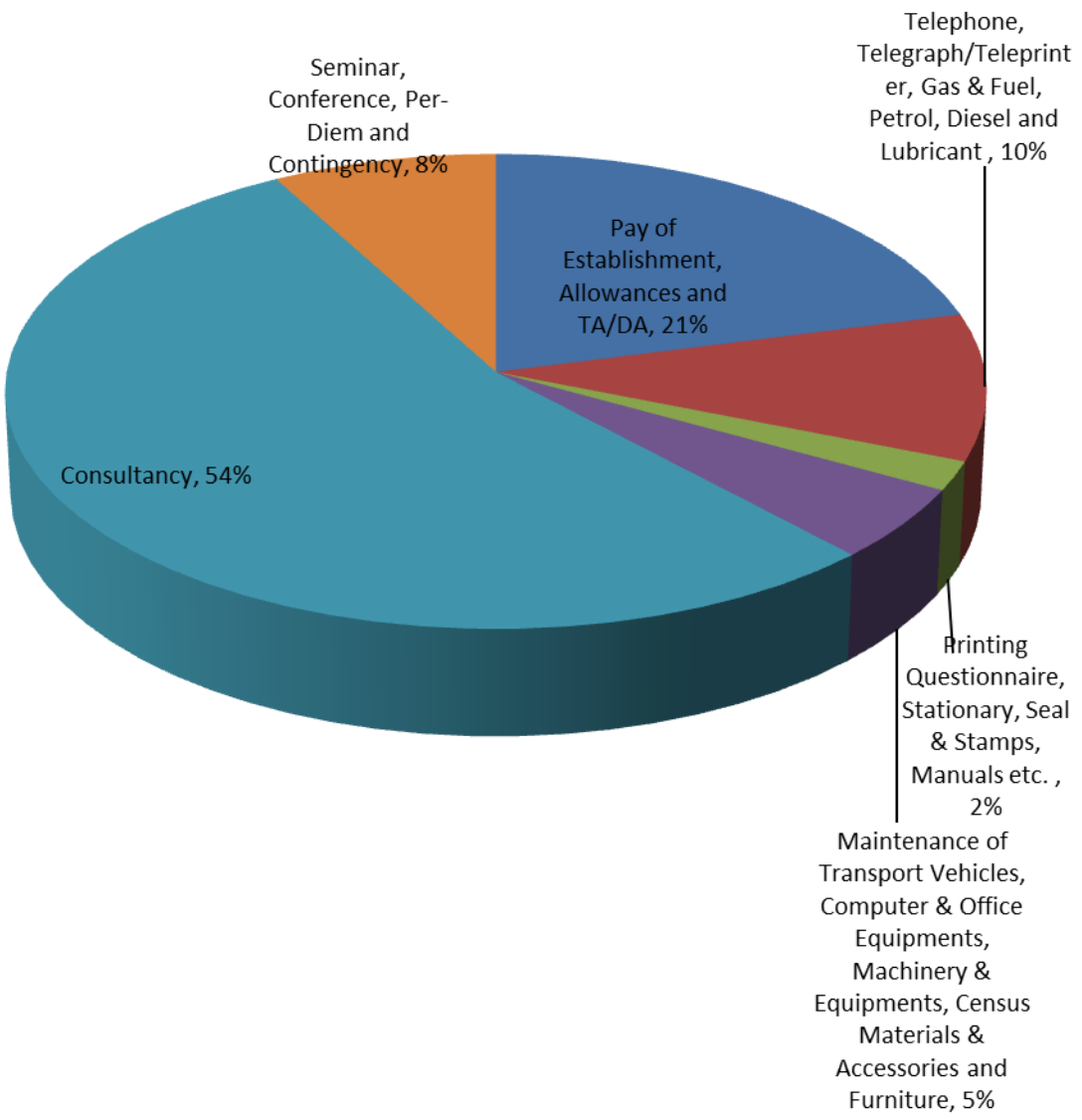

Source: Population and Housing Census 2011
Bangladesh Bureau of Statistics
Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning

৪.২.২ আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১ এর নমুনা জরিপের ফলাফল প্রচার

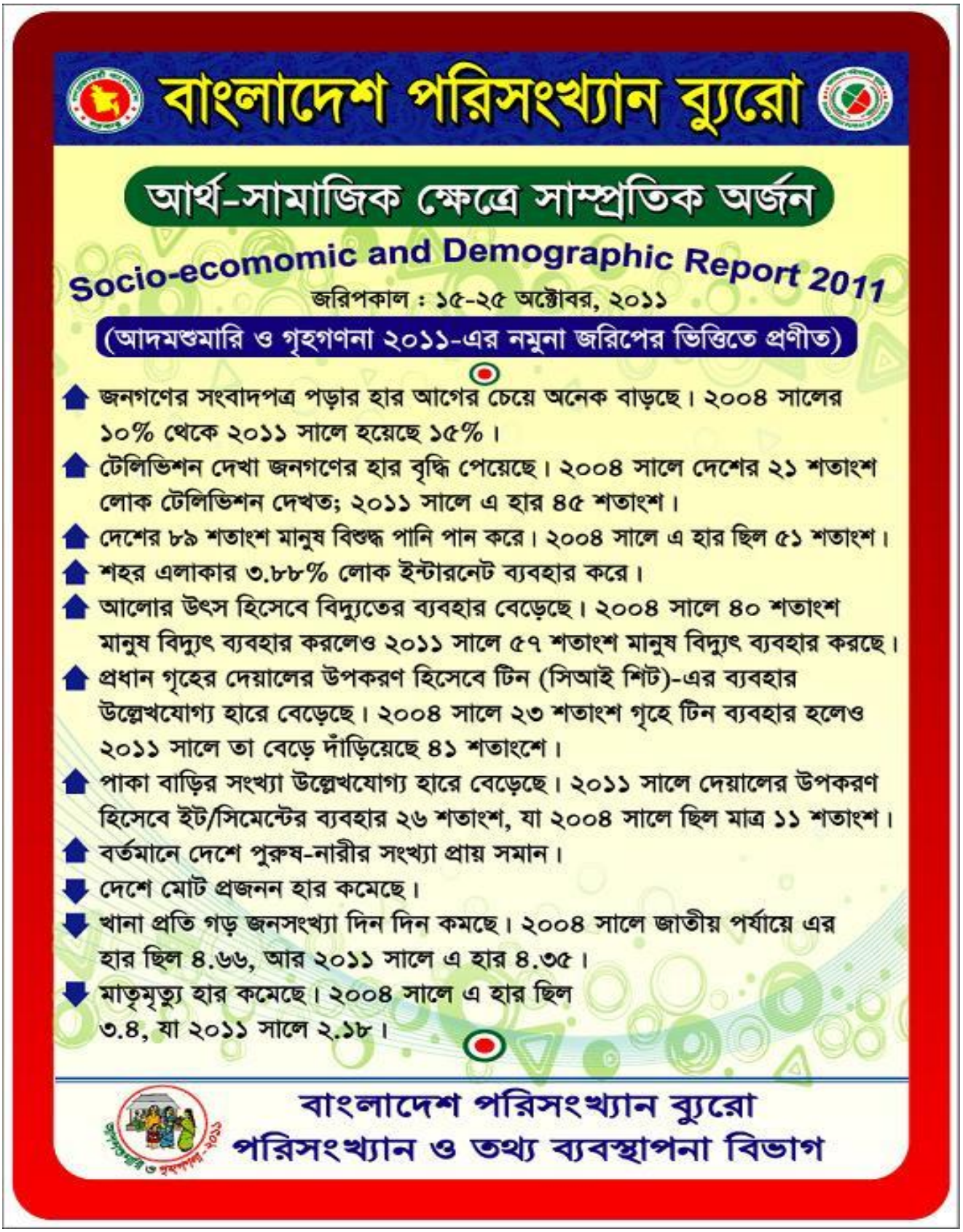

৪.২.৩ অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ প্রকল্প

১। (ক) প্রকল্পের নাম : অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ প্রকল্প

(খ) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

(গ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

(ঘ) **বাস্তবায়নকাল:**

(১) আরম্ভ : জুলাই ২০১১

(২) সমাপ্ত : জুন ২০১৬

(৩) প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ

(ঙ) **প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ**

(১) স্থানীয় মুদ্রা : ১৮৮৫৯.৫৪ লক্ষ টাকা

(২) বৈদেশিক মুদ্রা : নাই

২। প্রকল্পের পটভূমিঃ

বাংলাদেশের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশনার নিমিত্ত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শুমারি ও জরিপ পরিচালনা করে আসছে। শুমারি সমূহের মধ্যে আদমশুমারি, কৃষি শুমারি ও অর্থনৈতিক শুমারি অন্যতম। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১৩ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের তৃতীয় অর্থনৈতিক শুমারির তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। অকৃষি খাতগুলোকে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়নমুখী করার লক্ষ্যে একটি পরিসংখ্যান ভিত্তিক কার্যকর ভিত গড়ে তোলাই এ শুমারির মূল উদ্দেশ্য। শুমারি পরিচালনার পূর্বে সারাদেশে খানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে যা বাংলাদেশে প্রথম। এর ফলে মূল শুমারির মাননিয়ন্ত্রণসহ তা সুষ্ঠুভাবে ও সুচারুরূপে পরিচালনা করা এবং মূল শুমারির তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট খানা ও প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য সংগ্রহ করা সহজতর হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী এনইসি সভায় অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ বিষয়ে আলোচনা করছেন।

৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- জাতীয় আয় ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের হিসাব নিরূপণ ও হালনাগাদ বেঞ্চমার্ক তথ্য সরবরাহ করা।
- জাতীয় আয়ের ভিত্তি বছর পরিবর্তনের জন্য অত্যাবশ্যক তথ্য সংগ্রহ করা এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পরিসংখ্যান সংকলন ও বিশ্লেষণ করা ।
- অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের শিল্পভিত্তিক বিন্যাস, নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা ও মালিকানার ধরণ নির্ধারণ করা ।
- জাতীয় অর্থনীতিতে অনানুষ্ঠানিক খাতের (Informal Sector) কাঠামো নিরূপণ করা এবং জাতীয় অর্থনীতিতে তার অবদান পরিমাপ করা ।
- বিবিএসসহ অন্যান্য সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন জরিপের Sampling Frame তৈরী করা ।

৪। প্রকল্পের কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের তত্ত্বাবধানে ও সহযোগিতায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো দেশের তৃতীয় অর্থনৈতিক শুমারির তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে যে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে তার ধারাবাহিক বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক) অর্থনৈতিক খানাসমূহ চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে গত জুন ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত দেশের সকল খানা ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

খ) শুমারির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন দফতর, শিল্প ও বনিক সমিতি, খুচরা দোকান মালিক সমিতিকে সম্পৃক্ত করে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে শুমারি পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়।

গ) কম্পিউটার জিও কোড তালিকা মাঠ পর্যায়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে update করা, গণনা এলাকার সীমানা বাস্তব আলামতসহ চিহ্নিত করা, গণনাকারী ও সুপারভাইজার নিয়োগ করা এবং লিস্টিংকৃত তথ্যাদি ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে অনলাইনে ধারণ করার নিমিত্ত গত মে ২০১২ থেকে জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত প্রথম জোনাল অপারেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

ঘ) ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সময়ের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে ২য় জোনাল অপারেশন সম্পাদন করা হয়। ২য় জোনাল অপারেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্ধারণ, ওয়ার্ড পর্যায়ে শুমারি পরিচালনা কমিটি, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, সিটি কর্পোরেশন কমিটি গঠন, ১ম জোনাল অপারেশনে সম্পাদিত কাজ যাচাই করা হয়।

ঙ) অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩-এর প্রস্তুতিমূলক কাজ যাচাইয়ের নিমিত্ত ৮-১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সিলেট সিটি কর্পোরেশনের একটি ওয়ার্ডে ও পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার একটি ইউনিয়নে পাইলট শুমারি সম্পন্ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সিলেট সিটি কর্পোরেশনে পাইলট শুমারি কার্যক্রম উদ্বোধন করেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং পাবনায় মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীর পক্ষে সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

চ) মূল শুমারি তথা তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম দু'টি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম পর্ব ৩১ মার্চ থেকে ৩০ এপ্রিল ২০১৩ এবং দ্বিতীয় পর্ব ২ মে থেকে ৩০ মে ২০১৩ পর্যন্ত। মূল শুমারিতে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, মাস্টার ট্রেইনার, জোনাল অফিসার, গণনাকারী ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ, শুমারি কমিটি, এফবিসিসিআই, শিল্প ও বণিক সমিতি এবং ব্যবসায়ী সমিতির সাথে সকল পর্যায়ে সভা এবং মূল তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব এনইসি সভায় অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ বিষয়ে অবহিত করছেন।

ছ) বর্তমান শুমারির আওতায় মোট ২৭টি প্রশ্নের উপরে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ইউনিটের নাম, ঠিকানা ও ধরণ, ইউনিট প্রধানের লিঙ্গ, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স, ইউনিটের প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ধরণ, বর্তমান স্থায়ী মূলধন, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত জনবলের প্রকার ও সংখ্যা, উৎপাদনে যন্ত্র, জ্বালানি এবং কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি।

জ) বর্তমানে শুমারির আওতায় ডাটা এডিটিং ও কোডিং, গণনা পরবর্তী যাচাই জরিপ (পিইসি) (শুমারির গুনগতমান যাচাইএর জন্য প্রযোজ্য) এবং শুমারির প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশের কাজ চলছে।

ঝ) অর্থনৈতিক শুমারিতে প্রায় মোট ৮২,১১২ জন লোক মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ছিলেন, যার মধ্যে জেলা শুমারি সমন্বয়কারীর সংখ্যা ৮৬ জন, জোনাল অফিসার ২১৫০ জন, সুপারভাইজার ১২০৪৬ জন এবং তথ্য সংগ্রহকারী ৬৭৮৩০ জন। শুমারির কার্যক্রমে অংশগ্রহণের আগ্রহ সৃষ্টি এবং দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার অভিপ্রায়ে সুপারভাইজার, তথ্য সংগ্রহকারীসহ সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা (কৃতিত্ব প্রদর্শনকারীদের ও সকলকে প্রত্যয়নপত্র প্রদান) প্রদানের বিষয়ে বিভাগের নির্দেশে বিবিএস উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ঞ) অর্থনৈতিক শুমারিতে জনসাধারণ তথা সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্পৃক্ত করা এবং সর্বোপরি সঠিক তথ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- বিলবোর্ড, ফেস্টুন, ব্যানার, পোস্টার, স্টিকার স্থাপন; লিফলেট বিলিকরণ, দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন ও ক্রোড়পত্র প্রকাশ, বেতার ও টেলিভিশনে টকশো, জারিগান, আঞ্চলিক গান, জিঙ্গেল, প্রমোশনাল বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রচার; মাইকিং, ঢোল শহরত ও ঘোড়ার গাড়ির মাধ্যমে প্রচার, গণযোগাযোগ অধিদফতরের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা এবং পৌরসভায় চলচ্চিত্র প্রদর্শন, ট্রাকযোগে ভ্রাম্যমান সংগিতানুষ্ঠান ইত্যাদি। সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, মহাপরিচালক, বিবিএস ও অন্যান্য কর্মকর্তারা সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলে অনেকগুলো অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এ ব্যাপারে সরকারি প্রচার মাধ্যমের সাথে সাথে বেশ কিছু বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সহযোগিতা ছিল খুবই আশাব্যঞ্জক ও প্রশংসনীয়।

মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার, বীর উত্তম, এমপি, অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ (২য় পর্ব) এর শুভ উদ্বোধন করছেন। সাথে আছেন পরিসংখ্যান ও তথ্য বিভাগের সচিব, বিবিএস এর মহাপরিচালক এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

৫। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্পে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ ছিল ১১৩৭০.৫০ লক্ষ টাকা। জুন ২০১৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯৭০৩.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৮৫.৩৩%।

৬। উপসংহার :

একটি দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে সঠিক ও নির্ভুল পরিসংখ্যান। অর্থনৈতিক শুমারির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য একদিকে যেমন- দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সঠিক চিত্র তুলে ধরবে অন্যদিকে এ শুমারির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য দেশের ভবিষ্যত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। তাই পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এ অর্থনৈতিক শুমারির মাধ্যমে সঠিক তথ্য সরবরাহ তথা জনসম্মুখে তুলে ধরতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আগামী নভেম্বর ২০১৩ এর মাঝামাঝি সময়ে অর্থনৈতিক শুমারির ফলাফল প্রকাশ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৫.০. ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং

শিল্প ও শ্রম উইং শ্রমশক্তি জরিপ, ক্ষুদ্র মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ইনস্টিটিউশন জরিপ, Business Register প্রস্তুতকরণ এবং অন্যান্য অনিয়মিত জরিপ পরিচালনা করে থাকে। জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রতিবেদন/ প্রকাশনাসমূহ প্রস্তুত করে এ উইং তা প্রকাশ করে থাকে ।

৫.১. ২০১২-১৩ অর্থ বৎসরে পরিচালিত উল্লেখেযোগ্য কাজসমূহঃ

৫.১.১ শ্রমশক্তি জরিপ

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে 'শ্রমশক্তি জরিপ-২০১০' এর ফলাফল সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। বর্তমান 'শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৩'-এর কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং এ জরিপের তথ্য সংগ্রহের কাজ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত চলবে। শ্রমশক্তি জরিপ হতে কর্মে নিয়োজিত জনশক্তি, বেকারত্ব, পেশা, কর্মঘন্টা, কাজের ক্ষেত্র ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়।

SISB প্রকল্পের আওতায় Dissemination Workshop on Statistical Classification (Product &Occupation) শীর্ষক অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান হাওলাদার, সদস্য, শিল্প ও শ্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালিক।

৫.১.২ পরিসংখ্যান শ্রেণী বিন্যাস:

জাতিসংঘের পরিসংখ্যান বিভাগের Central Product Classification (CPC) এর আলোকে Bangladesh Central Product Classification (BCPC) এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা International Standard Classification of Occupation (ISCO-2008) এর উপর ভিত্তি করে Bangladesh Standard Classification of Occupation (BSCO) প্রকাশ করা হয়। এতে জিডিপি প্রণয়ন, অর্থনৈতিক শুমারি, শ্রমশক্তি জরিপসহ অন্যান্য জরিপ কাজে শ্রেণীবিন্যাসের সর্বশেষ সংস্করণ ব্যবহার করা সম্ভব হবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে তুলনামূলক পরিসংখ্যান উপস্থাপন' করা সহজতর হবে।

৫.১.৩ পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা জরিপ এবং হোটেল ও রেস্টুরেন্ট জরিপ:

অর্থনৈতিক জরিপ কর্মকান্ডের আওতায় পরিচালিত "পাইকারী ও খুচরা ব্যবসা জরিপ ২০০৯-২০১০" এবং "হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট জরিপ ২০০৯-২০১০" এর প্রতিবেদনসমূহের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়, যা বর্তমানে মুদ্রণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এ সমস্ত জরিপ হতে প্রাপ্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট সেক্টরের জিডিপিতে মূল্য সংযোজনের নিরূপণ করা হবে। এতে জিডিপি প্রাক্কলন আরো বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ হবে।

৫.১.৪ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত জরিপ:

'অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত জরিপ ২০১০' এর প্রতিবেদনটি ২০১২ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এ জরিপ হতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত জনশক্তি ও জিডিপিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অবদান সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যাবে।

৫.১.৫ কুটির শিল্প জরিপ:

'কুটির শিল্প জরিপ-২০১১' এর জরিপের খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং চেয়ারম্যান বিসিক এর উপস্থিতিতে গত ০৪ জুলাই ২০১৩ তারিখে একটি সেমিনারে তা উপস্থাপন করা হয়। সেমিনারে প্রদত্ত সুপারিশের আলোকে রিপোর্টটি চূড়ান্ত করে মুদ্রণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দেশের কুটির শিল্পের সংখ্যা ও স্থূল দেশজ আয়ে কুটির শিল্পের অবদান এবং কুটির শিল্পের নিয়োজিত জনশক্তি সম্পর্কিত তথ্য এ রিপোর্টে পাওয়া যাবে।

মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় শ্রম শক্তি ও শিশু শ্রম জরিপ ২০১৩ এর তথ্য সংগ্রহের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করছেন সচিব, SID । এ সময় জরিপের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

৫.১.৬ উৎপাদন শিল্প জরিপ:

উৎপাদন শিল্প জরিপ ২০১২ এ দশ ও তদূর্ধ্ব জনবল নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের তথ্যসংগ্রহ করা হয়। তথ্য প্রক্রিয়াকরণ শেষে এ সংক্রান্ত একটি খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয় যা বর্তমানে প্রকাশের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ জরিপ হতে বৃহৎ ,মাঝারী , মাইক্রো ও ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে।

৫.১.৭ টাইম ইউজ পাইলট সার্ভে:

'টাইম ইউজ পাইলট সার্ভে-২০১২' এ দৈনন্দিন জীবনে নারী-পুরুষের অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক (non-economic) কাজে ব্যয়িত সময় ও কর্মকান্ড সংক্রান্ত বিষয়ের উপর জরিপ পরিচালনা করা হয় । জরিপের প্রতিবেদনটি প্রকাশের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে । প্রতিবেদনে মহিলাদের গৃহস্থালিসহ বিভিন্ন Informal কাজে অবদান নিরূপণ করা সম্ভব হবে।

৫.১.৮ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান জরিপ:

বাৎসরিক প্রতিষ্ঠান ও ইনস্টিটিউশন জরিপ (AEIS) সংশ্লিষ্ট "ব্যবসা সেবা প্রতিষ্ঠান জরিপ "থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রস্তুত প্রতিবেদনটি মুদ্রণ করা হয়েছে। গত ৩০ জুন ২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী রিপোর্টটির মোড়ক উন্মোচন করেন। এই জরিপ হতে চারটি ক্রমবিকাশমান ব্যবসা সেবা যথা- ডেকোরেটর সেবা, রিক্রুটিং সেবা, সিকিউরিটি ও ক্লিনিং খাতের সেবা হতে জিডিপিতে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যাবে।

৫.১.৯ প্রশিক্ষণ:

গত ২০১২-১৩ অর্থবছরে Survey Methodology and Data Analysis এর উপর চারটি প্রশিক্ষণসূচি বাস্তবায়িত হয় যাতে ৮০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাছাড়া Child Labour, Labour Force, Youth Transition to Work and Decent work Indicator এর উপর ১৮ নভেম্বর হতে ২৩ নভেম্বর ২০১২ সময়ে Workshop অনুষ্ঠিত হয়, যাতে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার ৪০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় ইয়ুথ ট্রানজিশন টু ওয়ার্ক সার্ভের তথ্য সংগ্রহের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করছেন সচিব, SID । এ সময় জরিপের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

৫.২ ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং এর আওতায় চলমান প্রকল্পঃ

১। **(ক) প্রকল্পের নাম** : স্ট্রেনদেনিং অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্যাটিসটিকস (ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর) অব বাংলাদেশ প্রকল্প

(খ) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ : পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

(গ)বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

(ঘ)বাস্তবায়নকাল:

(১) আরম্ভ : ০১/০১/২০১১

(২) সমাপ্ত : ৩১/১২/২০১৩

(৩) প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ

(ঙ) প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : (১) স্থানীয় মুদ্রায় : ৫০০ লক্ষ টাকা

(২) বৈদেশিক মুদ্রায় : নাই

(চ) ২০১২-২০১৩ সালের বরাদ্দ : ১৪৮.০০ লক্ষ টাকা

ব্যয় : ১৪৪.৩৬ লক্ষ টাকা (৯৭.৫৫%)

২. প্রকল্পের পটভূমিঃ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক যে সমস্ত শিল্প সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা হতো তা ছিল বেশ দুর্বলমানের। কাঙ্খিত মানের শিল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিসংখ্যান প্রস্তুত এবং তা ব্যবহার উপযোগী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক শিল্প পরিসংখ্যান (উৎপাদন) শক্তিশালীকরণ প্রকল্প তথা স্ট্রেনদেনিং অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্যাটিসটিকস (ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর) অব বাংলাদেশ প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়।

এ প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে শিল্প পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিসংখ্যান প্রস্তুতের লক্ষ্যে কুটিরশিল্প জরিপ, উৎপাদন শিল্প জরিপ, বিজনেস রেজিস্টার, পণ্য ও সেবার শ্রেণীবিন্যাস এবং পেশার শ্রেণীবিন্যাস ইত্যাদি সম্পাদনের প্রস্তাব করা হয়।

৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

(i) উৎপাদন শিল্প জরিপ (কুটির শিল্প) করা;
(ii) উৎপাদন শিল্প জরিপ (ক্ষুদ্র, ছোট, মধ্যম এবং বৃহৎ শিল্প) করা;
(iii) উৎপাদন শিল্পের বিজনেস রেজিস্টার এবং সমন্বিত ডাটাবেজ প্রস্তুত করা;
(iv) পেশার শ্রেণীবিন্যাস প্রস্তুত করা;
(v) পণ্য ও সেবার শ্রেণীবিন্যাস

প্রকল্পের কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

কার্যক্রমঃ কুটির শিল্প জরিপ, উৎপাদন শিল্প জরিপ, বিজনেস রেজিস্টার, পণ্য ও সেবার শ্রেণীবিন্যাস এবং পেশার শ্রেণীবিন্যাস ইত্যাদি সম্পাদন করা।

অগ্রগতিঃ

(i) পণ্য ও সেবার শ্রেণীবিন্যাস (BCPC) সম্বলিত কোড বুক প্রকাশিত হয়েছে।
(ii) পেশার শ্রেণীবিন্যাস (BSCO) সম্বলিত কোড বুক প্রকাশিত হয়েছে।
(iii) কুটির শিল্প জরিপ ২০১১ (CIS 2011) এর রিপোর্ট প্রিন্টিং প্রকাশিত হয়েছে।
(iv) বিজনেস রেজিস্টার এর ড্রাফট রিপোর্ট সম্পন্ন হয়েছে।
(v) উৎপাদন শিল্প জরিপ ২০১২ (SMI 2012) এর তথ্য প্রক্রিয়াকরণ কাজ চলমান রয়েছে।

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতিঃ ২০১২-২০১৩

মোট বরাদ্দ : ৫০০.০০ লক্ষ টাকা। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দ ১৪৮.০০ লক্ষ টাকা
মোট ব্যয় : ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ব্যয় ১৪৪.৩৬ লক্ষ টাকা। ব্যয়ের শতকরা হার ৯৭.৫৪%

সাম্প্রতিক সময়ে উল্লেখযোগ্য অর্জন:

(ক) Bangladesh Product Classification of Occupation (BSCO) প্রকাশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোতে ইতিপূর্বে কোন প্রডাক্ট ক্লাসিফিকেশন ছিল না। এবারই প্রথমবারের মত বিসিপিসি প্রণয়ন করা হয় যার মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত সকল পণ্য ও সেবাকে কোডের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্য ও সেবাকে আন্তর্জাতিক প্রমিত পদ্ধতি অনুসরণে অন্যান্য দেশের সাথে তুলনা করা সম্ভব হবে। সকলের ব্যবহারের সুবিধার জন্য BCPC বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতে প্রণয়ন করা হয়েছে।

(খ) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক এযাবৎকাল International Standard Classification of Occupation-88 অনুসরণ করা হচ্ছিল। ২০১২ সালে International Standard Classification of Occupation (ISCO)-২০০৮ এর অনুসরণে Bangladesh Standard Classification of Occupation (BSCO) প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে নিয়োজিত জনশক্তির বিভিন্ন পেশা সম্পর্কিত তথ্য আন্তর্জাতিকভাবে তুলনা করা সম্ভব হবে।

উপসংহার:

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর শিল্প পরিসংখ্যানের তথ্যভিত্তি মজবুত হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রণীত BCPC ও BSCO পণ্য, সেবা ও পেশা ভিত্তিক বিভিন্ন পরিসংখ্যান প্রস্তুতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। 'কুটির শিল্প জরিপ ২০১১' এর মাধ্যমে বাংলাদেশে কুটির শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণসহ জিডিপিতে অবদান নিরূপণ সম্ভব হবে, যা এই শিল্পের বিকাশে নতুন নতুন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে অত্যন্ত সহায়ক হবে। অন্যদিকে উৎপাদন 'শিল্প জরিপ ২০১২' এর মাধ্যমে উৎপাদন শিল্প খাতের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণসহ জিডিপি তে অবদান নিরূপণ সম্ভব হবে যা এই শিল্পের বিকাশে নতুন নতুন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে অত্যন্ত সহায়ক হবে।

বিজনেস রেজিস্টার ভবিষ্যতে বিভিন্ন উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠান এর নমুনা জরিপ করার জন্য Sampling frame হিসেবে ব্যবহৃত হবে । যার মাধ্যমে সঠিক ও সুন্দর জরিপ করা সম্ভব হবে।

৫.২.১ কুটির শিল্প জরিপের উল্লেখযোগ্য তথ্য

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০১১ সালে প্রথমবারের মত দেশব্যাপী কুটির শিল্প জরিপ পরিচালনা করে। শিল্পনীতি ২০১০ অনুসারে যে শিল্পে নিয়োজিত জনশক্তির মধ্যে পারিবারিক সদস্যদের প্রাধান্য থাকে এবং ভূমি ও দালানকোঠা ইত্যাদি ব্যতীত প্রতিস্থাপন ব্যয় ৫ লক্ষ টাকার কম এবং মোট কর্মরত জনশক্তির পরিমাণ ১০ এর কম তাকে কুটির শিল্প হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কুটির শিল্প জরিপে মোট ২৬৯৯৫টি উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠানে জরিপ অনুষ্ঠিত হয় এবং ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ফলাফল হতে দেখা যায় কুটির শিল্পে নিয়োজিত জনশক্তির পরিমাণ ২৯৬২৭২৫ জন এবং স্থূল মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ৩১৪৮৬০.১ মিলিয়ন টন।

Number of cottage establishments by division and Location

Division	Location of the establishment				
	Total	Household premises/adjacent		Away from home. in separate place	
	Number	Number	Row %	Number	Row %
Total	830306	327824	39.5	502482	60.5
Barisal	51470	29991	58.3	21479	41.7
Chittagong	115968	33593	29.0	82375	71.0
Dhaka	250112	77111	30.8	173002	69.2
Khulna	122087	56828	46.5	65259	53.5
Rajshahi	180133	81975	45.5	98158	54.5
Rangpur	82744	37507	45.3	45237	54.7
Sylhet	27791	10820	38.9	16972	61.1

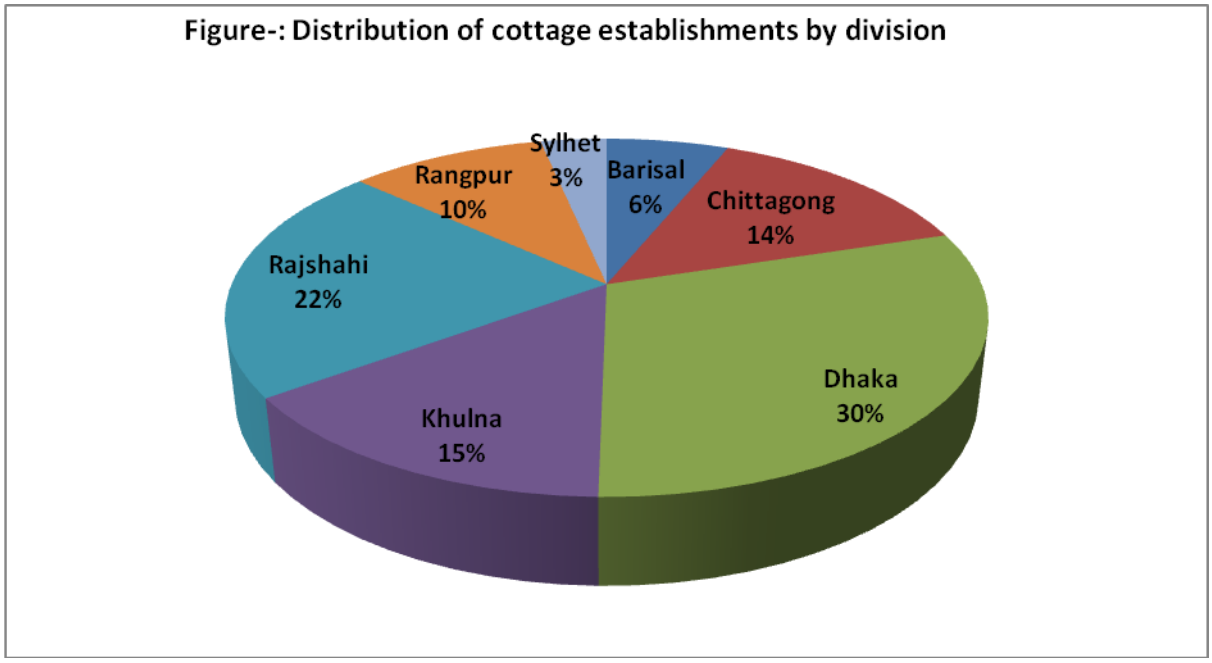

উপরোক্ত চার্ট হতে দেখা যায় ঢাকা বিভাগে সর্বোচ্চ ৩০.০% কুটির শিল্প অবস্থিত এবং সর্বনিম্ন ৩.০% সিলেট বিভাগে অবস্থিত। অন্যান্য বিভাগের মধ্যে রাজশাহী বিভাগে ২২.০%, খুলনা বিভাগে ১৫.০% এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ১৪.০% রংপুর বিভাগে ১০% এবং বরিশাল বিভাগে ৬.০% কুটিল শিল্প রয়েছে।

Gross value added by ownership and location of the establishments

	No. of establishments	number of persons engaged	Gross output (in million Tk.)	Gross Value Added (in million Tk.)	Gross Value Added per person (in Tk)
Total	**830306**	**2962725**	**395387.5**	**314860.1**	**106273.8**
Ownership type					
Individual ownership	798830	2849311	377208.7	300511	105467.9
Partnership	23564	83398	14486.3	11545.7	138440.9
Others	7912	30016	3692.3	2803.41	93397.5
Location of the establishments					
Household premises/ adjacent	327823	1201008	92849.3	70786.6	58939.3
Away from home/in separate places	502482	1761717	302538.1	244073.5	138543.0

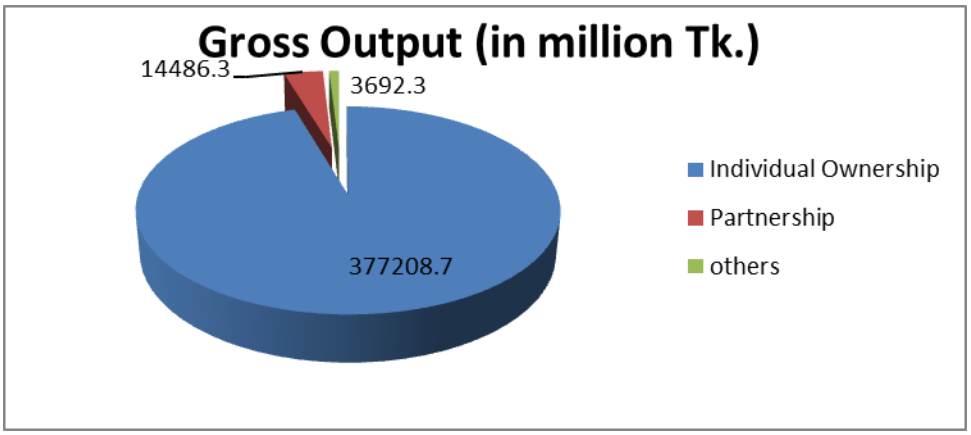

উপরোক্ত পাই চার্ট হতে প্রতীয়মান হয় যে, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহে সর্বোচ্চ gross output হয়ে থাকে যার পরে অবস্থান করছে অংশিদারিত্ব মূলক প্রতিষ্ঠান এবং সর্বনিম্ন হ'ল অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে।

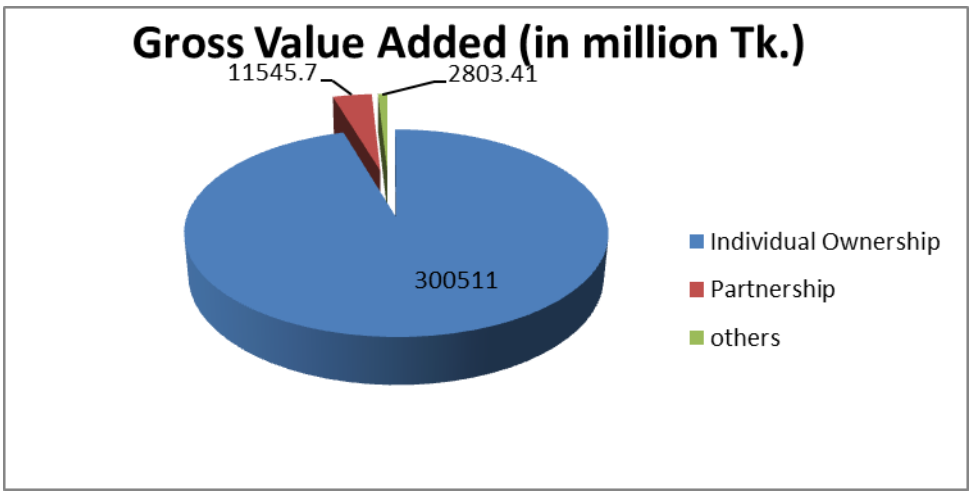

উপরোক্ত চার্ট হতে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হতে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজন (gross value added) হয়েছে এর পরের অবস্থান ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান সমূহের।

প্রকল্পের রিপোর্ট Dissemination সংক্রান্ত Workshop

৫.২.২ ব্যবসা-সেবা প্রতিষ্ঠান জরিপের উল্লেখযোগ্য ফলাফল

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উদ্যোগে ২০১২ সালে ৪টি ক্রমবিকাশমান ব্যবসা সেবা প্রতিষ্ঠান যথা- ডেকোরেটর সেবা, সিকিউরিটি সেবা, রিক্রুটমেন্ট সেবা ও ক্লিনিং সেবা খাতে জরিপ অনুষ্ঠিত হয়। জরিপ হতে প্রাপ্ত ফলাফল দেখা যায় ২০১০-২০১১ সালে ডেকোরেটর সেবায় নিয়োজিত জনশক্তির পরিমাণ ১,১১,১০০ এবং স্থূল মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ৫১৫১ মিলিয়ন টাকা। রিক্রুটমেন্ট সেবা খাতে নিয়োজিত জনশক্তির পরিমাণ ৩৮৯৬ এবং স্থূল মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ৫৬১৬ মিলিয়ন টাকা। সিকিউরিটি সেবা খাতে নিয়োজিত জনশক্তির পরিমাণ ২৭৯০৪৮ জন এবং স্থূল মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ২৭৪১৬ মিলিয়ন টাকা। ক্লিনিং সেবা খাতে নিয়োজিত জনশক্তির পরিমাণ ৫৭৩৮ জন এবং স্থূল মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ৩৭৯ মিলিয়ন টাকা।

Gross Value Added (GVA) of decorator service providers

Variable	2009-10		2010-11	
	(Million Taka)	Percent	(Million Taka)	Percent
Gross Output	5943	100.00	6794	100.00
Input Cost	1506	25.34	1643	24.18
Gross Value Added	4437	74.66	5151	75.82

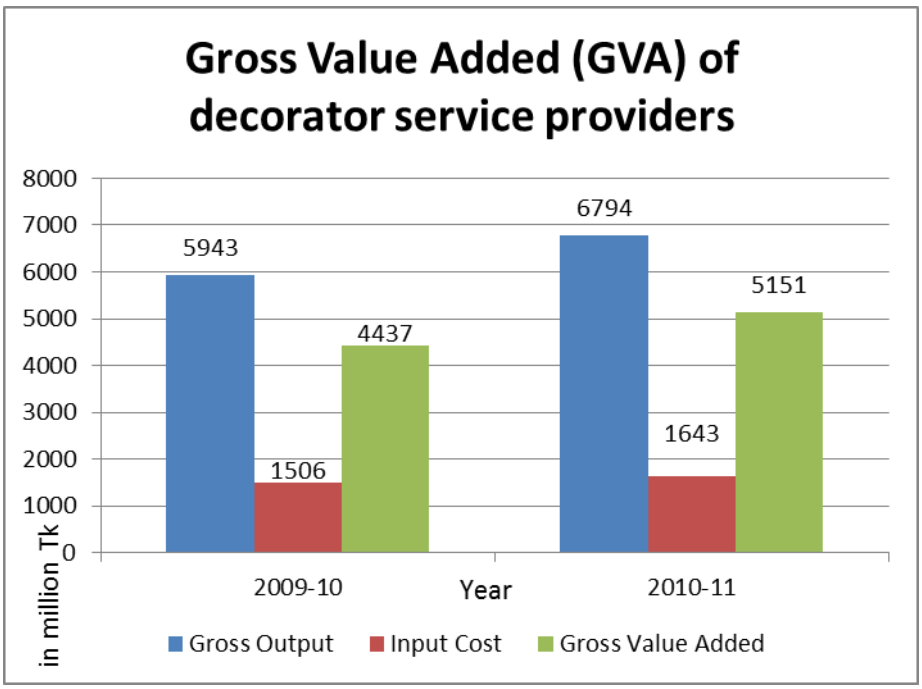

উপরোক্ত বারচার্ট হতে দেখা যাচ্ছে ২০০৯-১০ সালে ডেকোরেটর সেবা প্রতিষ্ঠান হতে স্থূল উৎপাদন ছিল ৫৯৪৩.০০ মিলিয়ন টাকা যা ২০১০-২০১১ অর্থ বৎসরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৭৯৪.০০ মিলিয়ন টাকা এ খাতে ২০০৯-১০ সালে স্থূল মূল্য সংয়োজন ছিল ৪৪৩৭.০০ মিলিয়ন টাকা ২০১০-২০১১ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫১৫১.০০ মিলিয়ন টাকা।

Gross Value Added (GVA) of recruiting service providers

Variable	2009-10		2010-11	
	(Million Taka)	Percent	(Million Taka)	Percent
Gross Output	16372	100.00	18852	100.00
Input Cost	11838	72.31	13236	70.21
Gross Value Added	4534	27.69	5616	29.79

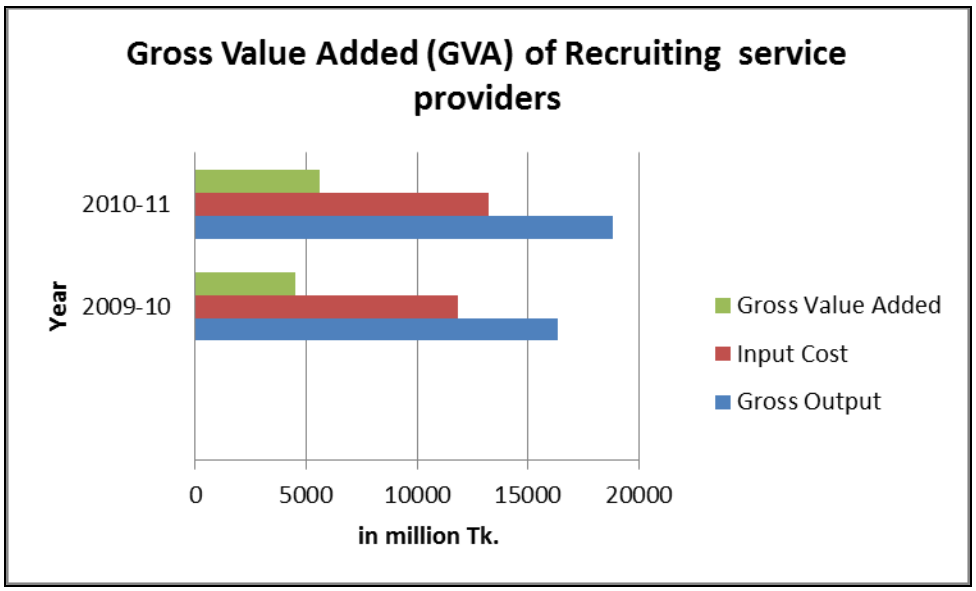

উপরোক্ত লেখচিত্র হতে দেখা যাচ্ছে ২০০৯-১০ সালে রিক্রুটিং সার্ভিসিং হতে স্থূল উৎপাদন ছিল ১৬৩৭২.০০ মিলিয়ন টাকা যা ২০১০-১১ অর্থ বৎসরে দাঁড়িয়েছে ১৮৮৫২.০০ মিলিয়ন টাকা। এ খাতে ২০০৯-১০ সালে স্থূল মূল্য সংয়োজন ছিল ৪৫৩৪.০০ মিলিয়ন টাকা যা ২০১০-১১ তে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬১৬ মিলিয়ন টাকা।

Gross Value Added (GVA) of security service providers

Variable	2009-10		2010-11	
	(Million taka)	Percentage	(Million taka)	Percentage
Gross Output	27845	100.00	33077	100.00
Input Cost	4852	17.43	5661	17.11
Gross Value Added	22993	82.57	27416	82.89

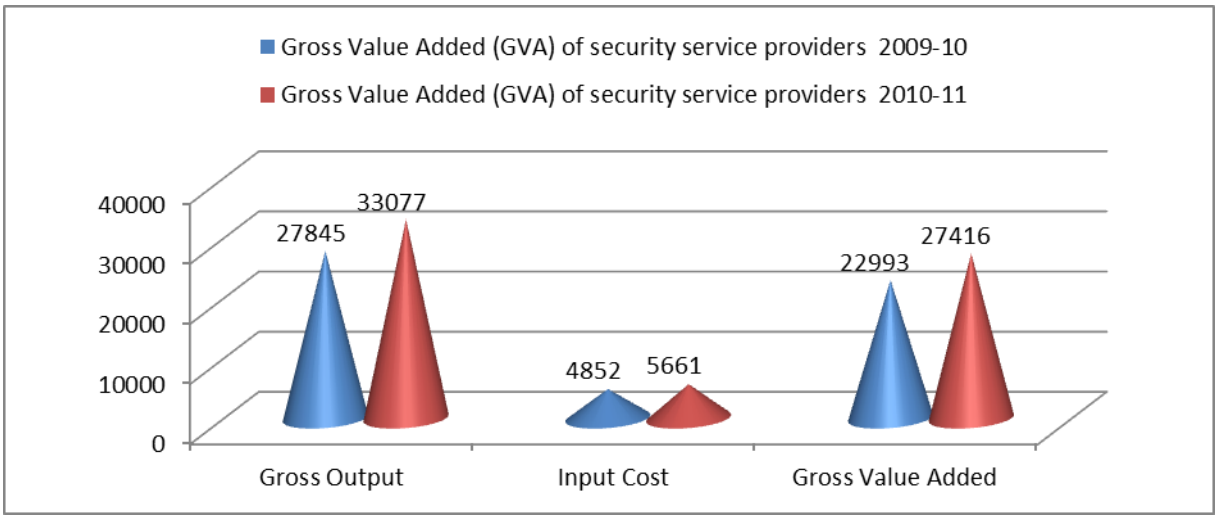

উপরোক্ত চিত্র হতে দেখা যাচ্ছে ২০০৯-১০ সালে সিকিউরিটি সার্ভিসিং থেকে স্থূল উৎপাদন ছিল ২৭৮৪৫.০০ মিলিয়ন টাকা যা ২০১০-১১ তে বেড়ে দাঁড়ায় ৩৩০৭৭.০০ মিলিয়ন টাকা। এ খাতে ২০০৯-১০ সালে স্থূল মূল্য সংয়োজন ছিল ২২৯৯.০০ মিলিয়ন টাকা যা ২০১০-১১ তে দাঁড়ায় ২৭,৪১৬.০০ মিলিয়ন টাকা।

Gross Value Added (GVA) of cleaning service providers

Variable	2009-10		2010-11	
	(Million taka)	Percentage	(Million taka)	Percentage
Gross Output	381	100.00	453	100.00
Input Cost	63	16.54	74	16.34
Gross Value Added	318	83.46	379	83.66

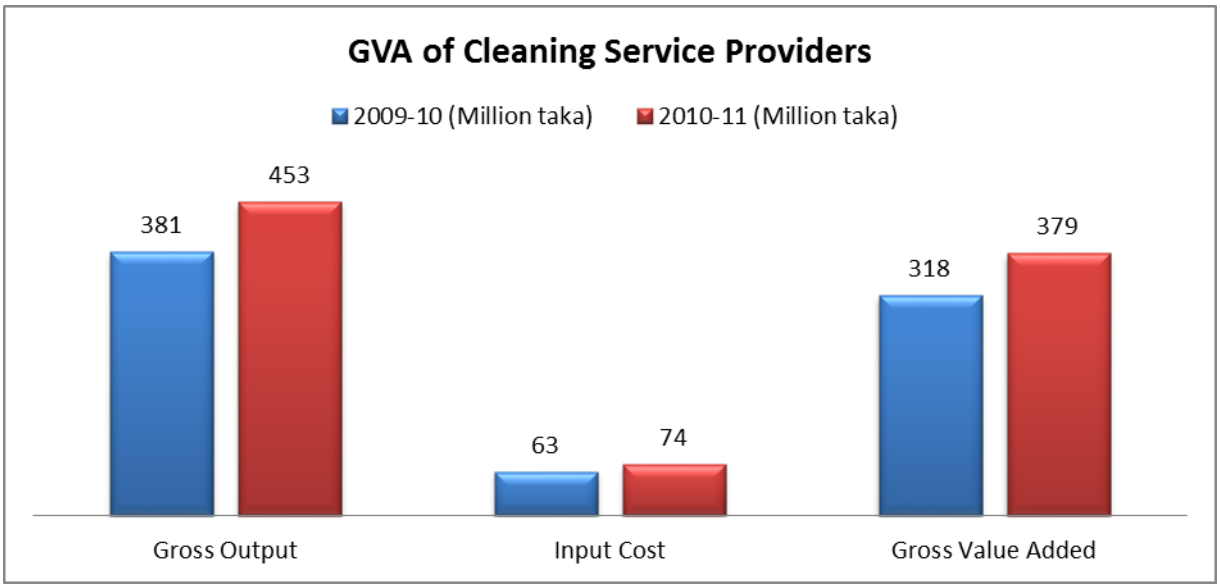

উপরের বারচার্ট হতে দেখা যাচ্ছে ২০০৯-২০১০ সালে মূল উৎপাদন ছিল ৩৮১.০০ মিলিয়ন টাকা এবং ২০১০-২০১১ তে বেড়ে দাঁড়ায় ৪৫৩.০০ মিলিয়ন টাকা। এ খাত থেকে ২০০৯-২০০১০ সালে স্থুল মূল্য সংযোজন ছিল ৩১৮.০০ মিলিয়ন টাকা যা ২০১০-২০১১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৭৯.০০ মিলিয়ন টাকা।

৬.০ এগ্রিকালচার উইং (Agriculture Wing):

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষি নির্ভর। তাই কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দেশের দারিদ্র নিরসনে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় ফসলের উৎপাদন এক বিশাল ভূমিকা পালন করে। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়নের স্বার্থে নির্ভরযোগ্য গুণগতমান সম্পন্ন ফসল উৎপাদনের হিসাব অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। নির্ভরযোগ্য ফসলের হিসাব পেতে হলে সঠিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে হবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এগ্রিকালচার উইং ৬টি প্রধান ফসল (আউশ, আমন, বোরো, গম, পাট, আলু) সহ ১২৪টি ফসলের আবাদি জমির পরিমাণ এবং উৎপাদনের হিসাব প্রাক্কলন করে থাকে। এ ছাড়া ভূমি ব্যবহার ও সেচ পরিসংখ্যান, মাসিক কৃষি মজুরির হার, প্রধান ফসলের পূর্বাভাস, অস্থায়ী ফসলের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব নিরূপণ এবং বার্ষিক কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়। কৃষি পরিসংখ্যানের গুণগতমান ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কৃষি পরিসংখ্যান উইং কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সহ বিভিন্ন সংস্থার সাথে নিয়মিতভাবে মত বিনিময় করে যাচ্ছে।

সরকারের নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ যেমন- সেচের জন্য পানি, সার, কীটনাশক, উন্নতমানের বীজ সুলভ ও সহজলভ্য হওয়ায় বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের প্রধান ও অপ্রধান ফসলের হিসাব দেয়া হলো :

৬.১ ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ৬টি প্রধান ফসল এর আবাদি জমির আয়তন ও উৎপাদনের হিসাব

ফসলের নাম	আবাদি জমির আয়তন (লক্ষ একর)		উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)	
	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২
আউশ	২৭.৫০	২৮.১২	২১.৩৩	২৩.৩২
আমন	১৩৯.৫১	১৩৭.৮৯	১২৭.৯১	১২৭.৯৮
বোরো	১১৭.৮৮	১১৮.৮৬	১৮৬.১৭	১৮৭.৫৯
আলু	১১.৩৭	১০.৬৩	৮৩.২৬	৮২.০৫
গম	৯.২৩	৮.৮৫	৯.৭২	৯.৯৫
পাট	১৭.৫১	১৮.৭৮	৮৩.৯৬ (বেল)	৮০.০৩ (বেল)

বার চার্টের মাধ্যমে ২০১০-১১ এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের প্রধান ফসলের আবাদি জমির আয়তন (লক্ষ একর) দেখানো হলো-

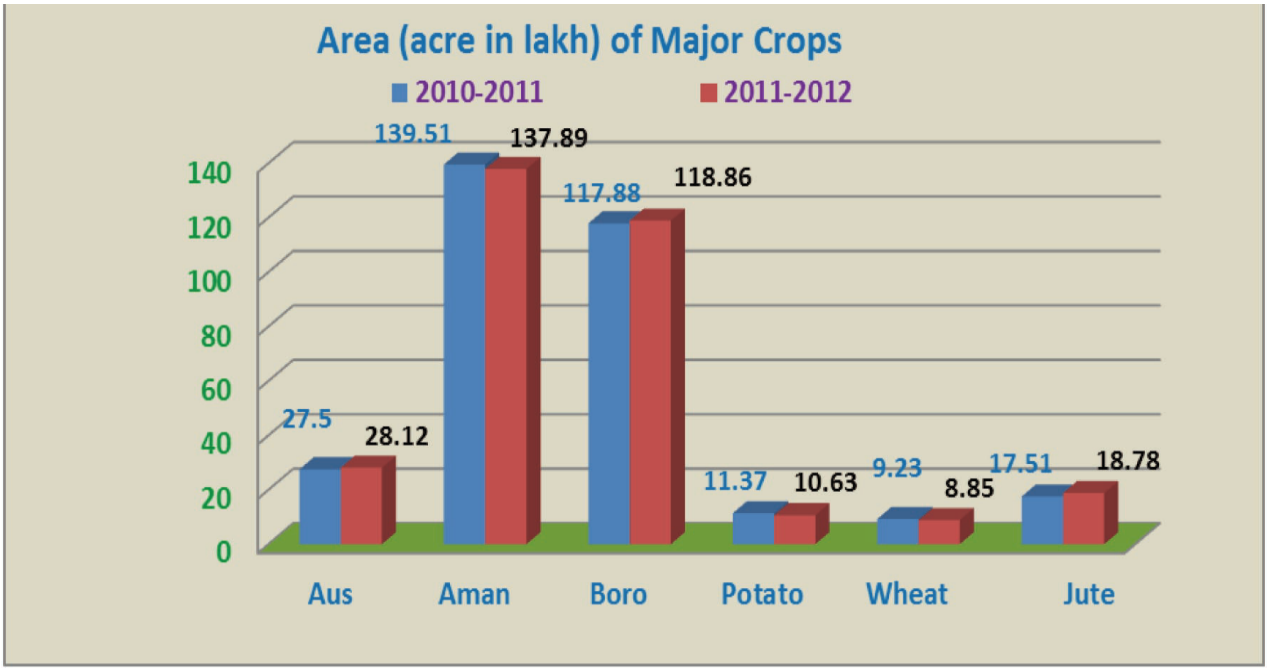

বার চার্টে দেখা যায় ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে আউশ ফসলের আবাদি জমির আয়তন ছিল যথাক্রমে ২৭.৫০ ও ২৮.১২ লক্ষ একর অর্থাৎ আবাদি জমির আয়তন ২.২৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে বোরোর ক্ষেত্রে আয়তন বেড়ে ১১৭.৮৮ থেকে ১১৮.৮৬ লক্ষ একর হয়েছে। যা শতকরা হারে ০.৮৩%। আমন ও গম ফসলের আবাদি জমির আয়তন যথাক্রমে ১৩৯.৫১, ও ৯.২৩ লক্ষ একর হতে হ্রাস পেয়ে ১৩৭.৮৯, ও ৮.৮৫ লক্ষ একর হয়েছে। আলু ফসলের ক্ষেত্রেও আবাদি জমি ২০১০-১১ এ ১১.৩৭ লক্ষ একর হতে ২০১১-১২ অর্থ বছরে হ্রাস পেয়ে ১০.৬৩ লক্ষ একর হয়েছে। পাট এর আবাদি জমির পরিমাণ ১৭.৫১ থেকে ১৮.৭৮ লক্ষ একর বৃদ্ধি পেলেও টেবিল থেকে দেখা যায় উৎপাদন কমে গেছে।

বার চার্টের মাধ্যমে ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের প্রধান ফসলের উৎপাদনের পরিমাণ(লক্ষ মে.টন) দেখানো হলো-

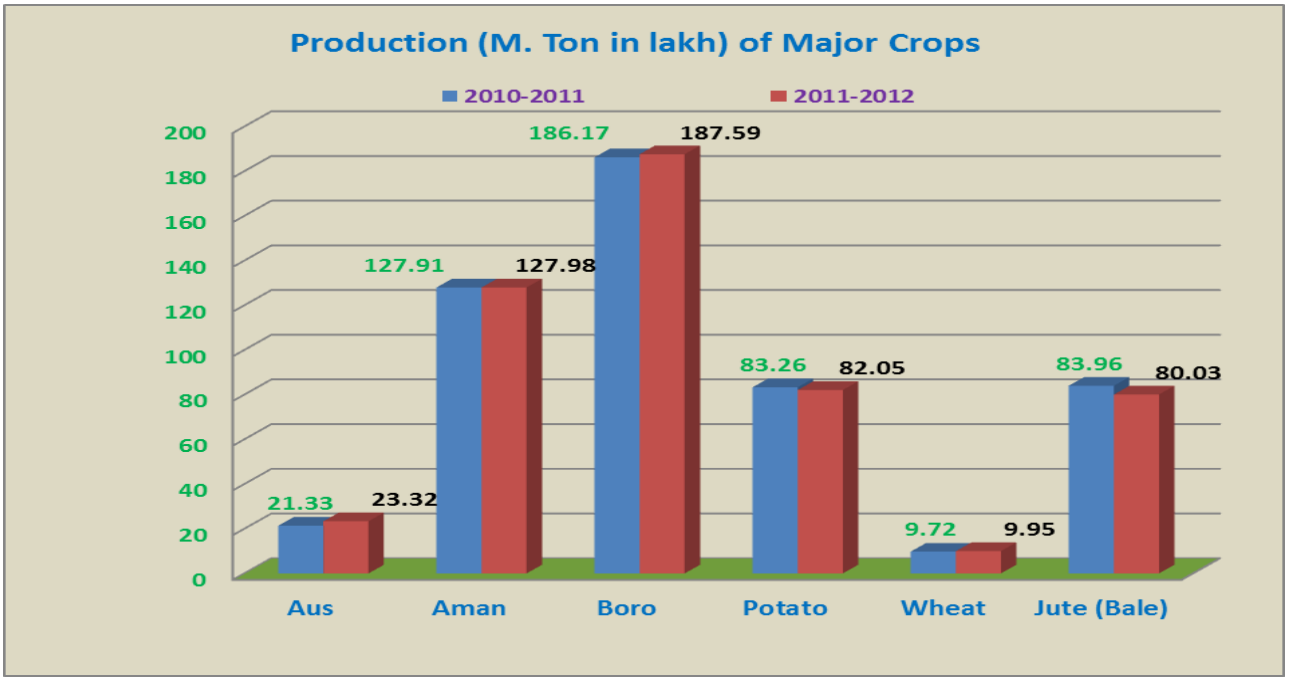

বার চার্টে দেখা যায় ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ বছরে আউশ ফসলের উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ২১.৩৩ ও ২৩.৩২ লক্ষ মে.টন অর্থাৎ উৎপাদন ৯.৩৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। আমন ও বোরো ফসলের গম ফসলের উৎপাদন যথাক্রমে ১২৭.৯১, ও ১৮৬.১৭ লক্ষ মে.টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১২৭.৯৮, ও ১৮৭.৫৯ লক্ষ মে.টন হয়েছে। একই ভাবে গমের ক্ষেত্রে উৎপাদন ৯.৭২ থেকে ৯.৯৫ লক্ষ মে.টন হয়েছে। যা শতকরা হারে ২.৩৭%বেশী। অন্য দিকে আলু ফসলের ক্ষেত্রে উৎপাদন ২০১০-১১ এ ৮৩.২৬ লক্ষ মে.টন এর তুলনায় ২০১১-১২ অর্থ বছরে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ৮২.০৫ লক্ষ মে.টন। পাট এর উৎপাদন ৮৩.৯৬ লক্ষ বেল থেকে কমে ৮০.০৩ লক্ষ বেল হয়েছে।

৬.২ গ্রুপ হিসাবে ১১৮টি অপ্রধান ফসলের হিসাব

ফসলের গ্রুপ	আবাদি জমির আয়তন (লক্ষ একর)		উৎপাদন (লক্ষ মে. টন)	
	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২	২০১০-২০১১	২০১১-২০১২
দানা জাতীয় শস্য (অপ্রধান)	৪.২০	৪.৯১	১০.২২	১৩.০০
ডাল জাতীয়	৬.২৭	৬.৬৭	২.৩২	২.৪০
তৈল বীজ জাতীয়	৯.২৪	৯.৭২	৭.৩০	৭.৮৭
মশলা জাতীয়	৭.৯৫	৮.০২	১৬.৫১	১৭.৫৬
সুগার জাতীয়	২.৯৩	২.৭২	৫২.৫১	৫১.৫৮
আঁশ জাতীয়	০.২৪	০.২৫	০.২৭	০.২৮
নেশা জাতীয়	৩.৫২	৩.৬৫	৪.৪৯	৫.৪২
সবজী (বর্ষাকালীন)	৪.৪৯	৪.৪৫	১৫.০৭	১৪.৬৭
সবজী (শীতকালীন)	৪.৭০	৪.৭২	১৬.১৯	১৬.৬৫
ফল (অস্থায়ী)	২.০৯	২.০৬	১২.৭০	১২.৫৫
ফল (স্থায়ী)	১.২৯	১.৪২	২৯.৯৩	৩০.৪৫
অন্যান্য ফসল	১.১৮	১.০৩	৫.১৭	৪.৮৯

বার চার্টের মাধ্যমে ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের অপ্রধান ফসলের আবাদি জমির আয়তন (লক্ষ একর) দেখানো হলো-

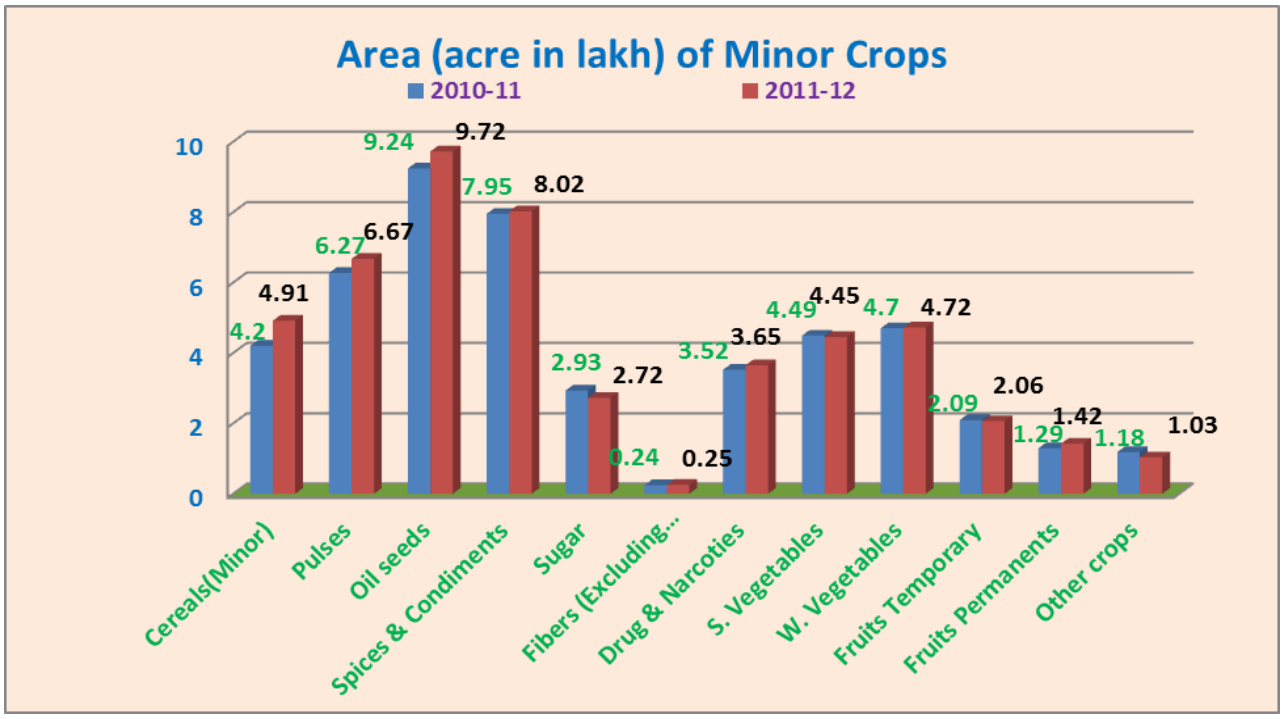

টেবিল ও বার চার্টে দেখা যায় ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ বছরে ১২ টি গ্রুপের অ-প্রধান ফসলের আবাদি জমির আয়তন ছিল যথাক্রমে দানা জাতীয় শস্য (অপ্রধান) ৪.২০ ও ৪.৯১ লক্ষ একর, ডাল জাতীয় ৬.২৭ ও ৬.৬৭ লক্ষ একর, তৈল বীজ জাতীয় ৯.২৪ ও ৯.৭২ লক্ষ একর, মশলা জাতীয় ৭.৯৫ ও ৮.০২ লক্ষ একর, সুগার জাতীয় ২.৯৩ ও ২.৭২ লক্ষ একর, আঁশ জাতীয় ০.২৪ ও ০.২৫ লক্ষ একর, নেশা জাতীয় ৩.৫২ ও ৩.৬৫ লক্ষ একর, সবজী (বর্ষাকালীন) ৪.৪৯ ও ৪.৪৫ লক্ষ একর, সবজী (শীতকালীন) ৪.৭০ ও ৪.৭২ লক্ষ একর, ফল (অস্থায়ী) ২.০৯ ও ২.০৬ লক্ষ একর, ফল (স্থায়ী) ১.২৯ ও ১.৪২ লক্ষ একর এবং অন্যান্য ফসল ১.১৮ ও ১.০৩ লক্ষ একর। দুই বছরের তুলনা করলে দেখা যায় দানা জাতীয় শস্য (অপ্রধান), ডাল জাতীয়, তৈল বীজ জাতীয়, মশলা জাতীয়, আঁশ জাতীয়, নেশা জাতীয়, সবজী (শীতকালীন) এবং ফল (স্থায়ী) এর আবাদি জমির আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্য দিকে সুগার জাতীয়, সবজী (বর্ষাকালীন), ফল (অস্থায়ী) এবং অন্যান্য ফসলের আবাদি জমির আয়তন হ্রাস পেয়েছে।

বার চার্টের মাধ্যমে ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ অর্থ বছরের অপ্রধান ফসলের উৎপাদনের পরিমাণ (লক্ষ মে. টন) দেখানো হলো-

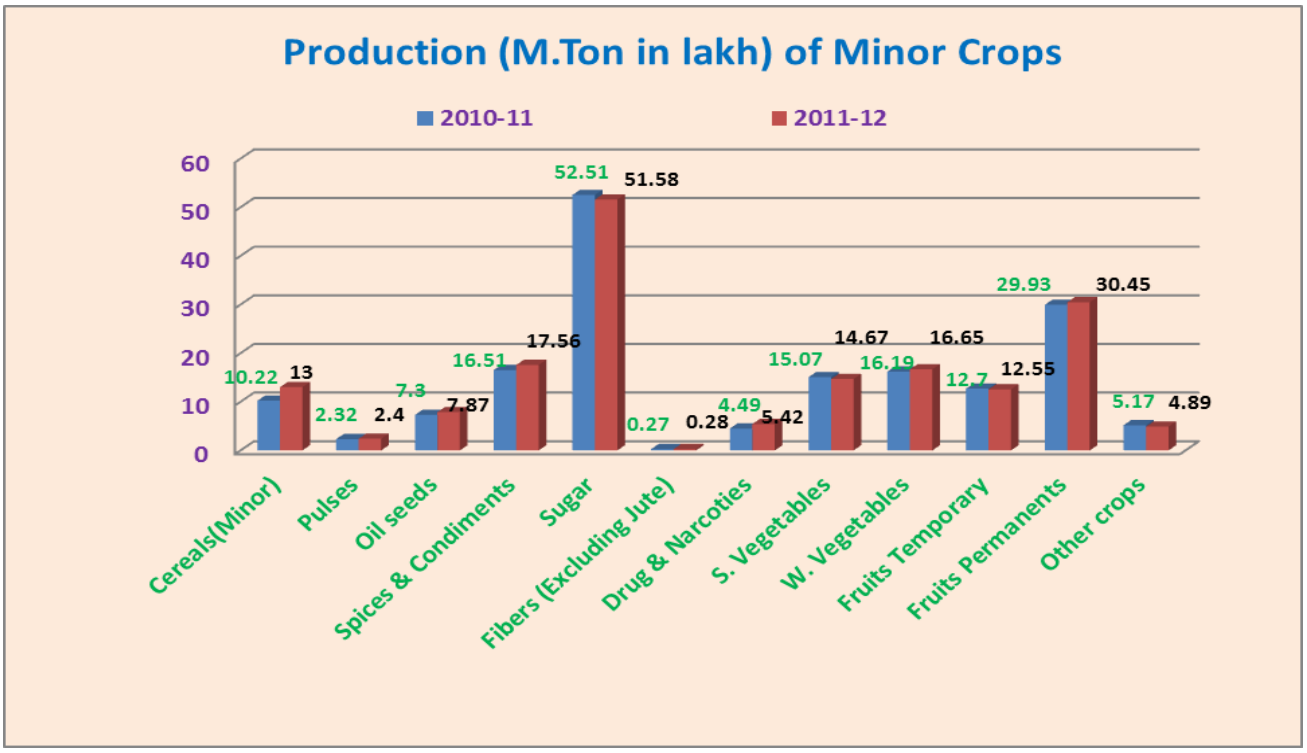

টেবিল ও বার চার্টে দেখা যায় ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ বছরে ১২ টি গ্রুপের অ-প্রধান ফসলের উৎপাদন ছিল যথাক্রমে দানা জাতীয় শস্য (অপ্রধান) ১০.২২ ও ১৩.০০ লক্ষ মে.টন, ডাল জাতীয় ২.৩২ ও ২.৪০ লক্ষ মে.টন, তৈল বীজ জাতীয় ৭.৩ ও ৭.৮৭ লক্ষ মে.টন, মশলা জাতীয় ১৬.৫১ ও ১৭.৫৬ লক্ষ মে.টন, সুগার জাতীয় ৫২.৫১ ও ৫১.৫৮ লক্ষ মে.টন, আঁশ জাতীয় ০.২৭ ও ০.২৮ লক্ষ মে.টন, নেশা জাতীয় ৪.৪৯ ও ৫.৪২ লক্ষ মে.টন, সবজী(বর্ষাকালীন) ১৫.০৭ ও ১৪.৬৭ লক্ষ মে.টন, সবজী(শীতকালীন) ১৬.১৯ ও ১৬.৬৫ লক্ষ মে.টন, ফল (অস্থায়ী) ১২.৭ ও ১২.৫৫ লক্ষ মে.টন, ফল(স্থায়ী) ২৯.৯৩ ও ৩০.৪৫ লক্ষ মে.টন এবং অন্যান্য ফসল ৫.১৭ ও ৪.৮৯ লক্ষ মে.টন।

২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ দুই অর্থ বছরের তুলনা করলে দেখা যায় দানা জাতীয় শস্য (অপ্রধান), ডাল জাতীয়, তৈল বীজ জাতীয়, মশলা জাতীয়, আঁশ জাতীয়, নেশা জাতীয়, সবজী (শীতকালীন) এবং ফল (স্থায়ী) ফসলের এর ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্য দিকে সুগার জাতীয়, সবজী (বর্ষাকালীন), ফল (অস্থায়ী) এবং অন্যান্য ফসলের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে।

৬.৩ কৃষি মজুরি হার:

বিবিএস মাসিক ভিত্তিতে কৃষি মজুরি হার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রণয়ন করে থাকে। কৃষি মজুরি হার সংগ্রহের জন্য প্রতি উপজেলা হতে নমুনা ভিত্তিতে ১০ জন কৃষি দিন মজুরের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে উপজেলার কৃষি মজুরের হার নিরূপণ করা হয়। কৃষি দিন মজুরের পাওয়া না গেলে কৃষক যারা কৃষি কাজের জন্য দৈনিক ভিত্তিতে মজুর নিয়োগ করেছেন এমন কৃষকের নিকট থেকে তথ্য নেয়া হয়। ১৫ বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সের পুরুষ এবং মহিলা শ্রমিকের মজুরি হার আলাদা আলাদা নেয়া হয়। সকল অঞ্চলের মজুরি হার পাওয়ার পর এর ভিত্তিতে বাংলাদেশের কৃষি মজুরি হার নিরূপণ করা হয়।

২০১২ সনের কৃষি মজুরির হার খোরাকী ছাড়া এবং খোরাকীসহ পুরুষ, মহিলা ভেদে নিম্নরুপঃ

(পারিশ্রমিক টাকায়)

ক্রমিক নং	মাসের নাম	খোরাকী ছাড়া		খোরাকীসহ	
		পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা
০১.	জানুয়ারি	২৫২	১৮০	২০৮	১৫০
০২.	ফেব্রুয়ারি	২৫০	১৮২	২০৫	১৫৮
০৩.	মার্চ	২৪৭	১৯২	২১৫	১৫৫
০৪.	এপ্রিল	২৭৪	১৮০	২২৭	১৪৬
০৫.	মে	৩০৪	১৮০	২৫৪	১৪৮
০৬.	জুন	২৭১	১৭৬	২২৫	১৪৭
০৭.	জুলাই	২৬৫	১৮৫	২২১	১৩৫
০৮.	আগষ্ট	২৬৭	২০২	২৩২	১৬৬
০৯.	সেপ্টেম্বর	২৭৯	২০০	২৩০	১৬৫
১০.	অক্টোবর	২৬৮	২০৫	২০২	১৬৭
১১.	নভেম্বর	২৭০	১৯৫	২২৫	১৬০
১২.	ডিসেম্বর	২৭২	১৯৮	২২৮	১৫৮

২০১২ সনের কৃষি মজুরির হার (খোরাকী ছাড়া) পুরুষ, মহিলা ভেদে লাইন চার্টের মাধ্যমে নিম্নে দেখানো হলো:

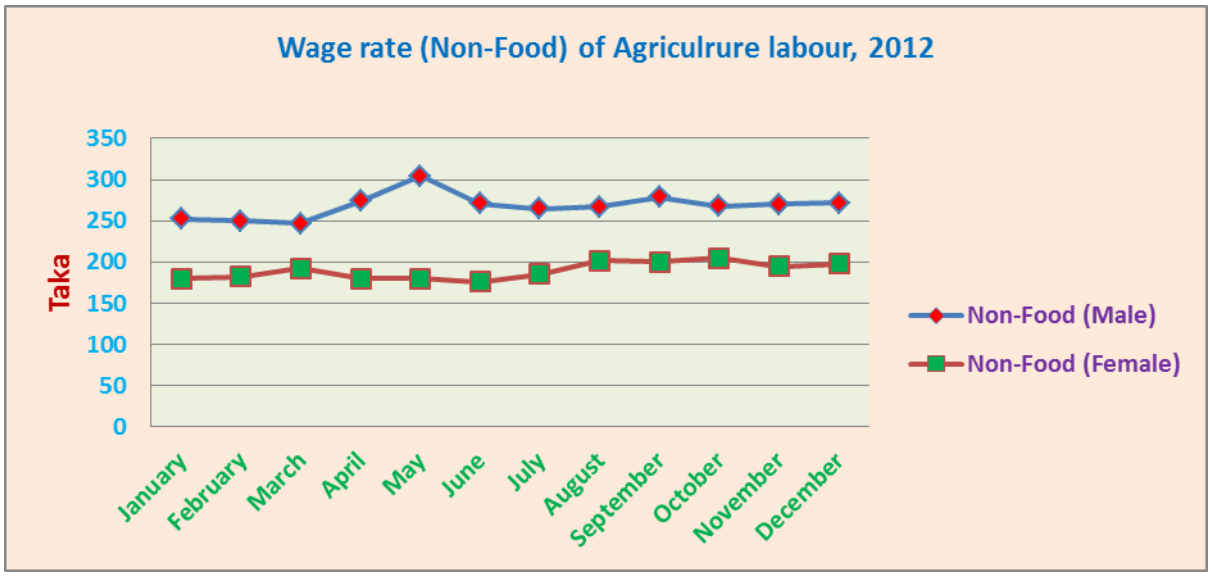

উপরোক্ত লাইন চার্টের মাধ্যমে দেখা যায় খোরাকী ছাড়া পুরুষ কৃষি শ্রমিকের তুলনায় মহিলা কৃষি শ্রমিক এর মজুরি হার সারা বছরই কম। ২০১২ সালের মে মাসে পুরুষ কৃষি শ্রমিকের মজুরি খোরাকী ছাড়া সবচেয়ে বেশী ৩০৪ টাকা। মহিলা কৃষি শ্রমিক এর মজুরি অক্টোবর মাসে সবচেয়ে বেশী ২০৫ টাকা। ২০১২ এর জুন মাসে মহিলা কৃষি শ্রমিক এর মজুরি সর্বনিম্ন ১৭৬ টাকা।
২০১২ সনের কৃষি মজুরির হার (খোরাকীসহ) পুরুষ, মহিলা ভেদে লাইন চার্টের মাধ্যমে নিম্নে দেখানো হলো:

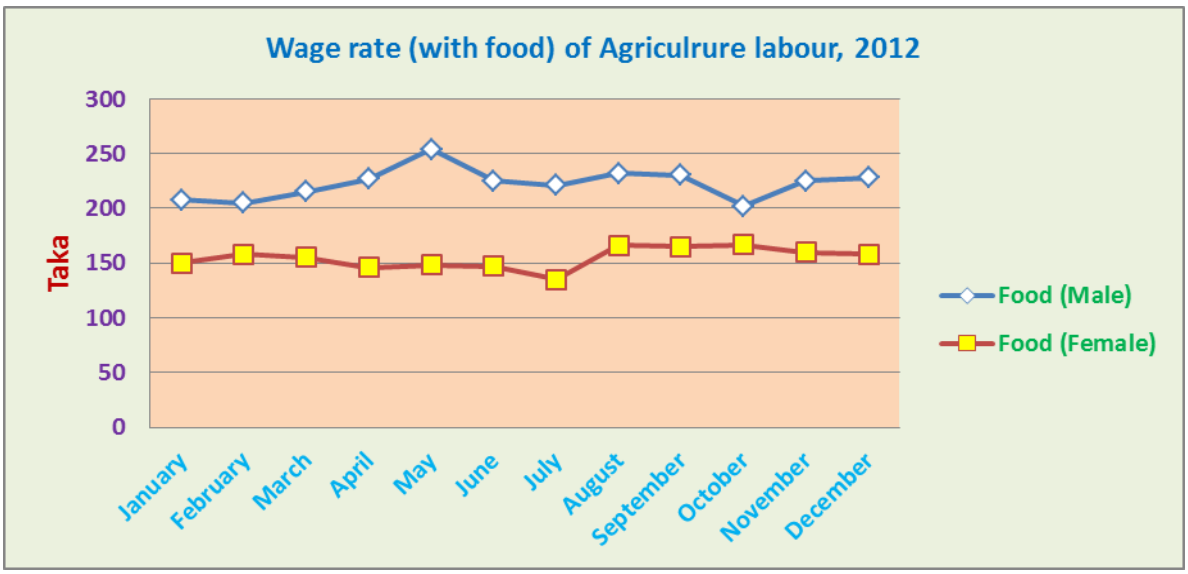

উপরোক্ত লাইন চার্টের মাধ্যমে দেখা যায় খোরাকীসহ কৃষি মজুরীর ক্ষেত্রে পুরুষ কৃষি শ্রমিকের তুলনায় মহিলা কৃষি শ্রমিক এর মজুরি হার সারা বছরই কম। ২০১২ সালের মে মাসে পুরুষ কৃষি শ্রমিকের মজুরি খোরাকীসহ সবচেয়ে বেশী যা ২৫৪ টাকা। একই বছরের অক্টোবর মাসে মহিলা কৃষি শ্রমিক এর মজুরি খোরাকীসহ সবচেয়ে বেশী যা ১৬৭ টাকা। লক্ষণীয় যে অক্টোবর মাসে পুরুষ কৃষি শ্রমিকের মজুরি খোরাকীসহ অন্যান্য মাসের তুলনায় সর্বনিম্ন ২০২ টাকা। মহিলা কৃষি শ্রমিক এর মজুরি জুলাই মাসে সবচেয়ে কম ১৩৫ টাকা।

৬.৪ ভূমি ব্যবহার পরিসংখ্যান ২০১০-২০১১

(আয়তন ''০০০'' একর-এ)

	২০১০-১১ অর্থ বছর	২০১১-১২ অর্থ বছর
*মোট ফসলাধীন জমি	৩৬৯২৬	৩৭২৬১
**নীট ফসলাধীন জমি	১৯৩৬৮	১৯৫৯৪
মোট সেচের অধীন জমি	১৬৯০৪	১৭৪৩৫

* মোট ফসলাধীন জমি =এক ফসলাধীন জমি × ১ + দুই ফসলাধীন জমি × ২ + তিন ফসলাধীন জমি × ৩

**নীট ফসলাধীন জমি= এক ফসলাধীন জমি + দুই ফসলাধীন জমি + তিন ফসলাধীন জমি

ভূমি ব্যবহার পরিসংখ্যান ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ নিম্নে বার চার্টে দেখানো হলো-

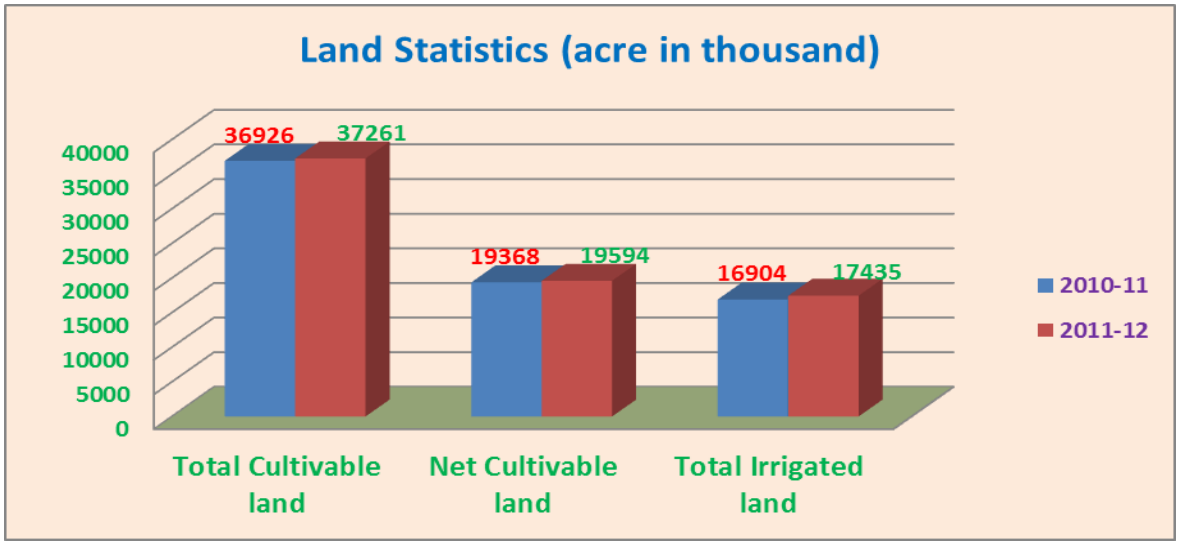

টেবিল ও বার চার্টে দেখা যায় ২০১০-২০১১ এবং ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে মোট ফসলাধীন জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৬৯২৬ ও ৩৭২৬১ হাজার একর, নীট ফসলাধীন জমি যথাক্রমে ১৯৩৬৮ ও ১৯৫৯৪ হাজার একর এবং মোট সেচের অধীন জমি যথাক্রমে ১৬৯০৪ ও ১৭৪৩৫ হাজার একর। ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ এর ভূমি ব্যবহার পরিসংখ্যান তুলনা করে দেখা যায় মোট ফসলাধীন জমি ০.৯১%, নীট ফসলাধীন জমি ১.১৭% এবং মোট সেচের অধীন জমি ৩.১৪% বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬.৫ পেঁপে, বেগুন, টমেটো ও তরমুজ ফসলের উৎপাদন খরচ জরিপ ২০১২

কৃষি ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষকের আর্থিক লাভের বিষয়টি যাচাইয়ের লক্ষ্যে ২০১২ সালে ৪টি ফসলের (পেঁপে, বেগুন, টমেটো ও তরমুজ) উৎপাদন খরচ জরিপ পরিচালনা করা হয়। উৎপাদন খরচ জরিপ থেকে পেঁপে ফসলের একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৫৩১৯৬ টাকা ও নীট লাভ ৪৩১৪৬ টাকা, বেগুন ফসলের একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৭৫৪৭২ টাকা ও নীট লাভ ৭২৮৭০ টাকা, টমেটো ফসলের একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৫৩৯৪৬ টাকা ও নীট লাভ ২৩১৬০ টাকা এবং তরমুজ ফসলের একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৪২৮৮১ টাকা ও নীট লাভ ৪২৪৭০ টাকা পাওয়া গিয়েছে। এ সকল তথ্য কৃষি ফসল উৎপাদনে উপকরণ খরচ পর্যালোচনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৬.৬ ২০১২ সালে উইং কর্তৃক সম্পাদিত অন্যান্য কর্মকাণ্ড

- ৬টি প্রধান ফসলের উৎপাদন ও আয়তনের হিসাব প্রাক্কলন করা হয়েছে;
- ১১৮টি অপ্রধান ফসলের উৎপাদন ও আয়তনের হিসাব প্রাক্কলন করা হয়েছে;
- মাসিক কৃষি মজুরি হার জরিপ সম্পন্ন করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ভূমি ব্যবহার ও সেচ পরিসংখ্যান প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে;
- পেঁপে, বেগুন, টমেটো ও তরমুজ ফসলের উৎপাদন খরচ জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে;
- কলা ও হলুদ ফসলের উৎপাদন খরচ জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে;
- কৃষি পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০১১ প্রকাশিত হয়েছে।

৬.৭ উইং এর আওতায় গৃহীত প্রকল্প ও কর্মসূচি

৬.৭.১ কর্মসূচি : প্রোডাক্টিভিটি এ্যাসেসমেন্ট সার্ভে অব ডিফারেন্ট এগ্রিকালচারাল ক্রপস কর্মসূচি

১। **কর্মসূচির নাম** : প্রোডাক্টিভিটি এ্যাসেসমেন্ট সার্ভে অব ডিফারেন্ট এগ্রিকালচারাল ক্রপস কর্মসূচি।

২। **উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ** : পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

৩। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

৪। **বাস্তবায়নকাল:**

(১) আরম্ভ : জুলাই, ২০১২

(২) সমাপ্ত : জুন, ২০১৫

(৩) কর্মসূচি এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ

৫। **কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়** : ৫১৬.৮২ লক্ষ টাকা

৬। **কর্মসূচীর আর্থিক অগ্রগতি:**

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ	ব্যয়	ব্যয়ের হার %
১ম বছর (২০১২-১৩)	১ম বছর (২০১২-১৩)	১ম বছর (২০১২-১৩)
১৪০.০০	৯৮.২৭	৭০.১৯%

৭। কর্মসূচির পটভূমিঃ

বিবিএস এর এগ্রিকালচার উইং কর্তৃক ছয়টি প্রধান ফসলের (আউশ, আমন, বোরো, পাট, গম ও আলু) এবং ১১৮টি অপ্রধান ফসলের আয়তন ও উৎপাদনের হিসাব প্রাক্কলন করা হয়ে থাকে। ছয়টি প্রধান ফসলের আয়তন এবং উৎপাদন নির্ণয় মাঠ পর্যায় সাবজেকটিভ ও অবজেকটিভ উভয় পদ্ধতির মাধ্যমে করা হয়। ১১৮টি অপ্রধান ফসলের হিসাব কৃষক সাক্ষাৎকার অর্থাৎ সাবজেকটিভ পদ্ধতির মাধ্যমে নিরূপণ করা হয়। অপ্রধান ফসলের উৎপাদন হার নির্ণয় এবং একই সাথে উৎপাদন খরচ নির্ণয়ের লক্ষ্যে এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৯টি ফসলের উৎপাদনশীলতা জরিপ হাতে নেয়া হয়েছে। কলা ও হলুদ ফসলের জরিপ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এ জরিপ সমূহের অভিজ্ঞতা ও তথ্যের আলোকে পরবর্তীতে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন হার নির্ণয়ে তথ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে এবং সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভব হবে।

৮। উদ্দেশ্য :

- ৯টি ফসলের উৎপাদন খরচ, উৎপাদন হিসাব এবং উৎপাদনশীলতার হিসাব নিরূপণ করা হবে;
- গুরুত্বপূর্ণ ফসলের মাঠ পর্যায় পরীক্ষামূলক শষ্য কর্তন/কৃষক সাক্ষাৎকার এর মাধ্যমে যথাযথ উৎপাদন হার নির্ণয়/যাচাই করা; এবং
- তীয় কর্মকান্ডের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য সম্বলিত রিপোর্ট ও বিশ্লেষণধর্মী তথ্য গবেষণা কাজে সহায়ক হবে।

৯। কর্মসূচির কার্যক্রম ও অগ্রগতি:

১. কলা ও হলুদ ফসলের উৎপাদনশীলতার জরিপ সম্পন্ন হয়েছে।
২. তথ্যের গুণগতমান বাড়ানোর জন্য ২৭৫ টি ময়েশ্চার মিটার উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসে সরবরাহ করা হয়েছে।
৩. আনারস ফসলের প্রশ্নপত্র ও নমুনা নিবার্চনের জন্য বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নয়ন সংস্থা, এনজিও, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এবং সাংবাদিকবৃন্দ নিয়ে ১৬ মে ২০১৩ তারিখে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

প্রোডাক্টিভিটি এ্যাসেসমেন্ট সার্ভে অব ডিফারেন্ট এগ্রিকালচারাল ক্রপস কর্মসূচির সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব জনাব মো: নজিবুর রহমান।

১০। উপসংহার:

কার্যক্রমের আওতায় ফসলের উৎপাদন খরচ, উৎপাদন হিসাব ও উৎপাদনশীলতার হার জাতীয় হিসাব পদ্ধতির আধুনিকায়ন, মূল্য সূচক/ ভিত্তি বছর সম্প্রতিকীকরণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য সেবা প্রদানে নেটওয়ার্কিং সম্প্রসারণ, ডাটা বেইস তৈরী ও তথ্য ভান্ডার স্থাপনের ক্ষেত্রে এই কর্মসূচির তথ্য দ্বারা সামগ্রীক উন্নয়ন কার্মকান্ড ত্বরান্বিত হবে এবং ডাটা বেইস তৈরীর মাধ্যমে দ্রুত তথ্য সেবা মানুষের দোর-গোড়ায় পৌঁছবে।

বিবিএস এর হারমোনাইজেশন এন্ড ডিসেমিনেশন অব ইউনিফাইড এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন স্ট্যাটিসটিক প্রকল্প কর্তৃক ধানের ফলন হার নির্ণয়ে পরীক্ষামূলক নমুনা কর্তন সংক্রান্ত রাজশাহী জেলায় অনুষ্ঠিত মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে বিবিএস এবং ডিএই এর কর্মকর্তাবৃন্দ।

৬.৭.২ হারমোনাইজেশন এন্ড ডিসেমিনেশন অব ইউনিফাইড এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন স্ট্যাটিসটিকস প্রকল্প

১। প্রকল্পের নাম : "হারমোনাইজেশন এন্ড ডিসেমিনেশন অব ইউনিফাইড এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন স্ট্যাটিসটিকস" প্রকল্প।

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

৪। বাস্তবায়নকালঃ

(১) আরম্ভ : জুলাই, ২০১২
(২) সমাপ্ত : জুন, ২০১৪
(৩) প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ

৫। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৪৫.০০ লক্ষ টাকা

(১) স্থানীয় মুদ্রা : ৫৭.৩৮ লক্ষ টাকা
(২) বৈদেশিক মুদ্রা : ২৮৭.৬২ লক্ষ টাকা

বিবিএস এর হারমোনাইজেশন এন্ড ডিসেমিনেশন অব ইউনিফাইড এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন স্ট্যাটিসটিকস প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত ডিসেমিনেশন ওয়ার্কশপে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার, বীর উত্তম, এমপি, সচিব, SID, FAO এর রিপ্রেজেন্টেটিভ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, বিবিএস এবং ডিএই এর মহাপরিচালকবৃন্দ।

৬। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

	বরাদ্দ	ব্যয়	ব্যয়ের হার %
	১ম বর্ষ (২০১২-১৩)	**১ম বর্ষ (২০১২-১৩)**	**১ম বর্ষ (২০১২-১৩)**
কারিগরি সহায়তা (FAO)	২০৭.৭৩	১২০.৭৯	৫৮.১৫%
জিওবি	২৫.৫৬	১৫.৬২	৬১.১১%
মোট	**২৩৩.২৯**	**১৩৬.৪১**	**৫৮.৪৭%**

৭। প্রকল্পের পটভূমিঃ

দেশে নির্ভরযোগ্য ধান উৎপাদন সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের গুরত্বের কথা বিবেচনা করে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক গত ১১ এপ্রিল, ২০১২ তারিখে একটি সভা আয়োজন করা হয়। সভায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী, মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী এবং মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় ধান উৎপাদন ও এতদসংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রাক্কলনে নিয়োজিত সংস্থাসমূহ যেমন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং স্পারসো এর মধ্যে সুসমন্বয় এবং হারমোনাইজেশনের মাধ্যমে ধানের উৎপাদন হিসাব প্রাক্কলনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ "হারমোনাইজেশন এন্ড ডিসেমিনেশন অব ইউনিফাইড এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন স্ট্যাটিসটিকস" প্রকল্পটি গ্রহণ করে। জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত দুই বৎসর মেয়াদী প্রকল্পটি সরকার কর্তৃক ১৮ জুলাই, ২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্প কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো হতে একজন প্রকল্প পরিচালক এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও স্পারসো হতে একজন করে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

বিবিএস এর হারমোনাইজেশন এন্ড ডিসেমিনেশন অব ইউনিফাইড এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন স্ট্যাটিসটিক প্রকল্প কর্তৃক ধানের ফলন হার নির্ণয়ে পরীক্ষামূলক নমুনা কর্তন সংক্রান্ত বরিশাল জেলায় অনুষ্ঠিত মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে বিবিএস এবং ডিএই এর কর্মকর্তাবৃন্দ।

৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- ধানের ফলন হার নির্ণয়ে নমুনা কর্তন বিষয়ক একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক নমুনা ডিজাইন নিরূপণ করা;
- ওয়ার্কশপ ও ব্যাপক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন।

৯। প্রকল্পের কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প কর্তৃক ১৭-১৮ অক্টোবর,২০১২ তারিখে ইনসেপসন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এ ওয়ার্কশপে DAE, BBS, SPARRSO, BIDS, BARI, BARC, কৃষি মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং অন্যান্য ব্যবহারকারীগণ অংশ গ্রহণ করেন।

বিবিএস ও ডিএই কর্তৃক ব্যবহৃত পদ্ধতি দু'টি প্রয়োগ করে রাজশাহী ও বরিশাল জেলায় নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০১২ মাসে আমন উত্তোলন মৌসুমে বিবিএস ও ডিএই এর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে পরীক্ষামূলক ফসল কর্তন করা হয়। এ পরীক্ষামূলক আমন কর্তনে বিবিএস, ডিএই, স্পারসো, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্মকর্তাগণ পরিদর্শন করেন। প্রকল্প কর্মকান্ডে FAO কর্তৃক নিয়োজিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরামর্শকগণ এই পরীক্ষামূলক আমন কর্তন পরিদর্শন করেন।

প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখছেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব জনাব মো: নজিবুর রহমান

প্রকল্প কর্তৃক সুপারিশকৃত নতুন নমুনা শস্য (ধান) কর্তন সংক্রান্ত পদ্ধতি বিষয়ে ২৬-২৭ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে ঢাকায় বিবিএস এর ৫০ জন এবং ডিএই এর ৫০ জন ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাকে মাস্টার ট্রেইনার হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত মাস্টার ট্রেইনারগণ ২৯-৩০ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে ৫০টি জেলায় ডিএই এর ৭৫০ জন ও বিবিএস এর ৭৫০ জন কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

ধানের উৎপাদন হার নির্ণয়ে মাস্টার ট্রেইনারগণের প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে (২৬ এপ্রিল' ২০১৩) বিবিএস এর মহাপরিচালক এর সাথে FAO এর বাংলাদেশ রিপ্রেজেনটেটিভ জনাব মাইক রবসন উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী জেলায় ধানের উৎপাদন হার নির্ণয়ে পরীক্ষামূলক নমুনা কর্তন

১০। উপসংহারঃ

বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সহায়তায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ধান কর্তন সংক্রান্ত গৃহীত নমুনা ডিজাইন অনুযায়ী ধানের উৎপাদন হার প্রাক্কলন করা হচ্ছে। মাঠ হতে তথ্য সংকলন শেষে বিবিএস, ডিএই, স্পারসো, এফপিএমইউ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় আলোচনান্তে ধানের উৎপাদন হিসাব চূড়ান্ত করা হচ্ছে।

৭.০ ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং

৭.১ পটভূমিঃ

স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মা ও শিশু মৃত্যুহার রোধ করা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রার একটি অন্যতম বিষয়। সরকারের গৃহীত পরিকল্পনার ফলে শিশু মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। এ সাফল্যের ফলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথম South-South পুরস্কারে ভূষিত হন যা এদেশের জন্য বিরল সম্মান বয়ে আনে। এক্ষেত্রে ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং এর প্রদত্ত তথ্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

এ উইংয়ে MTBF এর আওতায় পরিচালিত Health and Morbidity Status Survey-2012 এর মাধ্যমে অসুস্থতা, চিকিৎসার ধরণ, চিকিৎসা ব্যয়, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, প্রতিবন্ধী বিষয়ক তথ্যসহ টিকা, ভিটামিন 'এ' সম্পর্কিত তথ্য, ধূমপান/তামাক ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য সংগৃহীত হয়। শিশু ও মায়ের পুষ্টিমান জরিপ-২০১২ এর মাধ্যমে ০০-৫৯ মাস বয়সের শিশুর পুষ্টিমান নির্ণয়, শিশুর পুষ্টিহীনতায় ভোগার কারণ, কম ওজন হওয়ার কারণ ইত্যাদি নির্ণয় করা হয় এবং সেই সাথে শিশুর মায়েদের পুষ্টিমানও যাচাই করা হয়। নারীর ক্ষমতায়ন ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে জেন্ডার বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ধারাবাহিক তথ্য প্রকাশ করার জন্য Compilation of Gender Statistics নামক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

Monitoring the Situation of Vital Statistics of Bangladesh (MSVSB)এ উইংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়মিত প্রকল্প। যা দীর্ঘদিন ধরে Sample Vital Registration Survey প্রকল্প নামে চালু ছিল। এ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকগুলোর মধ্যে Fertility, Life expectancy at birth ও Mortality অন্যতম। মৃত্যু রোধ কল্পে উন্নত স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়নে এ তথ্য সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। MSVSB প্রকল্প হতে প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা সহস্রাব্দের ৮টি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (MDGs) মধ্যে ৪টি লক্ষ্যমাত্রার প্রায় অধিকাংশ নির্দেশক পর্যবেক্ষণ করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৩টি নির্দেশকের প্রাক্কলন (Estimate) করা হয় যা Demographic Analysis/Trend এর ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলায় MSVSB প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন SID এর সচিব । এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালক এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও সুধীবৃন্দ।

ইউনিসেফ এর সহায়তায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য ১৯৯৩ সাল হতে Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) শীর্ষক জরিপ পরিচালনা করে আসছে। এ জরিপের মাধ্যমে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (MDGs) বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ১৭টি নির্দেশকসহ মা ও শিশুদের শিক্ষা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ছেলে অনুপাতে মেয়ে শিশুর সংখ্যা, শূন্য থেকে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার, দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মীর উপস্থিতিতে শিশু জন্মের সংখ্যা, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের ওজন-উচ্চতা সম্পর্কীত তথ্য সংক্রান্ত ৭৮টি নির্দেশক পাওয়া যাবে যা জাতীয় স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য, এ জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম বারের মত মাঠ পর্যায়ে পানির মান পরীক্ষা করা হয়।

Food Security Nutritional Surveillance Component Project ডেমোগ্রাফি এ্যান্ড হেলথ উইং এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর Nutritional Surveillance সংক্রান্ত বিদ্যমান অবস্থা আরও উন্নতকরণ এবং দেশের ১০-৪৯ বছর বয়সী মহিলা ও ৫ বছর বয়সের নীচের শিশুদের পুষ্টি সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সরবরাহের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসন সংক্রান্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এ প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সর্বোপরি বলা যায় দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ডেমোগ্রাফি এ্যান্ড হেলথ উইং কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে থাকে যা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৭.২ ডেমোগ্রাফি এ্যান্ড হেলথ উইং এর অধীন প্রকল্পসমূহ

৭.২.১ ফুড সিকিউরিটি-নিউট্রিশনাল সার্ভিলেন্স কম্পোনেন্ট প্রকল্প (FSNSC)

১। **(ক) প্রকল্পের নাম** : ফুড সিকিউরিটিনিউট্রিশনাল সার্ভিলেন্স কম্পোনেন্ট প্রকল্প (FSNSC)

(খ) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

(গ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

(ঘ) বাস্তবায়নকালঃ

(১) আরম্ভ : জুলাই,২০০৯

(২) সমাপ্ত : জুন, ২০১৪

(ঙ) প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৬৩৯.৭ লক্ষ টাকা

(১) স্থানীয় মুদ্রা : ৪.০ লক্ষ টাকা

(২) বৈদেশিক মুদ্রা : ৬৩৫.৭০ লক্ষ টাকা [৬,৫০,০০০ ইউরো]

২। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতিঃ

আর্থিক বছর	বাজেট (লক্ষ টাকায়)	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বাস্তবায়ন হার %
২০১২-১৩	১৬৭.০০	১৪১.৮৬	৮৪.৯৫

৩। প্রকল্পের পটভূমিঃ

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি একটি অপরটির পরিপূরক। স্বাস্থ্য হচ্ছে দেশের সার্বিক উন্নয়নের মূল ভিত্তির অন্যতম এবং পুষ্টি সুস্বাস্থ্য অর্জনের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। খাদ্যের অনিশ্চয়তার কারণে অপুষ্টির অবস্থা থেকে পরিত্রাণ এবং পুষ্টি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ ও পরিবীক্ষণের বিষয়টিকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU) এর মধ্যে ফুড সিকিউরিটি প্রোগ্রাম-২০০৬ এর আওতায় নিউট্রিশনাল সার্ভিলেন্স বিষয়ে একটি আর্থিক চুক্তি (Financial Agreement) স্বাক্ষরিত হয়।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সম্মেলন কক্ষে Demographic Transition বিষয়ক আলোচনা সভায় ড. মসিউর রহমান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা বক্তব্য রাখছেন। SID এর সচিব এবং বিবিএস মহাপরিচালক এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এফএস-এনএসসি প্রকল্পের আওতায় nutritional surveillance কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন SID এর সচিব।

ফুড সিকিউরিটি প্রোগ্রাম-২০০৬ এর অধীনে EU-র আর্থিক সহায়তায় নিউট্রিশনাল সার্ভিলেন্স কার্যক্রম পরিচালনার জন্য EU কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত BRAC University (BU) এর সাথে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে সম্পৃক্ত করে মাঠ পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে বিবেচ্য এফএস-এনএসসি প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। EU এর সাথে চুক্তি মোতাবেক BU ৫ বছরে ১৫ রাউন্ড নিউট্রিশন সংক্রান্ত জরিপ পরিচালনা করবে এবং প্রকল্প শেষে নিউট্রিশনাল সার্ভিলেন্স কার্যক্রমটিকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাথে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একীভূত করতে সহায়তা করবে। অপরদিকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১০% নমুনা এলাকায় ১৫ রাউন্ড পিইসি জরিপ পরিচালনা করবে এবং কাজের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করবে। তাছাড়া বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো তাদের প্রকল্পের অর্থায়নে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফর এর মাধ্যমে বিবিএস এর জনবলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং BU-কে স্যাম্পল সিলেকশন ও প্রশ্নপত্র প্রণয়নে সহায়তা করবে। উল্লেখ্য, প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ০৪ এপ্রিল ২০১৩ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিবিএস উন্নয়ন সহযোগী ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আলোচনাপূর্বক মূল সার্ভিলেন্সে ১০% পিএসইউ তে পিইসি এর পরিবর্তে মূল সার্ভিলেন্সে অংশ গ্রহণের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্যেঃ

(ক) ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি (BU) ও হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল (HKI) কর্তৃক পরিচালিত নিউট্রিশনাল সার্ভিলেন্স জরিপের ১০% নমুনা এলাকায় পিইসি জরিপ পরিচালনা;

(খ) বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও পিইসি জরিপ পরিচালনার মাধ্যমে বিবিএস এর জনবলের নিউট্রিশনাল সার্ভিলেন্স সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধি করা;

(গ) প্রকল্প শেষে নিউট্রিশনাল সার্ভিলেন্স কার্যক্রম বিবিএস এ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ;

(ঘ) পরিকল্পনাবিদসহ অন্যান্য সুবিধাভোগী (Stakeholder)দের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সরবরাহ করা।

৫। **প্রকল্পের কাযর্ক্রম ও অগ্রগতিঃ**

(ক) ৩য় রাউন্ড হতে ১০ম রাউন্ড পর্যন্ত নিউট্রিশনাল সার্ভিলেন্স জরিপের গণনা পরবর্তী গুণগতমান যাচাই (পিইসি) এর মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(খ) তথ্য সংগ্রহ কাজে বিবিএস এর ৮২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে Anthropometric Measurement সহ নিউট্রিশনাল সার্ভিলেন্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(গ) প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কাজে ১৮০ জন স্থানীয় শিক্ষিত বেকার মহিলাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

(ঘ) অত্র প্রকল্পের মাধ্যমে ২০ জন কর্মকর্তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute of Statistical Research and Training (ISRT) এ 'Applied Statistics' বিষয়ে, ২০ জনকর্মকর্তাকে 'Statistical Report writing' বিষয়ে, ১২ জন কর্মকর্তাকে 'Anthro-2006, Basic Nutrition & FANTA-2' এবং ১৬ জন কর্মকর্তাকে ICDDR,B এ 'STATA' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ থেকে বিবিএস এর ২ জন কর্মকর্তা এমপিএইচ ডিগ্রি অর্জন করেছেন ।

(ঙ) পিইসি জরিপের ৩য় হতে ৮ম রাউন্ড ফলাফল প্রকাশ।

৬। **উপসংহার :**

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর আওতাধীন ''ফুড সিকিউরিটি-নিউট্রিশনাল সার্ভিলেন্স কম্পোনেন্ট'' শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের বিরাজমান সুষম খাদ্যের অনিশ্চয়তা দূরীকরণের লক্ষ্যে পুষ্টি সম্পর্কিত সঠিক তথ্যাদি সংগ্রহ করে দেশের জনগণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

৭.২.২ মনিটরিং দ্যা সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স অব বাংলাদেশ (এম এস ভি এস বি) প্রকল্প

১। **(ক) প্রকল্পের নাম** : মনিটরিং দ্যা সিচুয়েশন অব ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্স অব বাংলাদেশ (এম এস ভি এস বি) প্রকল্প

(খ) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

(গ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

(ঘ) বাস্তবায়নকালঃ

(১) আরম্ভ : জুলাই, ২০১২ খ্রিঃ

(২) সমাপ্ত : জুন, ২০১৭ খ্রিঃ

(ঙ) প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ

(১) স্থানীয় মুদ্রা : ২৯৫৩.৮৫ লক্ষ টাকা (জিওবি)

(২) বৈদেশিক মুদ্রা : নাই

ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলায় MSVSB প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন SID এর সচিব । এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালক, সচিবের একান্ত সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও সুধীবৃন্দ।

২। প্রকল্পের পটভূমিঃ

জনতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ করার ৩টি স্বীকৃত পদ্ধতি রয়েছে যেগুলি হল শুমারি, নিবন্ধিকরণ ও নমুনা জরিপ। এ পদ্ধতিগুলির মধ্যে নমুনা নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি উন্নত পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত। কারণ এ পদ্ধতিতে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্য নমুনা হতে ধারাবাহিকভাবে সংগ্রহ ও রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করা হয়। ১৯৮০ সালে মাত্র ১০৩টি (৬২টি পল্লী + ৪১টি শহর) নমুনা এলাকায় (Primary Sampling Unit) এ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি একটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় শুরু হয়। ১৯৮৩ সালে জরিপের নমুনা এলাকার সংখ্যা ১০৩টি হতে ২১০ টিতে উন্নীত করা হয়। যার মধ্যে পল্লী এলাকায় ছিল ১৫০টি এবং শহর এলাকায় ছিল ৬০টি। কিন্তু নমুনা এলাকার সংখ্যা কম হওয়ায় এ কার্যক্রমের আওতায় জেলা পর্যায়ে এস্টিমেট করা সম্ভব হত না। তাই ১৯৯৫ সালে নমুনা এলাকার (Sample Area)সংখ্যা ২১০ হতে ৫০০ তে উন্নীত করা হয়। দ্বৈত পদ্ধতিতে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, আগমন-বহির্গমন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং প্রতিবন্ধী সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম জোরদারকরণ ও জেলা পর্যায়ে তথ্য উপস্থাপনের জন্য ২০০০ সালে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং ২০০২ সালে নমুনা এলাকার সংখ্যা ৫০০ হতে ১০০০ এ উন্নীত করা হয়। বর্তমান প্রকল্পে নতুন Integrated Multipurpose Sampling (IMPS) Design অনুযায়ী নমুনা এলাকা সংখ্যা ১০০০ হতে

১৫০০ এ উন্নীত করা হয়েছে। এ প্রকল্প হতে বর্তমানে বার্ষিক প্রক্ষেপিত জনসংখ্যা, জন্মহার, মৃত্যুহার, শিশু মৃত্যুহার, মাতৃ মৃত্যুহার, প্রত্যাশিত গড় আয়ু, বিবাহ/তালাকের হার, আগমন বহির্গমন হার, জন্ম নিরোধক হার ও প্রতিবন্ধী হার ইত্যাদি তথ্য নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয়। এ সমস্ত তথ্য শহর, পল্লী, বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে উপস্থাপন করা হয়। এ সমস্ত তথ্য পরিকল্পনাবিদ, নীতি নির্ধারক, উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা কর্তৃক জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (Millennium Development Goals) কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ Indicators যেমন Total Fertility Rate (TFR), Infant Mortality Rate (IMR), Maternal Mortality Rate (MMR), Under Five Mortality Rate (U_5MR) এ প্রকল্পের তথ্য হতে নিয়মিতভাবে পাওয়া যায়।

৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

ক. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রতি ১০ বছর অন্তর আদমশুমারি করা হয়। আদমশুমারি হতে শুমারি পরবর্তী বছরভিত্তিক জনসংখ্যা ও জনতাত্ত্বিক সূচকসমূহের পরিবর্তন নিরূপণ করা যায় না। তাই এমএসভিএসবি প্রকল্পের মাধ্যমে জনসংখ্যা ও জনতাত্ত্বিক সম্পর্কিত সাম্প্রতিক এবং বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে বার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহার করা;

খ. সমগ্র বাংলাদেশে IMPS Designএর মাধ্যমে নির্বাচিত ১৫০০টি নমুনা এলাকা (Primary Sampling Unit) হতে জনসংখ্যা ও জনতাত্ত্বিক বিষয়ক ১১টি তফসিলের উপর নির্ভরযোগ্য ও সঠিক তথ্য সংগ্রহ;

গ. আন্তঃশুমারি বৎসর সমূহের জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপাদানসমূহ যথা- জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, তালাক, আগমন, বহির্গমন এবং আর্থ-সামাজিক তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ এবং নিয়মিতভাবে জনমিতি সম্পর্কিত সূচকসমূহের রিপোর্ট প্রকাশ ;

ঘ. জনসংখ্যা ও জনতত্ত্ব সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও সমন্বয় সাধনপূর্বক Computerএ ধারণ ও সংরক্ষণ ;

ঙ. দাতা সংস্থা, গবেষক, পরিকল্পনাবিদ ও নীতিনির্ধারকগণের বস্তুনিষ্ঠ কাজে ব্যবহারের জন্য এ তথ্য সরবরাহ ;

চ. স্থানীয় সরকারের সাথে যৌথভাবে ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন (জন্ম-মৃত্যু) কার্যক্রম পরিচালনা, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও ডাটা বেইস ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ ;

ছ. ১৫০০টি নমুনা এলাকায় মহিলাদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও কর্মসংস্থানের জন্য স্থানীয় রেজিস্ট্রার হিসেবে তাদেরকে শতভাগ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পৃক্তকরণ ;

জ. পানির ব্যবহার, আলোর উৎস, জ্বালানীর ব্যবহার, পয়ঃনিস্কাশন ও পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে পরিবেশ দূষণ দূরীকরণের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা অন্যতম উদ্দেশ্য।

৪। **প্রকল্পের কাযর্ক্রম:**

আদমশুমারির পরবর্তী বছরসমূহের জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপাদান যথা- জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ, আগমন, বহির্গমন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত আর্থ-সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করে নিয়মিতভাবে জনমিতিক সূচকসমূহ দাতা সংস্থা, গবেষক, পরিকল্পনাবিদ ও নীতিনির্ধারকগণের বস্তুনিষ্ঠ কাজে ব্যবহারের জন্য এ তথ্য সরবরাহ করা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৯৮০ সাল হতে দ্বৈত পদ্ধতিতে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ও স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে আসছে। দ্বৈত পদ্ধতিতে দু'টি পৃথক তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় যার একটি (System-1) পদ্ধতি হল স্থানীয়ভাবে নিয়োগকৃত ও এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা একজন স্থানীয় রেজিস্ট্রার, নমুনা এলাকায় সংঘটিত জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ও স্থানান্তর সংক্রান্ত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে সংগ্রহ করে পরিসংখ্যান ব্যুরোর সদর দপ্তরে প্রেরণ করে। অপর পদ্ধতি (System-2) হল ব্যুরোর মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্তৃক প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর একই তথ্য গণনা ও তদারকির ভিত্তিতে একই নমুনা এলাকা হতে সংগ্রহ করে। সংগৃহীত তথ্য পরে ম্যাচিং করে সঠিকতা যাচাই করা হয় এবং প্রকৃত ঘটন সংখ্যা (events)নির্ণয় করে বিভিন্ন জনতাত্ত্বিক সূচক নির্ণয় করে বাৎসরিক রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করা হয়।

অগ্রগতিঃ

(ক) SVRS-2011 এর রিপোর্ট মুদ্রণাধীন রয়েছে।

(খ) নতুন IMPS design প্রস্তুত করা হয়েছে।

(গ) নবগঠিত IMPS Design ব্যবহার করে ১৫০০টি PSU-তে মাঠ পর্যায়ে নমুনা এলাকা গঠনের জন্য স্কেচ ম্যাপিং ও Listing এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

(ঘ) ২০১২ সালে মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত হাউজহোল্ড কার্ড (তফসিল-২), জন্ম (তফসিল-৩), মৃত্যু (তফসিল-৪), বিবাহ (তফসিল-৫), তালাক/বিচ্ছেদ (তফসিল-৬), বহির্গমন (তফসিল-৭), আগমন (তফসিল-৮), জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (তফসিল-৯) ও প্রতিবন্ধি (তফসিল-১০) তফসিলসমূহের এডিটিং, কোডিং এবং ম্যাচিং এর কাজ চলছে।

(ঙ) এমএসভিএসবি প্রকল্পের অধীন স্থানীয় রেজিস্ট্রার ও সুপারভাইজারদের মৌলিক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৪ ও ১৫ জুন,২০১৩ খ্রিঃ ০২ দিনব্যাপী মাস্টার ট্রেইনারগণের প্রশিক্ষণ এবং জেলা পর্যায়ে ১৭ জুন হতে ২০ জুন,২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয় রেজিষ্ট্রার ও সুপারভাইজারদের মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে।

(চ) জিআইএস ম্যাপস্ প্রকল্প কর্তৃক স্থানীয় রেজিস্ট্রার ও সুপারভাইজারদের রিফ্রেসার ট্রেনিং সম্পন্ন হয়েছে।

(ছ) ১ জুলাই, ২০১৩ হতে নতুন আইএমপিএস ব্যবহার করে ১৫০০টি PSU হতে MSVSB এর আওতায় ১১টি তফসিল ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে।

(জ) প্রকল্পের জনবল নিয়োগের প্রস্তুতি চলছে।

৫। **প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতিঃ**

আর্থিক বছর	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়ের হার
২০১২-২০১৩	৩৯৮.০০	২৭১.৭৪	৬৮.২৭%

৬। উপসংহারঃ

এ প্রকল্প জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও জনতত্ব সংক্রান্ত তথ্য ভিত্তিক নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কাজে সরকারী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। এছাড়া অভিগমন/অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য এদেশের দারিদ্র বিমোচনের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। বিশেষ করে দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) এবং পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণে এ প্রকল্পের অবদান অনস্বীকার্য। এমএসভিএসবি প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে স্বাক্ষরতার হার, বয়স্ক শিক্ষার হারসহ স্বাক্ষরতা সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতিমালা বাস্তবায়নে এ প্রকল্পের সংগৃহীত তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

রুপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এমএসভিএসবি প্রকল্পের মাধ্যমে খানার আকার, সুপেয় পানি, জ্বালানী, আলোর উৎস ও টয়লেট সুবিধাসহ নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। এর ফলে সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে দেশের নাগরিক অধিকারসহ সুবিধাভোগী ও সুবিধাবঞ্চিত জনসংখ্যা নির্ধারণপূর্বক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সহজতর হচ্ছে। এমএসভিএসবি প্রকল্পের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে দেশের হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ও মোট জনসংখ্যার অনুপাত ও শতকরা হার নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় মহিলাদের উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ সুযোগ সৃষ্টি কর্মসংস্থানের জন্য স্থানীয় রেজিস্ট্রার হিসেবে তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ফলে এ প্রকল্প বর্তমান মহাজোট সরকারের নারীর ক্ষমতায়নের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও MDGs এর নারীর ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এ প্রকল্পের তথ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যাশিত গড় আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের চাকুরির অবসরের বয়সসীমা ৫৭ হতে ৫৯ এ উন্নীত করা হয়েছে। যা এ প্রকল্পের সংগৃহীত তথ্যের সরাসরি সুফল।

SVRS Survey হতে প্রাপ্ত তথ্য দ্বারা কিছু গুরুত্বপূর্ণ Indicator এর Demographic trend নিম্নে লেখচিত্রে দেখানো হল-

লিংগভেদে বিবাহের গড় বয়স (MAM), 1991-2011

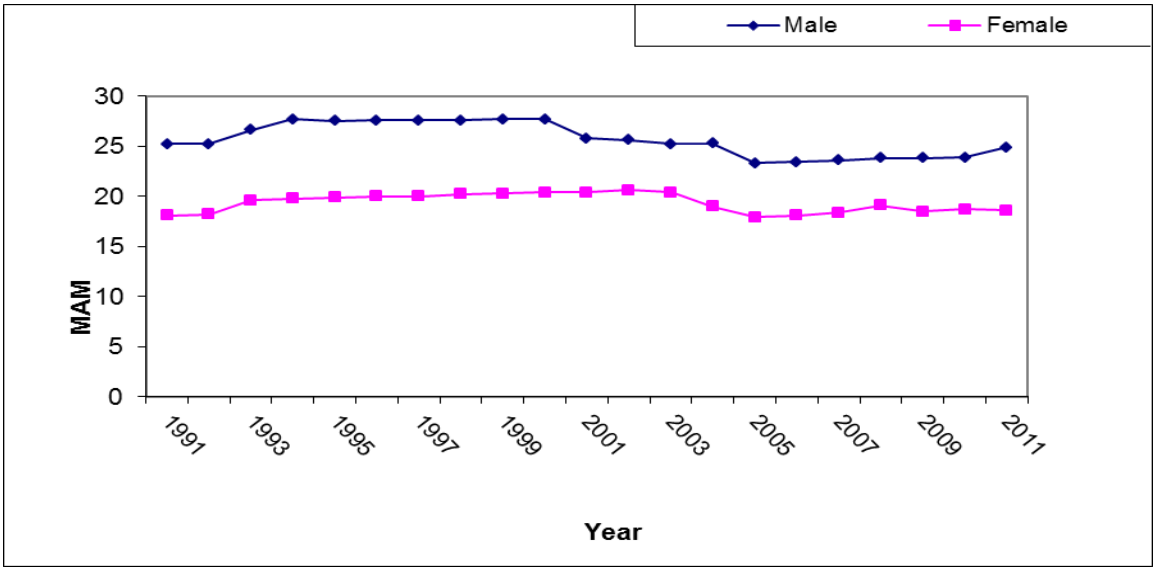

উপরোক্ত লেখচিত্র হতে দেখা যায় যে, ২০১১ সালে জাতীয় পর্যায়ে গড় বিবাহের বয়স পুরুষের ক্ষেত্রে ২৪.৯ বছর এবং মহিলার ক্ষেত্রে ১৮.৬ বছর। ২০১১ সালে পুরুষের ক্ষেত্রে গড় বিবাহের বয়স ২০১০ সালের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বছর প্রতি পরিবর্তনের হার অত্যন্ত কম। ১৯৯৪ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত এ হারের উল্লেখ্যযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। ২০০৫ সালে এ হার ছিল সবচেয়ে কম (পুরুষের ক্ষেত্রে ছিল ২৩.৩ বছর এবং মহিলার ক্ষেত্রে ছিল ১৭.৯ বছর।

মোট প্রজনন হার (TFR) per woman by locality,1981-2011

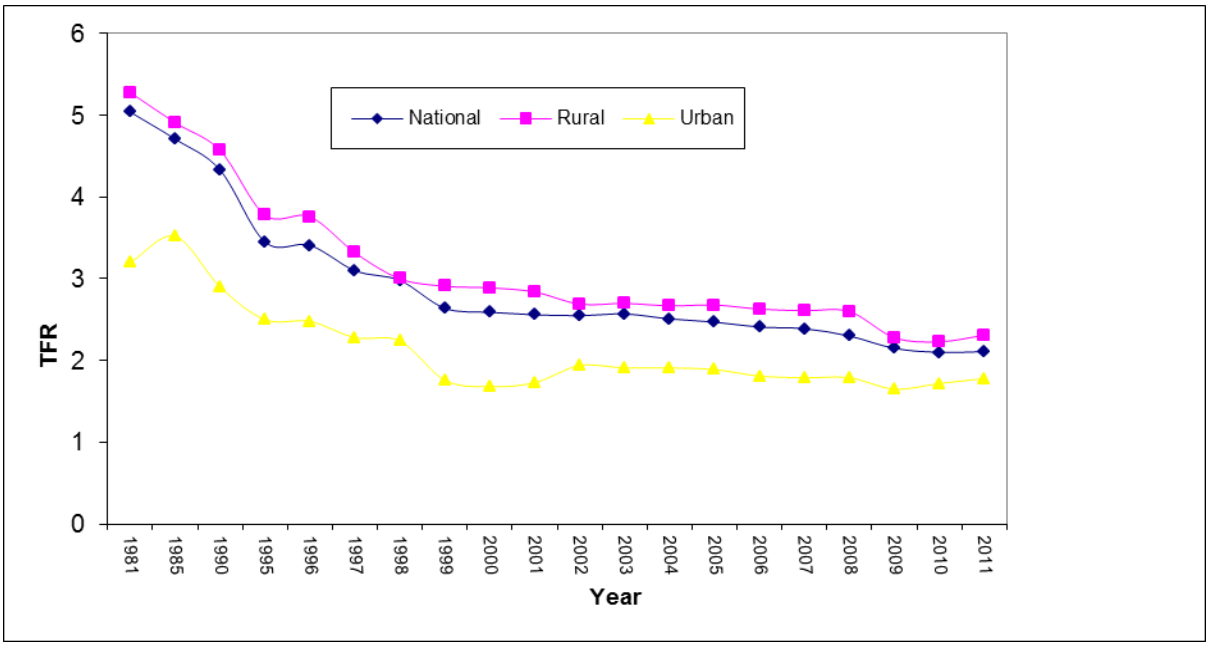

উপরোক্ত লেখচিত্র হতে দেখা যায় যে, ২০১১ সালে মোট প্রজনন হার জাতীয় পর্যায়ে ২.১০, পল্লী অঞ্চলে ২.১২ এবং শহর অঞ্চলে ১.৮৫। উল্লেখ্য, ১৯৮১ সালে জাতীয় পর্যায়ে মোট প্রজনন হার ছিল ৫.০৪, এ হার ১৯৯১ সালে ছিল ৪.২৪ এবং ২০০১ সালে ছিল ২.৫৬। বাংলাদেশে মোট প্রজনন হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে যা অত্যন্ত ইতিবাচক।

শিশু মৃত্যুর হার (IMR) per 1000 live birth by locality, 1981-2011

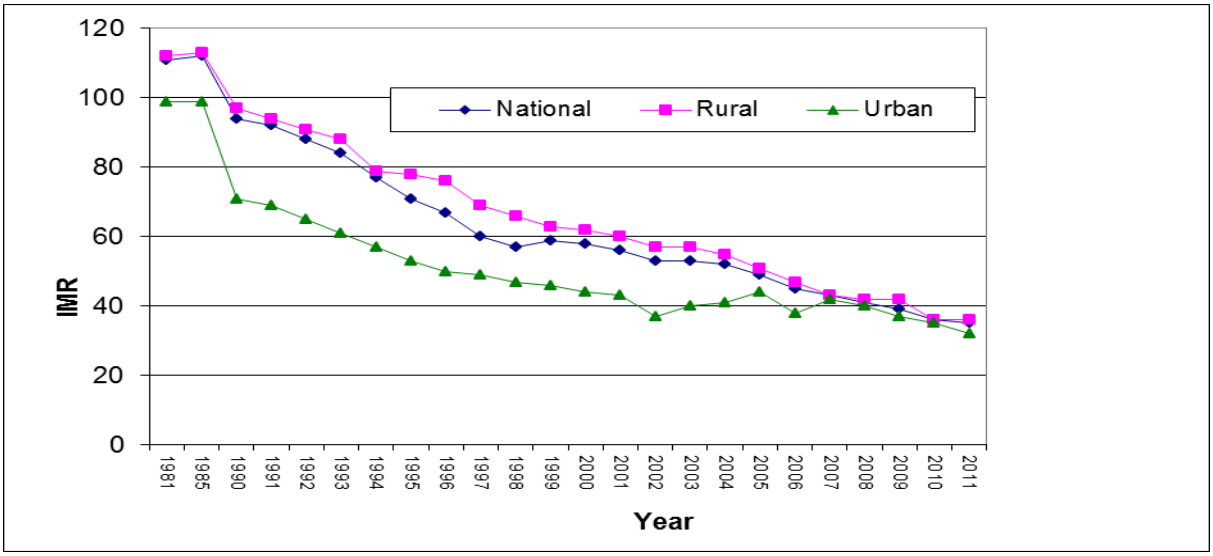

উপরোক্ত লেখচিত্র হতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর হার (এক বছরের নিচে) ২০১১ সালে জাতীয় পর্যায়ে ৩৫, পল্লী অঞ্চলে ৩৬ এবং শহর অঞ্চলে ৩২। উল্লেখ্য যে, ১৯৮১ সালে জাতীয় পর্যায়ে শিশু মৃত্যুর হার ১১১, এ হার ১৯৯১ সালে ছিল ৯২ এবং ২০০১ সালে ছিল ৫৬। বাংলাদেশে বিগত বছরগুলোতে শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে।

মাতৃমৃত্যুরহার (MMR) by locality, 1986-2011

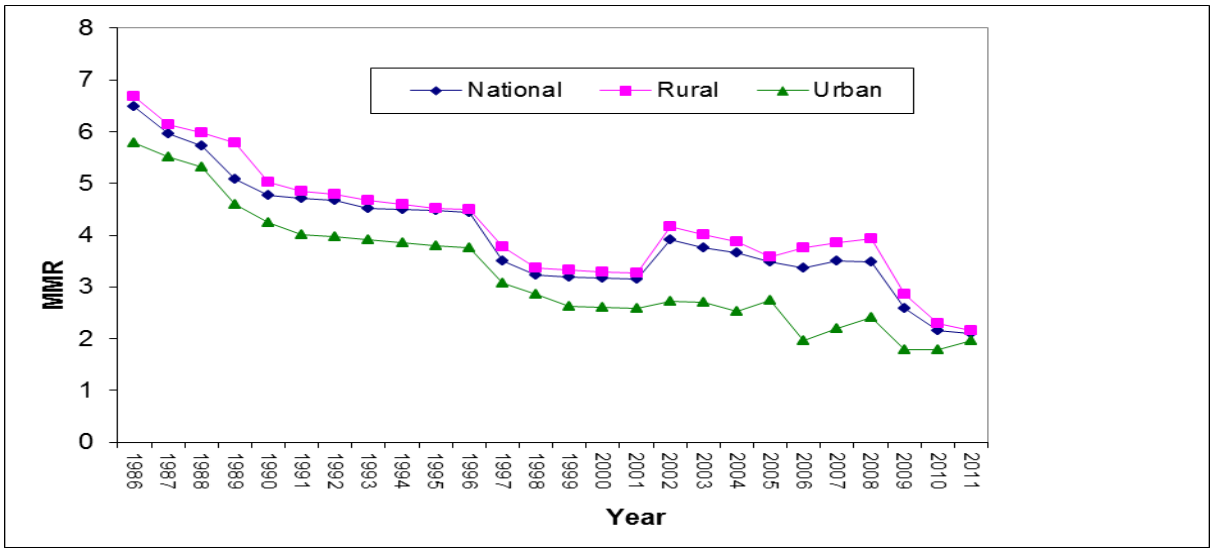

উপরোক্ত লেখচিত্র হতে দেখা যায় বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার (MMR) ১৯৮৬ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে, শহর এবং পল্লী অঞ্চল উভয় স্থানে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। ২০০১ সালে মাতৃ মৃত্যুর হার (MMR) ছিল ৩.১৫, ২০০২ সালে এ হার বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৯১ হয় । ২০০৮ সালে জাতীয় পর্যায়ে মাতৃ মৃত্যুর হার (MMR) ছিল ৩.৪৮, এ হার ২০০৮ সালের পরবর্তীতে প্রতিটি বছরে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে ২০১১ সালে দাঁড়ায় ২.০৯। অর্থাৎ ২০০১ হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত মাতৃ মৃত্যু হার জাতীয় পর্যায়ে ৩৪%, গ্রাম অঞ্চলে ৩৪% এবং শহর অঞ্চলে ২৪% হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১১ সালে জাতীয় পর্যায়ে মাতৃ মৃত্যু হার ২.০৯, পল্লী অঞ্চলে ২.১৫ এবং শহর অঞ্চলে ১.৯৬।

লিংগভেদে প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল (Expectation of Life at Birth by Sex),1981-2011

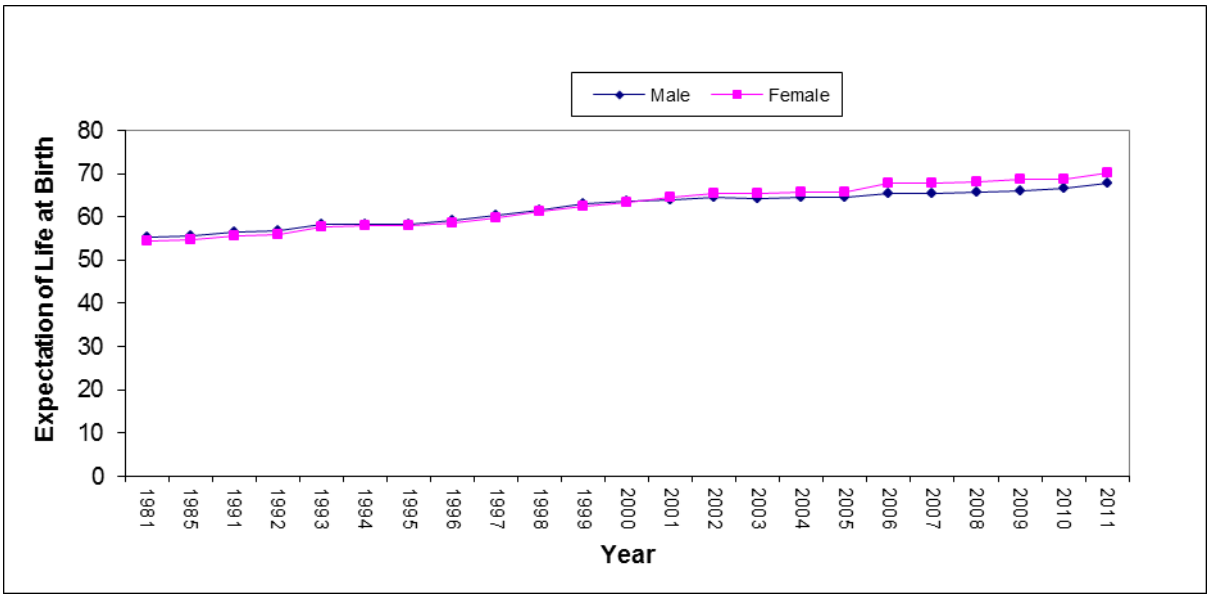

উপরোক্ত লেখচিত্র হতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১১ সালে জাতীয় পর্যায়ে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল পুরুষের ক্ষেত্রে ৬৭.৯ এবং মহিলার ক্ষেত্রে ৭০.৩বছর। উল্লেখ্য যে, ১৯৮১ সালে প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল পুরুষের ক্ষেত্রে ৫৫.৩, মহিলাদের ক্ষেত্রে ৫৪.৫; ১৯৯১ সালে পুরুষের ক্ষেত্রে ৫৬.৫, মহিলাদের ক্ষেত্রে ৫৫.৭ এবং ২০০১ এ প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল পুরুষের ক্ষেত্রে ৬৪.০ বছর এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ছিল ৬৪.৫ বছর।

৭.২.৩ মনিটরিং দি সিচুয়েশন অব চিলড্রেন এ্যান্ড উইমেন (৩য় পর্যায়) প্রকল্প

১। **(ক) প্রকল্পের নাম** : মনিটরিং দি সিচুয়েশন অব চিলড্রেন এ্যান্ড উইমেন (৩য় পর্যায়) প্রকল্প।

(খ) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

(গ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

(ঘ) বাস্তবায়নকাল :

(১) আরম্ভ : ১ জানুয়ারি, ২০১২

(২) সমাপ্ত : ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৩

(৩) প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ

(ঙ) প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:

(১) স্থানীয় মুদ্রা : ২৯ লক্ষ টাকা

(২) বৈদেশিক মুদ্রা : ৬৫৬ লক্ষ টাকা

২। **প্রকল্পের পটভূমি:** বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৯৯৩ সাল হতে মনিটরিং দি সিচুয়েশন অব চিলড্রেন এ্যান্ড উইমেন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এর আওতায় মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (MICS) পরিচালনা করে আসছে। ১৯৯৫ সাল হতে global round এ প্রতি ৩ (তিন) বছর অন্তর MICS জরিপটি পরিচালিত হচ্ছে। ২০১২ সালে বাংলাদেশ global pilot এর জন্য নির্বাচিত হয় এবং ২৮ এপ্রিল হতে ১০ জুন ২০১২ বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলায় পাইলট জরিপ সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়, যা Global MICS টীম কর্তৃক প্রশংসিত হয় এবং যার ফলে সারা বিশ্বে পরিসংখ্যান জগতে বাংলাদেশের খ্যাতি ও পরিচিতি আরো গৌরবোজ্জ্বল হয়েছে। উল্লেখ্য, পাইলটে প্রাপ্ত ফলাফল, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও মতামত বিশ্বের প্রায় ৬০টি দেশে MICS পরিচালনায় ব্যবহৃত হবে।

৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

ক) Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিশু ও নারীদের হালনাগাদ অবস্থা পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা;

খ) জাতীয় তথ্য ভান্ডার হিসাবে BD Info ডাটাবেইজকে সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা এবং MDGs ইন্ডিকেটরসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা;

গ) বিবিএস এর Sample Vital Registration System (SVRS) কে সহায়তা করা।

মনিটরিং দ্যা সিচুয়েশন অব চিলড্রেন এন্ড উইমেন প্রকল্পের আওতায় Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) এর তথ্য সংগ্রহ কাজ সরেজমিনে যাচাই করছেন সচিব, SID। প্রকল্প পরিচালক এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

৪। প্রকল্পের কার্যক্রম ও অগ্রগতি:

পাইলট জরিপ কার্যক্রম সমাপ্তির পর ২-৩ জুলাই ২০১২ তারিখ বিবিএস এ একটি Wrap upWorkshop অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিসেফ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, Global MICS টীমের আন্তর্জাতিক experts, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব স্ট্যাটিসটিক্যাল রিসার্চ এন্ড ট্রেইনিং (আইএসআরটি) এর অভিজ্ঞ ও পারদর্শী অধ্যাপকবৃন্দসহ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব, বিবিএস এর মহাপরিচালক ও সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ পাইলটে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্কশপে পাইলটের বিস্তারিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান আলোচনা করা হয় এবং পরবর্তী রাউন্ডে বাংলাদেশে মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (MICS) ২০১২-১৩ আয়োজনের লক্ষ্যে সেম্পল সাইজ, সেম্পল ডিজাইন, জরিপ প্রশ্নপত্র পূরণ, ডাটা প্রসেসিং প্ল্যান, মাঠ পর্যায়ে দল ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জরিপ কাজটি শুরুর পূর্বে প্রথমে সদর দপ্তরে মাস্টার ট্রেইনারগণের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিসার্চ এ্যান্ড ট্রেইনিং (আইএসআরটি) এ গণনাকারী, সুপারভাইজার, এডিটর, মেজারারগণের ২ সপ্তাহব্যাপী নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মাস্টার ট্রেইনারগণ ছাড়াও একজন ট্রেইনিং কনসালটেন্ট শুরু হতেই সার্বক্ষণিক প্রশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ করেছেন। এ জরিপের মাধ্যমে সারাদেশের মা ও শিশুদের বিভিন্ন তথ্য যেমন-

(১) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ছেলে শিশু অনুপাতে মেয়ে শিশুর সংখ্যা;
(২) এক ও পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যু;
(৩) দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মীর উপস্থিতিতে শিশু জন্মের সংখ্যা;
(৪) পানীয় জলের উন্নততর উৎস ব্যবহারকারী জনসংখ্যা;
(৫) উন্নততর পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা ব্যবহারকারীর জনসংখ্যা;

(৬) সঠিক সময়ে বুকের দুধ খাওয়ানো শুরু করেছেন এমন মায়ের সংখ্যা;
(৭) যুব মহিলাদের মধ্যে এইচআইভি ও এইডস সংক্রান্ত সমন্বিত জ্ঞান;
(৮) জন্ম নিবন্ধন(<৫ বছর); প্রভৃতি বিষয়ে জাতীয় ও জেলা পর্যায়ের তথ্য দিয়ে সরকারকে সহায়তা করা হয়।

বিবিএস এর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সহায়তা ও সম্পৃক্ততার মাধ্যমে মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (MICS) ২০১২-১৩ পরিচালনা করা হয়েছে, যার তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং যুগপৎভাবে তথ্য ধারণসহ (Data entry) এর কাজও ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। বর্তমানে ডাটা ক্লিনিং এবং processing এর কাজ চলছে। এ জরিপের মাধ্যমে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১৭ টি নির্দেশক ও ৭৮ টি অন্যান্য আর্থ-সামাজিক নির্দেশক পাওয়া যাবে। বাংলাদেশের মা ও শিশুদের উন্নয়নের লক্ষ্যে এ তথ্য ব্যবহার করা যাবে।

এ প্রকল্পের আওতায় গত ০৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ সালে BDInfo আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হয়। BDInfo হলো Global DevInfo এর বাংলাদেশ সংস্করণ যার মাধ্যমে আমাদের দেশের MDGs indicators–সহ অন্যান্য Development indicator সমূহের অবস্থা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এ Software এর মাধ্যমে সব ধরণের নির্দেশক (Indicators)বিশেষ করে MDGs এর সংশ্লিষ্ট নির্দেশক সারণী (Table), লেখচিত্র (Graph) এবং মানচিত্রের (Map)মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়। বিবিএস ও অন্যান্য সংস্থার জরিপ ও শুমারি যেমনঃ MICS, SVRS, HIES, DHSএবং আদমশুমারি ২০১১ এর সর্বশেষ তথ্য ব্যবহার করে BDInfo ডাটা বেইস এর তথ্য হালনাগাদ করা হয়। বিবিএস এর ওয়েবসাইটে (www. bbs.gov.bd) গ্লোবাল লিংক থেকে BDInfo ডাটাবেইস ব্যবহার করা যাবে।

৫। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতিঃ

আর্থিক বছর	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতির হার %
২০১২-২০১৩	৫১২.০০	৪৭৩.৬৯	৯২.৫২

৬। উপসংহার : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর "মনিটরিং দ্যা সিচুয়েশন অব চিলড্রেন এন্ড উইমেন (৩য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় বাংলাদেশে শিশু ও মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরীবিক্ষণের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ইত্যাদি সংক্রান্ত ১৭টি এমডিজি ইন্ডিকেটরসহ ৭৮টি ইন্ডিকেটর প্রণয়নের জন্য মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (MICS) ২০১২-১৩ পরিচালনা করা হয়। গত ০৯ ডিসেম্বর ২০১২ হতে সারা দেশে সকল জেলার উপজেলা সমূহের নির্বাচিত নমুনা এলাকার সমন্বয়ে সর্বমোট ২৭৬০ টি নমুনা এলাকায় ৫৫,২০০ টি খানায় MICS ২০১২-২০১৩ জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং যুগপৎভাবে শুরু হয়ে ডাটা এন্ট্রির কাজও ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে একই Global format এ UNICEF কর্তৃক পরিচালিত মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (MICS) এর বর্তমান MICS 5 রাউন্ডের Pilot country হিসেবে বাংলাদেশ নির্বাচিত হয়ে বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলায় এপ্রিল-জুন ২০১২ সময়ে পাইলট জরিপ সফলভাবে সম্পন্ন করায় আন্তর্জাতিকভাবে পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরিচিতি ও সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য এ পাইলটের অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও UNICEF এর Support এ MICS 5 রাউন্ডের জরিপ অনুষ্ঠিত হবে। তাছাড়া, পাইলট এর অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশ বর্তমান রাউন্ডে Pioneer country হিসেবে জরিপের মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন করে বর্তমানে ডাটা প্রসেসিং ও রিপোর্ট প্রস্তুতের লক্ষ্যে কাজ করছে।

এ প্রকল্পের আওতায় DevInfo এর বাংলাদেশ সংস্করণ BDInfo, Digital Data base এ বিবিএস এর ওয়েবসাইটে আপডেট করে তা Web enable করা হয়েছে। এ ডাটা বেইজ হতে আর্থ-সামাজিক ইন্ডিকেটর সমূহ পাওয়া যাবে, যা MDG সহ অন্যান্য উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সমূহ Monitoring এ সহায়ক হবে। এটি বর্তমান সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আওতায় "A step towards digital Bangladesh "হিসেবে পরিগণিত হতে পারে।

অগ্রগতি চিত্র

মনিটরিং দ্যা সিচুয়েন অব চিলড্রেন এন্ড উইমেন (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্টসমূহের অগ্রগতি চিত্রঃ

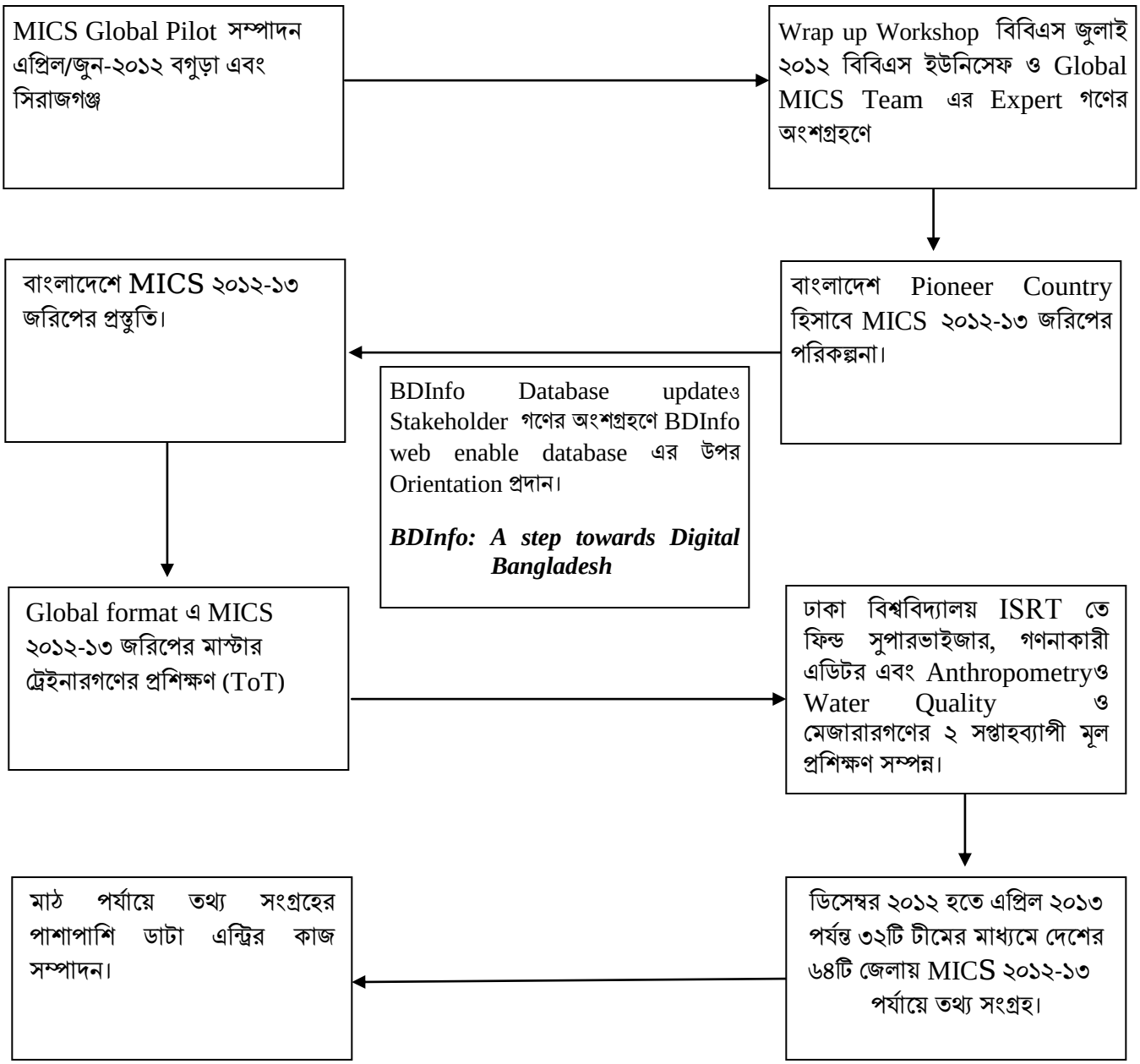

উন্নয়ন অনুচক্রিকা

মনিটরিং দ্যা সিচুয়েন অব চিলড্রেন এন্ড উইমেন (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের উন্নয়ন অনুচক্রিকা

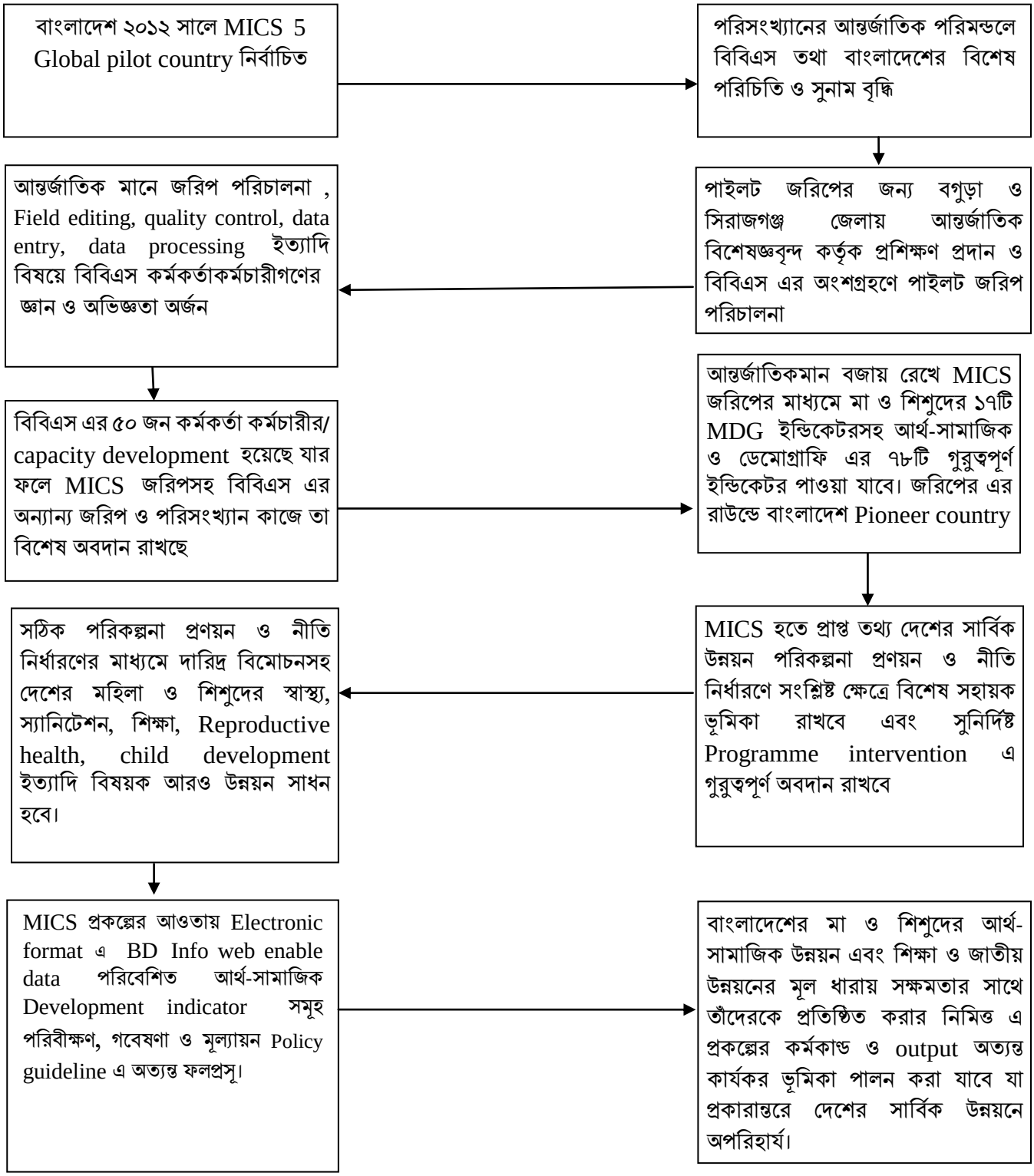

৮.০: ফিন্যান্স এ্যাডমিনিট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিষ্টেম (এফএ এন্ড এমআইএস) উইং

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, আইন প্রণয়ন, পরিসংখ্যান অবকাঠামো উন্নয়ন, জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস, সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, পরিসংখ্যান প্রকাশনা ইত্যাদি বিষয়গুলো মহাপরিচালক এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে এফএ এন্ড এমআইএস কর্তৃক সম্পাদিত হয়।

এ উইং এর প্রধান কাজসমুহ নিম্নরূপ

- পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন উইং এবং উন্নয়ন প্রকল্পসহ সরকারি/বেসরকারি ও বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন করা; মুদ্রণ ও প্রকাশনাসহ প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- নিয়োগ, পদায়ন, বদলীসহ বিবিএস এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত তথ্য (পিডিএস) সংরক্ষণ করা;
- পরিসংখ্যান ভবনের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা গ্রহণসহ পরিবহন ও অফিস ব্যবস্থাপনা করা;
- অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- বিবিএস এর আর্কাইভ ও লাইব্রেরির ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ করা;
- পিডিএস এর সাম্প্রতিকীকরণ ও সংরক্ষণে পূর্ণ সহায়তা প্রদান করা;
- বার্ষিক কর্মপরিকল্পনাসহ বিবিএস কে শক্তিশালীকরণ কার্যক্রম সম্পাদন করা;
- বাংলাদেশের সকল বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা অফিসের প্রশাসন, বাজেট ব্যবস্থাপনা ও কাজের সমন্বয় সাধন এবং নিয়ন্ত্রণ;
- বিবিএস এর মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮.১: শাখা ভিত্তিক সম্পাদিত কার্যাবলি

৮.১.১ প্রশাসন শাখা

- ব্যুরোর গেজেটেড ও নন-গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আন্ত: উইং/শাখা/ফিল্ড কার্যালয়ে বদলী/প্রেষণ, ফিল্ড কার্যালয় হতে সদর দপ্তরে বদলী/প্রেষণ সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করা;
- ব্যুরোর সকল শুমারি ও জরিপ কাজের জনবল নিয়োগ করা সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ব্যুরোর বিভিন্ন বিষয়ে কমিটি গঠন সংক্রান্ত কাজ সম্পাদন করা হয়েছে; এবং
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর জনবল নিয়োগ : বর্তমান সরকারের সময়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে শক্তিশালীকরণের নিমিত্ত ১২ ক্যাটাগরিতে মোট ৪১১ জন কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন আছে। ৭৮,৪৫৬ জন আবেদনকারীর ডাটাবেজ তৈরী হয়েছে; এবং
- পরিসংখ্যান ব্যুরোতে অগ্নিনির্বাপনের জন্য মহড়ার ব্যবস্হা করা হয়েছে।

৮.১.২ মাঠ প্রশাসন (Field Administration)

মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমঃ

- ৭টি বিভাগীয় পরিসংখ্যান অফিস এবং ৪১ টি নতুন জেলা পরিসংখ্যান অফিস স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে । এতে পরিসংখ্যান বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ সুষ্ঠুভাবে এবং স্বল্পতম সময়ে সম্পন্ন করা সহজ হবে।
- ১৩ জন কর্মকর্তা এবং ২৬ জন কর্মচারীর লাম্প গ্রান্টসহ পিআরএল মঞ্জুর করা হয়েছে।
- ২০ জন কর্মকর্তা এবং ৪৮জন কর্মচারীর পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুর করা হয়েছে।
- ৩৫ জন কর্মকর্তা এবং ১১০ জন কর্মচারীর জিপিএফ (অফেরতযোগ্যসহ) মঞ্জুর করা হয়েছে।

৮.১.৩ বিনিক শাখা

- রাজস্ব বাজেটের বিভিন্ন শ্রেণীর ০৭টি পদ সৃষ্টি, ৮০৫টি পদ সংরক্ষণ ও ৩০১টি পদে জনবল স্থায়ীকরণ করা হয়েছে;
- রাজস্ব বাজেটের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৪১১টি পদে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- রাজস্ব বাজেটের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন পদে ৩১ জনকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে;
- রাজস্ব বাজেটের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন পদে ৩৮০ জনকে টাইমস্কেল/উচ্চতর স্কেল প্রদান করা হয়েছে;
- বিভিন্ন পদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গ্রেডেশন তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন পদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরীর বিধিগত জটিলতা নিরসন কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন পদে ১ম শ্রেণীর ২০ জন ও ২য় শ্রেণীর ২ জন এবং ৩য় শ্রেণীর ৭ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে;
- ১ম শ্রেণীর ৩১ জন ও ২য় শ্রেণীর ৬৮ জন এবং ৩য় শ্রেণীর ১৪৫ জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে; এবং
- বিসিএস (পরিসংখ্যান) ক্যাডার পদ ১০৭টি থেকে বাড়িয়ে ৬৪৩টিতে উন্নীত করা হয়েছে।

৮.১.৪ এসটিএম শাখা

- পরিসংখ্যান ভবনে মাসিকভিত্তিক সেবা (সার্ভিস) নিশ্চিত করা হয়েছে ;
- ভবন রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে;
- পরিসংখ্যান ভবনে পানি সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ নিশ্চিত করা হয়েছে;
- ভবনের নিরাপত্তার বিধানে মূল ফটকসহ নিয়োজিত আনসারদের কার্যক্রম যথাযথভাবে তদারকী করা হচ্ছে।

৮.১.৫ উন্নয়ন শাখা

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নিয়মিত মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে ;
- বিভিন্ন সময়ে মহান জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যগণের উত্থাপিত পরিসংখ্যান বিষয়ের উপর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করে SID এ প্রেরণ করা হয়েছে।
- নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে ;
- বিভিন্ন সময়ে বিভাগ কর্তৃক চাহিত অন্যান্য প্রতিবেদন পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ;
- পরিসংখ্যান ব্যুরোর উইং এবং প্রকল্পের মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন, কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী প্রস্তুত করা হয়েছে ;
- বিভাগীয় মামলার তথ্য, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে;
- চলমান প্রকল্পের মাসিক খরচ ও অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুত করে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে ।

৮.১.৬ আরডিপি শাখা

(১) Monthly Advance Release (IPS) July-December/2012 – ৩৩০ কপি এবং (CPI) July, 2012-June, 2013 - ২৭০০ কপি ছাপানো হয়েছে।

(২) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অগ্রগতির ৩ বছর (২০০৯-১২) ১৫০০ কপি ছাপানো হয়েছে।

(৩) Foreign Trade Statistics of Bangladesh (2009-10) Vol-II- ২৫০ কপি ছাপানো হয়েছে।

(৪) আর্থ-সামাজিক অবস্থা জরিপ-২০১০, Report on Retired Govt. Employees Socio-Economic Status Survey-2010- ২৫০ কপি ছাপানো হয়েছে।

(৫) National Accounts Statistics Provisional Estimates of GDP/2011-12 & Final Estimates of GDP/2010-11- ২৫০ কপি ছাপানো হয়েছে।

(৬) Statistical Pocket book, Bangladesh-2011- ৪০০০ কপি ছাপানো হয়েছে।

(৭) Report on Pilot Study on Cultural and Recreational Activities-2010- ১০০ কপি ছাপানো হয়েছে।

(৮) Census of Agriculture – 2008, National Series Vol I-V, Post Enumeration Check (PEC) ছাপানো হয়েছে।

(৯) Agriculture Sample Survey/2008, National Series Vol-III - ১২৫০ কপি ছাপানো হয়েছে।

(১০) Report on Survey of Selected Business Service-2012- ১,০০০ কপি ছাপানো হয়েছে।

পরিসংখ্যান ভবন প্রাঙ্গনে অগ্নিনির্বাপন মহড়া

৮.এফএ এন্ড এমআইএস উইংকর্তৃক সম্পাদিত অন্যান্য কার্যাবলি

৮.২.১ পরিসংখ্যান ভবনে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের সন্তানেরা যাতে নিরাপদে অবস্থান করতে পারে সেই জন্য ইউএনএফপিএ এর সহায়তায় ভবনে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এতে কর্মজীবী মা ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের সন্তানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ২টি কক্ষ নিয়ে এ দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

৮.২.২ পরিসংখ্যান ভবনে সোলার প্যানেল স্থাপন

গত ১৪ ডিসেম্বর ২০১১ খ্রিঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিসংখ্যান ভবনে একটি 200KWp ক্ষমাতাসম্পন্ন Grid-Tie Solar Panel Power System স্থাপন করা হয়েছে, যা হতে দৈনিক প্রায় ৭০০ কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। গত ৪ জুলাই/২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী উক্ত প্ল্যান্টের শুভ উদ্বোধন করেন। এ সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাসিক প্রায় দুই লক্ষ টাকার বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় হচ্ছে। ইহা CO_2 (কার্বন ডাই অক্সাইড) emission করে না। ফলে ইহা দূষণমুক্ত পরিবেশ গঠনে সহায়তা করছে।

এ Solar Panel Power Systemএ প্যানেলের সংখ্যা ৬৭০টি, যার প্রতিটির উৎপাদন ক্ষমতা ৩০০ ওয়াট পিক। সোলার প্যানেলগুলোর বৈশিষ্ট্য হল Polycrystalline Silicon (Multi Crystalline) দ্বারা গঠিত Photovoltaic (PV) Solar System, ফলে এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা Mono Crystalline Silicon Solar প্যানেলের চেয়ে বেশি। এর inverter এর সংখ্যা ১২টি, যার প্রতিটির ক্ষমতা ১৭ কিলোওয়াট। সোলার প্লান্টটি পরিসংখ্যান ভবনে ১১ তলার ছাদে মোট ২৫০০০ (পচিঁশ হাজার) বর্গফুট জুড়ে স্থাপন করা হয়েছে।

এটি খোলা দরপত্রের মাধ্যমে জিওবি এর অর্থায়নে (প্রায় ২.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে) Ingen Technology Ltd. দ্বারা গত ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ তারিখে Installation ও Commissioning করা হয়।

পরিসংখ্যান ভবনে স্থাপিত সোলার প্যানেল

৮.২.৩ Computer to plate Machine

ডিজিটাল পদ্ধতিতে কম্পিউটার হতে সরাসরি প্লেট তৈরিপূর্বক মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন করা যায়। বর্তমান প্রযুক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে এটি সংগ্রহের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

কম্পিউটার টু প্লেট মেশিন

৮.২.৪ Automatic Glue Binding Machine

ডিজিটাল পদ্ধতিতে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এটি দিয়ে মুদ্রণ এবং বই বাঁধাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়। এতে করে অতিদ্রুত মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের কাজ সম্পাদন করা সহজ হচ্ছে।

গ্লু বাইন্ডিং মেশিন

৯.০ কম্পিউটার উইং

কম্পিউটার উইং মূলত বিবিএস-এর অন্যান্য উইং কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য উপাত্ত ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ ও তথ্য প্রযুক্তি সেবা প্রদান করে। এছাড়া অত্র উইং যাবতীয় পরিসংখ্যান ডাটা সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। এ ছাড়া কম্পিউটার উইংয়ের অন্যান্য কাজ হলো IT স্থাপনা, কম্পিউটার সিস্টেম, সার্ভার সিস্টেম ইত্যাদি বিষয়ে পরিকল্পনা, স্থাপন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও সমন্বয় সাধন করা; পরিসংখ্যান ব্যুরোতে স্থাপিত Network System সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও মনিটর করা, নবসৃষ্ট এলাকার জিও কোড (Geo code) প্রদান এবং Geo-Master file নিয়মিত আপডেট করা। বিবিএস-এর চাহিদা মাফিক Database Customized Software ও application software সংগ্রহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা; কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিবিএস এর জন্য দক্ষ জনবল তৈরী করা, হার্ডওয়ার ও সফট্ওয়ার সংক্রান্ত সমস্যা ও ত্রুটি দ্রুত নিষ্পত্তি এবং রক্ষণাবেক্ষণ সেবা নিশ্চিত করা। আধুনিক ডাটা সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও ব্যবহারকারীকে ডাটা সরবরাহে দ্রুত সেবা প্রদান করা এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোতে স্থাপিত Internet ও Website পরিচালনা রক্ষণাবেক্ষণ ও যুগপোযোগী সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সম্প্রতি কম্পিউটারে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি iCADE software ব্যবহার করে ICR মেশিনে ২০১১ সালের আদমশুমারিতে প্রাপ্ত ৩ কোটির অধিক খানার তথ্য অতি স্বল্প সময়ে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

কম্পিউটার উইং এর ডাটা প্রসেসিং সেকশন

২০০৯ সালে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রজেক্টরসহ প্রশিক্ষণের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ৩টি আন্তর্জাতিক মানের ICT Lab প্রতিষ্ঠা, বিবিএস এর Internet Bandwidth 2MB থেকে 5MB এ উন্নীতকরণ এবং সর্বোপরি উন্নত GIS ম্যাপ প্রযুক্তি ব্যবহার করে শুমারি ও জরিপ কাজে ম্যাপ প্রণয়নে বড় ধরণের সাফল্য অর্জন করেছে।

মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী KOICA–র অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিকমানের ICT Lab পরিদর্শন করছেন

৯.১ কম্পিউটার উইংয়ের প্রধান প্রধান কার্যাবলি

- Helps and coordinates all aspects of planning, installation, operation and maintenance of data, server-based applications and computer systems.
- Provides support for network administration.
- Design and development of database and customized software to cope with the requirements of BBS.
- Provide training to the end-user and build-up ICT sound manpower.
- Design and development of program to capture, edit & clean, analyze and tabulation of collected data of census and surveys conducted by BBS.
- Backup and data archiving.
- Maintenance and updating of Geo-coding system.
- Designing of census questionnaire in OMR and OCR/ICR format.
- Archiving of Survey and Census data.
- Provide data to the users as per their demand.
- Data uploading and updating in BBS website.
- Maintenance of Hardware/Software/ LAN/ WAN/ Internet of BBS.
- Preparation of GIS maps for all Mauzas /Mahallahs of Bangladesh.
- Development of geographic boundaries in digitized form real Coordination with (Latitude/ longitude) Mauza/Mahallah maps or any map and archiving those maps in electronic media.
- Preparing enumeration area maps showing enumeration areas with all kinds of land-mark, appropriate legends using aerial photograph.
- Providing digital maps to all censuses and surveys.

৯.২ শুমারিতে কম্পিউটার উইংয়ের ভূমিকা

প্রতি দশ বছর অন্তর অন্তর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (১) আদমশুমারি ও গৃহগণনা, (২) কৃষি শুমারি এবং (৩) অর্থনৈতিক শুমারি এ তিন ধরণের শুমারির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। এ সকল তথ্য (Data) মূলতঃ Benchmark Data হিসাবে পরবর্তী দশ বছরব্যাপী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ উইং এর মূল দায়িত্ব হলো বিভিন্ন শুমারি ও জরিপের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ (Data Processing)। প্রশ্নপত্র শুরুর প্রথম পর্যায় থেকে অর্থাৎ Tabulation plan, Data Entry screen, Questionnaire pretest এবং চূড়ান্ত প্রশ্নপত্র প্রস্তুত এবং মাঠ হতে প্রশ্নপত্র পূরণ হয়ে আসার পর ডাটা Entry, Edit, Data cleaning, Processing, Tabulation এ উইংয়ের মাধ্যমে করা হয়।

শুমারির তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে কম্পিউটার উইং নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদন করে থাকে

৯.২.১ প্রাক শুমারি কার্যক্রম

(ক) জিও-কোড তালিকা (Village List for Population Census, Mouza list for Agriculture & Economic Census) প্রস্তুতপূর্বক মাঠে সরবরাহ। কম্পিউটার তালিকায় জোনের গঠন, গণনা এলাকার সংখ্যা, Quick Count এর মাধ্যমে মৌজা/মহল্লার খানার সংখ্যা নির্ধারণ, গণনা এলাকার জন্য গণনাকারী ও সুপারভাইজারের সংখ্যা নির্ধারণ ও চূড়ান্তকরণ, গ্রাম, মৌজা ও মহল্লার ভৌগোলিক অবস্থান (status) সাম্প্রতিকীকরণ/হালনাগাদকরণ।

৯.২.২ চূড়ান্ত পর্বে (মূল শুমারিতে)

- চূড়ান্ত কম্পিউটার তালিকা প্রণয়ণ ও মাঠে সরবরাহকরণ;
- মালামাল বিতরণ তালিকা (Material distribution list) সরবরাহকরণ;
- জিও কোড সম্বলিত লেবেল (Adhesive label with Geo-code) সরবরাহকরণ;
- ডিজিটাল ম্যাপ সরবরাহকরণ।

৯.২.৩ জরিপের তথ্য সংগ্রহ

- জরিপের জন্য কম্পিউটার তালিকা (List of PSU Indicating Mouza & Mohalla etc.) সরবরাহ;
- Computerized প্রশ্নপত্র তৈরীতে সহায়তা প্রদান;
- Tabulation Plan প্রণয়নে সহায়তা প্রদান।

৯.২.৪ শুমারি তথ্য প্রক্রিয়াকরণ

- টালিশিট চেকিং (জিও কোড ও সংক্ষিপ্ত তথ্য যাচাই);
- ICR এ টালিশিট Run করা;
- শুমারির প্রাথমিক ফলাফল প্রণয়ণের জন্য টালিশিটের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ;
- বিস্তারিত ফলাফল প্রণয়ণের লক্ষ্যে শুমারির সকল প্রশ্নপত্র Scan করা, তথ্য এডিটিং (KFI, Keying From Image);
- Data cleaning;
- টেব্যুলেশন;
- ডাটা সংরক্ষণ ইত্যাদি।

৯.২.৫ জরিপের তথ্য প্রক্রিয়াকরণ

(১) সংগৃহীত তথ্যের ম্যানুয়াল এডিটিং নিশ্চিত করা;
(২) ডাটা এন্ট্রি Program/Screen প্রস্তুত;
(৩) ডাটা এন্ট্রি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা;
(৪) Data cleaning;
(৫) Tabulation and Data Analysis.

৯.৩ কম্পিউটার উইংয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ

৯.৩.১ ডিজিটাল ইনফরমেশন সিস্টেম প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের নাম : ডিজিটাল ইনফরমেশন সিস্টেম প্রকল্প
(খ) প্রকল্পের উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
(গ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
(ঘ) বাস্তবায়নকাল:
১) আরম্ভ : জুলাই, ২০১১
২) সমাপ্তি : জুন, ২০১৪
(ঙ) প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (মূল) : (লক্ষ টাকায়)

(১) মোট : ১২৬৭.০০ লক্ষ টাকা
(২) টাকা (জিওবি) : ১২৬৭.০০ লক্ষ টাকা
(৩) বৈদেশিক মুদ্রা : -
(৪) প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (সংশোধিত) : ৯২৯.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের পটভূমি :

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর আদমশুমারি ও গৃহগণনা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ ও তথ্যের মানউন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে জিও কোডিং সিস্টেম ও ১৯৮৩ সালে স্ট্যাটিসটিক্যাল কার্টোগ্রাফি পদ্ধতি প্রচলন করে। কিন্তু প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে শুমারি ও জরিপের আর্থ-সামাজিক তথ্যের সাথে Geo-reference ডাটার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে যথাসময়ে এবং সঠিকভাবে ডাটা Dissemination এখনও সম্ভব হয়নি। বর্তমানে শুমারি ও জরিপ রিপোর্ট প্রধানতঃ বই আকারে প্রকাশ করে থাকে। বই মুদ্রণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয়। আদমশুমারি ২০০১-এর জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সারা দেশের আকাশ চিত্র গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে এ সব চিত্রের ডিজিটাল কপি সরেজমিনে যাচাই এবং দেশের প্রতিটি গ্রাম, মৌজা, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলার সীমানা চিহ্নিত করে ডিজিটাল কভারেজ তৈরী করা হয়েছে। নবায়নকৃত এ ডিজিটাল কভারেজ বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ এবং শুমারি ও জরিপ তথ্যের Thematic map ও লেখচিত্রের (Graph) মাধ্যমে শুমারি তথ্য বিশ্লেষণ করে ন্যূনতম সময়ে তথ্য ব্যবহারকারীগণের নিকট পৌঁছানোর লক্ষ্যে বিবেচ্য প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের প্রতিটি বিভাগ, জেলা, উপজেলা/থানা, ইউনিয়ন ও মৌজার জন্য একটি ওয়েবভিত্তিক ডিজিটাল ইনফরমেশন সিস্টেম তৈরী করা সম্ভব হবে। পরিকল্পনাবিদ, নীতি নির্ধারক ও গবেষকগণ এর তথ্য ব্যবহার করে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে পারবেন।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(ক) বর্তমান বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী এবং বর্তমান সরকারের Digital Vision কে সামনে রেখে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সকল শুমারি ও জরিপের বিভিন্ন তথ্যসমূহ সার্ভারে সংরক্ষণ করে Web enabled GIS based Information System এর মাধ্যমে বিভাগ, জেলা, উপজেলা/থানা, ইউনিয়ন ও মৌজাভিত্তিক তথ্য Digital পদ্ধতিতে Graphically উপস্থাপন করা;

(খ) বিভিন্ন Spatial Data এর সাথে Attribute Data Link করে সকল প্রকার তথ্য Decision maker, planner, researcher -দের নিকট সহজলভ্য করা;

(গ) বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য ভৌগলিক ও প্রশাসনিক এলাকাভিত্তিক তথ্য সন্নিবেশ করা;

(ঘ) CT/GIS এর উপর পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অন্যান্য সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

প্রকল্পের কার্যক্রম ও অগ্রগতি কার্যক্রম

- Digital Data Lab স্থাপন করা;
- যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করা;
- Web enable GIS based Application software তৈরী;
- GIS based Digital Information System Linkage with BBS Website;
- বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য ভৌগলিক ও প্রশাসনিক এলাকাভিত্তিক তথ্য সন্নিবেশ করা;
- Software সংগ্রহ; এবং
- বিবিএস এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে ICT/GIS বিষয়ক Digital Information System Software এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।

২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে অত্র প্রকল্পের অর্জন

- Digital Data Lab স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে;
- Web enable GIS based Application software তৈরী করা হয়েছে;
- GIS based Digital Information System Linkage with BBS Website স্থাপন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য ভৌগলিক ও প্রশাসনিক এলাকাভিত্তিক তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে;
- Software সংগ্রহ করা;
- বিবিএস এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ICT/GIS বিষয়ক Digital Information System Software এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

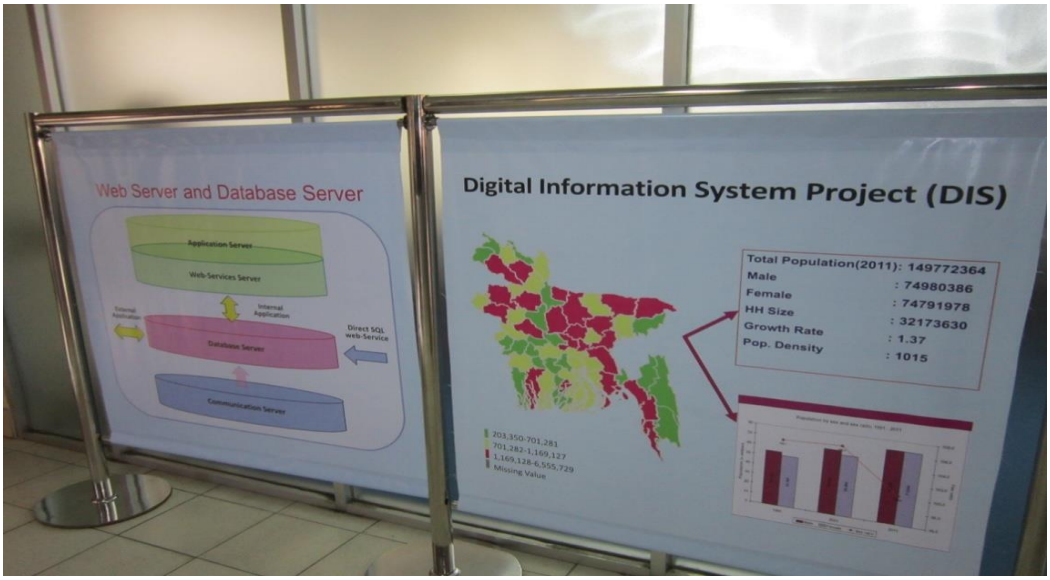

ডিজিটাল ইনফরমেশন সিস্টেম প্রজেক্টের ডিসপ্লে বোর্ড

অগ্রগতিঃ

গত ২৪ জুন ২০১৩ তারিখে Development of web based GIS application software and Linkage with BBS website (www.bbs.gov.bd) সংক্রান্ত বিষয়ে একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ডিজিটাল ইনফরমেশন সিস্টেম প্রকল্পের ওয়েবসাইট সংক্রান্ত কর্মশালয় সচিব সিড ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

Development of web based GIS application software and Linkage with BBS website সংক্রান্ত কর্মশালা Development of web based application software and Linkage with BBS website (www.bbs.gov.bd) ক্রয়ের লক্ষ্যে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান Center for Environmental and Geographic Information Services. (CEGIS)-এর সাথে চুক্তি মোতাবেক মৌজা মানচিত্রে জিও কোড, গ্রাম ও মৌজার নাম এন্ট্রির কাজ চলছে। এ সংক্রান্ত ডাটা সার্ভারে সংগৃহীত হচ্ছে।

কম্পিউটার উইং এর সার্ভার রুম

- সার্ভার সংগ্রহ ও Installation এর কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
- ArcGIS License Software সংগৃহীত হয়েছে এবং উক্ত Software এর সাহার্য্যে GIS Application Software প্রণয়ণ কাজ এগিয়ে চলছে।
- Digital Data Lab স্থাপনার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ArcGIS Software এর উপর ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং ICT/GIS Application Software বিষয়ে ৬৫ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

কম্পিউটার উইং এর ডিজিটাল ইনফরমেশন সিস্টেম প্রকল্পের ডাটা ল্যাব

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব
২০১২-২০১৩	৪০০.০০	৩৮৬.৬২	৯৬.৭৫	৯৮%

উপসংহার :

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত । প্রকল্পটি ২৫ অক্টোবর ২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং ১৮-১২-২০১১ইং তারিখে অর্থ ছাড় হয় বিধায় প্রকল্পের কার্যক্রম ৫ মাস বিলম্বে শুরু হয়। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্পের অনুকূলে মাত্র ৯০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। অথচ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ৫৫৭.০০ লক্ষ টাকা। ডিপিপির বরাদ্দ অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ না পাওয়ার কারণে প্রকল্পের কাজ শুরু হলেও পূর্ব নির্ধারিত সময়ে পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না । ফলে প্রকল্পের মেয়াদ আরো ১ বছর অর্থাৎ জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পূর্ণ আইসিটি নির্ভর হওয়ার প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের কারণে প্রকল্পের কিছু অংশ পরিবর্তন করে ৯২৯.০০ লক্ষ টাকায় প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে।

৯.৩.২ স্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি অব বিবিএস ইন পপুলেশন এন্ড ডেমোগ্রাফিক ডাটা কালেকশন ইউজিং জিআইএস প্রকল্প

(ক) **প্রকল্পের নাম** : স্ট্রেনদেনিং ক্যাপাসিটি অব বিবিএস ইন পপুলেশন এন্ড ডেমোগ্রাফিক ডাটা কালেকশন ইউজিং জিআইএস প্রকল্প

(খ) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

(গ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

(ঘ) বাস্তবায়নকাল:

(১) আরম্ভ : জুলাই, ২০১২

(২) সমাপ্ত : জুন, ২০১৭

(৩) প্রকল্প এলাকা : সমগ্র বাংলাদেশ

(ঙ) প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ

(১) স্থানীয় মুদ্রা : ৫৪০.২৫ (পাঁচ কোটি চল্লিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা

(২) বৈদেশিক মুদ্রা : ১০৫৮.০০ (দশ কোটি আটান্ন লক্ষ) টাকা (১.৩ মিলিয়ন ডলার)

Strengthening Capacity of BBS in Population and Demographic Data Collection Using GIS প্রকল্পের Inception Workshop এ প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব এ. এইচ.এন. আশিকুর রহমান, এমপি, SID এর সচিব, বিবিএস এর মহাপরিচালক ও তৎকালীন UNFPA Representative, বাংলাদেশ।

প্রকল্পের পটভুমিঃ

প্রকল্পটি UNFPA এর ৮ম কান্ট্রি প্রোগ্রামের আওতায় গ্রহণ করা হয়। সরকারি এবং বেসরকারি তথ্য ব্যবহারকারীগণ প্রকল্পের তথ্য ব্যবহার করে লাভবান হবেন। বিশেষ করে জাতীয় এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতি বৃদ্ধিসহ সহস্রাব্দের লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে। বিবিএস এর বিভিন্ন কার্যক্রম ফলপ্রসূ এবং ত্বরান্বিত করার জন্য ইউএনএফপিএ তাদের ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম কান্ট্রি প্রোগ্রামের আওতায় বিবিএসকে সহায়তা দিয়ে আসছে। মাঠ ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে ডিজিটাল মৌজা ম্যাপ আপডেটিং এ উক্ত তিনটি প্রোগ্রামের আওতায় সহায়তা দিয়েছে যা বিভিন্ন শুমারি এবং দুর্যোগ মোকাবেলা ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য সেবায় যথেষ্ট ফলপ্রসূ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিভিন্ন পর্যায়ে সংগৃহীত ডাটার আরও নির্ভুল প্রয়োগ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইউএনএফপিএ তাদের ৮ম কান্ট্রি প্রোগ্রামের আওতায় বিবিএস এর ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এ সহায়তা দান করেছে। এমডিজি বাস্তবায়নে বিবিএস এর তৈরী ডাটা বিশ্লেষণ জনসংখ্যা হ্রাস, শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাস, দারিদ্র বিমোচন ইত্যাদি খাতের তুলনামূলক ও বর্তমান সচিত্র প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক অবস্থা বিশ্লেষণ নির্ভুল ম্যাপের ব্যবহারে অনস্বীকার্য। এ কারণে বিবিএস সমগ্র দেশের ডিজিটাল ম্যাপ সংগ্রহ করে ডিডিটাল গণনা এলাকা (ইএ) ম্যাপ তৈরী করছে। তাছাড়া জেন্ডার Equility এবং নারীর প্রতি সহিংস আচরণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি স্তরে নারী পুরুষ প্রভেদ, প্রভৃতি বিষয় নির্মূলের জন্য প্রকৃত এবং সঠিক টাইম সিরিজ ডাটা প্রয়োজন।

Strengthening Capacity of BBS in Population and Demographic Data Collection Using GIS প্রকল্পের Inception Workshop এ বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ UNFPA এর তৎকালীন Country Director Mr. Arthur Erken ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

(ক) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ, তথ্য প্রকাশসহ রিপোর্ট রাইটিং বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ;

(খ) বাংলাদেশের নারীর প্রতি সহিংসতা (Violence Against Women) বিষয়ক Time series Data প্রস্তুতকরণ;

(গ) আদমশুমারির তথ্য এবং জিও ডাটা বেইজ ব্যবহারপূর্বক Small Area Atlas প্রস্তুতকরণ;

(ঘ) শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা চিহ্নিত করে জিআইএস গণনা এলাকার মৌজা ম্যাপ সাম্প্রতিকরণ;

(ঙ) স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (SVRS) এবং জিআইএস তথ্যের গুণগতমান বৃদ্ধিকরণ; এবং

(চ) স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম তথা MSVSB এর তথ্য অন লাইনে ধারণসহ SVRS তথ্য বিশ্লেষণের জন্য কেন্দ্রীয় স্বতন্ত্র ল্যাব স্থাপন করা ।

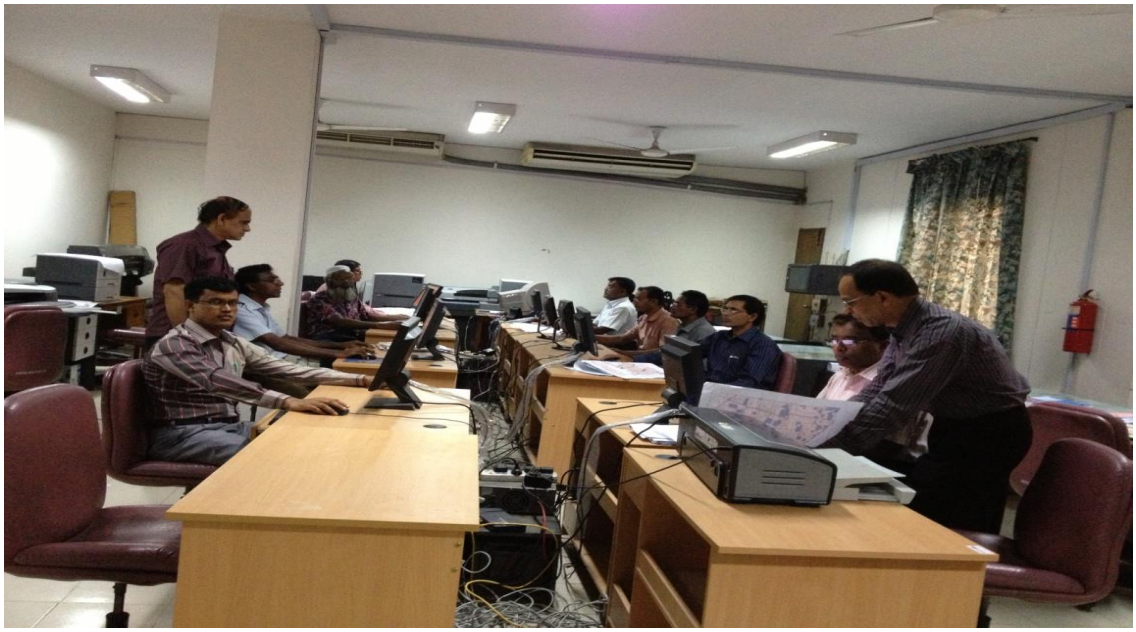

প্রকল্পের ম্যাপ এডিটিং রুম

প্রকল্পের কার্যক্রম

(ক) পপুলেশন, ডেমোগ্রাফিক, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ;

(খ) Violence Against Women (VAW) Survey;

(গ) Small Area Atlas প্রস্তুতকরণ;

(ঘ) ম্যাপ সাম্প্রতিকরণ;

(ঙ) ম্যাপ কনভারশন এবং এডিটিং;

(চ) সার্ভে অনুষ্ঠানসহ রিপোর্ট প্রকাশকরণ;

(ছ) বিবিএস এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা;

(জ) GIS Database Software development ।

Strengthening Capacity of BBS in population and Demographic Data Collection Using GIS প্রকল্পের Inception Workshop এ দর্শক সারিতে জনাব মাসুদ আহমেদ, সদস্য পরিকল্পনা কমিশন (বর্তমান কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল, বাংলাদেশ), অধ্যাপক ড. এ কে এম নুর-উন-নবী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমান উপাচার্য, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর), বিবিএস এর অন্যান্য কর্মকর্তা ও স্টেকহোল্ডারগণকে দেখা যাচ্ছে।

অগ্রগতি

(ক) অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর কাজে সমগ্র বাংলাদেশের গণনা এলাকার ডিজিটাল ম্যাপ সরবরাহ করা হয়েছে;

(খ) নবগঠিত রংপুর ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা জেলার (সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) ডিজিটাল গণনা এলাকার ম্যাপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশিত করে ম্যাপ হালনাগাদকরণ (ফিল্ড ভেরিফিকেশন) করা হয়েছে;

(গ) প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সমন্বয়ে ম্যাপ এডিটিং কার্যক্রম অব্যাহত আছে;

(ঘ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে GIS এর উপর দুই দিনব্যাপী Orientation এবং Gender এর উপর তিন দিনব্যাপী Orientation প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সদর দপ্তরসহ ৬৪টি জেলায় SVRS এর উপর ৩০৭৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দুই দিনের Refreshers Training প্রদান করা হয়েছে; এবং

(ঙ) প্রকল্পের সার্বিক বিষয়ের উপর Inception Workshop করা হয়েছে। এছাড়াও স্টিয়ারিং কমিটি, পিআইসি কমিটি, ওয়ার্কিং গ্রুপ এর সভা এবং VAW রির্পোট চূড়ান্তকরণের জন্য সভা করা হয়েছে।

অর্জন

- প্রকল্পের সার্বিক বিষয়ের উপর Inception Workshop করা হয়েছে ।
- খুলনা, রংপুর ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জিআইএস ম্যাপের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ফিল্ড ভেরিফিকেশন করা হয়েছে এবং ঢাকা জেলার (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) মাঠ পর্যায়ের কাজ চলমান রয়েছে ।
- VAW রিপোর্ট চূড়ান্তকরণের ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা, স্টিয়ারিং কমিটির সভা ও পিআইসি কমিটির সভা করা হয়েছে । রিপোর্টটি প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে ।
- বিভিন্ন মেয়াদ (দুই/তিন দিনব্যাপী) Orientation, SVRS এর স্থানীয় রেজিস্ট্রার ও সুপারভাইজারদের জন্য দু'দিনব্যাপী Refreshers Training প্রদান করা হয়েছে ।
- অর্থনৈতিক শুমারি-২০১৩ এর জন্য সমগ্র বাংলাদেশের ডিজিটাল গণনা এলাকার ম্যাপ প্রিন্ট করে সরবরাহ করা হয়েছে ।
- আদমশুমারি ২০১১ এর রিপোর্টের জন্য থিমেটিক ম্যাপ প্রস্তুতসহ ম্যাপ এডিটিং কাজ চলছে ।
- বস্তি শুমারি-২০১৩ এর জন্য ডিজিটাল গণনা এলাকার মহল্লা ও ওয়ার্ড ম্যাপ প্রিন্ট করে সরবরাহ করা হচ্ছে ।

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি	
			আর্থিক	বাস্তব
২০১২-২০১৩	২৭৬.০০	১৬২.৯০	৬০%	৬০%

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ওয়েব সাইট উদ্বোধন করেন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার, বীর উত্তম, এমপি।

৯.৩.৩ ডাটা রিকভারী ও সংরক্ষণ কর্মসূচি

- পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ওয়েবসাইট তৈরীর কাজ সমাপ্ত করে পরীক্ষামূলকভাবে www.sid.gov.bd, web address-এ upload করা হয়েছে এবং গত ১৩ জুন ২০১৩ ইং তারিখে মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ওয়েবসাইট টি উদ্বোধন করেন।

- বিবিএস এর ডাইনামিক ওয়েবসাইট নবায়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে ।

- বিবিএস এর জন্য 5 (five) mbps ও পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের জন্য প্রথমে 1 (one) mbps পরে 5 (five) mbps ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

কম্পিউটার উইং এর ডাটা রিকভারি রুম

(ক) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের A2i প্রোগ্রামের সহায়তা www.bbs.blogbd.org) প্রস্তুত করে বিবিএস এর ওয়েবসাইটে লিংক দেয়া হয়েছে।

(খ) বিবিএস এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দৈনিক হাজিরা গ্রহণের জন্য Thumb Recognition System চালু করার পর কম্পিউটার উইং এ সিস্টেম ব্যবহার করছে ।

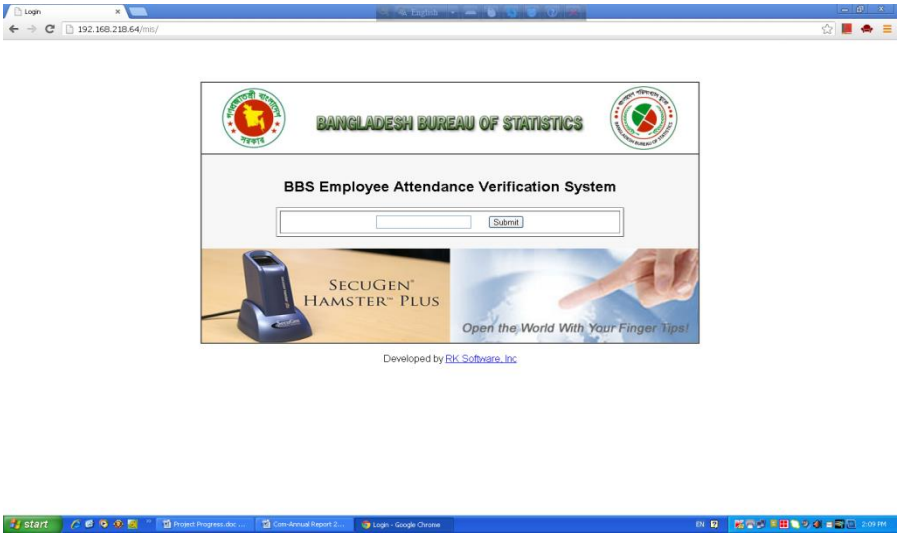

(গ) অপারেশন ও মেইনটেনেন্স

Login Screen of IT Helpdesk

- IT Helpdesk স্থাপন ও চালু এবং বিবিএস এর মাঠ পর্যায়ের অফিসসহ সদর দপ্তরের ICT Equipment Inventory তৈরী করা হয়েছে ।
- প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ মেইনফ্রেম এর টেপ রিকভারী ল্যাব তৈরী করা হয়েছে।
- সারা দেশের Union Information Service Centre (UISC) এর সংগে বিবিএস সদর দপ্তরের network প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- Eco-Census 2013 এর House listing এর Data entry Lab প্রস্তুত করা হয়েছে।
- e-Publication and attendance automation server setup & configuration করা হয়েছে ।
- বিবিএস এর অফিসিয়াল Email সার্ভিস চালু করা হয়েছে।
- ডিজিটাল আর্কাইভিং এর মাধ্যমে সার্ভে ও সেন্সাসের টাইম সিরিজ ডাটা সার্ভারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ওয়েবসাইট hosting করা হয়েছে।
- পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অফিসিয়াল ওয়েব মেইল চালু করা হয়েছে।
- SID এবং BBS এর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে WiFi স্থাপন করা হয়েছে।
- পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ইন্টারনেট সংযোগ 5 (five) mbps এ উন্নীত করা হয়েছে।
- Consumer Price Index (CPI) এর ক্লাউড সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে সারা বাংলাদেশ হতে পণ্যের মূল্য সার্ভারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

কম্পিউটার উইং এর মেইনটেন্যান্স রুম

৯.৩.৪ জিও কোড (Geo-Code)

কোন দেশের সকল ভৌগলিক এলাকার জন্য এক বা একাধিক অংক সংখ্যা নির্ধারণ করাকে জিও-কোড বলে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং নীতি নির্ধারণের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শুমারি ও নমুনা জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের সুদক্ষ নিয়ন্ত্রণ সহজে উল্লেখ (easy reference) এবং তুলনা করার কাজে জিও কোড উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

পূর্বে এ সকল ভৌগলিক এলাকার জন্য নির্ধারিত মানের (Standard) কোন কোড ব্যবহার না করে শুমারি ও নমুনা জরিপের কাজ পরিচালনা করা হত। প্রশাসনের পরিবর্তনের সাথে সাথে এ কোডেরও পরিবর্তন হয়ে যেত। ফলে শুমারি ও নমুনা জরিপের পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকরণ এবং সংগৃহীত তথ্যের তুলনার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হত। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক ১৯৮১ সালে দেশের সকল ভৌগলিক এলাকার জন্য একটি সুবিন্যস্ত এবং অভিন্ন কোড পদ্ধতি চালু করা হয়। তদানুযায়ী এ পর্যন্ত ব্যুরো পরিচালিত সকল শুমারি ও নমুনা জরিপের কাজে এই জিও কোড ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের পরিচয়পত্র প্রণয়নের কাজও এই জিও কোডের ভিত্তিতে শুরু করা হয়েছে।

জিও কোডের প্রয়োজনীয়তা

(১) বিভিন্ন শুমারি ও জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য কম্পিউটার ডাটা ব্যাংকে সুশৃংখলভাবে সাজিয়ে রাখার কাজে এ স্ট্যান্ডার্ড জি -কোড পদ্ধতি সহায়ক হিসেবে কাজ করে। অতঃপর ডাটা ব্যাংক হতে তথ্য নমুনা চয়নের মাধ্যমে (randomly) বা ধারাবাহিকভাবে (sequentially) সহজে খোঁজ করে (retrieve) বের করা যায়।

(২) এ পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্যের সম্পর্ক নির্ণয় সহজ হয়।

(৩) যে কোন প্রশাসনিক এলাকার অধীন শহরগ্রাম এলাকার সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান তাৎক্ষণিকভাবে এর মাধ্যমে প্রস্তুত করা যায়।

(৪) এ পদ্ধতিকে ফ্রেম (frame) হিসেবে ব্যবহার করে এক বা একাধিক চলকের গুণাগুনের (characteristics) এর উপর ভিত্তি করে নমুনা এলাকা চয়ন করা যায়। আবার এক বা একাধিক গুণাগুন অনুযায়ী স্তরবিন্যাস (stratification) করা ও খুব সহজ হয়।

(৫) এ পদ্ধতি দ্বারা পরিবারের সংখ্যা লোক, কৃষি জমির পরিমান ইত্যাদি অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রামের আকার নিরূপণ করা যায়।

(৬) কমিউনিটি লেভেল পরিসংখ্যানকে মনিটরিং এবং মূল্যায়ন এই পদ্ধতির মাধ্যমে করা যেতে পারে।

(৭) বিভিন্ন শুমারি তদারকি ও নিয়ন্ত্রনের কাজে ব্যবহার, নমুনা জরিপের মাঠ পর্যায়ে ব্যবস্থাপনার জন্য এ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক গণনা এলাকা সুপারভাইজার ও জোন সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য কম্পিউটার মেমোরিতে সংরক্ষণ, গণনাকারী, নমুনা জরিপের জন্য শুমারি কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর এ তথ্যগুলো সংশোধন করা হয়। অতঃপর শুমারি প্রাক করা হয়। ব্যবহৃত যাবতীয় মালামাল যেমন- স্টেশনারী দ্রব্যাদি বিভিন্ন, নমুনা জরিপের প্রশ্নপত্রের সংখ্যা/শুমারি, বিভিন্ন ফর্ম জরিপ সংশ্লিষ্ট প্রতিটি গণনা এলাকার/কোড ব্যবহৃত হয়। শুমারির কাজে জিও পর্যায়ে রিজার্ভ ইত্যাদি এলাকা ভিত্তিক নির্ণয় লেবেল (identification), মাঠ পর্যায়ে কাজ শেষে সকল পূরণকৃত ও অপূরণকৃত প্রশ্নপত্রের এবং বিভিন্ন কন্ট্রোল সংগ্রহ সহ সম্মানীভাতা বিতরণের কাজে এই জিও কোড পদ্ধতির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। জিও কোড পদ্ধতিতে কোন প্রশাসনিক স্তরের অধীন সকল এলাকাগুলোকে বর্ণমালা অনুসারে সাজিয়ে কোড এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনবোধে অন্য সকল কোডকে পরিবর্তন না করে বিশেষ কোন এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করা বা বাদ দেয়া যেতে পারে।

৯.৪ ওয়েবসাইটে প্রকাশনা আপলোড বিষয়ক কার্যক্রমঃ

ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৩ পর্যন্ত বিবিএস ওয়েবসাইটে নিম্নেবর্ণিত প্রকাশনাসমূহ **upload** করা হয়েছেঃ

- Bangladesh Population & Housing Census 2011 (Community Series) 64 Zila.
- Geo code (হালনাগাদকৃত)
- Bangladesh Central Product Classification (BCPC)
- Commitment for Golden Bangla (Gazette)
- Final Draft of NSDS, December 2012
- Millennium Development Goals: Bangladesh Progress at a Glance
- Labour Force Survey 2010
- Report of the Post Enumeration Check (PEC) of the Population and Housing Census, 2011.
- Report on retired government employees' socio-economic status survey 2010.
- Global e-Indices' Ranking and Bangladesh: Indicators for Measuring Digital Bangladesh.
- GDP of Bangladesh at 2012-13 (p).
- Agriculture Statistics Yearbook-2011.
- Survey on Volunteerism in Bangladesh 2010.
- Estimates of Aman 2012-13, Aus 2012-13 and Jute 2012-13
- Key indicator of SVRS-2011
- Literacy Assessment Survey 2011
- Statistical Act-2013 ও বিবিএস প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত SRO-নং /আইন ১১২-২০১৩ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা বিবিএস-এর ওয়েব সাইটে upload করা হয়েছে।
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের PMIS ডাটাবেজ অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বিবিএস পরিসংখ্যান ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য All Cadre PMIS নামে একটি মেন্যু বিবিএস ওয়েবসাইটে লিংক করা হয়েছে।
- সময়ে সময়ে বিভাগ ও বিবিএস কর্তৃক জারীকৃত বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি।

৯.৫ বিভিন্ন সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক বা Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষর

১. Memorandum of Understanding for Joint Research, Survey & Utilization of Statistical Data Between Power and Participation Research Centre (PPRC) and Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) signed on 17.04.2012

উদ্দেশ্য : Survey & Utilization of Statistical Data

অর্থায়নের উৎস : Power and Participation Research Centre (PPRC)

2. An Exchange of Letters For Unpacking and Analyzing the Census and Other Data for Evidence led-Equity-based Policy Advocacy on Children in Bangladesh between Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) and Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Government of Bangladesh And United Nations Children's Fund (UNICEF) Bangladesh Country Office, May 2012 An Exchange of Letters For Unpacking and Analyzing the Census and Other Data for Evidence led-Equity-based Policy Advocacy on Children in Bangladesh between Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) and Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Government of Bangladesh and United Nations Children's Fund (UNICEF) Bangladesh Country Office, May 2012 signed on 24.05.2012

উদ্দেশ্য:

a) Undertake analysis of the 2011 census data with a focus on children and women equity related indicators and composite indices plus combinations there from;

b) Produce and disseminate the Pockets of Poverty Map based on (a) above

c) Prepare policy briefs to address the policy recommendations arising from the analysis;

d) Engage relevant policy makers to secure their commitment and action to address the policy recommendations from (c) above.

অর্থায়নের উৎস:

United Nations Children's Fund (UNICEF), Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS)

3. Letter of Agreement (LoA) between International Rice Research Institute (IRRI) and Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) signed on 29-03-2012

উদ্দেশ্য:

i) Enhance the availability of reliable household, individual and field specific high frequency time series data in 12 villages in Bangladesh;

ii) Increase the availability of long-term time series meso-level (e.g. District/Region/National level) agricultural and socio economic data in Bangladesh ; and

iii) Nurture policy analysis and strengthen capacity building to fully exploit the data collected and assembled in objectives and 2.

অর্থায়নের উৎস:

International Rice Research Institute (IRRI)

4. Memorandum of Understanding between International Food Policy Research Institute (IFPRI) and Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) signed on 27-05-2012

উদ্দেশ্য:

Describe and characterize the geographic nature of paddy yield risk in Bangladesh over the last 30 years. This activity would involve analyzing the nature of paddy yield risk in Bangladesh using historical BBS upazila production and area cultivation estimates. This analysis would look at whether poor yields in one year in one upazila are reflected in yields of neighboring upazilas in the same years.

Try to ascertain the relationship between the number of crop cutting experiments (CCS) conducted within an upazila and the sampling error the difference between the sample mean and true mean upazila yield.

Describe and characterize the risk profile

অর্থায়নের উৎস:

International Food Policy Research Institute (IFPRI)

5. Memorandum of Understanding between International Growth Center (IGC), United Kingdom & Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) signed on 25-08-2012

উদ্দেশ্য:

The IGC and the BBS agree to co-operate to promote international excellence in policy relevant research.

অর্থায়নের উৎস:

International Growth Center (IGC), United Kingdom

6. Implementation of Partnership Agreement between United National Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) signed on 16-05-2010

উদ্দেশ্য:

UNESCO's main tasks and obligations in project management and coordination comprise the following.

- Ensure overall management and coordination of implementation
- For extra budgetary projects, ensure liaison with the funding source, including the timely submission of narrative and financial reports
- Provide technical inputs in integrating the module into Labour Force Survey 2010 including adaptation, manual preparation, training, data collection processing and preparing analytical report.

অর্থায়নের উৎস:

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

7. Memorandum of Understanding between Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) and Access to Information (A2I) Programme signed on 21-05-2013

উদ্দেশ্য:

Conducting Union Information and Service Centre (UISC) Census and others

অর্থায়নের উৎস:

Access to Information (A2I) Programme

8. Memorandum of Understanding between Comprehensive Disaster Management Programme (CDMP) and Bangladesh Bureau of Statistics for Collection of Union Level Baseline Information signed on 30.01.2013

উদ্দেশ্য:

Baseline Survey

অর্থায়নের উৎস:

Comprehensive Disaster Management Programme (CDMP)

৯.৬ বিবিএস মিউজিয়াম

Statistical Act 2013 এর ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একমাত্র তথ্য সংগ্রহকারী এবং পরিসংখ্যান প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি শুমারিসহ বিভিন্ন সার্ভে পরিচালনা করে আসছে। এই সকল শুমারি ও সার্ভের ডাটা সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করার কাজে বিবিএস জন্মলগ্ন থেকে মেইনফ্রেম কম্পিউটার, ওএমআর, ওসিআরসহ বিভিন্ন প্রকারের ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে আসছে। এসব দূর্লভ যন্ত্রপাতি বিবিএস তথা বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদ। এ সকল জাতীয় সম্পদ ব্যবহারকারীদের নিকট প্রদর্শন সহজলভ্য করার জন্য বিবিএস মিউজিয়াম স্থাপনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

বিবিএস এর মিউজিয়াম পরিদর্শন শেষে ফটোসেশন-এ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

বিশ্বের প্রায় সকল National Statistical Organization (NSO) এ ধরনের মিউজিয়াম আছে। এ মিউজিয়াম স্থাপন করা হলে দেশী-বিদেশি পরিসংখ্যান ব্যবহারকারী ও গবেষকগণ এবং ছাত্র-ছাত্রীগণ বিভিন্ন সার্ভে এবং সেন্সাসে এ যাবৎ ব্যবহৃত দুর্লভ যন্ত্রপাতি তথা তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত ধারণা লাভ করতে পারবেন। ফলে ব্যবহারকারীদের নিকট অত্র প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়াও বিবিএস কর্তৃক ব্যবহৃত ম্যাপের ধারাবাহিক রূপান্তর এ মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হবে।

বিবিএস মিউজিয়াম এর ডিজাইন

এ লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থ বছরের এমটিবিএফ কর্মসূচির আওতায় ডাটা রিকভারি ও সংরক্ষণের জন্য বিবিএস মিউজিয়াম স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মিউজিয়ামটি ইতোমধ্যে মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন করা হয়েছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব আব্দুস সোবহান সিকদার, জনাব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন, সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন, সচিব, SID এবং বিবিএস এর মহাপরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বিবিএস এর মিউজিয়াম পরিদর্শন করছেন।

১০.০ স্ট্যাটিসটিক্যাল স্টাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্ট্যাটিসটিক্যাল স্টাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নিয়মিত প্রশিক্ষণের আওতায় বিসিএস (পরিসংখ্যান) ক্যাডার, নন-ক্যাডার ও অন্যান্য পদে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত বিসিএস (পরিসংখ্যান) ক্যাডার কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন কোর্সে (২০১২-১৩) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব, জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সচিব, আইএমইডির সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের সদস্য, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক, সিপিটিইউ, আইএমইডি এর মহাপরিচালক এবং এডিশনাল সিএন্ডজি মহোদয়গণ প্রশিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বিবিএস এর কার্যক্রম এবং অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেন। এছাড়াও বিদেশে অনুষ্ঠিত কর্মশালা/প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যুরোর অন্যান্য কর্মকর্তাদের অবহিতকরণের নিমিত্ত অত্র ইনস্টিটিউট সেমিনার/মতবিনিময় সভার আয়োজন করে থাকে।

গত ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১৯টি কোর্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের ৫০০ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী এবং সাংবাদিককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাছাড়াও বিবিএস এর কর্মকর্তাদের বিদেশে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা থেকে লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত ১৭টি সেমিনার/মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/ কর্মশালা/সেমিনারে মোট ৯৭ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রশিক্ষণরত বিবিএস ও সিড এর কর্মকর্তাগণ

১০.১ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহঃ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের শিরোনাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর পর্যায়	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মন্তব্য
০১	মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কোর্স	২৬.০৭.১২ হতে ১২ কর্মদিবস	১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	১০	বিআরটিসি ট্রেনিং সেন্টার এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়।
০২	Basic Computer Course	২৬.০৮.১২ হতে ০৬.০৯.১২ পর্যন্ত	৩য় শ্রেণীর কর্মচারী	৪৮	
০৩	Financial Management Training Course	১৩.০৯.১২ (০১ কর্মদিবস)	কর্মকর্তা/কর্মচারী	৩০	
০৪	Public Procurement Management Training Course	১৬.০৯.১২ হতে ২৭.০৯.১২ পর্যন্ত	১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	৩০	
০৫	Financial Management Training Course	১৭.১০.১২ হতে ২৩.১০.১২ পর্যন্ত	২য় ও ৩য় শ্রেণীর কর্মকর্তা/কর্মচারী	২৫	
০৬	CPI বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স	১০.১১.১২ (০১ কর্মদিবস)	সাংবাদিক	৩০	
০৭	পেশাগত দক্ষতা ও সেবার মান বৃদ্ধিকরণ বিষয়ক ট্রেনিং কোর্স	১৮.১১.১২ হতে ২২.১১.১২ পর্যন্ত	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী	৩০	
০৮	STATA Training Course	২৬.১১.১২ হতে ০৯.১২.১২ পর্যন্ত	১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	২৪	
০৯	ACR Writing প্রশিক্ষণ কোর্স	৩১.১২.১২ (০১ কর্মদিবস)	১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	৪৫	
১০	Project Planning Development & Management Training Course	০১-০১-২০১৩ হতে ১৪-০১-২০১৩ পর্যন্ত	১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	২৫	
১১	ওরিয়েন্টশন ট্রেনিং কোর্স	১৬-০১-২০১৩ হতে ১৭-০১-২০১৩ পর্যন্ত	১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	১১	
১২	ওরিয়েন্টশন ট্রেনিং কোর্স	২০-০১-২০১৩ হতে ২৪-০১-২০১৩ পর্যন্ত	১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	১১	
১৩	মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স	০৩-০২-২০১৩ হতে ১৪-০৩-২০১৩ পর্যন্ত	১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	১৭	NAPD এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়
১৪	Office Automation Course	১০-০২-২০১৩ হতে ১৪-০২-২০১৩ পর্যন্ত	১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	২৪	
১৫	পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ এবং UN Fundamental Principles of Official Statistics বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	০৭-০৪-২০১৩ (০১ কর্মদিবস)	সাংবাদিক	৩০	
১৬	সচিবালয় নির্দেশিকা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	১১-০৪-২০১৩ (০১ কর্মদিবস)	১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	২০	
১৭	তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩০-০৫-২০১৩ (০১ কর্মদিবস)	১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	৩০	
১৮	ইউএসও/এএসও দের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স (ব্যাচ-১)	০২-০৬-২০১৩ হতে ০৬-০৬-২০১৩ পর্যন্ত	২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা	৩০	
১৯	ইউএসও/এএসও দের মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স (ব্যাচ-২)	০৯-০৬-২০১৩ হতে ১৩-০৬-২০১৩ পর্যন্ত	২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা	৩০	
	মোট			**৫০০ জন**	

আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অব্যাহতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে আবাসিক সুবিধা সম্বলিত একটি স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য উপাত্ত ব্যবহারকারীদেরকে বিবিএস এর বিভিন্ন উইং এর কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিতকরণের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে।

১০.২ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা

১। ২৬/০৭/২০১২ হতে ১২ কর্মদিবস বিআরটিসির ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে বেসিক ড্রাইভিং (হালকা) কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের তালিকাঃ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)	পদবী	কর্মস্থল
১	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন চৌধুরী	উপসচিব (অধিশাখা-০৩)	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
২	বেগম শাহনুন নেছা	উপসচিব (উন্নয়ন-০১)	,,
৩	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	পরিচালক	এসএসটিআই
৪	জনাব অসীম কুমার দে	পরিচালক	সেন্সাস উইং
৫	জনাব আবদুল্যাহ হারুন পাশা	পরিচালক	ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং
৬	জনাব সত্য রঞ্জন মন্ডল	পরিচালক	ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং
৭	জনাব মোঃ সামছুল আলম	পরিচালক	ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং
৮	জনাব জাফর আহাম্মদ খান	যুগ্ম-পরিচালক	সেন্সাস উইং
৯	জনাব ঘোষ সুবব্রত	যুগ্ম-পরিচালক	এফএ এন্ড এমআইএস
১০	জনাব আবুল কালাম আজাদ	যুগ্ম-পরিচালক	ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং

২। ২৬/০৮/২০১২ হতে ০৬/০৯/২০১২ পর্যন্ত ১০ (দশ) দিনব্যাপী Computer Basic Training কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের নামের তালিকাঃ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)	পদবী	কর্মস্থল	মন্তব্য
১	জনাব মোঃ ছানাউল্লাহ	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক	ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং	ল্যাব-২
২	বেগম নাছিমা গুলশান	অফিস সহকারী-কাম-সিও	,,	,,
৩	বেগম লায়লা খানম	অফিস সহকারী-কাম-সিও	,,	,,
৪	বেগম নাসরিন পারভীন	অফিস সহকারী-কাম-সিও	,,	,,
৫	জনাব এ এস এম বেলাল হোসেন	অফিস সহকারী	,,	,,
৬	জনাব মোঃ আবদুস ছবুর	স্টেনোগ্রাফার-কাম-সিও	ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং	,,
৭	জনাব মোঃ তৈয়বুর রহমান	স্টেনো-টাইপিস্ট-কাম-সিও	,,	,,
৮	জনাব মোঃ আইয়ুব আলী	স্টেনো-টাইপিস্ট-কাম-সিও	,,	,,
৯	জনাব মোঃ ফারুক হোসেন মৃধা	অফিস সহকারী	,,	,,
১০	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	অফিস সহকারী-কাম-সিও	,,	,,
১১	জনাব মোহাঃ শরিফুল ইসলাম	কম্পিউটার অপারেটর	ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং	,,
১২	জনাব মোঃ মনির হোসেন	অফিস সহকারী-কাম-সিও	,,	,,
১৩	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	পরিসংখ্যান তদন্তকারী	,,	,,
১৪	জনাব মোঃ ফয়েজ উল্যাহ	পরিসংখ্যান তদন্তকারী	,,	,,

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)	পদবী	কর্মস্থল	মন্তব্য
১৫	বেগম দিলরুবা রহমান	পরিসংখ্যান তদন্তকারী	,,	,,
১৬	বেগম মারুফা ইয়াসমিন (তিশা)	জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী	আরএসও অফিস, ঢাকা	,,
১৭	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান খান	থানা পরিসংখ্যানবিদ	,,	,,
১৮	জনাব আবদুল বারী মোল্লা	ইসিএ	কম্পিউটার উইং	,,
১৯	জনাব মোঃ আমিনুর রহমান মিঞা	ইসিএ	,,	,,
২০	মোহাম্মদ আবুল বরকত ভূইয়া	ডিইও	,,	,,
২১	জনাব দেওয়ান সাইদুর রহমান	ডিই/সিও	,,	,,
২২	জনাব এ এম এম রেজাউল করিম	ডিই/সিও	,,	,,
২৩	জনাব মোঃ তৌহিদুল আনোয়ার	ডিই/সিও	,,	,,
২৪	জনাব মোঃ আঃ হামিদ চৌধুরী	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক	এগ্রিকালচার উইং	,,
২৫	জনাব এ,কে,এম আকতার হোসেন	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক	এগ্রিকালচার উইং	ল্যাব-৩
২৬	জনাব নুরুল হুদা	অফিস সহকারী-কাম-সিও	,,	,,
২৭	জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন	ইনুমারেটর	,,	,,
২৮	জনাব মোঃ আবু নাসির	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	,,	,,
২৯	জনাব এস,এম,আকতারুজ্জামান	কম্পিউটার অপারেটর	স্ট্যাটিসটিক্যাল স্টাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	,,
৩০	জনাব মোঃ বজলুর রশীদ	হিসাব রক্ষক	,,	,,
৩১	জনাব কে,এম, মেহবুব-উর-রশীদ	উচ্চমান সহকারী	,,	,,
৩২	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম	পরিসংখ্যান তদন্তকারী	,,	,,
৩৩	জনাব মোঃ একরাম উদ্দিন	অফিস সহকারী	,,	,,
৩৪	জনাব তোফায়েল আহমদ	উচ্চমান সহকারী	সেন্সাস উইং	,,
৩৫	জনাব মোঃ আবুল বাসার	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক	,,	,,
৩৬	জনাব মোঃ নুরুল আবছার	মুদ্রাক্ষরিক-কাম-সিও	,,	,,
৩৭	জনাব মোঃ ওয়াজিদুর রহমান	ডিই/সিও	,,	,,
৩৮	জনাব মোহাম্মদ হানিফ	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক	,,	,,
৩৯	বেগম মনোয়ারা বেগম	উচ্চমান সহকারী	এফএ এন্ড এমআইএস	,,
৪০	জনাব মোঃ আওলাদ হোসেন	উচ্চমান সহকারী	,,	,,
৪১	জনাব মোঃ শাহজাহান	অফিস সহকারী কাম সিও	,,	,,
৪২	জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম	ইনুমারেটর	,,	,,
৪৩	জনাব মোঃ কোরবান আলী	ইলেকট্রিশিয়ান	,,	,,
৪৪	জনাব মোঃ আলীমুল আজীম	সহকারী হিসাব রক্ষক	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	,,
৪৫	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	অফিস সহকারী কাম সিও	,,	,,
৪৬	জনাব মোঃ শাহানুর ঢালী	অফিস সহকারী কাম সিও	,,	,,
৪৭	জনাব মোঃ ইমদাদুল হক	কম্পিউটার অপারেটর	,,	,,
৪৮	জনাব মোঃ মিরাজ মিয়া	অফিস সহকারী	,,	,,

৩। ১৩/০৯/২০১২ তারিখে ০১ (এক) দিনব্যাপী Financial Management বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তালিকাঃ

ক্রমিক	নাম (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)	পদবী	কর্মস্থল
১	জনাব এ কে এম আশরাফুল হক	উপ-পরিচালক	ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং
২	জনাব মোঃ ফারুক হোসেন মৃধা	হিসাব রক্ষক (ভারপ্রাপ্ত)	,,
৩	জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ মিয়া	অফিস সহকারী	,,
৪	জনাব মোঃ মোস্তফা	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং
৫	জনাব মোঃ আবুল কাশেম	হিসাব রক্ষক	,,
৬	বেগম নাসরিন পারভীন	অফিস সহকারী	,,
৭	বেগম হাবিবা সরকার	এএসও	কম্পিউটার উইং
৮	বেগম বিল জাহান সুলতানা	উচ্চমান সহকারী	,,
৯	জনাব মৃর্ণাল কান্তি সাহা	জেএসএ	,,
১০	জনাব মোঃ বজলুর রহমান	হিসাব রক্ষক	ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং
১১	জনাব মোঃ শাহীনুল আলম	ক্যাশিয়ার	,,
১২	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম	স্টোর কিপার	,,
১৩	জনাব হোসেন আহমেদ সোহরাওয়াদী	এএসও	এফএ এন্ড এমআইএস
১৪	জনাব মোঃ আব্দুল হাই	হিসাব রক্ষক	,,
১৫	জনাব মোঃ আমিনুল ফাত্তাহ	হিসাব রক্ষক	,,
১৬	জনাব মোঃ আব্দুর রব	অফিস সহকারী	,,
১৭	জনাব মোঃ আবদুল্লাহ	ক্যাশিয়ার	এফএ এন্ড এমআইএস
১৮	জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাদির মিয়া	উপ-পরিচালক (প্রশাঃ)	সেন্সাস উইং
১৯	জনাব আর্শাদুজ্জামান	হিসাব রক্ষক	,,
২০	জনাব তোফায়েল আহমদ	উচ্চমান সহকারী	,,
২১	জনাব জিএম তোফায়েল হোসেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	এগ্রিকালচার উইং
২২	জনাব মোহাম্মদ হোসেন	উচ্চমান সহকারী	,,
২৩	জনাব মোঃ শাহজাহান	অফিস সহকারী	,,
২৪	জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন	এএসও	এসএসটিআই
২৫	জনাব মোঃ একরাম উদ্দিন	অফিস সহকারী	,,
২৬	জনাব কেএম মেহবুব-উর-রশীদ	উচ্চমান সহকারী	,,
২৭	জনাব মোঃ আবুল খায়ের	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
২৮	জনাব মোঃ আলীমুল আজীম	সহকারী হিসাব রক্ষক	,,
২৯	জনাব মোঃ রাসেল মিয়া	ক্যাশিয়ার	,,
৩০	জনাব সৈয়দ আহমেদ	ক্যাশ সরকার	,,

৪। ১৬/০৯/২০১২ হতে ২৭/০৯/২০১২ তারিখ পর্যন্ত ১০ (দশ) দিনব্যাপী Public Procurement Management প্রশিক্ষণ কোর্সে মনোনীত কর্মকর্তাদের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)	পদবী	কর্মস্থল
১	জনাব ঘোষ সুব্রত	যুগ্ম-পরিচালক	সেন্সাস উইং
২	ড. দিপংকর রায়	উপ-পরিচালক	,,
৩	জনাব আলাউদ্দিন আল আজাদ	উপ-পরিচালক	,,
৪	জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাদির মিয়া	উপ-পরিচালক	,,
৫	জনাব আব্দুর রহিম	উপ-পরিচালক	,,
৬	জনাব আবুল কালাম আজাদ	যুগ্ম-পরিচালক	ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং
৭	জনাব জিয়া উদ্দিন আহমেদ	উপ-পরিচালক	,,
৮	জনাব নাসির উদ্দিন আহম্মেদ	উপ-পরিচালক	,,
৯	জনাব মোঃ সাহাবুদ্দীন সরকার	উপ-পরিচালক	,,
১০	বেগম সালমা হাসনায়েন	উপ-পরিচালক	,,
১১	জনাব মোঃ জাহিদুল হক সদরদার	যুগ্ম-পরিচালক	কম্পিউটার উইং
১২	জনাব যতন কুমার সাহা	সিস্টেম এনালিস্ট	,,
১৩	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	সিস্টেম এনালিস্ট	,,
১৪	জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন	সিনিয়র প্রোগ্রামার	,,
১৫	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম	প্রোগ্রামার	,,
১৬	জনাব জাফর আহাম্মদ খান	যুগ্ম-পরিচালক	এফএ এন্ড এমআইএস
১৭	বেগম মোছাঃ মাকসুদা শিল্পী	উপ-পরিচালক	,,
১৮	জনাব মোঃ হেফজুর রহমান	উপ-পরিচালক	,,
১৯	জনাব মোঃ মীর হোসেন	উপ-পরিচালক	,,
২০	জনাব মোঃ এনামুল হক	মেইনট্যান্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	,,
২১	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	,,
২২	জনাব এ কে এম তাহিদুল ইসলাম	উপ-পরিচালক	ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং
২৩	জনাব এ কে এম ফজলুল হক	উপ-পরিচালক	,,
২৪	জনাব সেলিমা সুলতানা	পরিচালক	এগ্রিকালচার উইং
২৫	জনাব নূরউদ্দীন আহম্মদ	যুগ্ম-পরিচালক	,,
২৬	জনাব বিধান বড়াল	উপ-পরিচালক	,,
২৭	জনাব এ কে এম আশরাফুল হক	উপ-পরিচালক	ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং
২৮	জনাব মোঃ আক্তার হোসেন	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	,,
২৯	জনাব জি এম মনসুর রহমান	উপসচিব (প্রশাসন)	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৩০	জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন	সিনিয়র সহকারী সচিব	,,

৫। ১৭/১০/২০১২ হতে ২৩/১০/২০১২ তারিখ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী Financial Management প্রশিক্ষণ কোর্সে মনোনীত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকাঃ

ক্রমিক	নাম (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)	পদবী	কর্মস্থল
১	জনাব হোসেন আহমেদ সোহরওয়ার্দী	এএসও	এফএএন্ডএমআইএস
২	জনাব মোঃ আমিনুল ফাত্তাহ	হিসাবরক্ষক	,,
৩	জনাব মোঃ আব্দুল হাই	,,	,,
৪	জনাব মোঃ আব্দুল হাই শাহ	,,	,,
৫	জনাব তাহের হোসেন	ক্যাশিয়ার	,,
৬	জনাব মোঃ আব্দুল্ল্যাহ	-ঐ-	,,
৭	জনাব মোঃ আব্দুর রব	হিসাব রক্ষক (চলতি দায়িত্ব)	,,
৮	জনাব মোঃ হেদায়েত উল্ল্যাহ	এসএ	আরডিপি শাখা
৯	জনাব ফেরদৌস কবীর	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং
১০	জনাব মোঃ বজলুর রহমান	হিসাব রক্ষক	,,
১১	জনাব মোঃ শাহীনুল আলম	ক্যাশিয়ার	,,
১২	জনাব জিএম তোফায়েল হোসেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	এগ্রিকালচার উইং
১৩	জনাব মোঃ শাহজাহান	অফিস সহকারী	,,
১৪	জনাব মোঃমোস্তফা	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং
১৫	জনাব মোঃ আবুল কাশেম	উচ্চমান সহকারী	,,
১৬	জনাব মোঃ তৈয়বুর রহমান	স্টেনো-টাইপিস্ট কাম সিও	ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবারউ ইং
১৭	জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলামহা ওলাদার	এসআই	,,
১৮	জনাব মোঃ মুসলিম মিয়া	ক্যাশিয়ার	কম্পিউটার উইং
১৯	জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন	এএসও	এসএসটিআই
২০	জনাব মোঃ বজলুর রশীদ	হিসাব রক্ষক	,,
২১	জনাব কে এম মেহবুব-উর-রশীদ	উচ্চমান সহকারী	,,
২২	জনাব মোঃ আলীমুল আজীম	সহকারী হিসাব রক্ষক	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
২৩	জনাব মোঃ রাসেলমিয়া	ক্যাশিয়ার	,,
২৪	জনাব মোঃ নাজমুর রশীদ	ডিই/সিও	সেন্সাস উইং
২৫	জনাব শফিকুল ইসলাম খান	জেএসএ	,,

৬। **১০/১১/২০১২ তারিখ ০১ (এক) দিনব্যাপী সাংবাদিকদের CPI বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্সে মনোনীত সাংবাদিকদের তালিকাঃ**

ক্রমিক	নাম (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)	পদবী	কর্মস্থল
১.	জনাব হামিদ-উজ-জামান (মামুন)	রিপোর্টার	দৈনিক জনকণ্ঠ
২.	জনাব জসীম উদ্দীন হারুন	রিপোর্টার	ফাইনানসিয়াল এক্সপ্রেস
৩.	জনাব আতিক বাবু	রিপোর্টার	চ্যানেল-২৪
৪.	জনাব আরিফুর রহমান	রিপোর্টার	কালের কন্ঠ
৫.	জনাব জসীম উদ্দীন	রিপোর্টার	নিউএজ
৬.	জনাব সাইফুদ্দিন	রিপোর্টার	সকালের খবর
৭.	জনাব জাফর আহমেদ	রিপোর্টার	সমকাল
৮.	জনাব খান এ মামুন	রিপোর্টার	বণিক বার্তা
৯.	জনাব জাহাংগীর শাহ	রিপোর্টার	প্রথমআলো
১০.	জনাব জাগরণ চাকমা	রিপোর্টার	দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট
১১.	জনাব সোহেল পারভেজ	রিপোর্টার	ডেইলি স্টার
১২.	জনাব শাওন হাসনাত	রিপোর্টার	Independent TV
১৩.	জনাব নাজিবুল্লাহ বেগ	রিপোর্টার	Desh TV
১৪.	জনাব মফিজুল সাদিক	রিপোর্টার	বাংলানিউজ
১৫.	জনাব হাসান মাহমুদ	রিপোর্টার	ntv
১৬.	জনাব সাদরুল হাসান	রিপোর্টার	UNB
১৭.	জনাব আবদুর রহিম হার মাছি	রিপোর্টার	বিডিনিউজ-২৪, ডটকম
১৮.	জনাব মাজাহারুল আনোয়ার খান	রিপোর্টার	বাসস
১৯.	জনাব খালেদ	রিপোর্টার	GTV
২০.	জনাব রেজাউল করিম	রিপোর্টার	আমারদেশ
২১.	জনাব আলাউদ্দিন চৌধুরী	রিপোর্টার	ইত্তেফাক
২২.	জনাব মামুন আবদুল্লাহ	রিপোর্টার	যুগান্তর
২৩.	জনাব হামিদ সরকার	রিপোর্টার	নয়াদিগন্ত
২৪.	জনাব গোলাম কাদির রবু	রিপোর্টার	ATN NEWS
২৫.	জনাব মির্জা আহমেদ	রিপোর্টার	মাছরাংগা টিভি
২৬.	বেগম শারমিন আজাদ	রিপোর্টার	চ্যানেল আই
২৭.	জনাব আবুল কালাম আজাদ	রিপোর্টার	বাংলাবাজার
২৮.	জনাব শরীফ নিয়ার	রিপোর্টার	ETV
২৯.	জনাব দিবাশীষ	রিপোর্টার	সময়টিভি
৩০.	জনাব সালাহ উদ্দিন টিটো	রিপোর্টার	মানবকন্ঠ

৭। ১৮/১১/১২-২২/১১/১২ তারিখ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী পেশাগত দক্ষতা ও সেবার মান বৃদ্ধিকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের নামের তালিকাঃ

ক্রমিক	নাম (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)	পদবী	কর্মস্থল
১.	জনাব মোঃ আব্দুস সালাম	এমএলএসএস	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
২.	বেগম হনুফা আক্তার	এমএলএসএস	,,
৩.	জনাব মোঃ জাহাংগীর আলম	এমএলএসএস	,,
৪.	জনাব মোঃ হান্নান আলী শেখ	চৌকিদার	মহাপরিচালকের দপ্তর
৫.	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	এমএলএসএস	,,
৬.	জনাব আব্দুল খালেদ	চৌকিদার	,,
৭.	জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ ভুইয়া	এমএলএসএস	উপ-মহাপরিচালকের দপ্তর
৮.	জনাব মোঃ আবু মাসুক	এমএলএসএস	,,
৯.	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	এমএলএসএস	এফএ এন্ড এমআইএস
১০.	জনাব আনোয়ার হোসেন	ঝাড়ুদার	,,
১১.	জনাব মনোয়ারা বেগম	ঝাড়ুদার	,,
১২.	জনাব গোলাম মাওলা মজুমদার	লোডার	,,
১৩.	জনাব মোঃ তোতা মিয়া	অফিস গার্ড	,,
১৪.	জনাব বিমল কৃষ্ণ দাস	ক্লিনার	,,
১৫.	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান	এমএলএসএস	,,
১৬.	জনাব মোঃ আব্দুল মুন্নাফ	এমএলএসএস	এফএ এন্ড এমআইএস (আরডিপি)
১৭.	জনাব মোঃ কামাল হোসেন	এমএলএসএস	,,
১৮.	জনাব মোঃ মাদবর আলী	এমএলএসএস	,,
১৯.	জনাব মোঃ আবুল কালাম	পাঁচক	এসএসটিআই
২০.	জনাব মোঃ মনতাজ উদ্দিন	এমএলএসএস	সেন্সাস উইং
২১.	জনাব নিত্যলাল চন্দ্র দাস	এমএলএসএস	কম্পিউটার উইং
২২.	জনাব মোঃ আবুল বাশার ভুইয়া	এমএলএসএস	এগ্রিকালচার উইং
২৩.	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম	এমএলএসএস	ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং
২৪.	জনাব মোঃ জাহাংগীর হোসেন	এমএলএসএস	ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং
২৫.	জনাব মোঃ অলি উল্লাহ	এমএলএসএস	,,
২৬.	জনাব আবুল হাসেম	অফিস গার্ড	ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং
২৭.	জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন	গেঃ অপারেটর	,,
২৮.	জনাব মোঃ আব্দুর রব	দপ্তরী	,,
২৯.	বেগম বিউটি বেগম	এমএলএসএস	,,
৩০.	জনাব মোঃ সরোয়ার হোসেন খান	চেইনম্যান	আরএসও অফিস, ঢাকা।

৮। ২৬/১১/১২-০৯/১২/১২ তারিখ পর্যন্ত ১০ (দশ) দিনব্যাপী STATA প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের তালিকাঃ

ক্রমিক	নাম (জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নহে)	পদবী	কর্মস্থল
০১	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান	উপ-পরিচালক	ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং
০২	জনাব মোঃ সাহাবুদ্দীন সরকার	উপ-পরিচালক	,,
০৩	জনাব তোফায়েল আহমদ	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	,,
০৪	জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান	প্রোগ্রামার	,,
০৫	বেগম সোনিয়া আরেফিন	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	,,
০৬	জনাব আমজাদ হোসেন	উপ-পরিচালক	এফএ এন্ড এমআইএস
০৭	বেগম রেশমা জেসমিন ইভা	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	,,
০৮	বেগম আজিজা রহমান	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং
০৯	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	,,
১০	বেগম আসমা আখতার	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	,,
১১	জনাব মোঃ তাহিদুল ইসলাম	উপ-পরিচালক	ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং
১২	জনাব মোয়াজ্জেম হেসেন	সিনিয়র প্রোগ্রামার	কম্পিউটার উইং
১৩	জনাব মোঃ কারামত আলী	সিনিয়র প্রোগ্রামার	,,
১৪	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম	প্রোগ্রামার	,,
১৫	জনাব মোঃ ফারুক সোহেল	প্রোগ্রামার	,,
১৬	বেগম মোসাম্মৎ সাঈদা বেগম	প্রোগ্রামার	,,
১৭	ড. সাফাতউল্লাহ	প্রোগ্রামার	,,
১৮	জনাব মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	,,
১৯	জনাব মোঃ আবদুর রব ঢালী	উপ-পরিচালক	এসএসটিআই
২০	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	,,
২১	জনাব মোঃ সেলিমুর রহমান	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	সেন্সাস উইং
২২	জনাব মোঃ নাজমুল হক	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	,,
২৩	জনাব তাহমিদ হাসনাত খান	উপসচিব	পরিসংখ্যান এ তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
২৪	খেনচান	সিনিয়র সহকারী সচিব	,,

৯। ৩১/১২/২০১২ তারিখে ০১ (এক) দিনব্যাপী ACR Writing বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের তালিকাঃ

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)	পদবী	কর্মস্থল	মন্তব্য
১	ডাঃ মোঃ আবদুল জলিল	যুগ্ম-সচিব	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	
২	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	উপ-মহাপরিচালক	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো	
৩	জনাব জিএম মনসুর রহমান	উপসচিব (প্রশাসন)	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	
৪	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন চৌধুরী	উপসচিব	,,	
৫	বেগম শাহনুন নেছা	উপসচিব	,,	
৬	জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান	উপসচিব	,,	
৭	জনাব তাহমিদ হাসনাত খান	উপসচিব	,,	
৮	জনাব এজেএম সালাউদ্দিন নাগরী	সিনিয়র সহকারী সচিব	,,	
৯	জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন	সিনিয়র সহকারী সচিব	,,	
১০	খেনচান	সিনিয়র সহকারী সচিব	,,	
১১	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	পরিচালক	এসএসটিআই	
১২	বেগম আজিজা পারভীন	পরিচালক	কম্পিউটার উইং	
১৩	জনাব আবদুল্যাহ হারুন পাশা	পরিচালক	ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং	
১৪	জনাব মোঃ সামছুল আলম	পরিচালক	ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং	
১৫	জনাব সত্য রঞ্জন মন্ডল	পরিচালক	ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং	
১৬	জনাব জাফর আহাম্মদ খান	যুগ্ম-পরিচালক	এফএ এন্ড এমআইএস	
১৭	জনাব আবুল কালাম আজাদ	যুগ্ম-পরিচালক	ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং	
১৮	জনাব ঘোষ সুবব্রত	যুগ্ম-পরিচালক	সেন্সাস উইং	
১৯	জনাব মোঃ জাহিদুল হক সরদার	যুগ্ম-পরিচালক	কম্পিউটার উইং	
২০	জনাব দিলীপ কুমার ভদ্র	যুগ্ম-পরিচালক	ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং	
২১	জনাব মোঃ আবদুর রব ঢালী	উপ-পরিচালক	এসএসটিআই	
২২	বেগম মোছাঃ মাকছুদা শিল্পী	উপ-পরিচালক	এগ্রিকালচার উইং	
২৩	জনাব মোঃ দিলদার হোসেন	উপ-পরিচালক	ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং	
২৪	জনাব মাহফুজুল ইসলাম	উপ-পরিচালক	এফএ এন্ড এমআইএস	
২৫	জনাব মোঃ হেফজুর রহমান	উপ-পরিচালক	,,	
২৬	জনাব আলাউদ্দিন আল আজাদ	উপ-পরিচালক	সেন্সাস উইং	
২৭	জনাব আব্দুর রহিম	উপ-পরিচালক	,,	
২৮	জনাব বিধান বড়াল	উপ-পরিচালক	এগ্রিকালচার উইং	
২৯	জনাব এ কে এম ফজলুল হক	উপ-পরিচালক	ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং	
৩০	জনাব জিয়া উদ্দিন আহমেদ	উপ-পরিচালক	ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং	
৩১	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান	উপ-পরিচালক	,,	
৩২	জনাব মোঃ সাহাবুদ্দীন সরকার	উপ-পরিচালক	,,	
৩৩	জনাব আবদুল খালেক	উপ-পরিচালক	,,	
৩৪	জনাব এ কে এম আশরাফুল হক	উপ-পরিচালক	ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং	
৩৫	জনাব কবির উদ্দিন আহাম্মদ	উপ-পরিচালক	,,	
৩৬	জনাব মোঃ এমদাদুল হক	উপ-পরিচালক	ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং	
৩৭	জনাব নূরউদ্দিন আহম্মদ	যুগ্ম-পরিচালক	এগ্রিকালচার উইং	
৩৮	জনাব মোঃ মাসুদ আলম	উপ-পরিচালক	ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং	
৩৯	জনাব যতন কুমার সাহা	সিস্টেম এনালিস্ট	কম্পিউটার উইং	
৪০	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	সিস্টেম এনালিস্ট	,,	
৪১	জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন	সিনিয়র প্রোগ্রামার	,,	
৪২	জনাব মোঃ কারামত আলী	সিনিয়র প্রোগ্রামার	,,	
৪৩	জনাব এ কে এম তাহিদুল ইসলাম	উপ-পরিচালক	ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং	
৪৪	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	উপ-পরিচালক	,,	
৪৫	জনাব মোঃ এনামুল হক	মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	এফএ এন্ড এমআইএস	

১০। **০১/০১/২০১৩ হতে ১৪/০১/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত Project Planning Development & Management শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে মনোনীত কর্মকর্তাদের তালিকাঃ**

ক্রমিক	নাম (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)	পদবী	কর্মস্থল
১	বেগম শাহনুন নেছা	উপসচিব (উন্নয়ন)	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
২	জনাব এজেএম সালাউদ্দিন নাগরী	সিনিয়র সহকারী সচিব	,,
৩	জনাব দিলীপ কুমার ভদ্র	যুগ্ম-পরিচালক	ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং
৪	জনাব এ কে এম আশরাফুল হক	উপ-পরিচালক	,,
৫	জনাব এ কে এম তাহিদুল ইসলাম	উপ-পরিচালক	ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং
৬	জনাব মো: শহিদুল ইসলাম খান	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	,,
৭	জনাব আবুল কালাম আজাদ	যুগ্ম-পরিচালক	ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং
৮	জনাব জিয়াউদ্দিন আহমেদ	উপ-পরিচালক	,,
৯	জনাব মোঃ সাহাবউদ্দিন সরকার	উপ-পরিচালক	,,
১০	জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ	উপ-পরিচালক	,,
১১	জনাব সালমা হাসনায়েন	উপ-পরিচালক	,,
১২	জনাব আবদুল খালেক	উপ-পরিচালক	,,
১৩	জনাব তোফায়েল আহমদ	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	,,
১৪	জনাব মো: জাহিদুল হক সরদার	যুগ্ম-পরিচালক	কম্পিউটার উইং
১৫	জনাব মো: মোয়াজ্জেম হোসেন	সিনিয়র প্রোগ্রামার	,,
১৬	জনাব যতন কুমার সাহা	সিস্টেম এনালিষ্ট	,,
১৭	বেগম মোছাঃ মাকছুদা শিল্পী	উপ-পরিচালক	এগ্রিকালচার উইং
১৮	জনাব মো: আখতার হাসান খান	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	,,
১৯	জনাব ঘোষ সুবব্রত	যুগ্ম-পরিচালক	সেন্সাস উইং
২০	জনাব মোঃ আব্দুর রহিম	উপ-পরিচালক	,,
২১	জনাব গোলাম মোস্তফা	উপ-পরিচালক	,,
২২	জনাব মোঃ আবদুর রব ঢালী	উপ-পরিচালক	এসএসটিআই
২৩	জনাব মোঃ মাহফুজুল ইসলাম	উপ-পরিচালক	এফএ এন্ড এমআইএস
২৪	জনাব মোঃ হেফজুর রহমান	উপ-পরিচালক	,,
২৫	জনাব আমজাদ হোসেন	উপ-পরিচালক	,,

১১। ১৬/০১/২০১৩ হতে ১৭/০১/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ০২ (দুই) দিনব্যাপী Orientation Training Course শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে মনোনীত কর্মকর্তাদের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম (জেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)	পদবী	কর্মস্থল
১	জনাব ইমরান হোসেন প্রধান	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
২	জনাব মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান	,,	,,
৩	জনাব মোঃ মোবারক হোসেন	,,	,,
৪	বেগম আকলিমা খাতুন	,,	,,
৫	বেগম ইসরাত জাহান নাছরিন	,,	,,
৬	জনাব মোঃ শাহ আলম	,,	,,
৭	জনাব মাকসুদুর রহমান	,,	,,
৮	জনাব মোঃ রেজাউল করিম	,,	,,
৯	বেগম মাহ্নুমা রহমান	,,	,,
১০	বেগম নন্দিনী দেব	,,	,,
১১	বেগম ফারহানা সুলতানা	,,	,,

১২। ২০/০১/২০১৩ হতে ২৪/০১/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী Orientation Training Course শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে মনোনীত কর্মকর্তাদের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম (জেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)	পদবী	কর্মস্থল
১	জনাব ইমরান হোসেন প্রধান	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
২	জনাব মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান	,,	,,
৩	জনাব মোঃ মোবারক হোসেন	,,	,,
৪	বেগম আকলিমা খাতুন	,,	,,
৫	বেগম ইসরাত জাহান নাছরিন	,,	,,
৬	জনাব মোঃ শাহ আলম	,,	,,
৭	জনাব মাকসুদুর রহমান	,,	,,
৮	জনাব মোঃ রেজাউল করিম	,,	,,
৯	বেগম মাহ্নুমা রহমান	,,	,,
১০	বেগম নন্দিনী দেব	,,	,,
১১	বেগম ফারহানা সুলতানা	,,	,,

১৩। ০৩/০২/২০১৩ হতে ১৪/০৩/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) সপ্তাহব্যাপী জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিতে অনুষ্ঠিতব্য মৌলিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তাদের নামের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম (জেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)	পদবী	কর্মস্থল
১	জনাব ইমরান হোসেন প্রধান	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
২	জনাব মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান	,,	,,
৩	জনাব মোঃ মোবারক হোসেন	,,	,,
৪	বেগম আকলিমা খাতুন	,,	,,
৫	বেগম ইসরাত জাহান নাছরিন	,,	,,
৬	জনাব মোঃ শাহ আলম	,,	,,
৭	জনাব মাকসুদুর রহমান	,,	,,
৮	জনাব মোঃ রেজাউল করিম	,,	,,
৯	বেগম মাহ্নুমা রহমান	,,	,,
১০	বেগম নন্দিনী দেব	,,	,,
১১	বেগম ফারহানা সুলতানা	,,	,,
১২	জনাব মোঃ এনামুল হক	,,	,,
১৩	বেগম শায়লা শারমীন	,,	,,
১৪	বেগম আয়েশা আক্তার মিলি	,,	,,
১৫	বেগম সোনিয়া আরেফিন	,,	,,
১৬	জনাব প্রতীক ভট্টাচার্য্য	,,	,,
১৭	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	,,	,,

১৪। ১০/০২/২০১৩ হতে ১৪/০২/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ০৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী Office Automation Training Course- এ মনোনীত কর্মকর্তাদের তালিকা:

ক্রমিকনং	কর্মকর্তার নাম (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)	পদবী	কর্মস্থল
০১	জনাব মো: তসলীমুল ইসলাম	উপসচিব (উন্নয়ন-২)	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
০২	জনাব তাহমিদ হাসনাত খান	উপসচিব (অধিশাখা-৩)	,,
০৩	জনাব আবুল কালাম আজাদ	যুগ্ম-পরিচালক	ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং
০৪	জনাব জিয়া উদ্দিন আহমেদ	যুগ্ম-পরিচালক	,,
০৫	জনাব নাসির উদ্দিন আহম্মেদ	উপ-পরিচালক	"
০৬	বেগম সালমা হাসনায়েন	,,	,,
০৭	জনাব মো: তোফায়েল আহমদ	,,	"
০৮	জনাব মো: আব্দুল আলীম	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	,,
০৯	জনাব মো: মোয়াজ্জেম হোসেন	সিনিয়র প্রোগ্রামার	কম্পিউটার উইং
১০	জনাব মো: ফারুক সোহেল	প্রোগ্রামার	,,
১১	জনাব মো: আহসান কবীর	,,	"
১২	জনাব এ কে এম আশরাফুল হক	উপ-পরিচালক	ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবারউ ইং
১৩	জনাব মো: মাকসুদ হোসেন	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	ডেমোগ্রাফি এন্ড হেল্থ উইং
১৪	জনাব ঘোষ সুবব্রত	পরিচালক	সেন্সাস উইং
১৫	জনাব মো: গোলাম মোস্তফা	উপ-পরিচালক	,,
১৬	জনাব মো: আরিফুল ইসলাম	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	"
১৭	জনাব মো: মাহফুজুল ইসলাম	উপ-পরিচালক	এফএ এন্ড এমআইএস
১৮	জনাব মো: হেফজুর রহমান	,,	,,
১৯	জনাব আমজাদ হোসেন	,,	"
২০	জনাব মো: ওসমান গনি	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	,,
২১	বেগম মোছাঃ মাকছুদা শিল্পী	উপ-পরিচালক	এগ্রিকালচার উইং
২২	জনাব মো: সাইদুর রহমান	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	,,
২৩	জনাব মো: আবদুর রব ঢালী	উপ-পরিচালক	এসএসটিআই
২৪	জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	,,

১৫। ০৭/০৪/২০১৩ তারিখে ০১ (এক) দিনব্যাপী পরিসংখ্যান আইন-২০১৩ এবং UN Fundamental Principles of Official Statistics বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে মনোনীত সাংবাদিকদের তালিকাঃ

ক্রমিক	নাম (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)	পদবী	কর্মস্থল
১	জনাব হামিদ-উজ-জামান (মামুন)	রিপোর্টার	দৈনিক জনকন্ঠ
২	জনাব জসীম উদ্দীন হারুণ	রিপোর্টার	ফাইনানসিয়াল এক্সপ্রেস
৩	জনাব আতিক বাবু	রিপোর্টার	চ্যানেল-২৪
৪	জনাব আরিফুর রহমান	রিপোর্টার	কালের কন্ঠ
৫	জনাব জসীম উদ্দীন	রিপোর্টার	নিউএজ
৬	জনাব সাইফুদ্দিন	রিপোর্টার	সকালের খবর
৭	জনাব জাফর আহমেদ	রিপোর্টার	সমকাল
৮	জনাব খান এ মামুন	রিপোর্টার	বণিক বার্তা
৯	জনাব জাহাংগীর শাহ	রিপোর্টার	প্রথম আলো
১০	জনাব জাগরন চাকমা	রিপোর্টার	দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট
১১	জনাব সোহেল পারভেজ	রিপোর্টার	ডেইলি স্টার
১২	জনাব শাওন হাসনাত	রিপোর্টার	Independent TV
১৩	জনাব নাজিবুল্লাহ বেগ	রিপোর্টার	Desh TV
১৪	জনাব মফিজুল সাদিক	রিপোর্টার	বাংলা নিউজ
১৫	জনাব হাসান মাহমুদ	রিপোর্টার	*n*tv
১৬	জনাব সাদরুল হাসান	রিপোর্টার	UNB
১৭	জনাব আবদুর রহিম হারমাছি	রিপোর্টার	বিডি নিউজ-২৪.ডটকম
১৮	জনাব মাজাহারুল আনোয়ার খান	রিপোর্টার	বাসস
১৯	জনাব খালেদ	রিপোর্টার	GTV
২০	জনাব রেজাউল করিম	রিপোর্টার	আমার দেশ
২১	জনাব আলাউদ্দিন চৌধুরী	রিপোর্টার	ইত্তেফাক
২২	জনাব মামুন আবদুল্লাহ	রিপোর্টার	যুগান্তর
২৩	জনাব হামিদ সরকার	রিপোর্টার	নয়াদিগন্ত
২৪	জনাব গোলাম কাদির	রিপোর্টার	ATN NEWS
২৫	জনাব মির্জা আহমেদ	রিপোর্টার	মাছরাংগা টিভি
২৬	বেগম শারমিন আজাদ	রিপোর্টার	চ্যানেল আই
২৭	জনাব আবুল কালাম আজাদ	রিপোর্টার	বাংলাবাজার
২৮	জনাব শরীফ নিয়ার	রিপোর্টার	SATV
২৯	জনাব দেবাশীষ	রিপোর্টার	সময় টিভি
৩০	জনাব সালাহ উদ্দিন টিটো	রিপোর্টার	মানব কন্ঠ

১৬। ১১/০৪/২০১৩ তারিখে ০১ (এক) দিনব্যাপী সচিবালয় নির্দেশিকা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে মনোনীত কর্মকর্তাদের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)	পদবী	কর্মস্থল
১.	জনাব মোঃ মাহফুজুল ইসলাম	যুগ্ম-পরিচালক	বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
২.	জনাব জিয়া উদ্দিন আহমেদ	যুগ্ম-পরিচালক	,,
৩.	জনাব মোঃ হেফজুর রহমান	উপ-পরিচালক	এফএএন্ড এমআইএস
৪.	জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন	উপ-পরিচালক	,,
৫.	জনাব মোঃ আবু সুফিয়ান	সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	,,
৬.	জনাব হোসেন আহমেদ সোহরাওয়ার্দী	সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	,,
৭.	বেগম সুচিত্রা চক্রবর্তী	সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	,,
৮.	জনাব আঃ মান্নান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	,,
৯.	বেগম সালমা হাসনায়েন	উপ-পরিচালক	ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং
১০.	জনাব মোঃ জিয়াউল হক	সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	এফএ এন্ড এমআইএস
১১.	জনাব এ কে এম আনিসুর রহমান	উপ-পরিচালক	ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং
১২.	বেগম জাহান আফরোজা বেগম	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	,,
১৩.	বেগম মোছাঃ মাকছুদা শিল্পী	উপ-পরিচালক	এগ্রিকালচার উইং
১৪.	জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম	সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	এফএ এন্ড এমআইএস
১৫.	জনাব জি,এম,তোফায়েল হোসেন	সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	,,
১৬	জনাব সঞ্জুরুল হক ভুইয়া	প্রশাসনিক কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব)	ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং
১৭	জনাব মোঃ শওকত জাহাঙ্গীর	সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং
১৮.	বেগম উম্মে কুলছুম	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	এস এস টি আই
১৯.	জনাব মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন	সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	,,
২০.	জনাব মোঃ আমির হোসেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	মহাপরিচালকের দপ্তর

১৭। ৩০/০৫/২০১৩ তারিখে ০১ (এক) দিনব্যাপী তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রশিক্ষণ কোর্সে মনোনীত কর্মকর্তাদের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	নাম (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)	পদবী	কর্মস্থল
১	জনাব তাহমিদ হাসনাত খান	উপসচিব	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
২	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	উপসচিব	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৩	বেগম সেলিমা সুলতানা	পরিচালক	এগ্রিকালচার উইং
৪	বেগম আজিজা পারভীন	পরিচালক	কম্পিউটার উইং
৫	জনাব সত্যরঞ্জন মন্ডল	পরিচালক	ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং
৬	জনাব ঘোষ সুবব্রত	পরিচালক	এফএ এন্ড এমআইএস
৭	জনাব মোঃ জাহিদুল হক সরদার	পরিচালক	সেন্সাস উইং
৮	জনাব জাফর আহাম্মদ খান	পরিচালক	ডেমোগ্রাফি এন্ড হেল্‌থ উইং
৯	জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন	পরিচালক	বিবিএস
১০	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	পরিচালক	এসএসটিআই
১১	জনাব দিলীপ কুমার ভদ্র	যুগ্ম-পরিচালক	ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং
১২	জনাব আবুল কালাম আজাদ	যুগ্ম-পরিচালক	ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং
১৩	জনাব একেএম আশরাফুল হক	উপ-পরিচালক	ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং
১৪	জনাব মোঃ সামছুল আলম	পরিচালক	ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং
১৫	জনাব জিয়া উদ্দিন আহমেদ	যুগ্ম-পরিচালক	ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং
১৬	জনাব মোঃ মাসুদ আলম	যুগ্ম-পরিচালক	ডেমোগ্রাফি এন্ড হেল্‌থ উইং
১৭	জনাব মোঃ মীর হোসেন	উপ-পরিচালক	এফএ এন্ড এমআইএস
১৮	জনাব মোঃ হেফজুর রহমান	উপ-পরিচালক	এফএ এন্ড এমআইএস
১৯	জনাব মোঃ কবির উদ্দিন আহাম্মদ	উপ-পরিচালক	ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং
২০	জনাব আমজাদ হোসেন	উপ-পরিচালক	এফএ এন্ড এমআইএস
২১	জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাদির মিয়া	উপ-পরিচালক	সেন্সাস উইং
২২	জনাব মোঃ মাহ্‌মুদুজ্জামান	উপ-পরিচালক	সেন্সাস উইং
২৩	জনাব মোঃ আবদুর রব ঢালী	উপ-পরিচালক	এসএসটিআই
২৪	বেগম মোছাঃ মাকছুদা শিল্পী	উপ-পরিচালক	এগ্রিকালচার উইং
২৫	জনাব বিধান বড়াল	উপ-পরিচালক	এগ্রিকালচার উইং
২৬	জনাব নাসির উদ্দিন আহম্মেদ	উপ-পরিচালক	ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং
২৭	জনাব গোলাম মোস্তফা	উপ-পরিচালক	সেন্সাস উইং
২৮	জনাব মোঃ এমদাদুল হক	উপ-পরিচালক	ডেমোগ্রাফি এন্ড হেল্‌থ উইং
২৯	জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন	সিনিয়র প্রোগ্রামার	কম্পিউটার উইং
৩০	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	আরএসও	আরএসও অফিস, ঢাকা

১৮। ০২/০৬/২০১৩ ইং হতে ০৬/০৬/২০১৩ ইং পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী ৩০ (ত্রিশ) জন উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তার তালিকা (ব্যাচ-১)ঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	বর্তমান কর্মস্থল
১	জনাব শরিফুল ইসলাম	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	সাতক্ষীরা সদর
২	বেগম মাহমুদা খাতুন	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	চাপাইনবাবগঞ্জ সদর
৩	জনাব স্বপন কুমার	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	বাগমারা, রাজশাহী
৪	জনাব সুরঞ্জিত কুমার ঘোষ	সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	এফএ এন্ড এমআইএস
৫	জনাব আবু সালেহ মোঃ রব্বানী	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	জয়পুরহাট সদর
৬	জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	পলাশবাড়ী, গাইবান্দা
৭	জনাব রাজীব কুমার কর্মকার	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	মান্দা, নওগাঁ
৮	জনাব মাজহারুল ইসলাম	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	নন্দীগ্রাম, বগুড়া
৯	জনাব নুর উজ জামান	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
১০	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	ভাঙ্গুরা, পাবনা
১১	জনাব মোঃ রাসিউল ইসলাম	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	পিরোজপুর সদর
১২	জনাব আহমেদ আব্দুল্লাহ	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ
১৩	জনাব কৃষ্ণপদ সূত্রধর	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	সিলেট সদর
১৪	জনাব মোঃ মাজেদুল ইসলাম	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	পঞ্চগড় সদর
১৫	জনাব অজিত কুমার রায়	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি
১৬	জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	মানিকগঞ্জ সদর
১৭	জনাব মুহাম্মদ রুহুল আমিন	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	মধুখালী, ফরিদপুর
১৮	আবু নাঈম মুহাম্মদ মাহমুদুল করিম	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	লালমনিরহাট সদর
১৯	জনাব মোঃ সোহাগ রহমান	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	নীলফামারী সদর
২০	জনাব মোঃ মোমেন খাঁন	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	কক্সবাজার সদর
২১	জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	মুরাদনগর, কুমিল্লা
২২	জনাব মোঃ আইয়ুব হোসেন	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	যশোর সদর
২৩	জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	দুর্গাপুর, রাজশাহী
২৪	জনাব আবু তালেব	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	কেশবপুর, যশোর
২৫	জনাব মোঃ আসিফ ইকবাল	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	জলঢাকা, নীলফামারী
২৬	জনাব মোঃ আতাউর রহমান	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	গাইবান্দা সদর
২৭	জনাব মোঃ আবুল বাসার ওবায়দুল্লাহ	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	কুড়িগ্রাম সদর
২৮	জনাব মুহাম্মদ ওয়ালিউর রহমান	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	শৈলকুপা, ঝিনাইদহ
২৯	জনাব সাঈদ আহমেদ	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	রৌমারী, কুড়িগ্রাম
৩০	জনাব সৈয়দ ফয়সাল	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	মুন্সিগঞ্জ সদর

১৯। ০৯/০৬/২০১৩ ইং হতে ১৩/০৬/২০১৩ ইং পর্যন্ত অনুষ্ঠিত মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী ৩০ (ত্রিশ) জন উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তার তালিকা (ব্যাচ-২)।

ক্রমিক	নাম	পদবী	কর্মস্থল
১	জনাব খালেদ রাশেদুল হাসান খান	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	চারঘাট, রাজশাহী
২	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	বদলগাছী, নওগাঁ
৩	জনাব মোঃ বছির উদ্দিন	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	ঝিনাইদাহ সদর
৪	জনাব মোঃ রাশেদুজ্জামান	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদাহ
৫	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	বরগুনা সদর
৬	জনাব মুশফিকুর রহমান পারভেজ	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	নেত্রকোনা সদর
৭	জনাব কামাল উদ্দিন	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	গোয়াইনঘাট, সিলেট
৮	জনাব মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	গোলাপগঞ্জ, সিলেট
৯	বেগম কামরুন্নাহার ইসলাম	সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	ডেমোগ্রাফি এন্ড হেল্‌থ উইং
১০	শ্রী উজ্জল কুমার দাস	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	সাঁথিয়া, পাবনা
১১	জনাব মোঃ শাফিউল ইসলাম	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	সোনাতলা, বগুড়া
১২	জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	ধুনট, বগুড়া
১৩	বেগম তাহমিনা তাবাসসুম	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	গাজীপুর, ঢাকা
১৪	জনাব মোসাঃ রীমা খাতুন	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	সাভার, ঢাকা
১৫	জনাব আক্তারুজ্জামান	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	মাদারীপুর সদর
১৬	জনাব সৈয়দ কামাল উদ্দিন হায়দার	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা
১৭	জনাব মোঃ ওসমান খান	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ
১৮	জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	মনিরামপুর, যশোর
১৯	জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	মোহনপুর, রাজশাহী
২০	জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	সরাইল, ব্রাহ্মনবাড়িয়া
২১	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	হাতিবান্দা, লালমনির হাট
২২	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	কাহালু, বগুড়া
২৩	জনাব মোহাঃ শরিফুল ইসলাম	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	গোদাগাড়ী, রাজশাহী
২৪	জনাব মোঃ মহিদুল ইসলাম	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	মহম্মদপুর, মাগুরা
২৫	জনাব শেখ সালাহ্ উদ্দিন আহমেদ	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	নান্দাইল, ময়মনসিংহ
২৬	জনাব ফারুক হোসাইন	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ
২৭	জনাব মোহাঃ শফিকুল ইসলাম	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	বগুড়া সদর
২৮	জনাব মনোতোষ কুমার	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	ঠাকুরগাঁও সদর
২৯	বেগম আরিফা খাতুন	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	কাপাসিয়া, গাজীপুর
৩০	বেগম ইসমত জেরিন	উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	টঙ্গীবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ

১০.৩ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	সময়কাল	দেশের নাম ও স্থান	প্রশিক্ষণ/সেমিনারের বিষয়	অর্থ সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের নাম
১	জনাব মোঃ আবদুল আলীম ভূঁইয়া, উপ-পরিচালক	৩-১০ জুলাই ২০১২	ফিলিপাইন	RDTA 7507:2011 International Comparison Program Asia and the Pacific Technical Evaluation of 2011 CPI Price Survey	ADB
২	জনাব তোফায়েল আহমেদ পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	৩-১০ জুলাই ২০১২	ফিলিপাইন	-Do	ADB
৩	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান,পরিচালক	৯-১৩ জুলাই,২০১২	থাইল্যান্ড	Workshop on MDGs Monitoring 2015	UNSD
৪	জনাব মোঃ মাসুদ আলম উপ-পরিচালক	৬-১২ আগস্ট, ২০১২	অস্ট্রেলিয়া	Study visit to Australian Bureau of Statistics on Food Security and Nutritional Statistics	Food Security Nutritional Surveillance Component Project, BBS
৫	জনাব মোহাম্মদ শাহীন উপ-পরিচালক	৬-১২ আগস্ট, ২০১২	অস্ট্রেলিয়া	-Do-	-Do-
৬	জনাব মোস্তফা আশরাফুজ্জামান পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	৬-১২ আগস্ট, ২০১২	অস্ট্রেলিয়া	-Do-	-Do-
৭	জনাব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম এএসও	৬-১২ আগস্ট, ২০১২	অস্ট্রেলিয়া	-Do-	-Do-
৮	জনাব মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান এএসও	৬-১২ আগস্ট, ২০১২	অস্ট্রেলিয়া	-Do-	-Do-
৯	জনাব মোঃ মাহমুদ হোসেন এও	৬-১২ আগস্ট, ২০১২	অস্ট্রেলিয়া	-Do-	-Do-
১০	জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১৫ আগস্ট-২২ ডিসেম্বর, ২০১২	চিবা, জাপান	Third Group Training Course in Production and Development of Official Statistics in Support for National Development Including the Achievement of MDGs	JICA/UNSIAP
১১	জনাব মোঃ ইফতেখারুল করিম আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১৫ আগস্ট-২২ ডিসেম্বর, ২০১২	চিবা, জাপান	-Do-	JICA/UNSIAP

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	সময়কাল	দেশের নাম ও স্থান	প্রশিক্ষণ/সেমিনারের বিষয়	অর্থ সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের নাম
১২	জনাব আলাউদ্দিন আল আজাদ উপ-পরিচালক	২২-২৪ আগস্ট, ২০১২	বেইজিং, চায়না	International Workshop on Data Quality Control on Household Survey	NBS, China
১৩	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা উপ-পরিচালক	২২-২৪ আগস্ট, ২০১২	বেইজিং, চায়না	-Do-	NBS, China
১৪	জনাব চন্দ্র শেখর রায় সিনিয়র মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১৫-৩১ আগস্ট, ২০১২	আমেরিকা	IPUMS International Plan to recover data gaps and integrate census micro data study and training on hardware and software	MPC & Mennesota University
১৫	জনাব জিয়াউদ্দীন আহমেদ উপ-পরিচালক	২২-২৪ আগস্ট, ২০১২	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	Second Meeting of the Steering Group for the Regional Programme on Economic Statistics.	ESCAP
১৬	জনাব অসীম কুমার দে পরিচালক (উপসচিব)	২৫-২৯ আগস্ট, ২০১২	ব্যাংকক থাইল্যান্ড	Panelist at the population Association of America (PAA)-APA Workshop on Assessing the Quality of Census and the 2nd Asian Population Association of America (APA) Conference.	UNFPA
১৭	বেগম আশরাফুন্নাহার পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	২৩-২৭ আগস্ট ২০১২	গ্রেটার নৈদা ভারত	SAARCSTAT Agriculture Statistics Training Program at National Academy of Statistical Administration (NASA) Greater Noida, India	ADB
১৮	জনাব মোঃ দিলদার হোসেন উপ-পরিচালক	২৭-৩১ আগস্ট,২০১২	Phonm Penh Cambodia	Workshop on Compiling Price and Natioal Accounts Compilation Issues, IMF	IMF

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	সময়কাল	দেশের নাম ও স্থান	প্রশিক্ষণ/সেমিনারের বিষয়	অর্থ সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের নাম
১৯	জনাব সত্য রঞ্জণ মন্ডল পরিচালক	৪-৬ সেপ্টেম্বর ২০১২	ব্যাঙ্গালুর, ভারত	International Conferecne on Implementation Social Programs: Better Processes, Better Technology and Better Results	World Bank
২০	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান উপ-পরিচালক	২৪-২৬ সেপ্টেম্বর ২০১২	বেইজিং, চায়না	International Workshop on Energy Statistics	UNSD
২১	জনাব এ কেএম ফজলুল হক উপ-পরিচালক	২৪-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২	থাইল্যান্ড, ব্যাংকক	CVRS Orientation Training	HMN Secretariat
২২	জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	২৪-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২	থাইল্যান্ড, ব্যাংকক	CVRS Orientation Training	HMN Secretariat
২৩	জনাব আবদুল্যাহ হারুন পাশা পরিচালক (উপসচিব)	৩০ সেপ্টেম্বর -৩ অক্টোবর,২০১২	তেহরান, ইরান	Fifth Regional Workshop on Statistical Quality Management and Fundamental Principles of Official Statistics: National Quality Assurance Framework	ESCAP
২৪	জনাব মোঃ মাকসুদ হোসেন পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	৩০ সেপ্টেম্বর -৩ অক্টোবর,২০১২	তেহরান, ইরান	Fifth Regional Workshop on Statistical Quality Management and Fundamental Principles of Official Statistics: National Quality Assurance Framework	ESCAP
২৫	জনাব মোঃ ফারুক সোহেল প্রোগ্রামার	২৫-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২	থাইল্যান্ড, ব্যাংকক	10th ITU World Telecommunication/ICT Indicator Meeting (WTIM)	ITU
২৬	বেগম সেলিমা সুলতানা পরিচালক	৫-১২ অক্টোবর ২০১২	Da Lat, Vietnam	Inception Workshop on Household Gas Emmission Statistics and 24th Session of Agriculture Statistics	FAO & GOB
২৭	জনাব বিধান বড়াল উপ-পরিচালক	৫-৬ অক্টোবর, ২০১২	Da Lat, Vietnam	Expert Group Meeting on cost of Production Statistics	FAO

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	সময়কাল	দেশের নাম ও স্থান	প্রশিক্ষণ/সেমিনারের বিষয়	অর্থ সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের নাম
২৮	ড. দিপংকর রায় উপ-পরিচালক	১৬-১৯ অক্টোবর, ২০১২	New Delhi	Measuring Well being for Development and Policy Making	World Bank
২৯	জনাব এ কে এম ফজলুল হক, উপ-পরিচালক	১৬-১৯ অক্টোবর, ২০১২	New Delhi	-ঐ-	World Bank
৩০	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, যুগ্ম-পরিচালক	২৩-৩০ অক্টোবর,২০১২	Thailand Bangkok	Technical Discussion of the Gross Domestic Product (GDP) for the International Comparison Program (ICP)	ADB
৩১	জনাব আবদুল খালেক উপ-পরিচালক	২৩-২৭ অক্টোবর, ২০১২	Thailand Bangkok	-ঐ-	ADB
৩২	ড. দিপংকর রায় উপ-পরিচালক	২৩-২৫ অক্টোবর, ২০১২	Kunming China	Effective Policies and Experience for Poverty Reduction in Asia	UNSD
৩৩	জনাব গোলাম মোস্তফা কামাল মহাপরিচালক	৪-৫ নভেম্বর, ২০১২	মালদ্বীপ	Fifth Meeting of Heads of SAARC Statistics Organization Maldives	GOB
৩৪	জনাব আবদুল্যাহ হারুন পাশা পরিচালক	৪-৫ নভেম্বর ,২০১২	মালদ্বীপ	-do-	GOB
৩৫	জনাব গোলাম মোস্তফা কামাল মহাপরিচালক	১২-১৫ নভেম্বর ২০১২	দঃ কোরিয়া	High Level Workshop on Leadership in Modern Statistical Systems and Conference on Expertise Building Capacity	KOSTAT
৩৬	জনাব অসীম কুমার দে পরিচালক (উপসচিব)	৬-১২নভেম্বর ২০১২	ইন্দোনেশিয়া	Workshop and Study Tour on Census Data Capturing, Processing and Analysis	UNFPA
৩৭	জনাব মোঃ আজাদুল ইসলাম উপ-পরিচালক	-do-	ইন্দোনেশিয়া	-do-	UNFPA
৩৮	জনাব মোঃ মাহমুদুজ্জামান উপ-পরিচালক	-do-	ইন্দোনেশিয়া	-do-	UNFPA
৩৯	জনাব মোহাম্মদ সেলিমুর রহমান পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	-do-	ইন্দোনেশিয়া	-do-	UNFPA

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	সময়কাল	দেশের নাম ও স্থান	প্রশিক্ষণ/সেমিনারের বিষয়	অর্থ সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের নাম
৪০	জনাব মুহাম্মদ ওসমান গনি পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	-do-	ইন্দোনেশিয়া	-do-	UNFPA
৪১	জনাব মোস্তাক আহমেদ প্রোগ্রামার	-do-	ইন্দোনেশিয়া	-do-	UNFPA
৪২	জনাব মোঃ খোরশেদ আলম সহঃপরিসংখ্যান কর্মকর্তা	-do-	ইন্দোনেশিয়া	-do-	UNFPA
৪৩	বেগম জেরিনা পাশা সহঃ পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	-do-	ইন্দোনেশিয়া	-do-	UNFPA
৪৪	জনাব এ এইচ এম গোলাম রহমানী সহঃপরিসংখ্যান কর্মকর্তা	-do-	ইন্দোনেশিয়া	-do-	UNFPA
৪৫	জনাব চিত্ত রঞ্জণ রায় সহঃপরিসংখ্যান কর্মকর্তা	-do-	ইন্দোনেশিয়া	-do-	UNFPA
৪৬	ফিরোজা বেগম সহঃ পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	-do-	ইন্দোনেশিয়া	-do-	UNFPA
৪৭	জনাব মোঃ রেজাউল করিম পরিসংখ্যান তদন্তকারী	৬-১২ নভেম্বর ২০১২	ইন্দোনেশিয়া	-do-	UNFPA
৪৮	জনাব মোঃ এনায়েত হোসেন পরিসংখ্যান তদন্তকারী	-do-	ইন্দোনেশিয়া	-do-	UNFPA
৪৯	জনাব মোঃ জীবন মিয়া পরিসংখ্যান তদন্তকারী	-do-	ইন্দোনেশিয়া	-do-	UNFPA
৫০	জনাব শেখর রঞ্জণ হালদার পরিসংখ্যান তদন্তকারী	-do-	ইন্দোনেশিয়া	-do-	UNFPA
৫১	সৈয়দ আশফাক আহমেদ পরিসংখ্যান তদন্তকারী	-do-	ইন্দোনেশিয়া	-do-	UNFPA
৫২	প্রতিমা মজুমদার পরিসংখ্যান তদন্তকারী	-do-	ইন্দোনেশিয়া	-do-	UNFPA
৫৩	মাহবুবা বেগম পরিসংখ্যান তদন্তকারী	-do-	ইন্দোনেশিয়া	-do-	UNFPA
৫৪	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	৫-৯ নভেম্বর ২০১২	কম্বোডিয়া	Integrated Food Security Phase Classification (IPC) in Asia: Special focus to Strengthen IPC Capacity in Four Countries	FAO
৫৫	জনাব যতন কুমার সাহা সিস্টেম এনালিস্ট	৬-১৮ নভেম্বর ২০১২	মালয়েশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া	Study Visit to Australia Bureau of Statistics (ABS) and Depatment of Statistics, Malaysia	Digital Information System of BBS
৫৬	জনাব মোঃ এনামুল হক মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	-do-	মালয়েশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া	-do-	-do-

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	সময়কাল	দেশের নাম ও স্থান	প্রশিক্ষণ/সেমিনারের বিষয়	অর্থ সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের নাম
৫৭	জনাব কবির উদ্দিন আহাম্মদ উপ-পরিচালক	-do-	মালয়েশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া	-do-	-do-
৫৮	জনাব মোঃ আহসান কবির প্রোগ্রামার	-do-	মালয়েশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া	-do-	-do-
৫৯	জনাব মোঃ রেজাউল করিম প্রোগ্রামার	-do-	মালয়েশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া	-do-	-do-
৬০	জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম খান পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	২৭-২৯ নভেম্বর, ২০১২	নেপাল, কাঠমুন্ডু	Inter-country Working Group (ICWG) Meeting under SACOSAN-V	Water-Aid
৬১	জনাব মোঃ সামছুল আলম পরিচালক(ভারপ্রাপ্ত)	২৭-৩০ নভেম্বর, ২০১২	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	Regional Training and Knowledge Sharing Workshop: Enhancing Labour Statistics for Measuring Decent Work	ILO
৬২	জনাব সত্য রঞ্জন মন্ডল পরিচালক	৩-৭ ডিসেম্বর, ২০১২	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	Comsumer Price Index (CPI) Compilation Issues	IMF
৬৩	বেগম সালমা হাসনায়েন উপ-পরিচালক	৩-৭ ডিসেম্বর, ২০১২	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	Comsumer Price Index (CPI) Compilation Issues	IMF
৬৪	জনাব জিয়াউদ্দীন আহমেদ উপ-পরিচালক	৩-৭ ডিসেম্বর, ২০১২	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	National Accounts Compilation Issues	IMF
৬৫	জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ উপ-পরিচালক	৩-৭ ডিসেম্বর, ২০১২	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	National Accounts Compilation Issues	IMF
৬৬	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান উপ-মহাপরিচালক	২৬-০২-২০১৩ হতে ০১-০৩-২০১৩	New York U.S.A	44th Session of United Nations Statistical Commission (UNSC)	UNFPA
৬৭	ড. দিপংকর রায় উপ-পরিচালক	৬-৮ মার্চ, ২০১৩	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	Workshop on Advisory Group	UNSD
৬৮	জনাব আবুল কালাম আজাদ যুগ্ম পরিচালক	১৪-২২ মার্চ, ২০১৩	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	Technical Evaluation of International Comparison Program (ICP) Data.	ADB
৬৯	জনাব আবদুল খালেক উপ-পরিচালক	১৪-২২ মার্চ, ২০১৩	মালয়েশিয়া	Technical evaluation of International comparison program (ICP) data.	ADB
৭০	জনাব গোলাম মোস্তফা কামাল মহাপরিচালক	৫-৬ এপ্রিল, ২০১৩	নয়াদিল্লী, ভারত	International Workshop on Green National Accounting	Govt of India

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	সময়কাল	দেশের নাম ও স্থান	প্রশিক্ষণ/সেমিনারের বিষয়	অর্থ সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের নাম
৭১	বেগম আজিজা পারভীন পরিচালক	১৬-১৯ এপ্রিল, ২০১৩	Chiba, Japan	Workshop on Improving Integration of a Gender Perspective into Official Statistics	UNSD
৭২	জনাব আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক উপ-পরিচালক	১৮-১৯ এপ্রিল, ২০১৩	Bangkok, Thailand	Global Summit on Civil Registration and Vital Statistics	WHO
৭৩	জনাব কবির উদ্দিন আহমেদ উপ-পরিচালক	২১-২৭ এপ্রিল, ২০১৩	চীন	Training Programme on Labour Force Survey	SISB Project of BBS
৭৪	জনাব মোঃ আক্তার হোসেন পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	২১-২৭ এপ্রিল, ২০১৩	চীন	Training Programme on Labour Force Survey	SISB Project of BBS
৭৫	বেগম আজিজা রহমান পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	২১-২৭ এপ্রিল, ২০১৩	চীন	Training Programme on Labour Force Survey	SISB Project of BBS
৭৬	জনাব আব্দুল মতিন হাওলাদার সহঃ পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	২১-২৭ এপ্রিল, ২০১৩	চীন	Training Programme on Labour Force Survey	SISB Project of BBS
৭৭	জনাব মোঃ সামছুল আলম পরিচালক	২৩ এপ্রিল ২০১৩ মে,২০১৩	নরওয়ে ও রাশিয়া	Study tour at Russia and Norway	SISB Project of BBS
৭৮	জনাব মোঃ মাসুদ আলম যুগ্ম-পরিচালক	২৩এপ্রিল -৩ মে,২০১৩	নরওয়ে ও রাশিয়া	Study Tour at Russia and Norway	SISB Project of BBS
৭৯	জনাব মোঃ আজাদুল ইসলাম উপ-পরিচালক	২৩এপ্রিল -৩ মে,২০১৩	নরওয়ে ও রাশিয়া	Study Tour at Russia and Norway	SISB Project of BBS
৮০	জনাব এ কে এম তাহিদুল ইসলাম, উপ-পরিচালক	৩মে ২০১৩	Melbourne, Australia	Global Burden Disease Study 2010 Symposium	University of Queensland
৮১	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	৭-১৭ মে ২০১৩	গ্রীস	Global Burden Disease Study Scholarship	UQ
৮২	জনাব মোঃ সাহাবুদ্দীন সরকার উপ-পরিচালক	১৪-১৬ মে ২০১৩	যাকার্তা ইন্দোনেশিয়া	Capacity Development Workshop on Measuring Social Protection, Jakarta	ADB
৮৩	জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান উপ-পরিচালক	১৪-১৫ মে ২০১৩	নয়াদিল্লী, ভারত	Workshop on Measuring the Informal Economy, New Delhi	ILO
৮৪	জনাব মোঃ ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ, উপ-পরিচালক	১৪-১৫ মে ২০১৩	-ঐ-		ILO

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	সময়কাল	দেশের নাম ও স্থান	প্রশিক্ষণ/সেমিনারের বিষয়	অর্থ সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের নাম
৮৫	বেগম সালমা হাসনায়েন উপ-পরিচালক	২৭-৩১ মে ২০১৩	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	Workshop on National Accounting and Producer Price Index Compilation Issues	IMF
৮৬	জনাব তোফায়েল আহমেদ উপ-পরিচালক	২৭-৩১ মে ২০১৩	-ঐ-	-ঐ-	IMF
৮৭	ড. দিপংকর রায় উপ-পরিচালক	২৭-৩১ মে ২০১৩	নমপেন, কম্বোডিয়া	Study Visit on Monitoring the Situation of Children and Women Phnom Penh, Cambodia	MSCW
৮৮	জনাব মোহাম্মদ শাহীন উপ-পরিচালক	২৭-৩১ মে ২০১৩	-ঐ-	-ঐ-	MSCW
৮৯	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	২৭-৩১ মে ২০১৩	-ঐ-	-ঐ-	MSCW
৯০	জনাব গোলাম মোস্তফা কামাল মহাপরিচালক	২৪-২৮ জুন ২০১৩	ব্রাজিল	Policy Dialogue and the Training Programme on Quarterly Labour Force Survey	SISB
৯১	জনাব কবির উদ্দিন আহাম্মদ উপ-পরিচালক	২৪-২৮ জুন ২০১৩	ব্রাজিল	-do-	SISB
৯২	জনাব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন সিনিয়র প্রোগ্রামার	১৭-১৯ জুন ২০১৩	বেইজিং, চায়না	International Workshop on the DDI Metadata Standard and the IHSN Microdata Management Toolkit.	UNSD
৯৩	জনাব মোঃ এনামুল হক মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	১৭-১৯ জুন ২০১৩	বেইজিং, চায়না	-do-	UNSD
৯৪	জনাব ঘোষ সুবব্রত পরিচালক	১৯-২১ জুন ২০১৩	চায়না	International Seminar on China's 2010 Population Census	NBS-China
৯৫	জনাব মোঃ আবদুল লতিফ পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	২৩-২৭ জুন ২০১৩	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	International Workshop on MICS Data Process	UNICEF
৯৬	জানাব মোঃ আব্দুর রশিদ হাওলাদার, প্রোগ্রামার	২৩-২৭ জুন ২০১৩	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	-do-	-do-
৯৭	জনাব সুরঞ্জিত কুমার ঘোস সহঃ পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	২৩-২৭ জুন ২০১৩	ব্যাংকক, থাইল্যান্ড	-do-	-do-

১১.০ ২০১২-১৩ অর্থ বছরে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/ সেমিনারে অংশগ্রণের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণ/সেমিনারের বিষয়	সময়কাল
১	জনাব জি এম মনসুর রহমান উপসচিব পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	Workshop on National Accounts Compilation Issues, Cambodia	27-31 August ,2012
২	বেগম রীতি ইব্রাহীম সচিব পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	International Growth Week, London	24-26 September, 2012
৩	বেগম শাহনুন নেছা উপসচিব পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	**S**tudy Tour on "Census data Capturing, Processing and Analysis", Indonesia	06-12 November, 2012
৪	বেগম নার্গিস সুলতানা ব্যক্তিগত কর্মকর্তা পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	-Do-	-Do-
৫	জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান উপসচিব পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	Study Visit to Australian Bureau of Statistics (ABS) and Department of Statistics, Malaysia on GIS Activities, Malaysia	05-16 November,2012
৬	জনাব মোঃ নজিবুর রহমান সচিব পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ।	44 th Session of the United Nations Statistical Commission and Related Events, New York.	25 February to 01 March,2013
৭	জনাব মোঃ ঈদতাজুল ইসলাম সচিবের একান্ত সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	United Nations Workshop on Improving Integration of a Gender Perspective into Official Statistics+ Japan	16-19 April, 2013
৮	জনাব মোঃ নজিবুর রহমান সচিব পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	Study Visit, Norway Statistics ROSSTAT (Russia)	22-26 April, 2013
৯	জনাব তাহমিদ হাসনাত খান উপসচিব পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	Training Program on Labour Force Survey, China	21-27 April, 20l3
১০	জনাব মোঃ কামাল উদ্দীন সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	-Do-	-Do-
১১	ডাঃ মোঃ আব্দুল জলিল যুগ্ম-সচিব পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	e-publication & MIS System, Thailand	08-12 May, 2013

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	প্রশিক্ষণ/সেমিনারের বিষয়	সময়কাল
১২	জনাব জি এম মুনসুর রহমান উপসচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	Study Visit on Monitoring the Situation of Children and Women, Thailand	27-31 May, 2013
১৩	জনাব মোঃ ঈদতাজুল ইসলাম সচিবের একান্ত সচিব পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	-Do-	-Do-
১৪	জনাব মোঃ নজিবুর রহমান সচিব পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	International Conference on "Global Implementation Programme for the SEEA" UN Headquarters, New York	17-19 June, 2013
১৫	জনাব জি এম মনসুর রহমান উপসচিব পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	Policy Dialogue and the Training Programme on Quarterly Labour Force Survey ,Brazil	24-28 June, 2013

১২.০ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা

ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং উইং

উইং এর নিয়মিত কার্যক্রমঃ

- মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) নিরূপণ করা (উৎপাদন এবং ব্যয় ভিত্তিক);
- মাসিক ভোক্তার মূল্যসূচক (সিপিআই) এবং মূল্যস্ফীতি নিরূপণ করা;
- মাসিক মজুরী হার সূচক (WRI) নিরূপণ করা;
- মাসিক শিল্প উৎপাদন সূচক (QIIP) নিরূপণ করা;
- মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন, ভোক্তার মূল্য সূচক, শিল্প উৎপাদন সূচক এবং বৈদেশিক বাণিজ্য পরিসংখ্যানের উপর মাসিক প্রকাশনা প্রকাশ করা;
- বার্ষিক পরিসংখ্যান পকেট বুক এবং পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ প্রকাশ করা;
- বার্ষিক বৈদেশিক বাণিজ্য পরিসংখ্যান প্রকাশ করা; এবং
- বার্ষিক জাতীয় হিসাব পরিসংখ্যান প্রকাশ করা।

উইং এর ভবিষ্যৎ কার্যক্রমঃ

- ত্রৈমাসিক জাতীয় হিসাব (QNA) নিরূপণ করা;
- জেলাভিত্তিক জাতীয় হিসাব (Regional GDP)নিরূপণ করা;
- ইন্সটিটিউশনাল সেক্টর ভিত্তিক অ্যাকাউন্টস নিরূপণ করা;
- Supply and Use Table (SUT) নিরূপণ করা;
- Input Output Table নিরূপণ করা;
- System of Environmental and Economic Accounts (SEEA) নিরূপণ করা;
- Social Accounting Matrix (SAM) নিরূপণ করা; এবং
- Satellite Accounts নিরূপণ করা।

সেন্সাস উইং:

কৃষি শুমারি-২০১৪:

কৃষি শুমারি ২০১৪ এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যার প্রস্তাবিত সময়কাল জুলাই ২০১৩-জুন ২০১৭।

মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ শুমারি:

পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ অনুযায়ী বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোকে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ শুমারি অনুষ্ঠানের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সেন্সাস উইং কর্তৃক দেশের মৎস্য ও প্রাণি সম্পদের উপর একটি শুমারি ২০১৪ সালে পরিচালনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

লিটার‍্যাসি অ্যাসেসমেন্ট সার্ভে-২০১৫:

সেন্সাস উইং কর্তৃক ২০১১ সালে দেশের ১১-৪৫ বছর বয়সী নাগরিকগণের ফাংশনাল লিটার‍্যাসি নিরূপণ জরিপ অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী লিটার‍্যাসি অ্যাসেসমেন্ট সার্ভে ২০১৫ তে করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং:

- ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপ;
- উৎপাদন শিল্প জরিপ (২ বছর অন্তর);
- প্রতিষ্ঠান ও ইনস্টিটিউটশন জরিপ (২ বছর অন্তর);
- বিজনেস রেজিস্টার আপডেট করা (২ বছর অন্তর);
- শিল্প শ্রেণীবিন্যাস আপডেট করা;
- পেশার শ্রেণীবিন্যাস আপডেট করা;
- পণ্য ও সেবার শ্রেণীবিন্যাস আপডেট করা;
- ICT ব্যবহার জরিপ (প্রতিষ্ঠান ও খানাভিত্তিক, ২ বছর অন্তর);
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত জরিপ (৫বছর অন্তর);
- কুটির শিল্প জরিপ (৫ বছর অন্তর); এবং
- তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ অটোমেশন করা।

এগ্রিকালচার উইং:

- ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৪টি ফসল (আনারস, ফুলকপি, মরিচ ও মিস্টি কুমড়া) এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৩টি ফসলের জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা;
- ফুড ব্যালেন্স সীট প্রস্তুত;
- গবাদি-পশু, মৎস্য ও বন পরিসংখ্যান জরিপ পরিচালনা;
- ঋণ, কৃষি শ্রমিক বিষয়ক জরিপ পরিচালনা; এবং
- কৃষি যন্ত্রপাতি ও পরিবহন বিষয়ক জরিপ পরিচালনা।

ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং:

- Health and Morbidity Status Survey-2014 পরিচালনা।
- জাতীয় ধূমপান জরিপ-২০১৫ এর প্রাথমিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- Child and Mother Nutrition Survey-2015 পরিচালনা করা।
- উইং এর অধীন সকল প্রকল্পের (FSNSC, MSCW, MSVSB) চলমান প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা। এ সকল প্রকল্পের মাধ্যমে Demographic Indicators প্রস্তুত করা।

এফএ এন্ড এমআইএস:

৭টি বিভাগীয় পরিসংখ্যান কার্যালয় এবং ৬৪টি জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয় স্থাপন।

Computer Wing:

- Develop Inter-operability core database (Poverty Database) and Setup a Tier-3 data centre;
- Web based application software (On-line data entry) development for all wing;
- Build-up Data warehouse/Data Mining;
- Time series data archiving/mining using modern technology;
- Establishing Network Infrastructure up to Division, Zila and Upazila level;
- Development of e-Service and Sharing system based on cloud computing;
- Development of Statistical Data Management System Software Including Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX);
- Develop GIS/GPS based New-tech Data collection & globally data cooperation;
- Introduce e-Census;
- Capacity Building of ICT Professionals;
- Develop big data management system;
- Introduce Green Computing.

স্ট্যাটিসটিক্যাল স্টাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

- জাতীয় পরিসংখ্যান একাডেমি প্রতিষ্ঠা। DPP প্রণয়ন কাজ চলমান রয়েছে।
- পরিসংখ্যান ভবনে অবস্থিত প্রশিক্ষণ ইস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ কক্ষগুলি সুসজ্জিত করে আধুনিক মানে রূপান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরে মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স, রিফ্রেসার্স কোর্স, অফিস ব্যবস্থাপনা কোর্স, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোর্স, কম্পিউটার বেসিক প্রশিক্ষণ কোর্স ইত্যাদি কোর্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রায় ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- বিবিএস এর তথ্য ব্যবহারকারী সংস্থা, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়, সাংবাদিক, বেসরকারি সংস্থা, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জনবলকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে।
- প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণের কাজ চলছে। প্রাপ্ত চাহিদার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্প্রসারিত করা হবে।

১৩.০ মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীর দপ্তর, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং বিবিএস এর কর্মকর্তাদের টেলিফোন নম্বরঃ

১৩.১ মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীর দপ্তরের ফোন নম্বর

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দাপ্তরিক টেলিফোন নম্বর	আবাসিক টেলিফোন নম্বর	ইন্টারকম
১	এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার মাননীয় মন্ত্রী	৯১১০১৪৭ ৯১৮০৮৩৮ (ফ্যাক্স)	৯৩৫৭৭৪৪	৩০০
২	জনাব সুশান্ত কুমার সরকার মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব	৯১১৪১১২ ০১৭৪১৪৯৪৭৭৬	৮১২৭০৩৪	৩০১
৩	জনাব মোঃ আজাদুল ইসলাম মন্ত্রী মহোদয়ের সহকারী একান্ত সচিব	৯১১৫০১৯ ০১৭৩৬৬৬৮৩৭০	৮০৩৪৪৩৪	১০২
৪	জনাব আব্দুল্লাহ আল শাহীন সিনিয়র তথ্য অফিসার	৮১৩০২৩৯ ০১৭১১৪৭৩৮৭৬	০১৭১১৪৭৩৮৭৬	-
৫	জনাব সুশান্ত কুমার শীল মন্ত্রী মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৮১১৫১৭৫ ৯১১৫০১৯	-	১০৩
৬	জনাব মোঃ আমিনুর রহমান মন্ত্রী মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০১৭১১৬৭২৭৬৭	৯৬৬৯০৩৩	২৬৪

১৩.২ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্মকর্তাগণের ফোন নম্বরঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দাপ্তরিক টেলিফোন নম্বর	আবাসিক টেলিফোন নম্বর	ইন্টারকম
১	জনাব মোঃ নজিবুর রহমান সচিব	৮১৮১৩১৩ ৯১৪১১৬৪ (সরাসরি) ৮১৮১৩২৩ (ফ্যাক্স)	৯৬৭১২৫৭ মোবাঃ ০১৭৫৫৬১৯১৪০	২০১২
২	জনাব মোঃ ঈদতাজুল ইসলাম সচিবের একান্ত সচিব	৮১৮১৩৬১	মোবাঃ ০১৭৩৩৫৭৬৪৯০	২০২০
৩	জনাব মোঃ আজিজুর রহমান অতিরিক্ত সচিব	৮১৮১৩১১	ফোনঃ ৮১৫০৮১৮ মোবাঃ ০১৭১৭০১৫০৪২	
৪	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন ফকির যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)	৮১৮১৩১৪	৮১০১০৮৭ মোবাঃ ০১৭৩৩৯৮৩৬৬৬	২০৫৩
৫	জনাব মোঃ আমিনুল বর চৌধুরী, এনডিসি যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)	৮১৮১৩০৯	ফোনঃ ৯৬১৩২৮২ মোবাঃ ০১৭৪৯৪৬৯৭০৮	৩০০৭
৬	জনাব জি. এম. মনসুর রহমান যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত)	৮১৮১৩১০	৮১৫২৪২১ মোবাঃ ০১৭২০১২১৮৮৮	২০১৭
৭	জনাব মোঃ বাইতুল আমীন ভূইয়া যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত)	-	মোবাঃ ০১৭১১১৯৪৬১৫	-
৮	জনাব মোঃ মাহফুজুল কাদের যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত)	-	মোবাঃ ০১৭১৫৭৯৯১৫৫	-
৯	বেগম শাহনুন নেছা উপসচিব (প্রশাসন)	৮১৮১৩১২	৮১৫১৩৮৬ মোবাঃ ০১৭১২০২৭১০২	২০১৮
১০	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান উপসচিব (উন্নয়ন-২ অধিশাখা)	৮১৮১৩০২	৯৩৩২০৮২ মোবাঃ ০১৭১২০৮৮২০৩	৩০০৬
১১	জনাব তাহমিদ হাসনাত খান উপসচিব (তথ্য ব্যবস্থাপনা)	৮১৮১৩৪১	৯১৮০৭৩৩ মোবাঃ ০১৭২০১১১১০১	৩০১৩
১২	জনাব প্রদীপ কুমার সাহা উপসচিব (উন্নয়ন-৩ অধিশাখা)	৮১৮১৫৫২	মোবাঃ ০১৭১২২৫৯৭৮১	-
১৩	জনাব মোঃ তরিকুল আলম উপসচিব (অডিট ও সমন্বয়)	৮১৮১৩১৫	মোবাঃ ০১৭১৫১২৩৯৫৮	২০০৩
১৪	জনাব মোঃ জাহিদুল ইসলাম উপসচিব (তথ্য ব্যবস্থাপনা-২)	৮১৮১৫৭৬	মোবাঃ ০১৭১৬৮৮৬৪৭১	২০৫৪
১৫	জনাব আরিফুর রহমান খান (উপ সচিব), উপ প্রকল্প পরিচালক Bangladesh Poverty Database (BPD) Project		০১৫৫৪৬৩৩২৫০	১৯১১
১৬	জনাব সত্যরঞ্জন মন্ডল (উপসচিব), উপ প্রকল্প পরিচালক Bangladesh Poverty Database (BPD) Project		০১৭২৪২০৬৮৬৮	
১৭	জনাব এ,জে,এম সালাহ্উদ্দিন নাগরী সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন শাখা-১	৮১৮১৩৬২	মোবাঃ ০১৭১১৮৮০৯১৯	২০০৫
১৮	জনাব মোঃ কামাল উদ্দীন সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন শাখা-২	৮১৮১৩১৬	৭১৭৩১৩৬ মোবাঃ ০১৫৫৮৩৯০৭৭৮	২০১৫
১৯	খেনচান সিনিয়র সহকারী সচিব, উন্নয়ন শাখা-১	৮১৮১৩০৮	মোবাঃ ০১৯১৮৮৯৮৭৯৯	২০০৬
২০	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন শাখা-৩		মোবাঃ ০১৭১১৩৯৯৪৫১	২৬০১
২১	জনাব মোঃ তৌহিদ ইলাহী, সহকারী সচিব		মোবাঃ ০১৭১৫৪৪৫০২১	২০১৪

১৩.৩ বিবিএস এর কর্মকর্তাগণের ফোন নম্বর

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দাপ্তরিক টেলিফোন নম্বর	আবাসিক টেলিফোন নম্বর	ইন্টারকম
১	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা কামাল মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)	৯১১২৫৮৯ ৯১১১০৬৪ ফ্যাক্স	৮৬৫৩৯৬২ মোবাঃ ০১৭১৩২০১৩৭০	১১০৭
২	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান উপ-মহাপরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	৯১৩৩৩৮৫	৮৩৫৭৯৫৯ মোবঃ ০১৭১২১৭১০৫৪	১১১২
৩	জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান (উপসচিব) পরিচালক, এসএসটিআই	৮১৮১৪২৭	৮১৮১৩০৫ মোবাঃ ০১৭১৪৩৭৮০১৫	১৭৬৩
৪	জনাব মোঃ আবদুর রব ঢালী উপ-পরিচালক, এসএসটিআই	৯১২১০৬৮	 মোবাঃ ০১৯২৩০৯০০০০	১৭৫৯
৫	বেগম আজিজা পারভীন পরিচালক, কম্পিউটার উইং	৮১৮১৪২৮	৯৮৯৯৫৭৫ মোবাঃ ০১৭১৫১০৯২৯৫	১৩১০
৬	জনাব মোঃ জাহিদুল হক সরদার পরিচালক, সেন্সাস উইং	৮১৫০৭৫৬	৭১৯৪১৯৩ মোবাঃ ০১৬৭৭৬৪৪৭৩০	১৯৬৩
৭	জনাব জাফর আহাম্মদ খান (উপ-সচিব) পরিচালক, ডেমোগ্রাফি এন্ড হেলথ উইং	৮১২৭৯৩৭	৮৩৩৩১৬৮ মোবাঃ ০১৫৫২৩০৯৬৪২	১৫৬৩
৮	বেগম সেলিমা সুলতানা (উপসচিব) পরিচালক, এগ্রিকালচার উইং	৮১৮১৪১৫	৮৬১৭৮১৮ মোবাঃ ০১৫৫২৪৯৪২৫৪	১৮০৪
৯	জনাব নূরউদ্দীন আহম্মদ যুগ্ম-পরিচালক, এগ্রিকালচার উইং।	৮১৮১৪২১	মোবাঃ ০১৭২৭৪২৯৭৫০	১৬৬৩
১০	জনাব বিধান বড়াল উপ-পরিচালক	৯১৩৮৬২৯	৯১০১৮৭২ মোবাঃ ০১৭১২৯০৩৬৩০	১৬৫৯
১১	জনাব মোঃ শামছুল আলম পরিচালক ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং	৯১৩২৫৪৩	৯৩৩৬৯৮৪ মোবাঃ ০১৫৫২৩৪৬৬৩৪	১৪৬২
১২	জনাব দিলীপ কুমার ভদ্র যুগ্ম-পরিচালক, ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং	৮১৮১৩৮০ ৮১৮১২৬৮	৮০৫৪৬০৭ মোবাঃ ০১৯১৬৫৬৮৫১৮	১৪৫৯
১৩	জনাব একেএম আশরাফুল হক উপ-পরিচালক, ইন্ডাস্ট্রি এন্ড লেবার উইং	৮১৮১২৬৭	৯১০২১৪৩ মোবঃ ০১৫৫২৪১০৩৫৭	১৪৫১
১৪	জনাব আবুল কালাম আজাদ পরিচালক ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং	৮১৮১৪৩০	৮১৫৬৭৬৩ মোবাঃ ০১৭২৬৮৮০৪৩৮	১৪১৪
১৫	জনাব জিয়া উদ্দিন আহমেদ যুগ্ম-পরিচালক, ন্যাশনাল একাউন্টিং উইং	৮১২৪৯০৫	৯০০২৫৪১ মোবাঃ ০১৫৫২৪১১৩০২	১৪১০
১৬	জনাব ঘোষ সুব্রত পরিচালক, এফএ এন্ড এমআইএস	৮১২৪০৪১	৯১৪৪৫৮৭ মোবাঃ ০১৭১২১২২১৩৬	১৭১১

১৩.৪ প্রকল্প পরিচালকগণের ফোন নম্বরঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	দাপ্তরিক টেলিফোন নম্বর	আবাসিক টেলিফোন নম্বর	ইন্টারকম
১	জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন (উপ–সচিব) প্রকল্প পরিচালক আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১ প্রকল্প	৮১৮১৪২৪	মোবাঃ ০১৭৬২৩৮৬০০৫ ০১৫৫২৪১০৩২৮	১১৪৪
২	জনাব মোঃ জাহিদুল হক সরদার প্রকল্প পরিচালক, জিআইএস ম্যাপস্ প্রকল্প	৯১১০৮২৩	৭১৯৪১৯৩ মোবাঃ ০১৬৭৭৬৪৪৭৩০	১৯৬৩
৩	জনাব আবুল কাশেম মোঃ ফজলুল হক প্রকল্প পরিচালক, এসভিআরএস প্রকল্প	৯১৩৭৩৩৮	মোবাঃ ০১৮১৬৩৮৯৩৫৪	১৯১২
৪	ড. দিপংকর রায় উপ-পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক, MSCW প্রকল্প	৯১৩৭৩২২	৮১৮১৫১১ মোবাঃ ০১৭৩২৩৬৩০৩৯	১৯১৮
৫	জনাব মোঃ মাসুদ আলম, প্রকল্প পরিচালক নিউট্রিশনাল সার্ভিলেন্স কম্পোনেন্ট প্রকল্প	৮১৮১৩৫০	৮৯৫৭৫৫৭ মোবাঃ ০১৭১২১০৫৭৬৯	১৮৬৩
৬	জনাব মোঃ দিলদার হোসেন প্রকল্প পরিচালক অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ প্রকল্প	৯১১৫৪৯৫	মোবাঃ ০১৭১৫৩০১৮৪৩	১৮৫৯
৭	জনাব যতন কুমার সাহা প্রকল্প পরিচালক Digital Information System প্রকল্প	৮১১৫৯৪২	মোবাঃ ০১৭১১৪৬১৮৯১	১২০১
৮	জনাব মোঃ কবির উদ্দিন আহাম্মদ প্রকল্প পরিচালক Strengthening of Industrial Statistics (Manufacturing Industries) of Bangladesh প্রকল্প	৮১৮১৪১৬	৮১৮১৩৩৭ মোবাঃ ০১৭১১০২২৬৩৬	১৪৫৭
৯	জনাব বিধান বড়াল প্রকল্প পরিচালক হারমোনাইজেশন এন্ড ডিসেমিনেশন অব ইউনিফাইড এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন স্ট্যাটিসটিকস	৯১৩৮৬৪১	৯১০১৮৭২ মোবাঃ ০১৭১২৯০৩৬৩০	১৬৫৯
১০	জনাব মোঃ মাসুদ আলম আহ্বায়ক পিডি'স ফোরাম	৮১৮১৩৫০	৮৯৫৭৫৫৭ মোবাঃ ০১৭১২১০৫৭৬৯	১৮৬৩
১১	জনাব জাফর আহাম্মদ খান আহ্বায়ক এডিটর'স ফোরাম	৮১২৭৯৩৭	৮৩৩৩১৬৮ মোবাঃ ০১৫৫২৩০৯৬৪২	১৫৬৩

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ২২, ২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০৮ বৈশাখ ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/২১ এপ্রিল ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

নং ০৪.৪২৩.০২২.০২.০১.০০২.২০১০/৫৪—সরকার MINISTRY OF PLANNING (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়) এর অধীনে Statistics Division (পরিসংখ্যান বিভাগ) নামে নূতন একটি বিভাগ গঠন করিয়াছে।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তারিক-উল-ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd
(২৪৮৩)
মূল্য ঃ টাকা ২.০০

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ১, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/১ মার্চ, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও নং ৬৪-আইন/২০১২।—Rules of Business, 1996, অতঃপর Rules বলিয়া উল্লিখিত, এর rule 3-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী MINISTRY OF PLANNING-এর অধীন Statistics Division-এর নাম পরিবর্তনক্রমে এতদ্দ্বারা নিম্নরূপে পুনর্গঠন করিলেন, যথা ঃ—

"Statistics and Informatics Division (পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ)"।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

মোঃ আবু ইউসুফ (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। মোঃ সেলোয়ার হোসাইন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd

(১৩৫১)

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মার্চ ১, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৮ ফাল্গুন ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/১ মার্চ ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৬৫-আইন/২০১২।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৫(৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি Rules of Business, 1996 এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথা ঃ—

উপরি-উক্ত Rules এর Schedule-1 (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) এর Sl.No.32.MINISTRY OF PLANNING শিরোনামাধীন "B. Statistics Division" উপ-শিরোনাম ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-শিরোনাম ও এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

B. Statistics and Informatics Division

1. All matters relating to Statistics and Informatics.
2. Formulation and revision of policy on Statistics and Informatics.
3. Preparation, maintenance and revision of National Population Register (NPR) as a central repository jointly with other government agencies.
4. Providing assistance for creation and maintenance of Departmental system linked to NPR.

(১৩৫৩)
মূল্য ঃ টাকা ২.০০

5. Providing NPR-based services securely to various government and non-government agencies and ensuring appropriate access control.

6. Development and maintenance of standard for data structure within the government and capacity building of various government agencies in this regard.

7. Development and maintenance of central Geographical Information System (GIS) platform.

8. Providing assistance for integration of GIS from other agencies into the central GIS platform.

9. Preparation and revision of National Strategy for Development of Statistics (NSDS).

10. Conducting periodic censuses on population and housing, agricultural and economic activities.

11. Conducting surveys on socio-economic, demographic and other field of activities.

12. Preparation and maintenance of official statistics on vital events, agriculture, manufacturing, foreign trade and other socio-economic activties.

13. Compilation of national accounts and price statistics.

14. Processing and dissemination of all official statistics.

15. Coordination of statistical requirements and methodologies for the country by various national and international agencies in line with international standards.

16. Ensuring elimination of duplication in statistics through coordination with various national and international agencies.

17. Authentication of statistics generated or collected by government agencies for national and international use.

18. Organization and establishment of data bank and electronic data processing system; maintenance of necessary digital archives.

19. Inquires and statistics on any of the subjects allotted to this Division.

20. Providing consultancy services on subjects allotted to this Division.

21. Providing secretarial services to National Statistical Council.

22. Administration of BCS (statistics) Cadre and Non-cadre officers in this Division.

23. Secretarial and financial administration relating to this Division.

24. Administration and control of subordinate offices and organizations under this Division.

25. Implementation of projects and programmes under this Division.

26. Conducting research and training on Statistics an Informatics.

27. Liaison with International organizations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Division.

28. All laws on subjects allotted to this Division.

29. Determination and collection of fees in respect of any of the subjects allotted to this Division except fees taken in courts.

30. Performing of any other duties related to Statistics and Informatics entrusted by the Government.

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা
মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

মোঃ আবু ইউসুফ (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ লেলোয়ার হোসাইন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মার্চ ৩, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৩ মার্চ, ২০১৩/১৯ ফাল্গুন, ১৪১৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ০২ মার্চ, ২০১৩/১৮ ফাল্গুন, ১৪১৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১৩ সনের ১২ নং আইন

পরিসংখ্যান সম্পর্কিত কার্যক্রম গতিশীল, সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক এবং সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশের জনসংখ্যা, কৃষি, শিল্প, জনমিতি, অর্থনীতি, আর্থ-সামাজিক বিষয়াদি, প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশ, ইত্যাদি সংক্রান্ত সঠিক ও নির্ভুল পরিসংখ্যান সম্পর্কিত কার্যক্রমকে গতিশীল, সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক এবং সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **"উপ-মহাপরিচালক"** অর্থ ব্যুরোর উপ-মহাপরিচালক;

(২) **"জরিপ"** অর্থ পরিসংখ্যান বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সমগ্রক হইতে নমুনা চয়নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ;

(৩) **"পরিসংখ্যান"** অর্থ **পরিসংখ্যান বিজ্ঞান** বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণক্রমে শুমারি বা সেন্সাস ও জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত ও প্রকাশিত তথ্য;

(৪) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৫) **"ব্যক্তি"** অর্থ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এবং কোম্পানি, সমিতি, অংশীদারী কারবার, সংবিধিবদ্ধ বা অন্যবিধ সংস্থা বা উহাদের প্রতিনিধিও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৬) **"ব্যুরো"** অর্থ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো;

(৭) **"মহাপরিচালক"** অর্থ ব্যুরোর মহাপরিচালক;

(৮) **"শুমারী"** অথবা **"সেন্সাস"** অর্থ একটি ভূখণ্ডের সকল মানুষ ও বিভিন্ন সেক্টর বা ইউনিটকে গণনা করা; এবং

(৯) **"সরকারি পরিসংখ্যান"** অর্থ ব্যুরো কর্তৃক প্রণীত, সংরক্ষিত, প্রকাশিত ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ধারা ১১ এর অধীন অনুমোদিত পরিসংখ্যান।

৩। **আইনের প্রাধান্য**।—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। **ব্যুরো প্রতিষ্ঠা**।—এই আইন বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো নামে একটি ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করিবে।

৫। **ব্যুরোর প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি**।—(১) ব্যুরোর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, ঢাকার বাহিরে যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন ও কর্মপরিধি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৬। **ব্যুরোর কার্যাবলী**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ব্যুরোর কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) সঠিক, নির্ভুল ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যান প্রণয়ন ও সংরক্ষণ;

(খ) সঠিক, নির্ভুল ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যান প্রণয়নের জন্য দেশের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে জরিপ পরিচালনা;

(গ) জনশুমারি, কৃষিশুমারি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ শুমারি, অর্থনৈতিক শুমারিসহ অন্যান্য শুমারি ও জরিপের লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) সরকারি পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদ, নীতি-নির্ধারক, গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য ব্যবহারকারীগণের চাহিদা অনুসারে দ্রুততার সহিত নির্ভরযোগ্য এবং ব্যবহারবান্ধব পরিসংখ্যান সরবরাহকরণ;

(ঙ) পরিসংখ্যান বিষয়ক নীতিমালা ও পদ্ধতি প্রণয়ন;

(চ) শাখা কার্যালয়ের কার্যাদি সরেজমিনে তদারক এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উহার প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্র (National Strategy for Development of Statistics) প্রবর্তন এবং, সময় সময়, হালনাগাদকরণ;

(জ) পরিসংখ্যান বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ;

(ঝ) পরিসংখ্যানের ভূমিকা ও কার্যক্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

(ঞ) পরিসংখ্যান কার্যক্রম সম্পাদনে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(ট) যে কোন কর্তৃপক্ষ, পরামর্শ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে পরিসংখ্যান বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রদান;

(ঠ) ভোক্তার মূল্য-সূচকসহ অন্যান্য মূল্য-সূচক এবং জাতীয় হিসাব প্রস্তুতকরণ;

(ড) অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, সামাজিক ও জনমিতি সংক্রান্ত নির্দেশক প্রণয়ন ও প্রকাশকরণ;

(ঢ) ভূমি ব্যবহারসহ বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন, উৎপাদন-ব্যয় এবং ফসলাধীন জমির পরিমাণ প্রাক্কলন;

(ণ) জিও-কোড সিস্টেম প্রণয়ন এবং একমাত্র সরকারি জিও-কোড সিস্টেম হিসাবে উহা হালনাগাদকরণ ও সংরক্ষণ এবং অন্যান্য সকল সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ;

(ত) জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার (National Population Register) প্রণয়ন ও সময় সময়, হালনাগাদকরণ;

(থ) সমন্বিত সেন্ট্রাল জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (Geographical Information System) প্রণয়ন;

(দ) পরিসংখ্যানের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ আন্তর্জাতিক মানে প্রমিতকরণ (standardization);

(ধ) সংরক্ষণের বিকল্প ব্যবস্থাসহ জাতীয় তথ্য ভান্ডার প্রণয়ন ও আধুনিক পদ্ধতিতে আর্কাইভে সংরক্ষণ;

(ন) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার জন্য প্রণীত সরকারি পরিসংখ্যানের মান সত্যকরণ (Authentication);

(প) পরিসংখ্যান সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা প্রদান;

(ফ) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন; এবং

(ব) উপরি-উক্ত দায়িত্ব পালন ও কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭। **মহাপরিচালক ও উপ-মহাপরিচালক**।—(১) ব্যুরোর একজন মহাপরিচালক ও একজন উপ-মহাপরিচালক থাকিবে।

(২) মহাপরিচালক ও উপ-মহাপরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন ও তাহাদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) মহাপরিচালক ব্যুরোর প্রধান নির্বাহী হইবেন।

৮। **মহাপরিচালকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী**।—(১) মহাপরিচালক—

(ক) ব্যুরোর সকল প্রশাসনিক ও অর্থ বিষয়ক কার্যাদি পরিচালনা করিবেন;

(খ) ব্যুরোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কার্যাবলী তদারক করিবেন এবং পেশাগত দিক-নির্দেশনা প্রদান করিবেন;

(গ) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে এবং সময় সময়, সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কার্যাবলী সম্পাদন, ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন; এবং

(ঘ) তৎকর্তৃক সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) মহাপরিচালকের পদ শূন্য হইলে, বা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে মহাপরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত মহাপরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বা মহাপরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, উপ-মহাপরিচালক বা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন ব্যক্তি অস্থায়ীভাবে মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৯। **কমিটি**।—সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এক বা একাধিক কমিটি গঠন ও উহার কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

১০। **সরকারি পরিসংখ্যানের বাধ্যতামূলক ব্যবহার**।—যে কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা উহাদের অধীনস্থ দপ্তর, অধিদপ্তর বা সংস্থার পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডে সরকারি পরিসংখ্যান বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহৃত হইবে।

১১। **ব্যুরো ব্যতীত অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক পরিসংখ্যান প্রস্তুত**।—ব্যুরো যে সকল বিষয়ে পরিসংখ্যান প্রণয়ন করে না সে সকল বিষয়ে, যে কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা উহাদের অধীনস্থ দপ্তর, অধিদপ্তর বা সংস্থা, ব্যুরো কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুসরণক্রমে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও সময়ে ব্যুরোর অনাপত্তি গ্রহণপূর্বক পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ করিতে পারিবে।

১২। **ব্যক্তি, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের তথ্য প্রদানের দায়বদ্ধতা, ইত্যাদি**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ব্যুরোর চাহিদা অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তি, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ উহাদের নিকট সংরক্ষিত তথ্য, ইত্যাদি ব্যুরোকে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) ব্যুরোর কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রাপ্ত তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সংগৃহীত তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের সম্মতি সাপেক্ষে প্রকাশ করা যাইবে।

১৩। **প্রবেশ, ইত্যাদির ক্ষমতা**।—এই আইনের অন্য কোন বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অন্যান্য আইনের বিধানাবলী ও যথাযথভাবে অবহিতকরণ সাপেক্ষে, মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যুরোর কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী এই আইন বা বিধির অধীন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে কোন রেকর্ড, রেজিস্টার, দলিল বা এতদসংশ্লিষ্ট কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরীক্ষা, যাচাই-বাছাই বা সংগ্রহ করিবার জন্য কোন ভবন বা স্থানে প্রবেশ করিবার অধিকারী হইবেন এবং সংশ্লিষ্ট ভবন বা স্থানের মালিক বা কর্তৃপক্ষ চাহিত তথ্য প্রদানে বাধ্য থাকিবে।

১৪। **প্রশিক্ষণ একাডেমী**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার পরিসংখ্যান বিষয়ক এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে, প্রয়োজনে, প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

(২) প্রশিক্ষণ একাডেমীর দায়িত্ব ও কার্যাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৫। **কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ**।—ব্যুরো উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৬। **প্রকাশনা**।—(১) ব্যুরো তৎকর্তৃক সংগৃহীত ও প্রস্তুতকৃত পরিসংখ্যান প্রকাশ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রকাশিত প্রকাশনাসমূহ, সময় সময়, হালনাগাদক্রমে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করিয়া লাইব্রেরীতে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১৭। **অবগতিমূলক কর্মসূচি**।—ব্যুরো উহার কার্যাবলী, কার্যপদ্ধতি ও প্রতিবেদন সম্পর্কে জনসাধারণকে সম্যক অবহিত করিবার লক্ষ্যে যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করিবে।

১৮। **অপরাধ ও শাস্তি**।—কোন ব্যক্তি এই আইনের ধারা ১৩ এর বিধান লংঘন করিলে, তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ১(এক) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৯। **অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা**।—এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য (Non-cognizable) ও জামিনযোগ্য (Bailable) হইবে।

২০। **Act V of 1898 এর প্রয়োগ**।—এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

২১। **বাজেট**।—ব্যুরো প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ-বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ-বৎসরে ব্যুরোর কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

২২। **ক্ষমতা অর্পণ**।—মহাপরিচালক, প্রয়োজনবোধে, এই আইনের অধীন তাহার উপর অর্পিত যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব, লিখিত আদেশ দ্বারা, ব্যুরোর যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবেন এবং সরকারকে উহা যথাশীঘ্র সম্ভব অবহিত করিবেন।

২৩। **জনসেবক**।—মহাপরিচালক, ব্যুরোর কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং ব্যুরোর পক্ষে কাজ করিবার জন্য যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনকালে, Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) এর section 21 এ বর্ণিত অর্থে Public Servant বা জনসেবক বলিয়া গণ্য হইবেন।

২৪। **বার্ষিক প্রতিবেদন**।—(১) মহাপরিচালক প্রতি বৎসর ৩১ মার্চের মধ্যে পূর্ববর্তী ৩১ ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বৎসরের স্বীয় কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

(২) সরকার ব্যুরোকে যে কোন সময় উহার যে কোন কাজের প্রতিবেদন বা বিবরণী বা পরিসংখ্যান উহার নিকট প্রেরণের নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ নির্দেশ প্রাপ্তির পর ব্যুরো উহা সরকারের নিকট প্রেরণে বাধ্য থাকিবে।

২৫। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ, ইত্যাদি**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২৬। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৭। **নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের ধারা ৬ এর দফা (ঙ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ব্যুরো সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নীতিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৮। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই আইনের অধীন ব্যুরো প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২৬ আগস্ট, ১৯৭৪ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং ৪/২৫/৭২-বিধি, অতঃপর উক্ত প্রজ্ঞাপন বলিয়া উল্লিখিত, বাতিল হইয়া যাইবে।

(২) উক্ত প্রজ্ঞাপন বাতিল হইবার সঙ্গে সঙ্গে —

(ক) উক্ত প্রজ্ঞাপনের অধীন গঠিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, অতঃপর বিলুপ্ত ব্যুরো বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;

(খ) বিলুপ্ত ব্যুরোর—

(অ) সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধাদি এবং স্থাবর ও অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং অন্য সকল দাবী ও অধিকার ব্যুরোর উপর হস্তান্তরিত হইবে এবং ব্যুরো উহার অধিকারী হইবে;

(আ) বিরুদ্ধে বা উহা কর্তৃক দায়েরকৃত সকল মামলা-মোকদ্দমা ব্যুরোর বিরুদ্ধে বা ব্যুরো কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা-মোকদ্দমা বলিয়া গণ্য হইবে;

(ই) সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব ব্যুরোর ঋণ ও দায়-দায়িত্ব হইবে;

(ঈ) সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী ব্যুরোতে বদলী হইবেন এবং তাহারা ব্যুরো কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ বদলীর পূর্বে তাহারা যেশর্তে চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন, ব্যুরো কর্তৃক পরিবর্তিত বা প্রেষণ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে তাহারা ব্যুরোর চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিবেন;

(উ) সকল কমিটি বিলুপ্ত হইবে ও বিলুপ্ত কমিটি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম, প্রদত্ত সিদ্ধান্ত, ইত্যাদি এই আইনের অধীন গঠিত কমিটি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ও প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোন সিদ্ধান্ত অবাস্তবায়িত থাকিলে বা উহার কোন কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উক্তরূপ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও নিষ্পন্নের লক্ষ্যে উহা এমনভাবে চলমান ও অব্যাহত থাকিবে যেন কমিটিসমূহ বিলুপ্ত হয় নাই;

(ঊ) সকল রেকর্ড, নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান ব্যুরোতে স্থানান্তরিত হইবে এবং উক্তরূপে স্থানান্তরিত রেকর্ড, নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, তথ্য-উপাত্ত ও পরিসংখ্যান এমনভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে যেন ব্যুরো বিলুপ্ত হয় নাই;

(ঋ) অধীন প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক, উপজেলা এবং থানা পরিসংখ্যান অফিসের কার্যক্রম এই আইনের অধীন শাখা কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এমনভাবে কার্যকর ও অব্যাহত থাকিবে যেন উহারা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে;

(এ) জারিকৃত সকল আদেশ, নীতিমালা, দিক-নির্দেশনা, জাতীয় পরিসংখ্যান পদ্ধতি, ইত্যাদি, এই আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, পরবর্তী আদেশ, নীতিমালা, দিক-নির্দেশনা, জাতীয় পরিসংখ্যান পদ্ধতি জারি না হওয়া পর্যন্ত, একইরূপে চলমান, অব্যাহত ও কার্যকর থাকিবে যেন ব্যুরো বিলুপ্ত হয় নাই।

(৩) এই আইন প্রবর্তনের সংগে সংগে ১৩ আগস্ট, ১৯৭৭ তারিখের সরকারি আদেশ নং ১/এনএসসি/৭৭(২০০) মূলে গঠিত জাতীয় পরিসংখ্যান কাউন্সিল বিলুপ্ত হইবে এবং বিলুপ্ত কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত, এই আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এমনভাবে কার্যকর ও বাস্তবায়িত হইবে যেন উক্ত কাউন্সিল বিলুপ্ত হয় নাই।

মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান
সচিব।

ড. মোঃ আলী আকবর (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd

পরিশিষ্ট- '৫'

মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এর ভিত্তি বছর ১৯৯৫-৯৬ হতে ২০০৫-০৬ এ পরিবর্তন এবং তার প্রভাব।

১। জিডিপি ভিত্তি বছর ১৯৯৫-৯৬ হতে ২০০৫-০৬ এ পরিবর্তনের প্রধান প্রধান দিকসমূহ নিম্নরূপ:

১.১। **কৃষি খাতঃ** শস্য, গবাদিপশু ও হাস-মুরগি, বন এবং মৎস্য উপ-খাতের সমন্বয়ে এ খাত গঠিত। ইতোপূর্বে জিডিপি নিরূপণের জন্য এ খাতের অন্তর্ভুক্ত সকল তথ্যের সংগে শস্য উপখাতে ২৪ টি নতুন শস্যের উৎপাদন তথ্য, খামারে প্রতিপালিত গবাদি পশুর তথ্য, শুটকী মাছ ও পোনা মাছ (পুনঃচাষের জন্য) সহ অন্যান্য তথ্য নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এ খাতে জিডিপি প্রায় শতকরা ৯ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ১: চলতি মূল্যে কৃষি খাতের মোট মূল্য সংযোজন (Gross Value Added)

(বিলিয়ন টাকা)

নির্দেশক	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (সংশোধিত)	২০১২-১৩ (সাময়িক)
ভিত্তি বছর: ১৯৯৫-৯৬	৭৮৫	৮৭৯	১,০০০	১,১১২	১,২৪৮	১,৪০৬	১,৫৬৮	১,৭২৭
ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬	৮৭১	৯৭৪	১,১০৪	১,২০৫	১,৩৫৫	১,৫২৬	১,৭০৩	১,৮৫৩
বৃদ্ধির হার	১০.৮৫	১০.৭৫	১০.৩৭	৮.৩৩	৮.৫৯	৮.৫৬	৮.৬৫	৭.৩০

*** ২০০৫-০৬ ভিত্তি বছর অনুযায়ী চলতি মূল্যে কৃষি খাতের গড় (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩) জিডিপি প্রায় ৯% বৃদ্ধি পেয়েছে।**

১.২। **শিল্প খাতঃ** এ খাতে খনিজ উৎপাদন ও আহরণ, উৎপাদন শিল্প (Manufacturing sector), বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ (Construction) কর্মকান্ড অন্তর্ভুক্ত। ইতোপূর্বে জিডিপি নিরূপণের জন্য এ খাতের অন্তর্ভুক্ত সকল তথ্যের সংগে মিনারেল ওয়াটার, রিসাইক্লিং কর্মকান্ড, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন, পানি সরবরাহ ও নির্মাণ খাতে হালনাগাদ তথ্য অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এ খাতে জিডিপি প্রায় শতকরা ৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ২: চলতি মূল্যে শিল্প খাতের মোট মূল্য সংযোজন (Gross Value Added)

(বিলিয়ন টাকা)

নির্দেশক	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (সংশোধিত)	২০১২-১৩ (সাময়িক)
ভিত্তি বছর: ১৯৯৫-৯৬	১,১১৮	১,২৯৬	১,৫০০	১,৭০২	১,৯১১	২,১৬৮	২,৫২৪	২,৮৯৬
ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬	১,১৬২	১,৩৪৬	১,৫৫৪	১,৭৮৩	১,৯৯০	২,২৭৬	২,৬৫২	৩,০৬২
বৃদ্ধির হার	৩.৯৬	৩.৮৬	৩.৬২	৪.৭৬	৪.১৪	৪.৯৭	৫.০৭	৫.৭২

*** ২০০৫-০৬ ভিত্তি বছর অনুযায়ী চলতি মূল্যে শিল্প খাতের গড় (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩) জিডিপি প্রায় ৪% বৃদ্ধি পেয়েছে।**

১.৩। **সেবা খাতঃ** খুচরা ও পাইকারী ব্যবসা, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, পরিবহন ও যোগাযোগ, আর্থিক খাত (ব্যাংক, ইন্সুরেন্স, লিজিং কোম্পানী ইত্যাদি), রিয়েল এস্টেট, জনপ্রশাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক সেবা কর্মকান্ডের সমন্বয়ে এ খাত গঠিত। ইতোপূর্বে জিডিপি নিরূপণের জন্য এ খাতের অন্তর্ভুক্ত সকল তথ্যের সংগে যানবাহন মেরামত, গৃহ ও ব্যক্তিগত সামগ্রী মেরামত, নতুন বেসরকারি বিমান সংস্থার তথ্য, ইন্টারনেট সেবা, ক্যাবল টেলিভিশন সংক্রান্ত তথ্য, ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান, লিজিং ও ফাইনান্স কোম্পানী, সমবায় ব্যাংকসহ সমবায় সমিতি, সরকারের অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের হালনাগাদ তথ্য নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এ খাতে জিডিপি প্রায় শতকরা ১৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৩: চলতি মূল্যে সেবা খাতের মোট মূল্য সংযোজন (Gross Value Added)

(বিলিয়ন টাকা)

নির্দেশক	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (সংশোধিত)	২০১২-১৩ (সাময়িক)
ভিত্তি বছর: ১৯৯৫-৯৬	২,১০২	২,৩৯৩	২,৭৬০	৩,১২৫	৩,৫৫৬	৪,১১৪	৪,৭৭৬	৫,৪০৭
ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬	২,৪৫১	২,৮১০	৩,২২৪	৩,৬৪৪	৪,১২২	৪,৭২৪	৫,৪৯১	৬,৩০৮
বৃদ্ধির হার	১৬.৬১	১৭.৪৩	১৬.৮১	১৬.৬০	১৫.৯২	১৪.৮৪	১৪.৯৮	১৬.৬৫

*** ২০০৫-২০০৬ ভিত্তি বছর অনুযায়ী চলতি মূল্যে সেবা খাতের গড় (২০০৫-০৬ থেকে ২০১২-১৩) জিডিপি প্রায় ৪% বৃদ্ধি পেয়েছে।**

২। সার্বিক বিবেচনায় দেখা যায় ১৯৯৫-৯৬ ভিত্তি বছরের তুলনায় ২০০৫-০৬ ভিত্তি বছরের চলতি মূল্যে জিডিপির পরিমাণ প্রায় ১৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। নিচের সারণি সমূহে ১৯৯৫-৯৬ হতে ২০১২-১৩ অর্থ বছরের মোট দেশজ উৎপাদন (GDP), অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার, মাথাপিছু আয়, বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের বিপরীতে দেশজ উৎপাদনের অনুপাত এবং মূল্যস্ফীতির হার উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৪: চলতি মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)

(বিলিয়ন টাকা)

নির্দেশক	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (সংশোধিত)	২০১২-১৩ (সাময়িক)
ভিত্তি বছর: ১৯৯৫-৯৬	৪,৭৩০	৫,৩৯৪	৬,১৮০	৬,৯৩৩	৭,৮২৯	৮,৯৯৩	১০,৪১৩	১১,৮৮১
ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬	৪,১৫৭	৪,৭২৫	৫,৪৫৮	৬,১৪৮	৬,৯৪৩	৭,৯৬৭	৯,১৮১	১০,৩৮০
বৃদ্ধির হার	১৩.৭৮	১৪.১৭	১৩.২৩	১২.৭৭	১২.৭৬	১২.৮৮	১৩.৪১	১৪.৪৬

সারণি ৫: চলতি মূল্যে মাথা পিছু আয়

নির্দেশক	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (সংশোধিত)	২০১২-১৩ (সাময়িক)
	জিডিপি ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬							
মাথাপিছু আয় (টাকা)	৩৫,৭৮২	৪০,৫২৭	৪৬,৩৪২	৫১,৩৮৭	৫৭,৩৪৪	৬৪,৯৪১	৭৪,৫৮৫	৮৪,১৫১
মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলার)	৫৩৩	৫৮৭	৬৭৬	৭৪৭	৮২৯	৯১২	৯৪৩	১,০৪৪
	জিডিপি ভিত্তি বছর: ১৯৯৫-৯৬							
মাথাপিছু আয় (টাকা)	৩১,৯১৫	৩৬,১১৬	৪১,৭২৮	৪৬,৫০৪	৫১,৯৫৯	৫৮,০৮৩	৬৬,৪৬৩	৭৪,৩৮০
মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলার)	৪৭৬	৫২৩	৬০৮	৬৭৬	৭৫১	৮১৬	৮৪০	৯২৩

ব্যয় পদ্ধতিতে (Expenditure method) **১৯৯৫-৯৬ ও ২০০৫-০৬** ভিত্তি বছরের **হিসাব অনুসারে জিডিপি'র সাথে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের অনুপাত নিম্নের সারণিতে প্রদান করা হলোঃ**

সারণি ৬: চলতি মূল্যে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের বিপরীতে মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) অনুপাত

নির্দেশক	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (সংশোধিত)	২০১২-১৩ (সাময়িক)
	জিডিপি ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬							
বিনিয়োগ (Investment)	২৬.৬৬	২৬.৬৮	২৬.৬৫	২৬.৬৫	২৬.৭৪	২৭.৯২	২৮.৬৮	২৮.৭০
দেশজ সঞ্চয় (Domestic Savings)	২১.৬০	২১.০৯	১৯.৬৮	২০.৪২	২০.৯৯	২১.০৭	২১.০৬	২১.৮৯
জাতীয় সঞ্চয় (National Savings)	২৮.১৩	২৮.৩৭	২৮.৪২	২৮.৮৩	২৯.৭৯	২৯.৪৮	২৯.৮১	৩০.৮৫
	জিডিপি ভিত্তি বছর: ১৯৯৫-৯৬							
বিনিয়োগ (Investment)	২৪.৬৫	২৪.৪৬	২৪.২১	২৪.৩৭	২৪.৪১	২৫.১৫	২৬.৫৪	২৬.৮৪
দেশজ সঞ্চয় (Domestic Savings)	২০.২৫	২০.৩৫	২০.৩১	২০.০৯	২০.১০	১৯.২৯	১৯.২৬	১৯.২৫
জাতীয় সঞ্চয় (National Savings)	২৭.৬৭	২৮.৬৬	৩০.২১	২৯.৫৭	৩০.০২	২৮.৭৮	২৯.১৮	২৯.৫১

৩। **১৯৯৫-৯৬ ও ২০০৫-২০০৬ ভিত্তি বছরের স্থির মূল্যে** (constant price) **মোট দেশজ উৎপাদন এবং প্রবৃদ্ধির হার নিম্নের সারণিতে প্রদত্ত হলোঃ**

সারণি ৭: স্থির মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ও প্রবৃদ্ধির হার

(বিলিয়ন টাকা)

নির্দেশক	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২ (সংশোধিত)	২০১২-১৩ (সাময়িক)
	জিডিপি ভিত্তি বছর: ২০০৫-০৬							
জিডিপি	৪,৭৩০	৫,০৬৮	৫,৩৬০	৫,৬৩৫	৫,৯৬৪	৬,৩৭২	৬,৭৮৫	৭,২০৪
প্রবৃদ্ধির হার	-	৭.১৪	৫.৭৬	৫.১৪	৫.৮২	৬.৮৫	৬.৪৮	৬.১৮
	জিডিপি ভিত্তি বছর: ১৯৯৫-৯৬							
জিডিপি	২,৮৪৭	৩,০৩০	৩,২১৭	৩,৪০২	৩,৬০৮	৩,৮৫১	৪,০৯০	৪,৩৩৭
প্রবৃদ্ধির হার	-	৬.৪৩	৬.১৯	৫.৭৪	৬.০৭	৬.৭১	৬.২৩	৬.০৩

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

সারণি ৮: মূল্যস্ফীতির হার

নির্দেশক	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩ (সাময়িক)
ভিত্তি বছর: ২০০৫-২০০৬								
পয়েন্ট টু পয়েন্ট	-	-	-	-	-	-	-	৮.০৫*
১২ মাসের গড় ভিত্তিতে	-	৯.৩৯	১২.২৯	৭.৬০	৬.৮২	১০.৯১	৮.৬৯	৬.৭৮
ভিত্তি বছর: ১৯৯৫-১৯৯৬								
পয়েন্ট টু পয়েন্ট	৭.৫৪	৯.২০	১০.০৪	২.২৫	৮.৭০	১০.১৭	৮.৫৬	৭.৯৭
১২ মাসের গড় ভিত্তিতে	৭.১৬	৭.২০	৯.৯৪	৬.৬৬	৭.৩১	৮.৮০	১০.৬২	৭.৭০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

এ ব্যপারে অর্জিত অগ্রগতি জাতীয় গণমাধ্যমে তথা- প্রিন্ট ও ইলেট্রনিক্স মিডিয়ায় বহুল প্রচার পায়। পরবর্তী পৃষ্ঠায়/পৃষ্ঠাসমূহ প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারের (কভারেজের) কিছু নিউজক্লিপিং প্রদত্ত হলো।

ভোরের কাগজ
ঢাকা ■ বৃহস্পতিবার ■ ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩

বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় হাজার ডলার ছাড়িয়েছে

কাগজ প্রতিবেদক : সামাজিক নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন সূচকে উন্নতির ফলে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় এক হাজার ডলার ছাড়িয়ে গেছে। গতকাল বুধবার পরিসংখ্যান ভবনে এক বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত সাংবাদিকদের জানান, গত ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বার্ষিক ৯২৩ ডলার থেকে বেড়ে ১০৪৪ ডলার হয়েছে। বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় এই প্রথমবারের মতো চার অঙ্কের কোঠায় পৌঁছালো। মাথাপিছু আয় ১১৯০ ডলারে উন্নীত করতে পারলে অর্থাৎ আর মাত্র ১৪৬ ডলার বাড়াতে পারলে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে আসার তিনটি শর্তের মধ্যে একটি পূরণ করবে বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে মাথাপিছু আয়ের তথ্য নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করে পরিসংখ্যান ব্যুরো।

মাথাপিছু আয় ১১৯০ ডলারে উন্নীত করতে পারলে অর্থাৎ আর মাত্র ১৪৬ ডলার বাড়াতে পারলে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে আসার তিনটি শর্তের মধ্যে একটি পূরণ করবে বাংলাদেশ

অর্থমন্ত্রী বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা খাতসহ অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকে আমরা কয়েক বছর ধরে ভালো করছি। তারই ইতিবাচক ফল হচ্ছে মাথাপিছু আয়ের এই উন্নতি। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার পরিসংখ্যানকে সব সময় 'রাজনীতির ঊর্ধ্বে' রাখার চেষ্টা করেছে বলেও মন্তব্য করেন মুহিত। তিনি জানান, চলতি অর্থবছর থেকে মূল্যস্ফীতির মতো মোট দেশজ আয়ের (জিডিপি) তথ্যও নতুন ভিত্তি বছরে হিসাব করা হবে। এতোদিন ১৯৯৫-৯৬ ভিত্তিবছরের বিভিন্ন তথ্যকে ভিত্তি ধরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হিসাব করা হতো। চলতি বছর থেকে ২০০৫-০৬ ভিত্তিবছরের তথ্যকে এই হিসাবের কাজে ব্যবহার করবে পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সরকার চলতি অর্থবছর ৭ দশমিক ২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের আশা করছে। মাথাপিছু আয় ১১৯০ ডলারে উন্নীত করতে পারলে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে আসার তিনটি শর্তের একটি পূরণ হবে বাংলাদেশের। এছাড়া অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও মানবসম্পদ সূচকেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখাতে হবে বাংলাদেশকে। এসব শর্ত পূরণ করে বাংলাদেশের 'স্বল্পোন্নত' দেশের তকমা ঘোচাতে এরই মধ্যে একটি 'কর্মপরিকল্পনা' অনুমোদন করেছে মন্ত্রিসভা।

সামাজিক নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচনে গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের অভাবনীয় সাফল্যের তথ্য বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনেও উঠে এসেছে। গত জুনে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ পোভার্টি এসেসমেন্ট' শীর্ষক এই প্রতিবেদনে বলা হয়, দারিদ্র্য বিমোচনে চলতি বছরের মধ্যেই জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এমডিজি) পৌঁছে যাবে বাংলাদেশ।

১৯৯০ সালে বাংলাদেশের ৫৭ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিল। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালে তা কমিয়ে ২৮ দশমিক ৫ শতাংশে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। তবে গত এক দশকের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে বিশ্বব্যাংক মনে করছে, নির্ধারিত সময়ের দুই বছর আগেই চলতি বছরের শেষ নাগাদ বাংলাদেশ এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, গত এক দশকে ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ধারাবাহিকভাবে কমে এসেছে।

● এরপর-পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

● প্রথম পাতার পর ২০০০ সালে যেখানে দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৩০ লাখ, ২০০৫ সালে তা কমে সাড়ে ৫ কোটি এবং ২০১০ সালে তা আরো কমে ৪ কোটি ৭০ লাখে নেমে এসেছে।

হালের তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংক বলছে, ২০১৫ সাল নাগাদ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও ২ শতাংশ পয়েন্ট কমে আসবে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের হার তখন দাঁড়াবে ২৬ শতাংশের কাছাকাছি। বর্তমানে দেশে দারিদ্র্যের হার ২৭ শতাংশের নিচে।

বিশ্বব্যাংক বলছে, প্রধানত দুটি কারণে বাংলাদেশ এই সফলতা অর্জন করেছে। এর একটি হলো- মজুরি বৃদ্ধি। সরকারি-বেসরকারি সব ক্ষেত্রেই শ্রমের মজুরি বেড়েছে গত এক দশকে। আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে এসে 'নির্ভরশীল লোকের' সংখ্যা কমে যাওয়াও এই সাফল্যের একটি কারণ। গ্রামে কর্মসংস্থান ও মজুরি বেড়েছে। দেশের ভেতরে চাহিদা বেড়েছে। স্থানীয় বাজার সম্প্রসারিত হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন বেড়েছে। তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। ২০০৮ সালে যেখানে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় ৬৩০ ডলার ছিল, পাঁচ বছরের মাথায় তা ৪১৪ ডলার বেড়েছে। এ প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ জায়েদ বখত বিবিসি বাংলাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, মাথাপিছু বার্ষিক আয় বৃদ্ধির অর্থনৈতিক তাৎপর্য হলো মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়া এবং তাদের জীবনমানের উন্নতি। তবে তিনি বলছেন, এই মাথাপিছু জাতীয় আয়ের মধ্যে শুধু যে দেশজ উৎপাদন রয়েছে তাই নয়, এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থও। মাথাপিছু আয় বাড়ার একটা কারণ হিসেবে তিনি বলছেন, রেমিটেন্সসহ জাতীয় আয়ের পরিমাণ বেড়েছে এবং পাশাপাশি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে কম থাকায় মাথাপিছু আয় বেড়েছে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষণা পরিচালক জায়েদ বখত বলেন, এই বৃদ্ধি এক বছরে ঘটেনি, সার্বিকভাবে গত কয়েক বছরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে এই প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। তিনি বলেন, অর্থনীতিতে যেভাবে এই প্রবৃদ্ধির হিসাব করা হয় তার থেকে এটা বলা যায় যে এটা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ারই একটা ইঙ্গিত বহন করছে।

তিনি আরো বলেন, মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অভিবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিটেন্সের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে, কারণ এই রেমিটেন্স দেশজ পণ্যের চাহিদা ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে সেবাখাত এবং গ্রামীণ অর্থনীতিমুখী উৎপাদন অনেক বেড়েছে এবং তার মতে অর্থনীতির ওপরে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এর একটা সুফল লক্ষ করা গেছে।

প্রথম আলো
বৃহস্পতিবার, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩
bis@prothom-alo.info

২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতির চিত্র

	প্রবৃদ্ধি	মাথাপিছু আয়	জিডিপি	বিনিয়োগ	সঞ্চয়
বিদ্যমান ভিত্তিবছর ১৯৯৫-৯৬	৬.০৩%	৯২৩ ডলার	৪,৩৩,৭০০ কোটি টাকা	২৬.৮৪%	২৯.৫১%
নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬	৬.১৮%	১,০৪৪ ডলার	৭,২০,৪০০ কোটি টাকা	২৮.৭০%	৩০.৮৫%

অর্থনীতির আয়তন বেড়েছে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

নতুন ২০০৫-০৬ ভিত্তিবছরের হিসাবে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) সব সূচকেই অগ্রগতি হয়েছে। জিডিপির প্রবৃদ্ধি, আকার ও মাথাপিছু আয় বেড়েছে। মূলত নতুন হিসাবে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের মোট মূল্য সংযোজনের পরিমাণ বৃদ্ধি অর্থনীতির প্রতিটি সূচকে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।।

দেশের জিডিপির নতুন ভিত্তিবছর (২০০৫-০৬) নিয়ে গতকাল বুধবার পরামর্শক সভায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) উপস্থাপনায় এসব তথ্য ওঠে এসেছে। রাজধানীর আগারগাঁওয়ের পরিসংখ্যান ভবনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পরিকল্পনামন্ত্রী এ কে খন্দকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, খাদ্যমন্ত্রী আবদুর রজ্জাক, জিডিপি ভিত্তিবছর পরিবর্তনসংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সচিব মো. নজিবুর রহমানসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

মূলত ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনীতির গতিধারার প্রকৃতি চিত্র নিরূপণ করতেই একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর নতুন ভিত্তিবছর করা হয়। ফলে অর্থনীতির নতুন নতুন খাতগুলো এতে অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে দেশের অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

নতুন খাত ও মূল্য সংযোজন

২০০০ সালে ১৯৯৫-৯৬ ভিত্তিবছর ধরে জিডিপি গণনা করা শুরু হয়। আগের ১৯৮৪-৮৫ ভিত্তিবছরের চেয়ে, সেই ভিত্তিবছরে জিডিপির আকার প্রায় ২৭ শতাংশে বেড়েছিল।

কৃষি খাত : নতুন ভিত্তিবছরে কৃষি খাতে মোট মূল্য সংযোজন হবে ৯ শতাংশ। এর মানে আগের ভিত্তিবছরে কৃষি খাতে যে পরিমাণ মূল্য সংযোজন হয়েছে নতুন ভিত্তিবছরে তার চেয়ে বেশি হবে। কৃষি খাতের উৎপাদনের আকার বাড়বে, যা মোট জিডিপিতে বাড়বে। নতুন ভিত্তিবছরের কৃষি খাতের শস্য উপ-খাতে ২৪টি নতুন শস্যসহ সর্বমোট ১২৪টি শস্যের উৎপাদন তথ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, ব্যক্তিগত বনায়ন, মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন, গটকি, পোনা মাছ, চাষকৃত মাছ ইত্যাদি।

শিল্প খাত : শিল্প খাতে মোট মূল্য সংযোজন হবে ৫ শতাংশ। যেসব খাতের তথ্য নতুন করে সংযুক্ত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মিনারেল ওয়াটার, বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, পৌর অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

সেবা খাত : নতুন ভিত্তিবছরে সবচেয়ে লাভবান হবে সেবা খাত। এই খাতে ১৬ শতাংশ বেশি মূল্য সংযোজন হবে। সেবা খাতে যেসব নতুন সংযুক্ত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো যানবাহন মেরামত, গৃহস্থালি ও ব্যক্তিগত সামগ্রী মেরামত, এয়ারলাইন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, ইন্টারনেট ও কেবল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান, লিজিং ও ফাইন্যান্স কোম্পানি, সমবায় ব্যাংকসহ সমবায় সমিতি, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন, ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ।

আলোচনা : বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী জানান, দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে— এমন অনেক নতুন খাত যুক্ত হওয়ার ফলে নতুন ভিত্তিবছরের আওতা বেড়েছে, ফলে জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ও কিছুটা বেড়েছে। তিনি আরও বলেন, 'ক্রয়ক্ষমতার হিসাবে আমরা অনেক দেশ থেকে পিছিয়ে রয়েছি। এর হিসাবগত পদ্ধতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের চেয়ে ভারতীয়দের ক্রয়ক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ, শ্রীলঙ্কায় তিন গুণ। আফ্রিকার অনেক দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের চেয়ে বারাপ হওয়ার পরও তাদের ক্রয়ক্ষমতার পরিমাণ আমাদের চেয়ে বেশি। সেসব দেশে এখনো ক্ষুধা বড় সমস্যা হলেও আমাদের দেশে ১৫ বছর আগেই ক্ষুধার সমস্যা বিদায় হয়েছে।'

অর্থমন্ত্রী মনে করেন, হিসাবের চেয়ে বাংলাদেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা অনেক বেশি।

পরিকল্পনামন্ত্রী এ কে খন্দকার বলেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঠিক প্রতিফলন ঘটানোর জন্য জিডিপি এবং মূল্যস্ফীতির সূচকের ভিত্তিবছর নির্দিষ্ট সময় পর পর পরিবর্তন করা জরুরি।

বৃহস্পতিবার ২১ ভাদ্র ১৪২০
৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩
দৈনিক ইত্তেফাক

মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১০৪৪ ডলার

ক্রয়ক্ষমতা হিসেবের পদ্ধতি পরিবর্তন দরকার : অর্থমন্ত্রী

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

নতুন ভিত্তিবছরের হিসাবে দেশের মাথাপিছু আয় হয়েছে ১০৪৪ ডলার। পূর্বের হিসাবে এর পরিমাণ ছিলো ৯২৩ ডলার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৫-৯৬ সালকে ভিত্তি ধরে বিদায়ী অর্থবছরে (২০১২-১৩) মোট দেশজ আয়ের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ছিলো ৬ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। অন্যদিকে নতুন ২০০৫-০৬ ভিত্তি বছরের হিসাবে প্রবৃদ্ধি হবে ৬ দশমিক ১৮ শতাংশ।

গতকাল বিবিএস ভবনে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এবং ডেফ্লেটর মূল্যসূচক (পিপিআই) এর ভিত্তি বছর ১৯৯৫-৯৬ হতে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে পরিবর্তন (রিবেজিং) সংক্রান্ত আলোচনা সভায় এ তথ্য জানানো হয়।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) একে খন্দকার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, খাদ্যমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক, টেকনিক্যাল কমিটির সভাপতি প্রফেসর ড. ওয়াহীদ উদ্দিন মাহমুদ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সচিব মো. নজিবুর রহমানসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী জানান, দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে এমন অনেক নতুন খাত যুক্ত হবার ফলে নতুন ভিত্তিবছরের আওতা বেড়েছে, ফলে জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ও কিছুটা বেড়েছে। তবে ক্রয়ক্ষমতার (পিপিপি) হিসাবে আমরা অনেক দেশ থেকে পিছিয়ে রয়েছি। এর হিসাবগত পদ্ধতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সচিব মো. নজিবুর রহমান জানান, ভিত্তিবছর পরিবর্তন করে অচিরেই জিডিপি'র হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করা হবে। এর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির গতিশীলতার অপেক্ষাকৃত সঠিক চিত্র ফুটে উঠবে।

বিবিএস এর তথ্যানুযায়ী, পুরনো ভিত্তি বছরের হিসাবে ২০১২-১৩ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী জিডিপি'র আকার ছিলো ৪ লাখ ৩৩ হাজার ৭শ' কোটি টাকা। নতুন হিসাবে তা বেড়ে ৭ লাখ ২০ হাজার ৪শ' টাকায় দাঁড়িয়েছে।

পুরনো হিসাবে জিডিপি'র তুলনায় বিনিয়োগ হার ছিলো ২৬ দশমিক ৮৪ ভাগ ও সঞ্চয় ২৯ দশমিক ৫১ ভাগ। অন্যদিকে নতুন ভিত্তি বছরে জিডিপি'র তুলনায় বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ২৮ দশমিক ৭০ ভাগ ও সঞ্চয় ৩০ দশমিক ৮৫ ভাগ।

২০০৫-০৬ সালকে ভিত্তি ধরে বিদায়ী ২০১২-১৩ অর্থবছরে কৃষি খাতে ৯ শতাংশ, শিল্পখাতে ৫ শতাংশ সেবা খাতে ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি জিডিপি বেড়েছে ১৩ শতাংশ।

নতুন ভিত্তি বছরের কৃষিখাতের শস্য উপখাতে ২৪টি নতুন শস্যসহ মোট ১২৪টি শস্যের উৎপাদন তথ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার
৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩

যুগান্তর

দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ছাড়াল হাজার ডলার

নতুন খাত যুক্ত হওয়ায় জিডিপি বেড়েছে : অর্থমন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট

নতুন ভিত্তি বছরের হিসেবে দেশের মাথাপিছু আয় হয়েছে ১০৪৪ ডলার। পুরোনো হিসেবে এর পরিমাণ ছিল ৯২৩ ডলার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাময়িক হিসেব অনুযায়ী ১৯৯৫-৯৬ সালকে ভিত্তি ধরে বিদায়ী অর্থবছরে (২০১২-১৩) মোট দেশজ আয়ের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির ছিল ৬ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। অন্যদিকে নতুন ২০০৫-০৬ ভিত্তি বছরের হিসেবে প্রবৃদ্ধি হবে ৬ দশমিক ১৮ শতাংশ। গতকাল বিবিএস ভবনে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এবং ভোক্তার মূল্য সূচকের (সিপিআই) এর ভিত্তি বছর ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে পরিবর্তন (রিবেজিং) সংক্রান্ত আলোচনা সভায় এ তথ্য জানানো হয়। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) একে খন্দকার, মৎস ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী আবদুল লতিফ বিশ্বাস, খাদ্যমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক, টেকনিক্যাল কমিটির সভাপতি প্রফেসর ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সচিব মো: নজিবুর রহমানসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী জানান, দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে এমন অনেক নতুন খাত যুক্ত হওয়ার ফলে নতুন ভিত্তি বছরের ব্যাপ্তি বেড়েছে, ফলে জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ও কিছুটা বেড়েছে। তবে ক্রয়ক্ষমতার (পিপিপি) হিসেবে আমরা অনেক দেশ থেকে পিছিয়ে রয়েছি। এর হিসেবগত পদ্ধতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এর কারণ হিসেবে অর্থমন্ত্রী জানান, বাংলাদেশের চেয়ে ভারতীয়দের ক্রয়ক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ, শ্রীলংকায় তিনগুণ। আফ্রিকার অনেক দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের চেয়ে খারাপ হওয়ার পরেও তাদের ক্রয়ক্ষমতার পরিমাণ আমাদের চেয়ে বেশি। সেসব দেশে এখনও ক্ষুধা বড় সমস্যা হলেও আমাদের দেশে ১৫ বছর আগেই ক্ষুধার সমস্যা বিদায় হয়েছে। আমাদের হিসেবের চেয়েও ক্রয়ক্ষমতা অনেক বেশি বলে তিনি উল্লেখ করেন। ক্রয়ক্ষমতার হিসেবের পদ্ধতি পরিবর্তন করার জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সঙ্গে শিগগিরই বৈঠক করা হবে বলে জানান অর্থমন্ত্রী। অর্থমন্ত্রী দাবি করেন, পরিসংখ্যান ব্যুরোকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হতে মুক্ত রাখা হয়েছে। ফলে সবার নিকট গ্রহণযোগ্য তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সচিব মো: নজিবুর রহমান জানান, ভিত্তি বছর পরিবর্তন করে অচিরেই জিডিপি'র হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করা হবে। এর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির গতিশীলতা অপেক্ষাকৃত সঠিক চিত্র ফুটে উঠবে। বিবিএস এর তথ্যানুযায়ী, পুরনো ভিত্তি বছরের হিসেবে ২০১২-১৩ অর্থবছরের সাময়িক হিসেব অনুযায়ী দেশের মোট জিডিপি'র আকার ছিল ৪ লাখ ৩৩ হাজার ৭০' কোটি টাকা। নতুন হিসেবে তা বেড়ে ৭ লাখ ২০ হাজার ৪৯' টাকায় দাঁড়িয়েছে। পুরনো হিসেবে জিডিপি'র তুলনায় বিনিয়োগ হার ছিল ২৬ দশমিক ৮৪ ভাগ ও সঞ্চয় ২৯ দশমিক ৫১ ভাগ। অন্যদিকে নতুন ভিত্তি বছরে জিডিপি'র তুলনায় বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ২৮ দশমিক ৭০ ভাগ ও সঞ্চয় ৩০ দশমিক ৮৫ ভাগ।

আর ২০০৫-০৬ সালকে ভিত্তি ধরে বিদায়ী ২০১২-১৩ অর্থবছরে কৃষি খাতে ৯ শতাংশ, শিল্পখাতে ৫ শতাংশ সেবা খাতে ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি জিডিপি পেয়েছে ১৩ শতাংশ। নতুন ভিত্তি বছরের কৃষিখাতের শস্য উপখাতে ২৪টি নতুন শস্যসহ সর্বমোট ১২৪টি শস্যের উৎপাদন তথ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রয়েছে বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের তথ্য। মৎস খাতে যুক্ত হচ্ছে কুঁচিয়া মাছ ও পুনঃক্রয়যোগ্য সোনা মাছ। শিল্প খাতে খনিজ দ্রব্যের জিডিপি'র হিসেবে পেট্রোবাংলা কর্তৃক গ্যাস পরিশোধন কর্মকাণ্ড, মিনারেল ওয়াটার এর তথ্য অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। পানি সরবরাহ উপখাতে সব সিটি কর্পোরেশন, জেলাসদর পৌরসভার পানি সরবরাহের তথ্য, পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়ের তথ্যে যানবাহন মেরামত, গৃহসামগ্রী ও মেরামত তথ্য যুক্ত করা হচ্ছে। সেবা খাতে এয়ারলাইন সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান, ইন্টারনেট ও কেবল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্যও থাকছে। আর্থিক খাতের জিডিপি হিসেবে যুক্ত হচ্ছে ক্ষুদ্র ঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান, লিজিং ও ফাইন্যান্স কোম্পানি, সমবায় ব্যাংকসহ সমবায় সমিতি, এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত। লিজিং কোম্পানি, মানি চেঞ্জারস, স্টক এক্সচেঞ্জ ইত্যাদির তথ্যও যুক্ত হয়েছে।

জনকণ্ঠ

মাথাপিছু আয় এখন

হাজার ডলার

★গত চার বছরে বেড়েছে প্রায় চার শ' ডলার ★বাংলাদেশ দ্রুত মধ্যম আয়ের দেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ★সরকারের সামাজিক নিরাপত্তাসহ অর্থনৈতিক অন্যান্য সূচকে ভাল করার ফসল- সাংবাদিকদের অর্থমন্ত্রী মুহিত

কালের কণ্ঠ
www.kalerkantho.com
ঢাকা। ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩। ২১ ভাদ্র ১৪২০
২৮ শাওয়াল ১৪৩৪। বর্ষ ৪। সংখ্যা ২৩২

নতুন ভিত্তি বছরে দেশে মাথাপিছু আয় ১০৪৪ ডলার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

২০০৫-০৬ কে নতুন ভিত্তি বছর ধরার পর দেশে মাথাপিছু আয় বেড়ে গেছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এই আয় বেড়ে হয়েছে এক হাজার ৪৪ ডলার। এর আগে ভিত্তি বছর ছিল ১৯৯৫-৯৬। তখন মাথাপিছু আয় ছিল ৯২৩ ডলার। অর্থাৎ ভিত্তি বছর বদলের কারণে মাথাপিছু আয় ১২১ ডলার বেড়েছে।

গতকাল বুধবার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ভবন মিলনায়তনে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এবং ভোক্তার মূল্যসূচকের (সিপিআই) ভিত্তি বছর ▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৫

১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে পরিবর্তনসংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় এ তথ্য জানানো হয়। এরই মধ্যে ভিত্তি বছর বদলসংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন করেছে এ-সংক্রান্ত কারিগরি কমিটি। এই কমিটির প্রধান হলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ।

মতবিনিময় সভায় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, পরিকল্পনামন্ত্রী এ কে খন্দকার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী আবদুল লতিফ বিশ্বাস, খাদ্যমন্ত্রী ড. আবুল হাজ্জাক, কারিগরি কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সচিব মো. নলিনুর রহমানসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিবিএসের হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৫-৯৬ কে ভিত্তি বছর ধরে চলতি অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৩৩ শতাংশ। আর নতুন ২০০৫-০৬ ভিত্তি বছরের আলোকে জিডিপির প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.১৮ শতাংশ।

বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে এমন অনেক খাত যুক্ত হওয়ায় নতুন ভিত্তি বছরের আওতা বেড়েছে। ফলে জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ও কিছুটা বেড়েছে। তবে ক্রয়ক্ষমতার (পিপিপি) হিসেবে আমরা অনেক দেশ থেকে পিছিয়ে। এর হিসাবগত পদ্ধতি পরিবর্তন করা দরকার।' কারণ হিসেবে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের চেয়ে ভারতীয়দের ক্রয়ক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ। শ্রীলঙ্কার তিনগুণ। আফ্রিকার অনেক দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের চেয়ে খারাপ হওয়ার পরও তাদের ক্রয়ক্ষমতা আমাদের চেয়ে বেশি। সেসব দেশে এখনো ক্ষুধা বড় সমস্যা হলেও আমাদের দেশে ১৫ বছর আগেই ক্ষুধা সমস্যা নিচে গেছে।' তিনি বলেন, হিসাবের চেয়েও আমাদের ক্রয়ক্ষমতা অনেক বেশি। ক্রয়ক্ষমতার হিসাবের পদ্ধতি পরিবর্তন করার জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সঙ্গে শিগগিরই বৈঠক করা হবে বলে জানান অর্থমন্ত্রী। অর্থমন্ত্রী দাবি করেন, পরিসংখ্যান ব্যুরোকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। ফলে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে।

২০০৮ সালে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় ছিল ৬৩০ ডলার। পাঁচ বছরের মাথায় তা ৪১৪ ডলার বেড়েছে।

ঢাকা বৃহস্পতিবার
২১ ভাদ্র ১৪২০
২৮ শাওয়াল ১৪৩৪
5 September 2013

প্রকাশনার ৬৩ বছর

সংবাদ

বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বেড়ে ১০৪৪ ডলার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

এই প্রথম মাথাপিছু আয় এক হাজার ডলার ছাড়াল। সরকারি পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব বলছে গত ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ৯২৩ ডলার থেকে বেড়ে হয়েছে ১০৪৪ ডলার। বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় এই প্রথমবারের মতো চার অঙ্কের কোটায় পৌঁছল। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত গতকাল পরিসংখ্যান ভবনে এক অনুষ্ঠানে এ ঘোষণা দেন।

অর্থমন্ত্রী ছাড়াও পরিকল্পনামন্ত্রী এ কে খন্দকার, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদমন্ত্রী আবদুল লতিফ বিশ্বাস, খাদ্যমন্ত্রী আবদুর আয় : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

রাজ্জাক, জিডিপি ভিত্তি বছর পরিবর্তন সংক্রান্ত টেকনিক্যাল কমিটির প্রধান অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক গোলাম মোস্তফা কামাল অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন। জানা যায়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তথ্যকে ভিত্তি ধরে নতুন পদ্ধতিতে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) হিসাব করা শুরু করেছে, যাতে বার্ষিক এক হাজার ডলার ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয়। এর আগে পরিসংখ্যান ব্যুরোর যুগ্ম পরিচালক আবুল কালাম আজাদ জিডিপি প্রবৃদ্ধির ভিত্তিবছর পরিবর্তন সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। এতে বলা হয়, ২০০৫-০৬ এর তথ্যকে ভিত্তি ধরে প্রাথমিক হিসাবে ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৬ দশমিক ১৮ শতাংশ। আর পুরনো, অর্থাৎ ১৯৯৫-৯৬ ভিত্তিবছরের হিসাবে এ হার ৬ দশমিক ০৩ শতাংশ। নতুন ভিত্তিবছরের হিসাবে জিডিপির আকার পুরনো ভিত্তিবছরের তুলনায় ১৫ শতাংশ বেড়েছে বলেও জানান তিনি। প্রতিবেদনে বলা হয়, ভিত্তিবছর পরিবর্তনের ফলে কৃষি খাতের শস্য উপখাতে ২৪টি নতুন শস্যসহ মোট ১২৪টি শস্যের উৎপাদনের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অর্থনীতি প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ■ ঢাকা ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ■ ২১ ভাদ্র ১৪২০ ■ ২৮ শাওয়াল ১৪৩৪

মাথাপিছু আয় ১২১ ডলার বেড়েছে

নতুন ভিত্তি বছরের হিসাবে ১০৪৪ ডলার

■ অর্থনীতি প্রতিবেদক

দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর মাথাপিছু আয় ১২১ ডলার বেড়েছে। নতুন ভিত্তি বছরের হিসাবে মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে এক হাজার ৪৪ ডলার। আগের হিসাবে এর পরিমাণ ছিল ৯২৩ ডলার।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সাময়িক হিসাব অনুযায়ী, ১৯৯৫-৯৬ সালকে ভিত্তি ধরে বিদায়ী অর্থবছরে (২০১২-১৩) মোট দেশজ আয়ের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির ছিল ৬ দশমিক ০৩ শতাংশ। অন্যদিকে নতুন ২০১৩-১৪ ভিত্তি বছরের হিসাবে প্রবৃদ্ধি হবে ৬ দশমিক ১৮ শতাংশ।

বিবিএস ভবনে গতকাল মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এবং ভোক্তার মূল্যসূচকের (সিপিআই) ভিত্তি বছর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

প্রথম পৃষ্ঠার পর

১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে পরিবর্তন (রিবেজিং) সংক্রান্ত আলোচনা সভায় এ তথ্য জানানো হয়।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকার, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী আবদুল লতিফ বিশ্বাস, খাদ্যমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক, টেকনিক্যাল কমিটির সভাপতি প্রফেসর ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সচিব মো. নজিবুর রহমানসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত জানান, 'দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে এমন অনেক নতুন খাত যুক্ত হওয়ার ফলে নতুন ভিত্তি বছরের আওতা বেড়েছে, ফলে জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ও কিছুটা বেড়েছে। তবে ক্রয়ক্ষমতার (পিপিপি) হিসাবে আমরা অনেক দেশ থেকে পিছিয়ে রয়েছি। এর হিসাবগত পদ্ধতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন।'

এর কারণ হিসেবে অর্থমন্ত্রী জানান, 'বাংলাদেশের চেয়ে ভারতীয়দের ক্রয়ক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ, শ্রীলঙ্কায় তিন গুণ। আফ্রিকার অনেক দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের চেয়ে খারাপ হওয়ার পরেও তাদের ক্রয়ক্ষমতার পরিমাণ আমাদের চেয়ে বেশি। সেসব দেশে এখনো ক্ষুধা বড় সমস্যা হলেও আমাদের দেশে ১৫ বছর আগেই ক্ষুধার সমস্যা বিদায় হয়েছে।' আমাদের হিসাবের চেয়েও ক্রয়ক্ষমতা অনেক বেশি বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ক্রয়ক্ষমতার হিসাবের পদ্ধতি পরিবর্তন করার জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সঙ্গে শিগগিরই বৈঠক করা হবে বলে জানান অর্থমন্ত্রী।

মন্ত্রী দাবি করেন, পরিসংখ্যান ব্যুরোকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত রাখা হয়েছে। ফলে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা সচিব মো. নজিবুর রহমান জানান, ভিত্তি বছর পরিবর্তন করে অচিরেই জিডিপির হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করা হবে। এর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির গতিশীলতা অপেক্ষাকৃত সঠিক চিত্র ফুটে উঠবে।

বিবিএসের তথ্যানুযায়ী, পুরনো ভিত্তি বছরের হিসাবে ২০১২-১৩ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী দেশের মোট জিডিপির আকার ছিল চার লাখ ৩৫ হাজার ৭০০ কোটি টাকা টাকা। নতুন হিসাবে তা বেড়ে সাত লাখ ২০ হাজার ৪০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

পুরনো হিসাবে জিডিপির তুলনায় বিনিয়োগ হার ছিল ২৬ দশমিক ৮৪ শতাংশ ও সঞ্চয় ২৯ দশমিক ৫১ শতাংশ।

অন্যদিকে নতুন ভিত্তি বছরে জিডিপির তুলনায় বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ২৮ দশমিক ৭৩ শতাংশ এবং সঞ্চয় ৩০ দশমিক ৮৫ শতাংশ।

২০০৫-০৬ সালকে ভিত্তি ধরে বিদায়ী ২০১২-১৩ অর্থবছরে কৃষি খাতে ৯ শতাংশ, শিল্প খাতে ৫ শতাংশ, সেবা খাতে ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি জিডিপি বেড়েছে ১৩ শতাংশ।

নতুন ভিত্তি বছরের কৃষি খাতের শস্য উপখাতে ২৯টি নতুন শস্যসহ সর্বমোট ১২৯টি শস্যের উৎপাদন তথ্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রয়েছে বনশিল্প উন্নয়ন করপোরেশনের তথ্য। মৎস্য খাতে যুক্ত হচ্ছে কুঁচিয়া মাছ ও পুনঃ চাষযোগ্য পোনা মাছ। শিল্প খাতে খনিজ দ্রব্যের জিডিপির হিসাবে পেট্রোবাংলা কর্তৃক গ্যাস পরিশোধন কার্যক্রম, মিনারেল ওয়াটারের তথ্য অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। পানি সরবরাহ উপখাতে সব সিটি করপোরেশন, জেলা সদর পৌরসভার পানি সরবরাহের তথ্য, পাইকারি ও খুচরা বিক্রির তথ্যে যানবাহন মেরামত, গৃহস্থালী ও মেরামত তথ্য যুক্ত করা হচ্ছে।

সেবা খাতে এয়ারলাইন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, ইন্টারনেট ও কেবল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্যও থাকছে। আর্থিক খাতের জিডিপি হিসাবে যুক্ত হচ্ছে ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান, লিজিং ও ফাইন্যান্স কোম্পানি, সমবায় ব্যাংকসহ সমবায় সমিতি, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশন, ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত। লিজিং কোম্পানি, মানি চেঞ্জারস, স্টক এক্সচেঞ্জসহ দেশের আর্থিক খাতের অন্য তথ্যও যুক্ত হয়েছে।

বণিক বার্তা
বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ৫, ২০১৩ | www.bonikbarta.com

দেশে মাথাপিছু আয় ১০৪৪ ডলার

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

দেশের মানুষের বার্ষিক মাথাপিছু আয় ১ হাজার ডলার ছাড়িয়ে গেছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তথ্যকে ভিত্তি ধরে ২০১২-১৩ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৪৪ ডলার। ১৯৯৫-৯৬ ভিত্তি বছরের হিসাবে এ আয় ৯২৩ ডলার। গতকাল বুধবার পরিসংখ্যান ভবনে এক বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

অর্থমন্ত্রী বলেন, 'দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে, এমন অনেক নতুন খাত যুক্ত হওয়ায় জিডিপির আকার ও মাথাপিছু আয় বেড়েছে। তার পরও ক্রয়ক্ষমতার বিচারে অনেক দেশের চেয়ে আমরা পিছিয়ে রয়েছি। বাংলাদেশীদের চেয়ে ভারতীয়দের ক্রয়ক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ ও শ্রীলংকার তিন গুণ। আফ্রিকার অনেক দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ হওয়া সত্ত্বেও তাদের ক্রয়ক্ষমতাও আমাদের চেয়ে বেশি।'

জিডিপির ভিত্তি বছর পরিবর্তন-সংক্রান্ত ওই আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী, পরিবেশ ও বনমন্ত্রী, অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব নজিবুর রহমান এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) মহাপরিচালক গোলাম মোস্তফা কামাল। নতুন ভিত্তি বছরের হিসাবে গত অর্থবছর জিডিপির প্রবৃদ্ধিও বেড়েছে। বিবিএসের হিসাব অনুযায়ী, ১৯৯৫-৯৬কে ভিত্তি ধরে ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ছিল ৬ দশমিক শূন্য ৩ শতাংশ। আর ২০০৫-০৬ ভিত্তি বছরের হিসাবে এ হার ৬ দশমিক ১৮ শতাংশ।

বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'বিবিএসকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। ফলে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা থাকলেও অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকে কয়েক বছর ধরেই আমরা ভালো করছি। তারই ইতিবাচক ফল হচ্ছে মাথাপিছু আয়ের এ উন্নতি।'

পুরনো হিসাবে ২০১২-১৩ অর্থবছরে বিনিয়োগ ছিল জিডিপির ২৬ দশমিক ৮৪ ও সঞ্চয় ২৯ দশমিক ৫১ শতাংশ। নতুন ভিত্তি বছরে এ হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৮ দশমিক ৭০ ও সঞ্চয় ৩০ দশমিক ৮৫ শতাংশ।

নতুন ভিত্তি বছরের জিডিপি কৃষি খাতের শস্য উপখাতে ২৪টি নতুন শস্যসহ মোট ১২৬টি শস্যের উৎপাদন তথ্য অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। বনশিল্প উন্নয়ন করপোরেশনের তথ্য এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

মৎস্য খাতে যুক্ত হচ্ছে চিংড়ি মাছ ও পুনঃচাষযোগ্য পোনা মাছ। শিল্প খাতে খনিজ দ্রব্যের পেট্রোবাংলার গ্যাস পরিশোধন কর্মকাণ্ড ও মিনারেল ওয়াটারের তথ্য জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। পানি সরবরাহ উপ-খাতে সব সিটি করপোরেশন, জেলা সদর ও পৌরসভার পানি সরবরাহের তথ্য, পাইকারি ও খুচরা বিক্রয়ের তথ্যে যানবাহন মেরামত জিডিপিতে যুক্ত করা হচ্ছে।

সেবা খাতে এয়ারলাইনস সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান, ইন্টারনেট ও ক্যাবল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্যও থাকছে। আর্থিক খাতের জিডিপি হিসেবে যুক্ত হচ্ছে ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান, লিজিং ও ফিন্যান্স কোম্পানি, সমবায় ব্যাংকসহ সমবায় সমিতি ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানি।

NEWAGE
THURSDAY, SEPTEMBER 5, 2013

Per capita income shoots up to $1,044

Staff Correspondent

THE per capita income of the country in 2012-13 financial year shot up to $1,044 from the primary estimation of $923 as the base year for the gross domestic product calculation has been changed by the Bangladesh Bureau of Statistics.

The BBS has changed the base year to 2005-2006 from 1995-96 to calculate the GDP, adding more sub-sectors in the calculation process.

In the new calculation based on the year 2005-2006, the country's real GDP stood at around $92 billion in the FY 2012-13, increasing

Per capita income shoots up to $1,044

Continued from page 1

from that of $55 billion based in 1995-1996, showed data released by the BBS on Wednesday.

The GDP in terms of current market price also shot up to $151 billion as per the new base year from that of $133 billion calculated with the 1995-1996 base year.

With the increase in the GDP, per capita income also increased to $1,044 from that of $923 calculated based on 1995-1996.

The BBS included a number of sub-sectors under the three sectors — agriculture, industry and service — in calculating the GDP following the new base year.

BBS officials said the growth in the GDP in the just concluded financial year 2012-13 would be 6.18 per cent in the new calculation instead of 6.03 per cent calculated earlier.

The BBS data was released after an inter-ministerial meeting on setting the new base year at the BBS in the city. The meeting was presided over by planning minister AK Khandker.

Finance minister AMA Muhith, former caretaker government adviser and also the chairperson of the technical committee on changing the base year, Wahiduddin Mahmud, food minister Abdur Razzak, fisheries and livestock minister Abdul Latif Biswas, and BBS secretary Nojibur Rahman, among others, were present in the meeting.

All the ministers at the meeting agreed to publish the economic data by the BBS following only the 2005-06 base year instead of two base years 1995-96 and 2005-06 together, BBS officials said.

In the agriculture sector, a total of 24 new items, mostly local fruits and vegetables, were added to make a total of 124 items in the calculation based on 2005-06 whereas there were 100 items in the 1995-96 base year. Animal farming, forest and related services and fishing were also added.

The growth in the industry sector will go up by 5 per cent as mining and quarrying, and gas refinery activities by Petrobangla, manufacturing of mineral water, electricity production by private companies, water supply data of all city corporations and district towns and total volume of output in the construction sector were included in the new base year.

Gross value-added in the service sector will go up by 16 per cent under the new base year as the BBS took some new elements including information of new survey reports on hotels and restaurants, real estate, renting and business activities, annual establishment, private educational institutions and public establishment. Information of the private airlines like United Airways, GMG Airlines and NOVO Air were also included under the service sector.

GDP and per capita income will go up as the growth in agriculture, industry and service sector increased by 9 per cent, 5 per cent and 16 per cent respectively in the calculation with the new base year, the BBS said.

The new base year will also reduce the gap between savings and investment as the overall investment increased in the calculation.

The BBS has decided to publish the growth rate of GDP and inflationary data by using 2005-06 base year instead of giving two base years 1995-96 and 2005-06 together. The bureau has been publishing data on inflation based on two base years since last year.

'The BBS should change the base year from time to time for getting comprehensive data on the economy. It should also use the single base year to produce data to avoid any confusion among people,' finance minister AMA Muhith said in the meeting.

'The statistics should also be kept out of the political intervention for the greater benefit of the economy,' Muhith said.

Wahiduddin Mahmud said, 'Our statistics are much better and these have been improved over the last few years. We need to focus on new areas of the economic sub-sectors so that we can get actual information on the economy. The BBS should work in this area.'

Abdur Razzak said, 'I think World Bank, IMF and other international organisations do not like our statistics much, though our data is more comprehensive than other countries. So, the BBS should uphold the statistics before the international organisations.'

The BBS had initiated to change the base year for GDP and CPI in 2010 with the technical support of the International Monetary Fund.

theindependent

DHAKA, THURSDAY SEPTEMBER 5, 2013

www.theindependentbd.com

Bangladesh $46 away from middle income country status

STAFF REPORTER

DHAKA, SEPT 4: Finance Minister AMA Muhith on Wednesday said, the per capita income of the country has crossed US$ 1,000 mark.

"The country's annual per capita income in fiscal 2012-13 rose to $ 1,044 from $923" the minister said addressing a meeting at the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) auditorium.

According to the minister due to the improvement in the social security sector and positive change in different economic indicators contributed to this rise.

If the per capita income could be raised to 1190 us dollar then the country would meet one of the three requirements for having the status of the middle income country.

The meeting was organised to change the base year for determining the GDP to 2005-06 from 1995-1996.

"Our social sector performances are getting better by the day and that is also reflecting on the economy. That's why there is rise in the per capita income," he said at a function.

Muhith said the increase of per capita income is not because of a large-scale change in the country's economy, rather due to the inclusion of newer elements in the economy.

Muhith said the Awami League-led government has always tried to keep statistics outside politics as far as possible.

Planning Minister AK Khandker, Food Minister Dr M Abdur Razzaque, Fisheries and Livestock Minister Abdul Latif Biswas, eminent economist Prof Dr Wahiduddin Mahmud, General Economics Division (GED) member of the Planning Commission Prof M Shamsul Alam, Informatics and Statistics Division Secretary M Nojibur Rahman, and high officials of different ministries were present.

PER CAPITA INCOME RISES TO $1044

The BBS also presented a projection on annual per capita income on the occasion.

A new base year will be used to calculate Gross Domestic Product (GDP) alongside determining the rate of inflation, he said, adding that 2005-06 base year will now be used instead of 1995-96 base year.

Informatics and Statistics Division Secretary M Nojibur Rahman said that the BBS would soon publish the updated data on the GDP as per the new base year, which will depict the real picture of the country's economic dynamism.

About the projected GDP growth rate of 7.2 percent in the current fiscal year, the Finance Minister said the target is not unattainable.

Sri Lanka tops the South Asian countries with an annual per capita income of $2,923 in 2012-13 followed by India's per capita income of $1,527 which may be somewhat eroded by the fall in the value of the rupee vis-a-vis the dollar, much the same way as Pakistan's annual per capita income that now stands at $1,380.

India is the world's fourth largest economy but ranks 94th in per capita income in the world.

FE The Financial Express

Thursday, September 5, 2013

Impact of new base year, change in product basket

GDP growth rises to 6.18pc, per capita income $ 1044

Jasim Uddin Haroon

The country's per capita income has shot up to $1044 in the fiscal year (FY) 2012-13 from $923 following the change of the base year for calculation of the major macro-economic indicators, Finance Minister AMA Muhith told the media on Wednesday.

Earlier, he attended a projection event on the nation's annual per capita income, organised by Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) in Dhaka.

"Our social sector performance is getting better by the day, which has been reflected on the economy. That is why there is a rise in per capita income," the minister said.

Dwelling on the country's crossing the per capita income threshold past the US$ 1000 mark, the finance minister said, "Bangladesh is faring better in different sectors including social safety net."

The government has started using 2005-06 as base year lately to calculate the gross domestic product (GDP) and inflation instead of 1995-96. The finance minister said the government has kept statistics above politics, adding the new base year would be used to calculate GDP.

The country's per capita income has increased by $414 over the last five years. The per capita income was $630 in 2008.

Bangladesh has set a target to emerge as a middle-income country by 2021 through raising the per capita income to US$ 2,000.

In the meantime, the growth rate of the country's gross domestic product (GDP) has risen to 6.18 per cent in fiscal year (FY) 2012-13 as per the estimate based on new base year 2005-06. The increase in the GDP growth is just 0.15 percentage point higher than that of the old base year 1995-96.

The Bureau of Statistics (BBS), the

Continued to page 3 Col. 6

Continued from page 1 col. 4

national statistical organisation, disclosed this Wednesday while unveiling its new base line of 2005-06.

The BBS organised an inter-ministerial meeting at its headquarters in the city on the day to discuss the issue.

Finance Minister AMA Muhith, Planning Minister AK Khandker, Food Minister Dr Abdur Razzaque, Fisheries and Livestock Minister Abdul Latif Biswas joined the meeting held at the Parishankhyan Bhavan in the city.

Finance minister AMA Muhith said the new GDP estimate and new baseline would be acceptable to all.

"I believe, BBS's work and the new GDP estimate will be accepted by all concerned," the finance minister added.

Planning minister AK Khandker said the new base line would reflect the accurate picture of the economy.

However, the volume of the country's GDP went up by more than $18 billion in the last fiscal (2012-13) to US$ 151 billion in nominal terms under the new baseline estimate.

The figure represents a 13 per cent increase in the size of the GDP of the last fiscal over the GDP size in 2012-13. Under the old base year, the per capita income was $923 in 2012-13.

The BBS said the savings-investment gap would narrow sharply following the rise in investment according to the new base year calculation.

But the BBS could not give details about the investment scenario under the new baseline. It said it would give details in this connection later.

The new base, however, included nearly 150 new products and services.

The agriculture and forestry sector alone contributed 24 new crops to the GDP measurement. The total number of agricultural products now stood at 124 under the new base year.

BBS said gross value addition from the agriculture sector has increased by 9.0 per cent following inclusion of the new products.

It said gross value addition from the industrial sector has increased by 5.0 per cent after inclusion of new products including mineral water, mobile phone services and power sub-sectors.

In the financial intermediation sector, the new entrants members including its chairman Professor Dr Wahiduddin Mahmud participated in the programme.

The committee in July last approved the new base year of 2005-06 instead of 1995-96 with the revision of product and services basket.

There are 15 sectors to measure the GDP. It will reach 21 under the SNA requirement.

The BBS is now being guided by the 'system of national accounting' (SNA)-1993 of the UN Statistical Commission, established in 1947, as the apex entity of the global statistical system and the highest decision making body for coordinating international statistical activities.

It has planned to adopt SNA 2008 of UN Statistical Commission to measure GDP.

Updating the base year through revising the GDP estimate became essential for various reasons, including newer economic activities, progressive expansion and downsizing of different industries and economic sectors over the years.

Secretary to the statistics and informatics division under the ministry of plan-

daily sun
TRUE AND IMPARTIAL
DHAKA | THURSDAY | 5 SEPTEMBER 2013

Per-capita income rises to $1,044

2005-06 new base yr to calculate GDP

STAFF CORRESPONDENT

Annual per-capita income has increased to $1,044 from $923 in 2012-13 fiscal as the government started calculating the Gross Domestic Product (GDP) adopting 2005-06 as the base year.

From now on, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) will calculate the GDP and consumer price index (CPI) depending on the new base year to determine the changes in economic trends.

Until the adaptation of the latest base-year, BBS has been calculating GDP taking 1995-96 as the base-period. However, it considered both the base-years in estimating the CPI that shows the inflation trend.

"The scope for the new base-year has widened as many new sectors have been entering the economy, which was also reflected in the enhanced GDP and per-capita income," Finance Minister AMA Muhith said Wednesday while emerging from the meeting that adopted the new base-year criterion.

"But, we still lag far behind from many developing nations in terms of purchasing power parity (PPP) and its calculations must be changed," the minister said to justify the change made to the base-year yardstick.

The provisional figures of the new base-year also suggest that the country's GDP growth in the last fiscal year was 6.18 percent, which stands at 6.03 percent according to the old base-year.

Secretary of Statistics and Informatics Division Md Mojibur Raham said they would soon bring out the latest GDP information which would reflect "relatively accurate

From Page 16

picture" of the country's economic activity.

The new base-year shows 13 percent increase in the size of GDP from that calculated on old 1995-96 base-year.

The size of GDP has jumped to Tk 7,20,400 from Tk 4,33,700 in 2012-13 fiscal year, according to BBS.

At the same time, investment-GDP ratio also rose to 28.70 percent from 25.84 percent and savings-GDP ratio soared to 30.05 percent from 20.51 percent.

As per the new base-year, the Gross Value Added (GVA) of the agriculture sector increased by 9 percent, while those of industry sector by 5 percent and service sector 16 percent.

Star BUSINESS

GDP swells, per capita income crosses $1,000

Statistical agency starts calculations using 2005-06 as new base year

[illegible] Parvez

The size of the economy, its growth rate and per capita income have increased in Bangladesh Bureau of Statistics' new estimates using 2005-06 as the base year.

Under the new base year, fiscal 2013-14's gross domestic product (GDP) at current prices stood at $153.58 billion, whereas it came to $134.17 billion using the existing 1995-96.

The new estimate also shows an increase in fiscal 2012-13's growth rate: the economy grew by 6.18 percent in constant prices as opposed to 6.03 percent under the existing base year of 1995-96.

Per capita income, which stands at $923 in the existing base year, rose to $1,044 in the new estimate. In addition, the new base year shows a reduced gap in savings and investment in the economy.

The estimates were presented yesterday in a meeting attended by Finance Minister AMA Muhith, Planning Minister AK Khandker, Food Minister Muhammad Abdur Razzaque, and Fisheries and Livestock Minister Abdul Latif Biswas.

Economist Wahiduddin Mahmud, who heads a technical committee for revision and rebasing of GDP calculation year, was also present at the meeting held at the BBS headquarters.

"Usually, the GDP size increases under the new base year because of the addition of new elements in the economy. So, this change is nothing significant or unusual," Muhith said after the meeting.

BBS said the calculation of GDP under the new base year will help reflect a more realistic picture of the economy as many new sectors have emerged since 1995-96.

The statistical agency, which has [illegible] in 2009, has got the nod of the technical committee and is now awaiting the green light from the government to start computing GDP using the 2005-06 base year, a senior official of the agency said, seeking to remain unnamed.

Under the latest base year, 24 new crops have been added to the basket of 100 to calculate the contribution of the agricultural sector. The new additions include green banana, green papaya, green coconut, soybean, cucumber, hog plum, red amaranth, bottle gourd, olive, ripe palm, marigold, rose and tuberose.

The contributions of Bangladesh Forest Industries Development Corporation and Bangladesh Fisheries Development Corporation such as fish fry and dried fish have been included in the agriculture sector in the new base year.

BBS says the inclusions will boost the gross value addition (GVA) of agriculture by 9 percent.

In the industrial sector, gas refining activities by state-run Petrobangla and data of survey of manufacturing industries (SMI) has been included in the new base year.

Private power plants along with Power Grid Company of Bangladesh have been added to compute GVA of the power sector. In construction sector, brick, wood and fixtures and fittings have been added with the existing cement and rod in the new 2005-06 base year.

Overall, the GVA in the industrial sector will increase 3 percent after the inclusion, according to BBS.

The GDP of services sector, too, is set to increase by 16 percent, under the new base year. BBS has included motor vehicles repairing, activities of Trading Corporation of Bangladesh.

The economic contributions of the private airlines, clearing and forwarding and travel agents, internet service providers and cable operators would also be accounted in the new base year.

Zaid Bakht, research director of Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS), said the rise in per capita income signifies an increase in purchasing capacity of people and the improvement of their living conditions.

Per capita income has gone up, thanks to the healthy flow of remittances sent home by Bangladeshi nationals working abroad and the effective role of microcredit organisations and the slowing population growth, Bakht told BBC Radio.

The new figure is the culmination of the development and improvement on several indicators in the last several years, not just a jump of a single year, he said.

The economist said the rise in per capita income manifests the real rise in the people's purchasing power.

Calculating the per capita income, the new base year of 2005-06 has taken into account many economic activities and service sectors which were not reflected in the calculation in the old base year of 1995-96, Bakht said.

READ MORE ON B3

পরিশিষ্ট- '৬'

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের উত্তম চর্চা (Good Practices)

১। সংস্থার বাইরের বিশেষজ্ঞের নেতৃত্বে 'কারিগরি কমিটি' (Technical Committee)

কার্যক্রমঃ

অধুনালুপ্ত জাতীয় পরিসংখ্যান কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন ক্ষেত্রের পদ্ধতিগত উন্নয়ন, কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সমন্বয়ের জন্য কৃষি, জনসংখ্যা, জনতত্ত্ব ও স্বাস্থ্য, জাতীয় হিসাব, শিল্প ও শ্রম, শুমারি ও কম্পিউটার বিষয়ে ৬টি কারিগরি কমিটি (Technical Committee) গঠন করা হয়। কারিগরি কমিটির সভাপতি হিসেবে বিভিন্ন বিষয়ের প্রথিতযশা বিশেষজ্ঞগণকে রাখা হয় যাতে তারা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন। সদস্য হিসেবে সরকারি/বেসরকারি সংস্থার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞগণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরিসংখ্যান ব্যুরোর সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের পরিচালককে সদস্য-সচিব হিসেবে রাখা হয়।

বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ

যে কোন জরিপ, শুমারি সমীক্ষা গ্রহণের পূর্বে প্রশ্নপত্র, জরিপ পদ্ধতি এবং অন্যান্য কারিগরি বিষয়ে একাধিক কারিগরি কমিটির সভার মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ও জরিপ পদ্ধতি চূড়ান্ত করা হয়। তাছাড়া জরিপ শেষে প্রাপ্ত ফলাফল নিয়েও কারিগরি কমিটি চুল-চেরা বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনের মান বৃদ্ধির সুপারিশ প্রদান করে যা পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবেদনের মান বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবহারকারী বান্ধব হয়।

অর্জিত সাফল্যঃ

এ সর্বোত্তম চর্চার মাধ্যমে জরিপের গুণগতমান উন্নত হয় ও পরিধি বৃদ্ধি পায়। এতে প্রতিবেদনের মান বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবহারকারীদের চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়। বাহিরের বিশেষজ্ঞগণের অংশগ্রহণের ফলে ব্যুরোর প্রতি ব্যবহারকারীদের আস্থা বৃদ্ধি পায়। সরকারি কর্মকর্তাদের নিজস্ব মেধা বাইরের বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে শাণিত হয়। সরকারি কার্যক্রমের সাথে বাইরের বিশেষজ্ঞগণের দূরত্ব হ্রাস পায় এবং সরকারি সংস্থা হিসেবে সমাজের অন্যান্য স্তরের শিক্ষাবিদ ও Think tank এর সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়।

অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অনুসরণের সুপারিশঃ

আমাদের দৃষ্টিতে এটি একটি উত্তম চর্চা (Good Practice) যা অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে সাফল্য পেতে পারে। এতে একদিকে সরকারের নীতি নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারের বাইরে অবস্থানকারী বিশেষজ্ঞগণের input আহরন করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে সরকারী নীতি ও কর্মসূচি যথাযথ বাস্তবায়নের ফলে জনসেবার মান উন্নত করা সম্ভব হবে। সরকারি নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রমে সরকারি কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞদের আন্ত:যোগাযোগ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রাতিষ্ঠানিকরূপ লাভ করলেও বাংলাদেশে এ ধরনের বেশী নজির নেই।

২। পিডি'স ফোরাম

কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতায় অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আন্তঃপ্রকল্প সমন্বয় না থাকায় অনেক সময় কাংখিত ফল লাভ করা সম্ভব হয় না এবং কাজের দ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া সমন্বিত লক্ষ্য অর্জনে কর্মসূচি না থাকায় সময় ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়না। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগাধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ইতোপূর্বে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জরিপ ও পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম প্রকল্পভিত্তিক পরিচালনা করে আসছিল, যার মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি থাকায় resource allocation ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এ অবস্থায় সমন্বয় ও অধিকতর ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে একটি ফোরামের প্রয়োজনীয়তা অনুভুত হয়। তাছাড়া বিবিএস এর কাংখিত লক্ষ্য অর্জন , সার্বিক কর্মকান্ডে আরও গতিশীলতা আনয়ন এবং সময়োপযোগী সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের স্বার্থে ফোরাম গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

বিবিএস এর বিভিন্ন প্রকল্পসমূহের আন্তঃসমন্বয় নিশ্চিত করে যে কোন duplication পরিহার করা, data gap চিহ্নিত করা এবং data dissemination ও পরিসংখ্যানের উন্নয়নে user ও stakeholder গণের জন্য বিবিএস কর্তৃক আয়োজিত সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি অনুষ্ঠানকে অধিকতর সার্থক ও ফলপ্রসূ করতে সার্বিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জানুয়ারি, ২০১৩ সময়ে সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (SID) এর দিক নির্দেশনায় **পিডি'স ফোরাম (প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর'স ফোরাম)** নামে একটি ফোরাম গঠন করা হয়। গত ২৬ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে পিডি'স ফোরাম অর্থনৈতিক শুমারি-২০১৩ এ তাদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে বিশাল এ কর্মসূচিকে সাফল্যমন্ডিত করার নিমিত্ত সার্বিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিবিএস এ একটি ওয়ার্কশপ এর আয়োজন করে, যার বিষয় ছিল 'Achieving synergies among all projects : Towards making Economic Census 2013 a success'। উক্ত ওয়ার্কশপে SID ও BBS এর কর্মকর্তাসহ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ

বিবিএস এর প্রকল্পসমূহের মধ্যে মাঠ জরিপ পরিচালনা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য বিষয়ে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সময় ও অর্থ সাশ্রয়ের জন্য পিডি'স ফোরাম নিয়মিত সভায় মিলিত হয়। প্রকল্পসমূহ সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে একই বিষয়ে দ্বৈততা পরিহার করে জরিপ, সমীক্ষা, প্রশিক্ষণ ও মাঠ কার্যক্রম পরিচালনা করে। ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যেই অন্যতম লক্ষ্যসমূহ যেমন, (1) Achieving synergies among all projects of BBS, (2) Simultaneous activities following Critical Path Method, (3) Pursuing Result Based Management অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

অর্জিত সাফল্যঃ

এই ফোরামের সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যুরোর কার্যক্রমের দ্বৈততা পরিহার, সময় ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে- যা দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর বলে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্পসমূহের আন্তঃসমন্বয়ের ফলে মানবসম্পদের উন্নয়ন হয়েছে ও প্রযুক্তির সাথে কাজের সম্পৃক্ততা অনেক বেড়েছে। ফোরামের সদস্যবৃন্দ এর গুরুত্ব ও প্রভাব অনুধাবন করতে পারায় ফোরামের সমন্বিত কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অনুসরণের সুপারিশঃ

এ ধরনের ফোরামের মাধ্যমে আন্তঃপ্রকল্প যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়, ফলে অন্তঃসংস্থার কার্যক্রমের দ্বৈততা পরিহার এবং সময় ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এতে সংস্থার 'silo effect' দূর হয়। পিডি'স ফোরামকে পরিকল্পনা নীতিমালার আওতায় প্রাতিষ্ঠানিকরূপ দেয়া যেতে পারে।

৩। এডিটর'স ফোরাম

কার্যক্রমঃ

বিবিএস এর বিভিন্ন সাংগঠনিক উইং কর্তৃক সময় সময় বিভিন্ন প্রকাশনা প্রস্তুত করা হয়। এ প্রকাশনাসমূহের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ে ব্যুরোর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে **'এডিটর'স ফোরাম'** নামে একটি ফোরাম গঠন করা হয়।

বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ

ব্যুরো বিভিন্ন জরিপ ও শুমারি প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উইং ও প্রকল্প হতে খসড়া প্রস্তুত করে পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে মান উন্নয়নের জন্য এডিটর'স ফোরামের নিকট উপস্থাপন করা হয়। এডিটর'স ফোরাম রিপোর্টসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে সংশ্লিষ্ট উইং ও প্রকল্পে প্রেরণ করে।

অর্জিত সাফল্যঃ

এডিটর'স ফোরামের নিবিড় নিরীক্ষার মাধ্যমে রিপোর্টসমূহের ভুলত্রুটি ও অসামঞ্জস্যতা দূর করা সম্ভব হয় যাতে রিপোর্টের গুণগতমান বৃদ্ধি পায়।

অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অনুসরণের সুপারিশঃ

দেশের বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন ধরণের প্রতিবেদন প্রস্তুত করে থাকে। দেখা যায় সমন্বয়হীনতার কারণে একই সংস্থার বিভিন্ন প্রতিবেদনসমূহের style বিভিন্ন ধরণের হয়। এডিটরস ফোরামের মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগের ফলে এ সকল প্রতিবেদনের quality control, standardization এবং quality improvement করা সম্ভব হবে এবং গুণগতমান বৃদ্ধি পাবে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অনুরূপ প্রতিবেদনের মানন্নোয়নের জন্য এ ধরণের ফোরাম গঠন করা যেতে পারে।

৪। আন্তর্জাতিক ধারণা ও সংজ্ঞা (Concept and Definition), প্রমিত পদ্ধতি (Standardized System) ও শ্রেণী বিন্যাস (Classification) ব্যবহার

কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক বিভিন্ন শুমারি ও জরিপ কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক ধারণা ও সংজ্ঞা (concept and definition), প্রমিত পদ্ধতি (Standardized System) এবং শ্রেণী বিন্যাস (**C**lassification) ব্যবহার করা হচ্ছে।

বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন জরিপ কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক ধারণা ও সংজ্ঞা, প্রমিত পদ্ধতি ও শ্রেণী বিন্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন- শুমারি কার্যক্রমে UNSD guidelines and recommendation on Population and Housing Census, শ্রমশক্তি জরিপে International Standard Classification of Occupation (ISCO) এর আলোকে Bangladesh Standard Classification of Occupation (BSCO) ব্যবহার করা হচ্ছে।

তাছাড়া শিল্প জরিপে ও GDP প্রাক্কলনে International Standard Industrial Classification (ISIC) এর আলোকে প্রণীত Bangladesh Standard Classification of Industries (BSIC) ব্যবহার করা হচ্ছে। একইভাবে United Nations Statistics Division প্রণীত Central Product Classification (CPC) এর আলোকে Bangladesh Standard Product Classification (BCPC) প্রস্তুত করে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাছাড়া unemployment, poverty line, inflation, GDP, GNI ইত্যাদি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসরণ করে তথ্য প্রাক্কলন করা হচ্ছে। UN Statistical Commission, United Nations Statistics Division, SIAP, SESRIC, SAARCSTAT এর সাথে নিয়োমিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে এবং এ সমস্ত আন্তর্জাতিক সংস্থার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তাছাড়া MDG অগ্রগতি মূল্যায়ন ও Post-2015 Development Agenda এর বিষয়ে UN এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।

অর্জিত সাফল্যঃ

উপরোক্ত পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে সকল ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের সাথে তুলনামূলক পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে। এতে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের সূচকসমূহের উঠানামা (ups and downs) নির্ণয়ের মাধ্যমে আমরা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হচ্ছি।

অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অনুসরণের সুপারিশঃ

অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা/Forum এর সুপারিশ অনুসরন করে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে International Standard অনুযায়ী আমাদের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করতে পারে।

৫। User -Producer Dialogue in BBS

কার্যক্রমঃ

সকল ধরণের জরিপ ও শুমারি কার্যক্রমের পূর্বে data producer হিসেবে বিবিএস নিয়মিতভাবে জরিপ/শুমারি পরিকল্পনা, প্রশ্নপত্র ডিজাইন, জরিপের ক্ষেত্রে নমুনায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে আনুষ্ঠানিক সভা, ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট data user ও stakeholder গণের নিকট তা উপস্থাপন করে থাকে এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত গ্রহণ করে থাকে।

বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ

National Strategy for Development of Statistics (NSDS) প্রণয়নের লক্ষ্যে গত ১ বছরে জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে data user ও stakeholder গণের সাথে প্রায় ২০টি consultative সভা / ওয়ার্কশপ করা হয়েছে। এ সকল সভা/ওয়ার্কশপে জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও মাঠ পর্যায়ের data user ও stakeholder গণ উপস্থিত ছিলেন এবং জাতীয় পরিসংখ্যান শক্তিশালীকরনের লক্ষ্যে প্রায় সকল বিষয়ে তাঁদের প্রত্যাশা ও চাহিদা ব্যক্ত করেছেন।

বিবিএস নিয়মিতভাবে প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে Consumer Price Index (CPI) এবং খাদ্য সামগ্রী ও খাদ্য বহির্ভূত সামগ্রীর মাসিক মূল্যস্ফীতি প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকে। পাশাপাশি প্রেস কনফারেন্সে বিবিএস এর পরিসংখ্যান প্রণয়ন সংক্রান্ত update ব্যবহারকারীগণের নিকট বহুল প্রচারের লক্ষ্যে উপস্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য, তথ্য ব্যবহারকারীগণের একটি বড় অংশ সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত তথ্য গুরুত্বের সাথে সরাসরি ব্যবহার করে থাকে।

মিডিয়া কর্মীগণ যেহেতু বিবিএস এর তথ্য সংবাদ মাধ্যমে পরিবেশন করে থাকে সেহেতু তথ্যের সঠিক উপস্থাপনা ও ব্যবহার আরও কার্যকর ও যথাযথ করার নিমিত্ত বিবিএস সাংবাদিকগণের জন্য গত ১ বছরে ২টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। প্রশিক্ষণে ন্যাশনাল একাউন্টস স্ট্যাটিস্টিকস, UN fundamental principles of official statistics ও পরিসংখ্যানের বহুবিধ concepts, definitions ও methodology বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়।

অর্জিত সাফল্যঃ

Data user ও producer গণের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে; পরিসংখ্যান ব্যবহারকারীগণের মধ্যে জরিপ ও শুমারিতে ব্যবহৃত পরিসংখ্যানের বহুবিধ concepts, definitions ও methodology বিষয়ে সম্যক ধারণা জন্মেছে, যা পরিসংখ্যান ব্যবহারের কাজটি আরও সহজতর করেছে।

"Access to Statistics" উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিবিএস (data producer) নতুন নতুন চাহিদার আলোকে demand driven ডাটা প্রস্তুত ও এ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রণয়ন করতে সক্ষম হচ্ছে।

Evidence based policy নির্ধারনের লক্ষ্যে নীতি নির্ধারক ও পরিকল্পনাবিদগণের মাঝে বিবিএস প্রণীত পরিসংখ্যান ব্যবহার এর উপর একটি positive ধারণা জন্মেছে।

অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অনুসরণের সুপারিশঃ

অন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুরূপভাবে User- Producer Dialogue এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের চাহিদা পূরণ করতে পারে।

৬। Partnership activities

কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্বের অন্যান্য দেশের জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে আসছে।

বিবিএস নিম্নলিখিত সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়, প্রশিক্ষণ এবং গবেষণাধর্মী কাজ করছে।

- Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS)
- Power and Participation Research Centre (PPRC)
- James P Grant School of Public Health, BRAC University and Helen Keller International
- Department of Agriculture Extension
- ICDDR,B
- DGHS
- ISRT, DU
- A2I Project, PMO

বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ

শুমারি বা জরিপ হতে প্রাপ্ত ডাটা এবং ফলাফলকে অধিকতর বিশ্লেষণের মাধ্যমে Thematic Paper, Policy Brief ইত্যাদি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। BIDS এবং UNICEF এর সাথে যৌথভাবে আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১ এর তথ্য বিশ্লেষণ করে 'Child Equity Atlas: Pockets of Social Deprivation in Bangladesh' প্রণয়ন করা হয়েছে, যা এ মাসে লঞ্চিং করা হবে। একইভাবে আদমশুমারির তথ্য ভিত্তি করে PPRC এর সাথে যৌথভাবে 'Urban Database' তৈরী করা হবে এবং PPRC এর urbanization সংক্রান্ত স্টাডি বা জরিপের ক্ষেত্রে বিবিএস কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে।

James P Grant School of Public Health, BRAC University এর সাথে একটি চুক্তির আলোকে বিবিএস এর কর্মকর্তাগণ MPH এবং MDS ডিগ্রী লাভের সুযোগ পাচ্ছেন। ইতোমধ্যে ৪ জন কর্মকর্তা MPH ডিগ্রী অর্জন করেছেন এবং ১ জন কর্মকর্তা এ বছরেই MDS ডিগ্রী লাভ করবেন।

Helen Keller International, Bangladesh কর্তৃক ফুড সিকিউরিটি এবং নিউট্রিশনাল সার্ভিলেন্স সংক্রান্ত একটি জাতীয় জরিপের 'গণনা পরবর্তী যাচাই বা পিইসি' কার্যক্রমে বিবিএস সম্পৃক্ত রয়েছে।

কৃষি পরিসংখ্যানের দ্বৈততা ও বিভ্রান্তি পরিহার করার জন্য বিবিএস এবং ডিএই Harmonization এর উদ্যোগ নিয়ে একসাথে কাজ করছে।

একইভাবে স্বাস্থ্য পরিসংখ্যানের উন্নয়নকল্পে বিবিএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং আইসিডিডিআরবি নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

বিবিএস এর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute of Statistical Research and Training (ISRT) এ মৌলিক ও উন্নতর পরিসংখ্যান কোর্সে অংশগ্রহণ করে থাকে, যা' তাঁদের পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

Access to Information (A2I) প্রকল্পের সাথে বিবিএস এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর ভিত্তিতে বিবিএস সম্প্রতি অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর খানা ও প্রতিষ্ঠান তালিকা ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে database প্রণয়ন করেছে। মূল শুমারির তথ্য ধারণের কাজও ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।

অর্জিত সাফল্যঃ

Partnership activities এর ফলে বিবিএস এর বিভিন্ন জরিপ ও শুমারি তথ্যের in-depth বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে, যা দেশের নীতি নির্ধারণে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অনুসরণের সুপারিশঃ

অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ অনুরূপ partnership গড়ে তুলতে পারে। এতে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে তথ্যের ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং কাজের মান বহুলাংশে উন্নত হবে।

৭। ডাটা আর্কাইভ এন্ড মিউজিয়াম

কার্যক্রমঃ

বিভিন্ন সংস্থার ঐতিহ্য ও বিবর্তন প্রক্রিয়া অনেক সময় সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে যায়। এতে তাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাদের গর্বিত উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হয় এবং অতীতে যে চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে তা জানতে পারেনা। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের পেশা নির্বাচন ও সকলের অবগতির জন্য সারা বিশ্বে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক স্ব-স্ব মিউজিয়াম স্থাপন একটি প্রাতিষ্ঠানিকরূপ লাভ করেছে। সে আঙ্গিকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো **ডাটা আর্কাইভ ও মিউজিয়াম** স্থাপনের কাজ হাতে নিয়েছে।

১) ডাটা আর্কাইভঃ

- ডাটা স্টোরেজ সিস্টেম- Storage Area Network (SAN) 50 TB (Terabyte)
- অপটিক্যাল ডাটা আর্কাইভিং সিস্টেম (Optical Data Archiving System)- 170 TB.
- টেপ ব্যাকআপ সিস্টেম (Tape Backup System) –No of Tape: 8600
- ই-বুক সিস্টেম (e-Book System)- 10 TB
- নিজস্ব সার্ভার সিস্টেম (Server System)

২) মিউজিয়ামঃ

Statistical Act 2013 এর ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একমাত্র তথ্য সংগ্রহকারী এবং পরিসংখ্যান প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি শুমারিসহ বিভিন্ন জরিপ পরিচালনা করে আসছে। এই সকল শুমারি ও জরিপের ডাটা সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ করার কাজে বিবিএস জন্মলগ্ন থেকে মেইনফ্রেম কম্পিউটার, ওএমআর, ওসিআরসহ বিভিন্ন প্রকারের ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে আসছে। এ সব দূর্লভ যন্ত্রপাতি বিবিএস তথা বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদ। এ সকল জাতীয় সম্পদ ব্যবহারকারীদের নিকট প্রদর্শন সহজলভ্য করার জন্য বিবিএস মিউজিয়াম স্থাপনার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়।

বাস্তবায়নঃ

Public Procurement Rules (PPR)-2008 অনুসরণপূর্বক Open Tender Method (OTM) পদ্ধতি অবলম্বন করে কাজগুলি সম্পন্ন করা হয় ।

অর্জিত সাফল্যঃ

১) ডাটা আর্কাইভঃ

- জুন, ২০১০ সালে 170 TB (Terabyte) ক্ষমতা সম্পন্ন অপটিক্যাল ডাটা আর্কাইভিং সিস্টেম (Blu-ray Disc) যার মাধ্যমে বিবিএস এর শুমারি ও সার্ভের ডাটা সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

- আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১ এর সকল পূরণকৃত প্রশ্নপত্র ও ডাটার ডিজিটাল কপি ডাটা স্টোরেজ সিস্টেম (SAN) এ সংরক্ষণ করা আছে।

- আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১ এর সকল পূরণকৃত প্রশ্নপত্র ও ডাটার ডিজিটাল কপি বিকল্প ব্যাকআপ হিসাবে টেপ এ সংরক্ষণ করা হয়েছে।

- এ ছাড়াও, অতীতের EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) format এ ব্যাকআপকৃত মেইনফ্রেমের ডাটা টেপ হতে রিকভারী করে ASCII (American Standard Code for Information Interchange) format এ রুপান্তর করে (SAN Storage System) এ সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

- বিবিএস এর নিজস্ব Sophisticated Server System বিদ্যমান রয়েছে। যার মাধ্যমে ডাটা সংরক্ষণ ও Web based Dissemination করা হয়।

২) মিউজিয়ামঃ

মিউজিয়াম স্থাপনার কাজ শেষে গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখ মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী মিউজিয়াম উদ্বোধন করেন।

অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অনুসরণের সুপারিশঃ

বিবিএস এর আর্কাইভিং সিস্টেম ও মিউজিয়াম পরিদর্শন করে সে অভিজ্ঞতার আলোকে স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর-এ আর্কাইভিং সিস্টেম ও মিউজিয়াম স্থাপন করতে পারে। সেক্ষেত্রে বিবিএস হতে কারিগরি পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে।

৮। হারমোনাইজেশন এন্ড ডিসেমিনেশন অব ইউনিফাইড এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন স্ট্যাটিসটিকস

কার্যক্রমঃ

জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসাবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) অন্যান্য পরিসংখ্যানের পাশাপাশি কৃষি পরিসংখ্যান প্রণয়ন করে থাকে। এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সম্প্রসারণ (ডিএই) কর্মকান্ড মনিটরিং এর লক্ষ্যে একইভাবে কৃষি পরিসংখ্যান প্রণয়ন করে আসছে। ফলে কখনও কখনও বিবিএস ও ডিএই এর মধ্যে কৃষি ফসলের উৎপাদন হিসাবে বেশ কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো। সরকারের দু'টি সংস্থার মধ্যে এ ধরনের পার্থক্যের ফলে ব্যবহারকারীগণের মধ্যে দ্বিধাদন্দ্ব দেখা দিত। কৃষি পরিসংখ্যানের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক গত ১১-০৪-২০১২ তারিখে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী, মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী এবং মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কৃষি ফসলের নির্ভরযোগ্য উৎপাদন হিসাব প্রণয়ন বিশেষতঃ ধানের উৎপাদন হার নির্ণয়ের লক্ষ্যে FAO এর সহায়তায় Harmonization and Dissemination of Unified Agricultural Production Statistics শীর্ষক একটি কার্যক্রম পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক গ্রহণ করা হয়।

বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ

এ কার্যক্রমের শুরুতেই ১৭-১৮ অক্টোবর'২০১২ তারিখে ইনসেপশন ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ধানের উৎপাদন হার নির্ণয়ে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুসৃত দুটি পদ্ধতি প্রয়োগপূর্বক নভেম্বর-ডিসেম্বর'২০১২ মাসে আমন ধান উত্তোলন মৌসুমে রাজশাহী ও বরিশাল জেলায় আমন ফসলের ফলন হার নির্ণয়ে পরীক্ষামূলক নমুনা কর্তন পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে এই পরীক্ষামূলক কর্তন সম্পাদিত হয়। আমন'২০১২ মৌসুমে পরিচালিত পরীক্ষামূলক শস্য কর্তনে প্রাপ্ত ফলাফল এই কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত পরামর্শকগণ কর্তৃক বিশ্লেষণপূর্বক পরিসংখ্যানগত দিক দিয়ে নির্ভুল নমুনা ফসল (ধান) কর্তন সংক্রান্ত নমুনা ডিজাইন, তথ্য সংগ্রহ তফসিল ও ম্যানুয়াল সুপারিশ করা হয়। এ সুপারিশ অনুযায়ী বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক যৌথভাবে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৬-২৭ এপ্রিল'২০১৩ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ৫০ জন এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ৫০ জন মাস্টার ট্রেনারকে ঢাকায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত মাস্টার ট্রেনারগণ ২৯-৩০ এপ্রিল'২০১৩ তারিখে মাঠ পর্যায়ে ৬৪টি জেলায় বিবিএস এর ৭৫০ জন এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ৭৫০ জন সর্বমোট ১৫০০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

অর্জিত সাফল্যঃ

এ পদ্ধতি বিবিএস এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক যৌথভাবে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করার ফলে এখন থেকে ধানের উৎপাদন সংক্রান্ত একটি মাত্র পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হবে। এর ফলে কৃষি ফসলের উৎপাদন সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের দ্বৈততা নিরসন হবে এবং এ বিষয়ে মত পার্থক্য দূর হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের এ কর্মকান্ড আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃবিভাগ সমন্বয়ের একটি সফল উদাহরণ।

অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক অনুসরণের সুপারিশঃ

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা সংস্থার মধ্যে একই জাতীয় বিষয় বা ইস্যুতে কোন ওভারল্যাপিং এবং মতদ্বৈততা থাকলে তা আলোচনাপূর্বক এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে সংস্থাগুলির মধ্যকার দূরত্ব দূর করে সীমিত সম্পদের কাংখিত ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে।

অফিসিয়াল পরিসংখ্যানের মৌলিক নীতিসমূহ (Fundamantal Principles of Official Statistics)

Background

The need for a set of principles governing official statistics became apparent at the end of the 1980s when countries in Central Europe began to change from centrally planned economies to market-oriented democracies. It was essential to ensure that national statistical systems in such countries would be able to produce appropriate and reliable data that adhered to certain professional and scientific standards. Towards this end, the Conference of European Statisticians developed and adopted the Fundamental Principles of Official Statistics in 1992. Statisticians in other parts of the world soon realized that the principles were of much wider, global significance. Following an international consultation process, a milestone in the history of international statistics was reached when the United Nations Statistical Commission at its Special Session of 11-15 April 1994 adopted the very same set of principles – with a revised preamble – as the United Nations Fundamental Principles of Official Statistics.

At its forty-second session in 2011, the Statistical Commission discussed the Fundamental Principles of Official Statistics and acknowledged that the Principles were still as relevant today as they had been in the past and that no revision of the 10 Principles themselves was necessary. The Commission recommended, however, that a Friends of the Chair group revise and update the preamble of the Fundamental Principles in order to take into account new developments since the time when the Principles were first formulated. At its forty-fourth session in 2013, the Statistical Commission adopted the revised preamble.

On 24 July 2013, the Economic and Social Council endorsed the Fundamental Principles of Official Statistics as they had been originally adopted by the Statistical Commission almost 20 years ago in 1994, and recently reaffirmed by the Commission with a new preamble. Endorsement by ECOSOC marks the first time the Fundamental Principles have received such high recognition at the global political level. ECOSOC further recommended that the General Assembly also endorse the Principle.

Principles

Principle 1: Relevance, impartiality and equal access

Official statistics provide an indispensable element in the information system of a democratic society, serving the government, the economy and the public with data about the economic, demographic, social and environmental situation. To this end, official statistics that meet the test of practical utility are to be compiled and made available on an impartial basis by official statistical agencies to honour citizens' entitlement to public information.

Principle 2: Professional standards and ethics

To retain trust in official statistics, the statistical agencies need to decide according to strictly professional considerations, including scientific principles and professional ethics, on the methods and procedures for the collection, processing, storage and presentation of statistical data.

Principle 3: Accountability and transparency

To facilitate a correct interpretation of the data, the statistical agencies are to present information according to scientific standards on the sources, methods and procedures of the statistics.

Principle 4: Prevention of misuse

The statistical agencies are entitled to comment on erroneous interpretation and misuse of statistics.

Principle 5: Sources of official statistics

Data for statistical purposes may be drawn from all types of sources, be they statistical surveys or administrative records. Statistical agencies are to choose the source with regard to quality, timeliness, costs and the burden on respondents.

Principle 6: Confidentiality

Individual data collected by statistical agencies for statistical compilation, whether they refer to natural or legal persons, are to be strictly confidential and used exclusively for statistical purposes.

Principle 7: Legislation

The laws, regulations and measures under which the statistical systems operate are to be made public.

Principle 8: National coordination

Coordination among statistical agencies within countries is essential to achieve consistency and efficiency in the statistical system.

Principle 9: Use of international standards

The use by statistical agencies in each country of international concepts, classifications and methods promotes the consistency and efficiency of statistical systems at all official levels.

Principle 10: International cooperation

Bilateral and multilateral cooperation in statistics contributes to the improvement of systems of official statistics in all countries.

PRINCIPLES GOVERNING INTERNATIONAL STATISTICAL ACTIVITIES

Bearing in mind that statistics are essential for sustainable economic, environmental and social development and that public trust in official statistics is anchored in professional independence and impartiality of statisticians, their use of scientific and transparent methods and equal access for all to official statistical information, the Chief Statisticians or coordinators of statistical activities of United Nations agencies and related organizations, agree that implementation of the following principles will enhance the functioning of the international statistical system.

In doing so, they note the endorsement of these principles by the Committee for the Coordination of Statistical Activities on 14 September, 2005; they further recall the adoption by the *United Nations Statistical Commission* of the Fundamental Principles of Official Statistics in its Special Session of 11-15 April 1994, and the endorsement of the *Declaration of Good Practices in Technical Cooperation in Statistics* in its 30th Session of 1-5 March 1999.

1. High quality international statistics, accessible for all, are a fundamental element of global information systems

Good practices include:

- Having regular consultations with key users both inside and outside the relevant organisation to ascertain that their needs are met
- Periodic review of statistical programmes to ensure their relevance
- Compiling and disseminating international statistics based on impartiality
- Providing equal access to statistics for all users
- Ensuring free public accessibility of key statistics

2. To maintain the trust in international statistics, their production is to be impartial and strictly based on the highest professional standards

Good practices include:

- Using strictly professional considerations for decisions on methodology, terminology and data presentation
- Developing and using professional codes of conduct
- Making a clear distinction, in statistical publications, between statistical and analytical comments on the one hand and policy-prescriptive and advocacy comments on the other

3. The public has a right to be informed about the mandates for the statistical work of the organisations

Good practices include:

- Making decisions about statistical work programmes publicly available
- Making documents for and reports of statistical meetings publicly available

4. Concepts, definitions, classifications, sources, methods and procedures employed in the production of international statistics are chosen to meet professional scientific standards and are made transparent for the users

Good practices include:

- Aiming continuously to introduce methodological improvements and systems to manage and improve the quality and transparency of statistics
- Enhancing the professional level of staff by encouraging them to attend training courses, to do analytical work, to publish scientific papers and to participate in seminars and conferences.
- Documenting the concepts, definitions and classifications, as well as data collection and processing procedures used and the quality assessments carried out and making this information publicly accessible
- Documenting how data are collected, processed and disseminated, including information about editing mechanisms applied to country data
- Giving credit, in the dissemination of international statistics, to the original source and using agreed quotation standards when re-using statistics originally collected by others
- Making officially agreed standards publicly available

5. Sources and methods for data collection are appropriately chosen to ensure timeliness and other aspects of quality, to be cost-efficient and to minimise the reporting burden for data providers

Good practices include:

- Facilitating the provision of data by countries
- Working systematically on the improvement of the timeliness of international statistics
- Periodic review of statistical programmes to minimise the burden on data providers
- Sharing collected data with other organisations and collecting data jointly where appropriate
- Contributing to an integrated presentation of statistical programmes, including data collection plans, thereby making gaps or overlaps clearly visible

Ensuring that national statistical offices and other national organisations for official statistics are duly involved and advocating that the *Fundamental Principles of Official Statistics* are applied when data are collected in countries

6. Individual data collected about natural persons and legal entities, or about small aggregates that are subject to national confidentiality rules, are to be kept strictly confidential and are to be used exclusively for statistical purposes or for purposes mandated by legislation

Good practices include:

- Putting measures in place to prevent the direct or indirect disclosure of data on persons, households, businesses and other individual respondents

Developing a framework describing methods and procedures to provide sets of anonymous micro-data for further analysis by bona fide researchers, maintaining the requirements of confidentiality

7. Erroneous interpretation and misuse of statistics are to be immediately appropriately addressed

Good practices include:

- Responding to perceived erroneous interpretation and misuse of statistics
- Enhancing the use of statistics by developing educational material for important user groups

8. Standards for national and international statistics are to be developed on the basis of sound professional criteria, while also meeting the test of practical utility and feasibility

Good practices include:

- Systematically involving national statistical offices and other national organisations for official statistics in the development of international statistical programmes, including the development and promulgation of methods, standards and good practices
- Ensuring that decisions on such standards are free from conflicts of interest, and are perceived to be so
- Advising countries on implementation issues concerning international standards
- Monitoring the implementation of agreed standards

9. Coordination of international statistical programmes is essential to strengthen the quality, coherence and governance of international statistics, and avoiding duplication of work
Good practices include:

- Designating one or more statistical units to implement statistical programmes, including one unit that coordinates the statistical work of the organisation and represents the organisation in international statistical meetings
- Participating in international statistical meetings and bilateral and multilateral consultations whenever necessary
- Working systematically towards agreements about common concepts, classifications, standards and methods
- Working systematically towards agreement on which series to consider as authoritative for each important set of statistics

Coordinating technical cooperation activities with countries between donors and between different organisations in the national statistical system to avoid duplication of effort and to encourage complementarities and synergy

10. Bilateral and multilateral cooperation in statistics contribute to the professional growth of the statisticians involved and to the improvement of statistics in the organisations and in countries
Good practices include:

- Cooperating and sharing knowledge among international organisations and with countries and regions to further develop national and regional statistical systems
- Basing cooperation projects on user requirements, promoting full participation of the main stakeholders, taking account of local circumstances and stage of statistical development
- Empowering recipient national statistical systems and governments to take the lead
- Advocating the implementation of the Fundamental Principles of Official Statistics in countries

Setting cooperation projects within a balanced overall strategic framework for national development of official statistics

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অর্গানোগ্রাম

পরিশিষ্ট - ৮

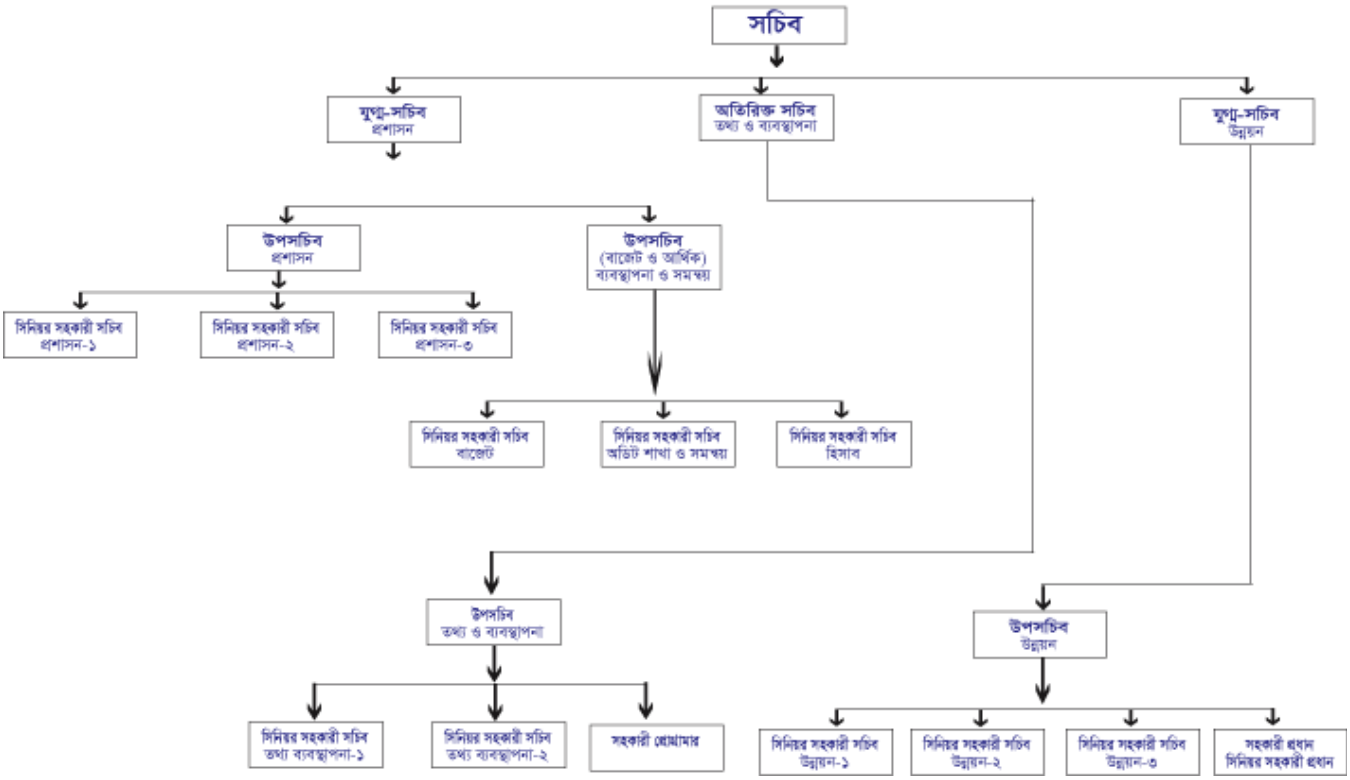

বিবিএস এর প্রধান প্রধান প্রকাশনাসমূহের প্রচ্ছদ

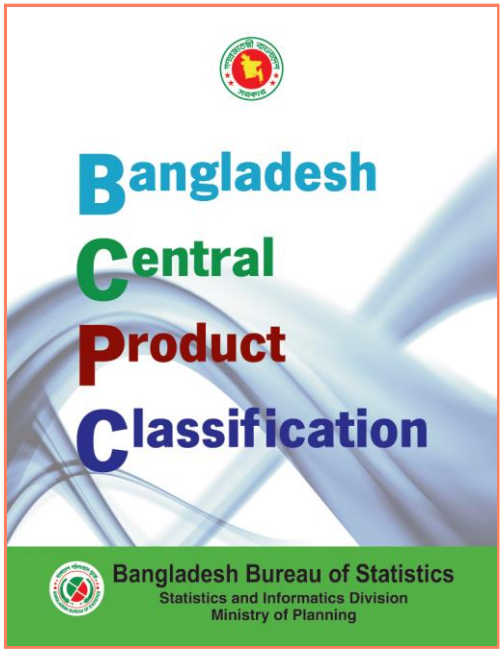

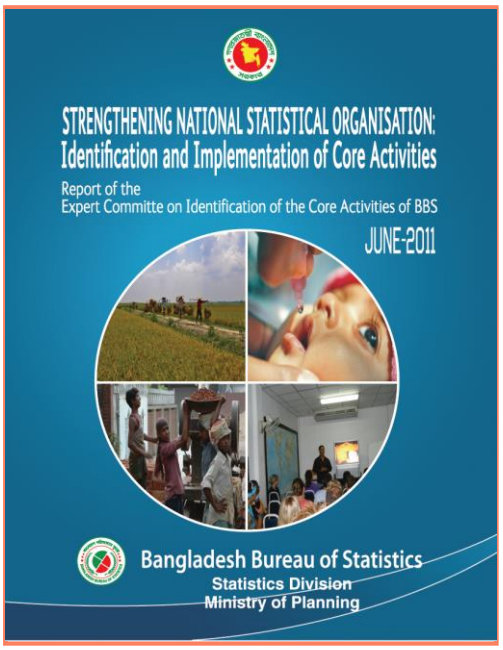

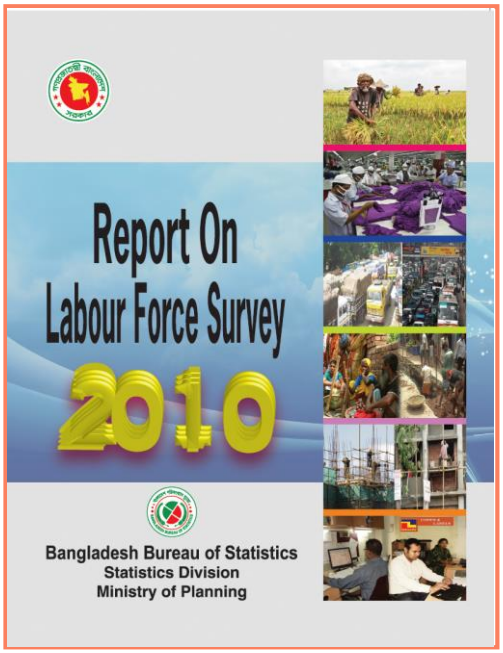

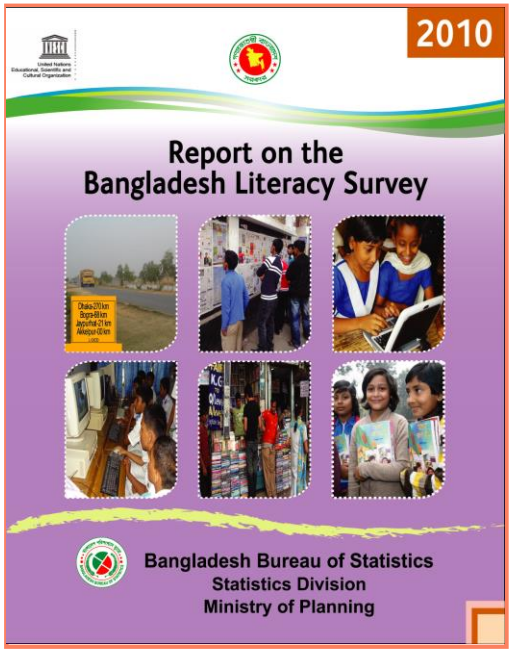

Cottage Industry Survey 2011
Bangladesh Bureau of Statistics
Statistics and Informatics Division
Ministry of Planning
Report on Hotel & Restaurant Survey
Bangladesh Bureau of Statistics
Statistics and Informatics Division
Ministry of Planning
Bangladesh Standard Classification of Occupations-2012
Bangladesh Bureau of Statistics
Statistics and Informatics Division
Ministry of Planning
Literacy Assessment Survey 2011
Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)
Statistics and Informatics Division (SID)
Ministry of Planning.

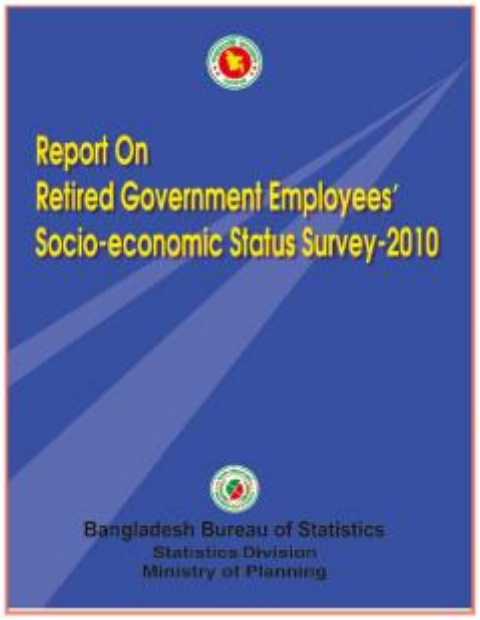
Report On
Retired Government Employees'
Socio-economic Status Survey-2010
Bangladesh Bureau of Statistics
Statistics Division
Ministry of Planning

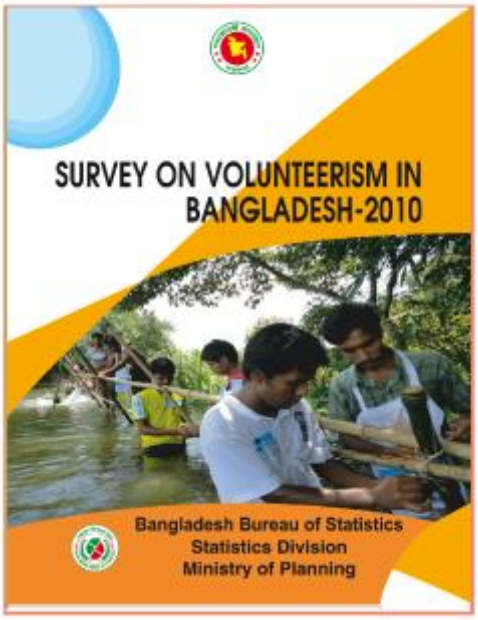
SURVEY ON VOLUNTEERISM IN
BANGLADESH-2010
Bangladesh Bureau of Statistics
Statistics Division
Ministry of Planning

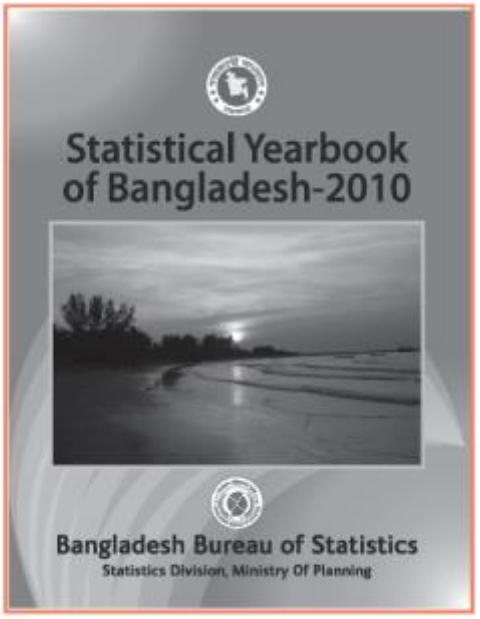
Statistical Yearbook
of Bangladesh-2010
Bangladesh Bureau of Statistics
Statistics Division, Ministry Of Planning

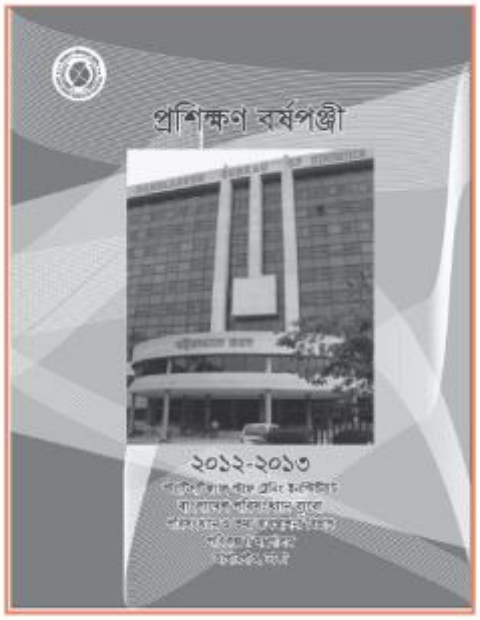
প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জী
২০১২-২০১৩

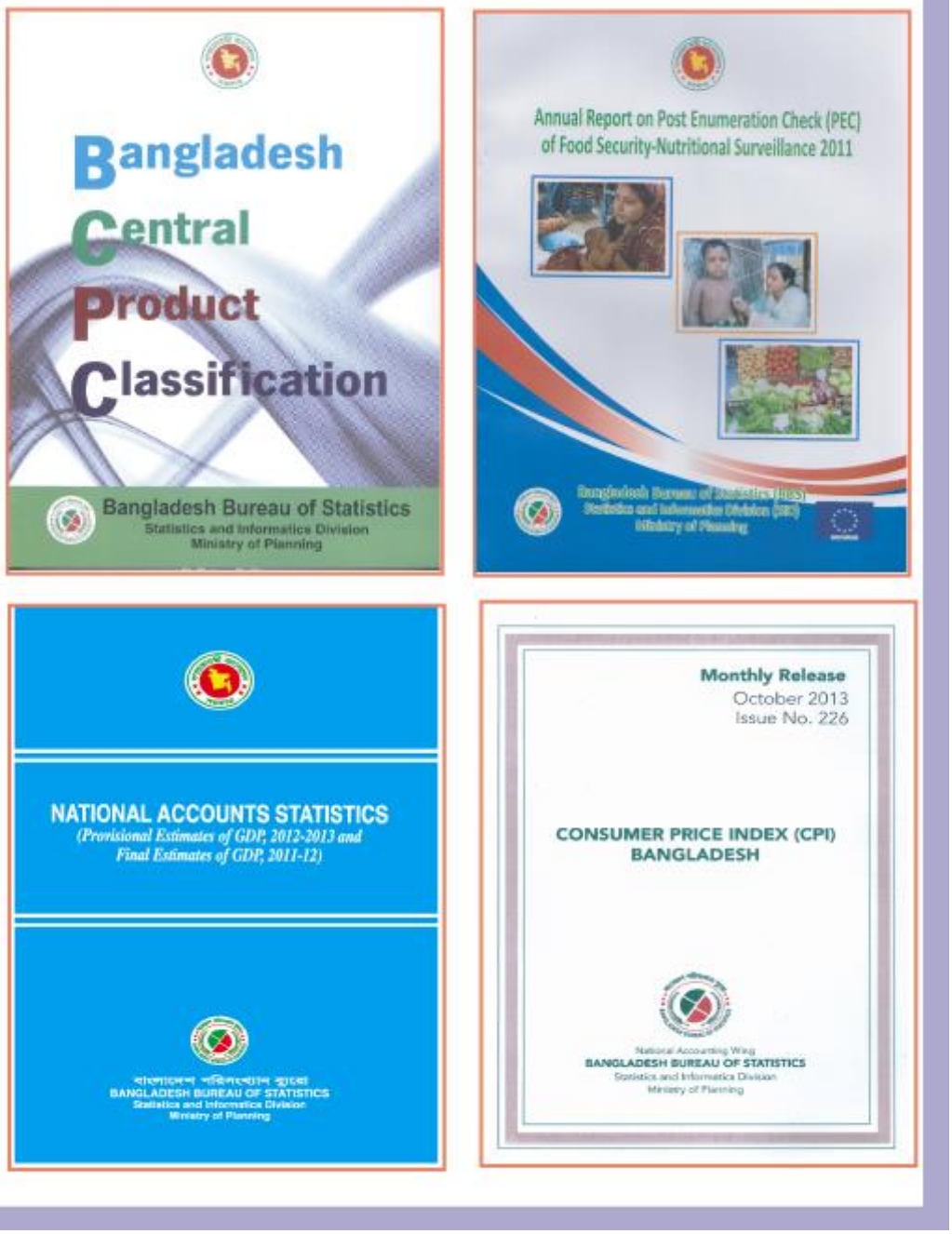
Bangladesh
Central
Product
Classification
Bangladesh Bureau of Statistics
Statistics and Informatics Division
Ministry of Planning
Annual Report on Post Enumeration Check (PEC)
of Food Security-Nutritional Surveillance 2011
NATIONAL ACCOUNTS STATISTICS
(Provisional Estimates of GDP, 2012-2013 and
Final Estimates of GDP, 2011-12)
BANGLADESH BUREAU OF STATISTICS
Statistics and Informatics Division
Ministry of Planning
Monthly Release
October 2013
Issue No. 226
CONSUMER PRICE INDEX (CPI)
BANGLADESH
National Accounting Wing
BANGLADESH BUREAU OF STATISTICS
Statistics and Informatics Division
Ministry of Planning

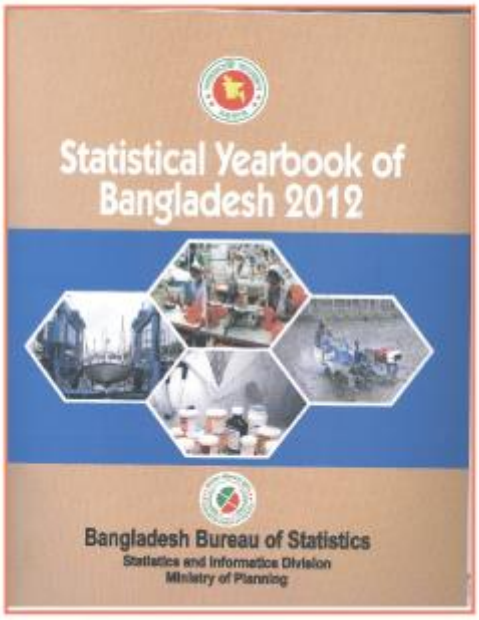
Statistical Yearbook of Bangladesh 2012
Bangladesh Bureau of Statistics
Statistics and Informatics Division
Ministry of Planning

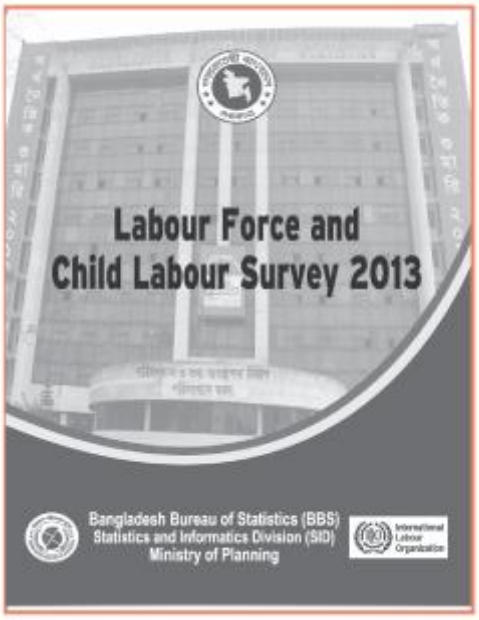
Labour Force and Child Labour Survey 2013
Bangladesh Bureau of Statistics (BBS)
Statistics and Informatics Division (SID)
Ministry of Planning
International Labour Organization

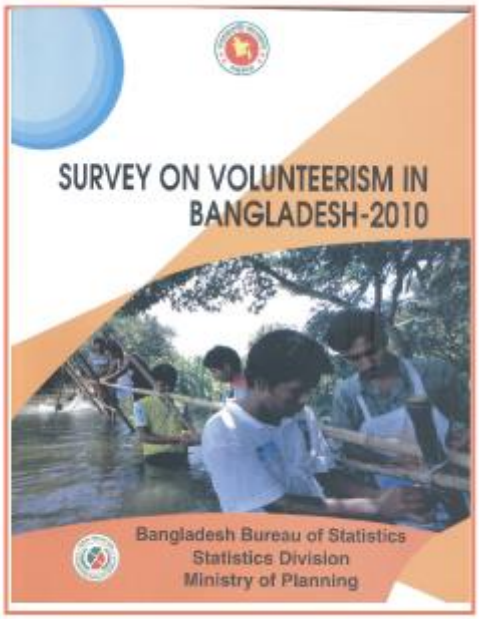
SURVEY ON VOLUNTEERISM IN BANGLADESH-2010
Bangladesh Bureau of Statistics
Statistics Division
Ministry of Planning

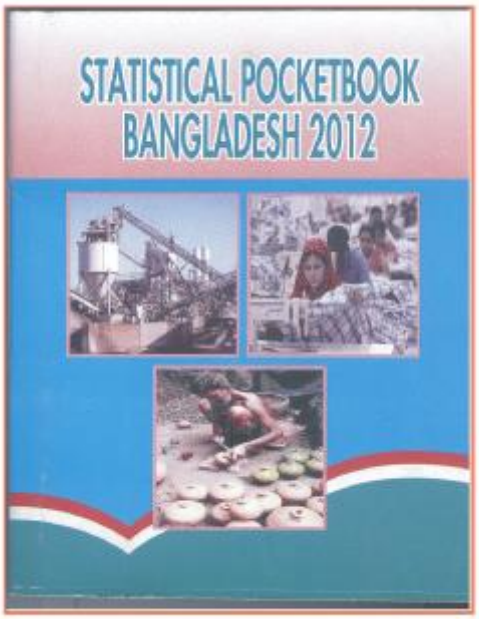
STATISTICAL POCKETBOOK BANGLADESH 2012

বিলবোর্ড

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

পরিসংখ্যান আইন-২০১৩

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৪২ বছর পর বর্তমান সরকার পরিসংখ্যান সম্পর্কিত কার্যক্রম গতিশীল, সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক করার লক্ষ্যে পরিসংখ্যান আইন ২০১৩ প্রণয়ন করেছেন যা পরিসংখ্যান ব্যবস্থার অগ্রযাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এ জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। আইনের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ নিম্নরূপ:-

- যে কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা অধীনস্ত দপ্তর, অধিদপ্তর বা সংস্থার পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কর্মকান্ড বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সংগৃহীত পরিসংখ্যান বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবহার করতে হবে।
- এ আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে বিবিএস এর চাহিদা অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তি, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ তাদের নিকট সংরক্ষিত তথ্য ইত্যাদি বিবিএস কে প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।
- যে সকল বিষয়ে বিবিএস পরিসংখ্যান প্রণয়ন করে না সে সকল বিষয়ে, যে কোন মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা এদের অধীনস্ত দপ্তর, অধিদপ্তর বা সংস্থা, ব্যুরো কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুসরণক্রমে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও সময়ে ব্যুরোর অনাপত্তি গ্রহণপূর্বক পরিসংখ্যান প্রস্তুত ও প্রকাশ করতে পারবে।

শুমারি/জরিপ চলাকালে তথ্য দিয়ে বিবিএসকে সহায়তা করুন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) দেশের তথ্য সেবায় নিয়োজিত আছে

রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক শুমারি ও বস্তি শুমারির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্ব-নির্ভর করে তোলার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। BBS দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরূপণে তথ্য দিয়ে সরকারকে সহায়তা দিচ্ছে-

- এসব তথ্যের ভিত্তিতে সরকার দেশের ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার প্রচেষ্টা চলছে। এ জন্য প্রয়োজন সঠিক তথ্য সরবরাহ করা;
- BBS বিভিন্ন জরিপের মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদান করছে। আপনার মূল্যবান তথ্য দিয়ে BBS কে সহায়তা করুন;
- ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হলে চাই নির্ভরযোগ্য তথ্য। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রকাশনা কার্যক্রম আধুনিক করার লক্ষ্যে প্রথমবারের মত একটি জাতীয় কৌশলপত্র (NSDS) প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির গতিশীলতা নিরূপণে BBS এর অবদান

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও দিক নির্দেশনায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা ও অর্থনৈতিক সার্বিক চালচিত্র বাস্তব সম্মতভাবে প্রতিফলিত করার জন্য জিডিপির পুরনো ভিত্তি বছর ১৯৯৫-৯৬ থেকে নতুন ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬ এ পরিবর্তন করছে-

- বিবিএস নিয়মিতভাবে ভোক্তার মূল্য সূচক (সিপিআই) প্রকাশ করে থাকে একইভাবে সিপিআই এর ভিত্তি বছরও ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০৫-০৬ এ পরিবর্তন করা হয়েছে ও জিডিপি'র ভিত্তি বছর ১৯৯৫-৯৬ থেকে ২০০৫-০৬ এ পরিবর্তনের ফলে নিম্নরূপ তথ্য উপাত্ত পাওয়া যায়-
  - অর্থনীতির আয়তন বেড়েছে, ফলে মাথাপিছু জাতীয় আয় বেড়েছে;
  - ২০০৮ সালে যেখানে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় ছিল ৬৩০ ডলার, ৫ বছরের মাথায় সেটা বেড়ে হয়েছে ১০৪৪ ডলার;
  - অর্থনীতির বিভিন্ন দিকসহ সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ভালো করার সাফল্যের কারণই হলো মাথাপিছু আয়ের এ উন্নতি;
  - গ্রামে কর্মসংস্থান ও মজুরী বেড়েছে, সে সংগে বেড়েছে নারীর ক্ষমতায়ন;
  - বিশ্ব মন্দা সত্ত্বেও গত কয়েক বছরের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের গতিশীলতার ফলে প্রবৃদ্ধি বেড়েছে;

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

অর্থনৈতিক শুমারি-২০১৩

বাংলাদেশের অর্থনীতির গতিশীলতা এবং এর কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রকৃত চিত্র অনুধাবনের লক্ষ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ সংকলন/প্রদান/প্রকাশের লক্ষ্যে দেশে অর্থনৈতিক শুমারি-২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়। এ শুমারির মাধ্যমে দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত অ-কৃষিমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠান ও খানার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

এ শুমারির মাধ্যমেঃ

- জাতীয় আয় ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের হিসাব নিরূপণ ও হালনাগাদ বেঞ্চমার্ক-তথ্য সরবরাহ করা হবে;
- অ-কৃষিমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠানের মৌলিক তথ্য সম্বলিত একটি ডাইরেক্টরি (Business Register) তৈরি করা সম্ভব হবে এবং
- অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের শিল্পগত বিন্যাস, উৎপাদন, নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা ও মালিকানার ধরণ নির্ধারণ করা যাবে।

মূল শুমারি-২০১৩ এর বিশেষত্বঃ

১. মূল শুমারির পূর্বে সকল খানা ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন;
২. একই সাথে দেশের সর্বত্র গ্রাম ও শহর এলাকায় শুমারি পরিচালনা;
৩. ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সকল তথ্য ধারণ ;
৪. শুমারি কমিটি গঠণের মাধ্যমে এফবিসিআই, ডিসিসিআই, বণিক সমিতি এবং স্থানীয় প্রতিনিধিসহ সকল পর্যায়ে সভা ও মত বিনিময় অনুষ্ঠান;
৫. শুমারির গুণগতমান যাচাইকরণের জন্য একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান;
৬. ব্যাপক প্রচারাভিযান।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অর্জন

Socio-ecomomic and Demographic Report 2011

জরিপকাল : ১৫-২৫ অক্টোবর, ২০১১

(আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১-এর নমুনা জরিপের ভিত্তিতে প্রণীত)

- জনগণের সংবাদপত্র পড়ার হার আগের চেয়ে অনেক বাড়ছে। ২০০৪ সালের ১০% থেকে ২০১১ সালে হয়েছে ১৫%।
- টেলিভিশন দেখা জনগণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৪ সালে দেশের ২১ শতাংশ লোক টেলিভিশন দেখত; ২০১১ সালে এ হার ৪৫ শতাংশ।
- দেশের ৮৯ শতাংশ মানুষ বিশুদ্ধ পানি পান করে। ২০০৪ সালে এ হার ছিল ৫১ শতাংশ।
- শহর এলাকার ৩.৮৮% লোক ইন্টারনেট ব্যবহার করে।
- আলোর উৎস হিসেবে বিদ্যুতের ব্যবহার বেড়েছে। ২০০৪ সালে ৪০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেও ২০১১ সালে ৫৭ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে।
- প্রধান গৃহের দেয়ালের উপকরণ হিসেবে টিন (সিআই শিট)-এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ২০০৪ সালে ২৩ শতাংশ গৃহে টিন ব্যবহার হলেও ২০১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১ শতাংশে।
- পাকা বাড়ির সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ২০১১ সালে দেয়ালের উপকরণ হিসেবে ইট/সিমেন্টের ব্যবহার ২৬ শতাংশ, যা ২০০৪ সালে ছিল মাত্র ১১ শতাংশ।
- বর্তমানে দেশে পুরুষ-নারীর সংখ্যা প্রায় সমান।
- দেশে মোট প্রজনন হার কমেছে।
- খানা প্রতি গড় জনসংখ্যা দিন দিন কমছে। ২০০৪ সালে জাতীয় পর্যায়ে এর হার ছিল ৪.৬৬, আর ২০১১ সালে এ হার ৪.৩৫।
- মাতৃমৃত্যু হার কমেছে। ২০০৪ সালে এ হার ছিল ৩.৪, যা ২০১১ সালে ২.১৮।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্র (NSDS)

পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে অধিকতর সু-সংহত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০১০ সনে পরিসংখ্যান বিভাগ পুণঃগঠন করে যা ২০১২ সনে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ নামে সম্প্রসারিত হয়। পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের জন্য দেশ স্বাধীন হওয়ার সু-দীর্ঘ ৪২ বছর পর পূর্ণাঙ্গভাবে পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইনের আওতায় পরিসংখ্যান ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রথমবারের মতো একটি বিস্তারিত বাস্তব সম্মত অংশগ্রহণমূলক পরিবর্তনশীল জাতীয় পরিসংখ্যান উন্নয়ন কৌশলপত্র (NSDS) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে।

NSDS বাস্তবায়নের মাধ্যমে BBS নিম্নোক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে -

- যথাসময়ে প্রাসংগিক, বস্তুনিষ্ঠ ও সহজে ব্যবহারযোগ্য উপাত্ত প্রদান করে বাংলাদেশের জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যবস্থাকে বিশ্বমানে উন্নীত করা সম্ভব হবে;
- বিবিএস এর নেতৃত্বে দেশের একটি সমন্বিত, পেশাদার ও দক্ষ পরিসংখ্যান ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং তথ্য উপাত্ত ব্যবহারকারীদের চাহিদা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে স্বচ্ছভাবে, যথাসময়ে নির্ভুল পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা সম্ভব হবে;
- পরিসংখ্যান ব্যবস্থা/পদ্ধতির সার্বিক উন্নয়ন ও প্রমিতকরণ, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য পরিসংখ্যানের গুণগত মান ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি;
- জাতীয় আয় নিরূপণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং তথ্য ভান্ডার ও নেটওয়ার্কিং শক্তিশালী করার সুযোগ তৈরি হবে;
- বাংলাদেশের জাতীয় পরিসংখ্যান পদ্ধতির যুগোপযোগী দৃঢ় ভিত্তি তৈরি হবে যার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যতে তথ্য-ভিত্তিক, সঠিক ও ফলপ্রসূ জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

কৃষি পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে সাফল্য

কৃষি পরিসংখ্যান প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীন বিবিএস এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক পৃথকভাবে হিসাব প্রাক্কলন করা হতো। বর্তমান সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বিবিএস এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থা এবং স্পারসো এর সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করছে। ফলশ্রুতিতে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

- প্রধান ফসলসমূহের একক পদ্ধতিতে উৎপাদন হিসাব প্রাক্কলনপূর্বক প্রকাশ করা হচ্ছে ফলে বিবিএস এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মধ্যে তথ্যের দ্বৈততা পরিহার করা সম্ভব হয়েছে।
- দেশে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ৩২.১৬ মিলিয়ন খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়েছিল যা ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ৩৫.৮৮ মিলিয়ন মে. টনে উন্নীত হয়েছে।
- দেশে নির্ভরযোগ্য কৃষি পরিসংখ্যান প্রণয়নের লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বিবিএস এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ১৬৩৫ জন কর্মকর্তাকে কৃষি তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও প্রাক্কলন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) নিরূপণে পূর্বের ১০০টি কৃষি ফসলের পরিবর্তে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১২৪টি কৃষি ফসলের উৎপাদন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।
- ধানের নির্ভরযোগ্য ফলন হার নিরূপণে বিবিএস এর মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৩০০টি Moisture Meter সরবরাহ করা হয়েছে। এতে ফলন হার সম্পর্কে মানসম্মত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।
- ধানের ফলন হার নিরূপণে বিবিএস এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে ১০০০ টি Experimental Crop Cutting Instrument সরবরাহ করা হয়েছে। এতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শষ্যের উৎপাদন হিসাব প্রাক্কলন করা সম্ভব হবে।
- কৃষি ফসলের হিসাব প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবিএস এর সাথে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও স্পারসো এর সহযোগিতা বৃদ্ধির ফলে কৃষি তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমে গতিশীলতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

দারিদ্র্য হ্রাস

- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত Household Income and Expenditure Survey (HIES) এর ফলাফলে দেশের দারিদ্র্য নিরসনের প্রকৃত চিত্র ফুটে উঠেছে।
- হাউজহোল্ড ইনকাম এণ্ড এক্সপেণ্ডিচার সার্ভে (হেইজ) ২০০৫ ও ২০১০ অনুযায়ী দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী জনসংখ্যা গত পাঁচ বছরে ৮.৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।
- ২০০৫ সালে দারিদ্রের হার ছিল ৪০.০ শতাংশ যা ২০১০ সালে হ্রাস পেয়ে ৩১.৫ শতাংশে দাঁড়ায়।
- ২০০৫ সাল হতে ২০১০ সাল সময়কালের মধ্যে দারিদ্র্য হ্রাসের পাশাপাশি দারিদ্র্য ব্যবধান এবং আয় বণ্টন বৈষম্যও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।
- বিশ্বব্যাংকের Bangladesh Poverty Assessment Report-২০১৩ (যা মূলতঃ বিবিএস পরিচালিত হেইজ ২০০০, ২০০৫ এবং ২০১০ এর তথ্য অনুযায়ী প্রণীত হয়েছে) অনুযায়ী দেখা যায় যে, বাংলাদেশে দারিদ্রের হার ২০১৩ সালে শতকরা ২৮.৫ ভাগ এ নেমে আসবে- যা বর্তমান সরকারের দারিদ্র্য বিমোচনে কাংখিত লক্ষ্য অর্জনের প্রতিফলন।
- হেইজের তিনটি জরিপ এর দারিদ্র্য হারের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে ২০২১ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার শতকরা ১৫ ভাগে নেমে আসবে- যা 'রূপকল্প-২০২১' এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

পুষ্টিহীনতা হ্রাসকরণ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রণয়ন

- ফুড সিকিউরিটি-নিউট্রিশনাল সার্ভিলেন্সের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা এবং ৫ বৎসর বয়সের নীচের শিশু ও ১০-৪৯ বৎসর বয়সের মহিলাদের পুষ্টি বিষয়ক তথ্য প্রস্তুত করা হয়;
- দেশে ৫ বৎসরের কম বয়সের Wasted (উচ্চতার তুলনায় কম ওজন) শিশু ২০১০ সালে ১৫% ছিল যা কমে ২০১২ সালে ১২% হয়েছে;
- দেশে ৫ বৎসরের কম বয়সের Underweight (বয়সের তুলনায় কম ওজন) শিশু ২০১০ সালের তুলনায় ২০১২ সালে শতকরা ৭ ভাগ কমেছে;
- দেশে ১০-৪৯ বৎসর বয়সের Underweight (বয়সের তুলনায় কম ওজন) মহিলা ২০১০ সালের তুলনায় ২০১২ সালে শতকরা ১৩ ভাগ কমেছে। ২০১০ সালে যেখানে শতকরা ৩২ ভাগ মহিলা Underweight-এ ভুগেছেন সেখানে ২০১২ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে শতকরা ১৯ ভাগে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

ডিজিটাল ইনফরমেশন সিস্টেম বাস্তবায়নে BBS এর সাফল্য

- ২০টি ওয়ার্কষ্টেশন সম্বলিত একটি ডিজিটাল ডাটা ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- ১০ TB Storage সহ Blade Server সংগ্রহপূর্বক স্থাপন করা হয়েছে।
- Web based GIS application software প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত software এর মাধ্যমে বিভাগ, জেলা, উপজেলা/থানা, ইউনিয়ন ও মৌজার শুমারি ও জরিপের বিভিন্ন তথ্য সহজেই দেশ ও বিদেশ থেকে জন সাধারণ সংগ্রহ করতে পারবে।
- Basic Training on Database Programming সহ Digital Information System এর উপর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহারে বিবিএস এর সাফল্য

- BBS সমগ্র বাংলাদেশের ডিজিটাল মৌজা/মহল্লা ম্যাপ প্রস্তুত করে। ডিজিটাল মৌজা ম্যাপ ব্যবহার করে এবারই প্রথম আদমশুমারি-২০১১ এবং অর্থনৈতিক শুমারি-২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়।
- ডিজিটাল মৌজা/মহল্লা ম্যাপ ব্যবহার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে একধাপ অগ্রগতি।
- বর্তমানে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য GPS এর মাধ্যমে ডিজিটাল মৌজা/মহল্লা ম্যাপ সন্নিবেশিত করা হচ্ছে। এর সাহায্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য মৌজা/মহল্লা ম্যাপে পাওয়া যাবে।
- GIS সম্পর্কিত উদ্যোগের আওতায় ডিজিটাল মৌজা/মহল্লা ম্যাপ ও আদমশুমারি-২০১১ এর ভিত্তিতে Small Area Atlas তৈরি করতে যাচ্ছে, যা স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে।
- GIS ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ম্যাপে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রতিফলিত করে তা হালনাগাদ করার জন্য BBS অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংস্থার সাথে সমন্বয় রক্ষা করছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও পরিসংখ্যান ভবনের ছাদে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ Grid-Tie সোলার প্ল্যান্ট:

- ক্ষমতা ২০০ কিলো ওয়াট পিক।
- দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা : প্রায় ৭৫০ কিলো ওয়াট আওয়ার।
- মাসে প্রায় ২ লক্ষ টাকার বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে।
- এটি গ্রীনহাউজ এফেক্ট মুক্ত।
- মাসে প্রায় ২০ টন কার্বন Emission প্রতিরোধ করে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১৫.০ সচিত্র প্রতিবেদনে বিবিএস এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের কার্যক্রম

Strengthening Capacity of BBS in Population and Demographic Data Collection Using GIS প্রকল্পের Inception Workshop এ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি জনাব এ. এইচ.এন আশিকুর রহমান, এমপি, SID এর সচিব, UNFPA এর তৎকালীন Country Director উপস্থিত রয়েছেন ।

আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১ এর আর্থ-সামাজিক ও জনমিতিক (Socio-economic & Demographic) রিপোর্ট প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মজিবুর রহমান ফকির।

বিসিপিএ এর ওয়েব সাইট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী জনাব মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ, এমপি, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব, বিবিএস এর মহাপরিচালক এবং অন্যান্যরা।

বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি জনাব মোস্তফা জব্বারকে ক্রেষ্ট প্রদান করছেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ **(SID)** এর সচিব।

Towards Envisioning an Informatics Strategy for SID শীর্ষক কর্মশালার প্রধান অতিথি জনাব সুনীল কান্তি বোস, চেয়ারম্যান, বিটিআরসি **(**মঞ্চে উপবিস্ট**)**। অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য প্রদান করছেন **SID** এর সচিব।

আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১ প্রকল্পের কমিউনিটি প্রতিবেদন এডিটিং কার্যক্রমের সভায় উপস্থিত বিবিএস এডিটরস এন্ড পিডিস ফোরামের সদস্যবৃন্দ।

মনিটরিং দ্যা সিচুয়েশন অব চিলড্রেন এন্ড উইমেন প্রকল্পের আওতায় Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) এর তথ্য সংগ্রহ ও water quality test কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করছেন সচিব, SID।

বিবিএস এর হারমোনাইজেশন এন্ড ডিসেমিনেশন অব ইউনিফাইড এগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন স্ট্যাটিসটিকস প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত ডিসেমিনেশন ওয়ার্কশপে মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী, সচিব, SID, FAO এর তৎকালীন রিপ্রেজেন্টেটিভ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, বিবিএস এবং ডিএই এর মহাপরিচালকবৃন্দ।

বিবিএস এর GIS প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালার ফটোসেশন-এ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এইচ এন আশিকুর রহমান, এমপি, সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন, সচিব, SID, UNFPA এর তৎকালীন Country Director এবং বিবিএস এর মহাপরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব আব্দুস সোবহান সিকদার, জনাব উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত, সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন, সচিব, SID এবং বিবিএস এর মহাপরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বিবিএস এর মিউজিয়াম পরিদর্শন করছেন।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞাকে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর ক্রেস্ট প্রদান করছেন সচিব, SID এবং মহাপরিচালক, বিবিএস।

পরিসংখ্যান ভবনে অনুষ্ঠিত Bangladesh Poverty Database বিষয়ক কর্মশালায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা, সচিব, SID এবং অতিরিক্ত সচিব, SID উপস্থিত রয়েছেন।

পরিসংখ্যান ভবনে অনুষ্ঠিত Bangladesh Poverty Database বিষয়ক কর্মশালা শেষে এ বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রীফ করছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা। এ সময় সচিব, SID ও অতিরিক্ত সচিব, SID এবং মহাপরিচালক, বিবিএস উপস্থিত ছিলেন।

Survey on Use of Remittance শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন মাননীয় মন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসাইন। মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, জনাব মাসুদ আহমেদ, সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন, সচিব, SID এবং মহাপরিচালক, বিবিএস।

বিবিএস এর মিউজিয়াম পরিদর্শন করছেন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী। এ সময় তাঁর সাথে রয়েছেন SID এর সচিব।

KOICA এর আবাসিক প্রতিনিধি Ms. Kim Bok Hee কে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর ক্রেস্ট প্রদান করছেন সচিব, SID। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিবিএস এর মহাপরিচালক।

প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ ফারুক পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে SID এবং বিবিএস এর কর্মকর্তাগণের সাথে পরিসংখ্যান বিষয়ে মতবিনিময় করছেন।

পরিসংখ্যান ভবন অডিটোরিয়ামে Strengthening Capacity of BBS in Population and Demographic Data Collection Using GIS বিষয়ক কর্মশালায় উপস্থিত SID এবং বিবিএস এর কর্মকর্তাসহ অন্যান্য সুধীবৃন্দ।

SID এর যুগ্ম-সচিব ডাঃ মোঃ আব্দুল জলিল এর বিদায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়ছেন SID এর সচিবসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে SID এবং বিবিএস এর কার্যক্রম সম্পর্কে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবকে ব্রীফ করছেন SID এর সচিব।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক ও উপ-মহাপরিচালক ১২ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে নবাগত সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ জনাব মোঃ নজিবুর রহমানকে স্বাগত জানাচ্ছেন।

জেন্ডার বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচীতে সিড এর সচিব, বিবিএস এর মহাপরিচালক, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এবং SID এর যুগ্ম-সচিব।

Minutes of the Meeting (MM) এর স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে SID এর অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আজিজুর রহমান, যুগ্ম-সচিব ডাঃ মোঃ আবদুল জলিল ,যুগ্ম-সচিব জনাব মোঃ আমিনুল বর চৌধুরী, Ms. Kim Bok-Hee, Resident Representative, KOICA এবং KOICA এর অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ।

বিবিএস এর বিভিন্ন উইং পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করছেন বিবিএস ওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট টিম এর সদস্যবৃন্দ।

বিবিএস এর পিডিস' ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত 'Achieving Synergies among all projects towards making Economic Census ২০১৩ a success' শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থিত প্রধান অতিথি জনাব মোঃ নজিবুর রহমান, সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (SID) ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

National Strategy for the Development of Statistics (NSDS) সংক্রান্ত কর্মশালায় উপস্থিত খুলনা সিটি কর্পোরেশনের তৎকালীন মাননীয় মেয়র জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক ও অন্যান্য কর্মকর্তা।

বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিক পরিসংখ্যানের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা সভায় আগত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারপতি জনাব ঈমান আলী এবং সিড সচিব জনাব মো: নজিবুর রহমান।

বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিক পরিসংখ্যানের গুরুত্ব তুলে ধরে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা করছেন বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি জনাব ঈমান আলী ।

বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প জরিপ সংক্রান্ত টেকনিক্যাল কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করছেন ড. কাজী সালেহ আহমেদ, প্রাক্তন উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। প্রফেসর ড. বরকত-ই-খুদা, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, SID এর সচিব এবং বিবিএস মহাপরিচালকও সভায় উপস্থিত ছিলেন।

GIS Application বিষয়ক কর্মশালায় উপস্থিত আছেন SID এর সচিব, অতিরিক্ত সচিব, মহাপরিচালক, বিবিএস ও প্রকল্প পরিচালক, ডিআইএস প্রকল্প, বিবিএস।

Impact of Demographic Transition on Labour Force বিষয়ক আলোচনা সভায় ড. মসিউর রহমান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা, SID এর সচিব, বিবিএস মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণকে দেখা যাচ্ছে।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের Bangladesh Poverty Database বিষয়ক Stakeholders Dialogue সভায় আগত মাননীয় মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবগণের সাথে পরিসংখ্যান বিষয়ে আলোচনা করছেন।

বিবিএস এর নবীন কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন জনাব মাসুদ আহমেদ, সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন (বর্তমানে কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল)। সাথে উপস্থিত রয়েছেন SID এর সচিব, বিবিএস এর মহাপরিচালক এবং সিপিটিইউ এর মহাপরিচালক।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব আবদুস সোবহান সিকদার কে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর স্মারক ক্রেস্ট প্রদান করছেন SID এর সচিব। SID এর অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম-সচিব এবং মহাপরিচালক, বিবিএস এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পল্লী ঋণ জরিপ ২০১২-২০১৪ কর্মসূচির খানা তালিকা প্রণয়ন কালে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান নরসিংদী জেলায় মাঠ পর্যায়ের কাজ পরিদর্শন করছেন।

আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কার্যালয়, যশোরে প্রবাস আয়ের ব্যবহার সম্পর্কিত জরিপ-২০১৩ এর ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

Korea International Cooperation Agency (KOICA) এর প্রতিনিধি দলকে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর স্মারক ক্রেস্ট প্রদান করছেন SID এর সচিব। SID এর অতিরিক্ত সচিব, মহাপরিচালক বিবিএস এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সভাকক্ষে বস্তি শুমারি ও ভাসমান লোকগণনা ২০১৪ বিষয়ক মতবিনিময় ও আলোচনা সভায় সিটি কর্পোরেশন এর সিইও জনাব সুলতান মাহমুদ (যুগ্ম-সচিব), সিটি কর্পোরেশন এর সচিব এবং বিবিএস এর কর্মকর্তাবৃন্দ।

আর এস ও অফিস, যশোরে প্রবাস আয়ের ব্যবহার সম্পর্কিত জরিপ-২০১৩ এর ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিবিএস এর মাস্টার ট্রেইনারগণ।

Global e-indices' Rankings and Bangladesh: A Citizen's Perspective শীর্ষক Roundtable Discussion এ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর তৎকালীন নির্বাহী পরিচালক ড. জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এবং SID ও বিবিএস এর কর্মকর্তাবৃন্দ।

Global e-indices' Rankings and Bangladesh: A Citizen's Perspective শীর্ষক Roundtable Discussion এ SID এর সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান, বিবিএস এর মহাপরিচালক জনাব গোলাম মোস্তফা কামাল, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর তৎকালীন নির্বাহী পরিচালক এবং SID ও বিবিএস এর কর্মকর্তাবৃন্দ।

MTBF ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব রঞ্জিত কুমার চক্রবর্তী, অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ। SID এর সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান, বিবিএস এর মহাপরিচালক জনাব গোলাম মোস্তফা কামাল এবং SID ও বিবিএস এর কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

MTBF ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনা সভায় SID এর সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান, অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব রঞ্জিত কুমার চক্রবর্তী, বিবিএস এর মহাপরিচালক জনাব গোলাম মোস্তফা কামাল এবং SID ও বিবিএস এর কর্মকর্তাবৃন্দ।

পল্লী ঋণ জরিপ ২০১২-১৪ কর্মসূচির জরিপ প্রশ্নপত্র চূড়ান্তকরণে প্রিটেস্ট পরবর্তী ওয়ার্কসপে উপস্থিত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, SID এর সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১ প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত Need Assessment Workshop ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মহাপরিচালক প্রেস কনফারেন্স এ মাসিক ভোক্তার মূল্য সূচক ও মূল্যস্ফীতি প্রকাশ করছেন।

Strengthening Capacity of BBS in population and Demographic Data Collection Using GIS প্রকল্পের Inception Workshop এ দর্শক সারিতে জনাব মাসুদ আহমেদ, সদস্য পরিকল্পনা কমিশন (বর্তমানে কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল), SID ও বিবিএস এর অন্যান্য কর্মকর্তা এবং স্টেকহোল্ডারগণকে দেখা যাচ্ছে।

বিবিএস এর নবীন কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক, প্রাক্তন সচিব, আইএমইডি। SID এর সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীর সভাপতিত্বে ডিজিপি রিবেইজিং সর্ম্পকিত প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. শামসুল আলম, পিআরআই এর নির্বাহী পরিচালক আহসান এইচ মনসুর, SID সচিব ও BBS এর মহাপরিচালক।

সমুদ্র বিজয় এর সুফল সর্ম্পকে SID ও BBS এর কর্মকর্তাদের সভায় উপস্থাপনা করছেন অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব রিয়ার এডমিরাল (অবঃ) মোঃ খোরশেদ আলম ।

বিবিএস এর নবীন কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন জনাব অমূল্য কুমার দেবনাথ, মহাপরিচালক, সিপিটিইউ। এ সভায় SID এর সচিব এবং বিবিএস এর মহাপরিচালক উপস্থিত।

সমুদ্র বিজয় এর উপস্থাপনা সভায় উপস্থিত বিবিএস এবং সিড এর কর্মকর্তাবৃন্দ

১১ তলা বিশিষ্ট পরিসংখ্যান ভবনটি WiFi enabled

১৬.০ অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর বিভিন্ন কার্যক্রম সংক্রান্ত আলোকচিত্র

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর প্রথম পর্বের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগত মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিতকে পরিসংখ্যান ভবনে বিবিএস এর কর্মকর্তাগণ অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর প্রথম পর্বের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগত মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার, বীর উত্তম, এমপি কে পরিসংখ্যান ভবনে স্বাগত জানান পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর ২য় পর্বের উপর প্রেস ব্রিফিং করছেন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার, বীর উত্তম, এমপি। সাথে আছেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব এবং বিবিএস এর মহাপরিচালক।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য প্রদান করছেন।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ডঃ ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদকে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর স্মারক ক্রেস্ট প্রদান করছেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান এবং যুগ্ম-সচিব ডাঃ মোঃ আব্দুল জলিল।

মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার, বীর উত্তম, এমপি, পরিসংখ্যান ও তথ্য বিভাগের সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে পরিসংখ্যান ভবন ক্যাম্পাসে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ (২য় পর্ব) এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছেন।

জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী মমতাজ অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর প্রচারনামূলক সংগীত পরিবেশন করছেন।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর প্রচার কাজে ব্যবহৃত ঘোড়ার গাড়ি।

পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলায় অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর পাইলট শুমারির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত আছেন SID এর সচিব , মহাপরিচালক, বিবিএস এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, পাবনা।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর প্রচারণায় বেতারের ভূমিকা বিষয়ে মতবিনিময় সভায় যোগদান করেন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক কাজী আখতার উদ্দিন আহমেদ । SID এর সচিব, বিবিএস মহাপরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণও এ সময় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর জোনাল অফিসারদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ বক্তব্য রাখেন। এ সময় ইউএনও, মানিকগঞ্জ সদর ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর সার্বিক সহযোগিতায় নগর ভবনে অর্থনেতিক শুমারি ২০১৩ এর প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ব্যানার প্রদর্শন করেন সচিব ,SID এবং বিবিএস সহ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর সুপারভাইজার ও গণনাকারীগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মুন্সিগঞ্জ সদর এর সভাপতিত্বে উপজেলা পরিষদ মিলানায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ উপস্থিত ছিলেন।

নরসিংদী জেলায় অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর মতবিনিময় সভায় সচিব, SID, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), নরসিংদী এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর সুপারভাইজার ও গণনাকারীগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি সচিব, SID , উপস্থিত কর্মকর্তাগণ এবং জনপ্রতিনিধিগণের সাথে ফটো সেশনে অংশগ্রহণ করেন।

নরসিংদী জেলার সদর উপজেলায় অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন সচিব, SID ।

নরসিংদী জেলার সদর উপজেলায় অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন সচিব, SID ।

অর্থনৈতিক শুমারি-২০১৩ এর মতবিনিময় সভায় সচিব, SID এবং কমিশনার, ঢাকা বিভাগ জনাব এ এন সামসুদ্দিন আযাদ চৌধুরী।

জনাব এ এন সামসুদ্দিন আযাদ চৌধুরী, কমিশনার, ঢাকা বিভাগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় ঢাকা বিভাগ থেকে আগত ১৭ টি জেলার জেলা প্রশাসকগণের সাথে সচিব SID ,মতবিনিময় করেন।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর ঢাকা জেলার জোনাল অফিসারগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে জনাব এম এ সবুর খান ,সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ বক্তব্য রাখছেন ।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর ঢাকা জেলার জোনাল অফিসারগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ গ্রহনকারী কর্মকর্তাদের একাংশকে দেখা যাচ্ছে ।

বিবিএস এবং এফবিসিসিআই এর যৌথ আয়োজনে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর মতবিনিময় সভায় সচিব, SID এবং সভাপতি, এফবিসিসিআই।

পরিসংখ্যান ভবনে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর জোনাল অফিসারদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রকল্প পরিচালক বক্তব্য রাখছেন।

ঢাকা দক্ষিন সিটি কপোরেশন ,নগর ভবনে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক শুমারি-২০১৩ এর মতবিনিময় সভায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার শুমারি কমিটির সদস্যবৃন্দের অংশ গ্রহন।

অর্থনৈতিক শুমারি-২০১৩ এর মতবিনিময় সভায় জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম ,প্রশাসক , ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।

অর্থনৈতিক শুমারি-২০১৩ এর মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি জনাব মোঃ নজিবুর রহমান , সচিব, SID ,ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর প্রশাসক জনাব মাহমুদ রেজা খান এবং সচিব জনাব আবু সাইদ শেখ ।

অর্থনৈতিক শুমারি-২০১৩ এর মতবিনিময় সভায় সচিব ,SID, প্রশাসক ,ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন জনাব মোঃ মাহমুদ রেজা খান এবং আঞ্চলিক নির্বাহী অফিসারগণ।

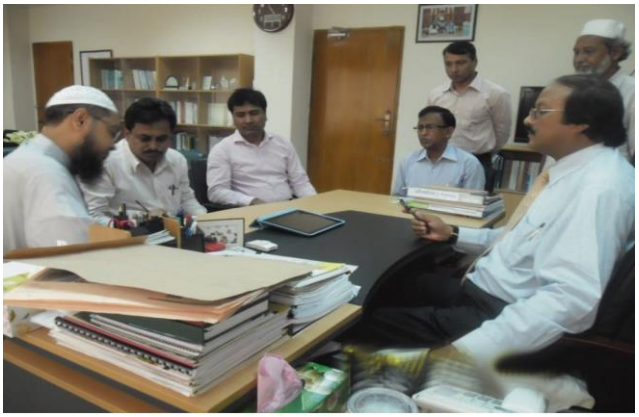

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ কার্যক্রমে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের পক্ষে তথ্য প্রদান করছেন SID এর সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান।

পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব আব্দুস সোবহান সিকদারকে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর ক্রেস্ট প্রদান করছেন SID এর সচিব।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর PEC এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করছেন SID এর যুগ্ম-সচিব জনাব মোঃ আমিনুল বর চৌধুরী।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর প্রচারণা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের তৎকালীন মেয়র জনাব এ, এইচ, এম খায়রুজ্জামান লিটন।

টাংগাইল জেলা শুমারি কমিটির সভায় বক্তব্য রাখছেন আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কর্মকর্তা জনাব মোঃ মিজানুর রহমান। জনাব আবু সালেহ মোঃ মহিউদ্দিন ,অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ,টাংগাইল উক্ত সভায় উপস্থিত আছেন।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন নওগাঁর জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ এনামুল হক। নওগাঁ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কর্মকর্তা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

শুমারি প্রশ্নপত্রের এডিটিং এবং কোডিং কার্যক্রমে সমাপনী বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ শহীদুল আলম ,জেলা প্রশাসক ,বরিশাল। আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কর্মকর্তা উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জামালপুর জেলায় অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর খানা তালিকা কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন জনাব গোলাম মোস্তফা কামাল ,ডিজি এবং জনাব মোঃ মিজানুর রহমান ,ডিডিজি , বিবিএস।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর প্রচার কার্যক্রমের উদ্বোধন করছেন চট্রগ্রামের জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর তথ্য সংগ্রহ অনুষ্ঠানে গাজীপুরের জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম ,পরিসংখ্যান কর্মকর্তা জনাব মোঃ জাহীদ হাসান এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন যশোরের জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। পরিসংখ্যান কর্মকর্তা এবং জেলা তথ্য অফিসার উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর শুমারি কমিটির সভায় বক্তব্য রাখছেন টাংগাইলের জেলা প্রশাসক জনাব আনিছুর রহমান মিয়া। আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কর্মকর্তা জনাব মোঃ মিজানুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

শুমারি কমিটির সভায় বক্তব্য রাখছেন টাংগাইলের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব আবু সালেহ মোঃ মহিউদ্দিন। আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কর্মকর্তা জনাব মোঃ মিজানুর রহমান উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর উদ্বোধন করছেন পাবনার জেলা প্রশাসক জনাব মোস্তাফিজুর রহমান। পাবনা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বেগম সালমা খাতুন এবং আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কর্মকর্তা জনাব এইচ এম ফিরোজ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর মতবিনিময় সভায় পাবনার জেলা প্রশাসক জনাব মোস্তাফিজুর রহমান এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও সুধীবৃন্দ।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন রাজশাহীর জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আব্দুল হান্নান।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর তথ্য প্রদান করছেন খুলনার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ। আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কর্মকর্তা জনাব মোঃ মিঝানুর রহমান হাওলাদার তাকে প্রশ্নপত্র পূরণ পদ্ধতি দেখাচ্ছেন।

খুলনায় অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর প্রচার উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালী।

জোনাল অফিসারগণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করছেন ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক জনাব মইনউদ্দিন আহমদ। আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বেগম মীনাক্ষী বিশ্বাস এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

জেলা শুমারি কমিটির সভায় বক্তব্য রাখছেন ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক জনাব মইনউদ্দিন আহমদ। বিবিএস-এর যুগ্ম-পরিচালক জনাব জিয়া উদ্দিন আহমেদ এবং আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কর্মকর্তা উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর র‍্যালীতে অংশ গ্রহন করছেন ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক জনাব মইনউদ্দিন আহমদ।

জেলা শুমারি কমিটির প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত রাংগামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, উপজেলা চেয়ারম্যান ,উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কর্মকর্তা।

জেলা শুমারি কমিটির সভায় বক্তব্য রাখছেন ড .আকরাম হোসেন চৌধুরী ,মাননীয় সংসদ সদস্য ,নওগাঁ-০৩। উক্ত সভায় সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং উপজেলা চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন।

জোনাল অফিসারগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক জনাব মুস্তাকীম বিল্লাহ ফারুকী।

গণনাকারী এবং সুপারভাইজারগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করছেন ময়মনসিংহ সদর উপজেলার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফয়জুর রহমান ফকির। বিবিএস-এর পরিচালক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এডিটর ,কোডার এবং সুপারভাইজারদের ০৫ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ সেলিম সরকার ,আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ,ময়মনসিংহ।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর প্রচারণা অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া চেম্বার নেতৃবৃন্দের সহিত বেগম শাহনুন্নেছা,উপ-সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যস্থাপনা বিভাগ ,জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা , উপ-পরিচালক ,বিবিএস।

জোনাল অফিসারদের প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান। নারায়নগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ গাউসুল আজম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম জোনাল অপারেশনে (৩য় পর্ব) জনাব মোঃ মঞ্জুর আলম ,মাননীয় মেয়র ,চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ,জনাব মোহাম্মদ শাহীন ,উপ-পরিচালক ,বিবিএস এবং জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান ,আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ,চট্রগ্রামকে দেখা যাচ্ছে।

অর্থনৈতিক শুমারির এডিটিং এবং কোডিং কার্যক্রম এর উদ্বোধন করছেন রংপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক অধ্যাপক রেজিনা রাজ্জাক। রংপুরের আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কর্মকর্তা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

রংপুর জেলায় অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর এডিটিং এবং কোডিং কার্যক্রম মনিটরিং করছেন যুগ্ম-সচিব জনাব মোঃ মাহফুজুল কাদের।

অর্থনৈতিক শুমারির প্রচারণা অনুষ্ঠানে সৈয়দ বেলাল হোসেন, জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া, উপ-সচিব বেগম শাহনুন্নেছা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যস্থাপনা বিভাগ এবং জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা, উপ-পরিচালক, বিবিএস।

অর্থনৈতিক শুমারির প্রচারণা অনুষ্ঠানে সৈয়দ বেলাল হোসেন ,জেলা প্রশাসক ,কুষ্টিয়া ,উপ-সচিব বেগম শাহনুন্নেছা ,পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যস্থাপনা বিভাগ এবং আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কর্মকর্তাকে দেখা যাচ্ছে।

নরসিংদী জেলার সদর উপজেলায় অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন SID এর সচিব।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর জোনাল অফিসারদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ বক্তব্য রাখেন। এ সময় ইউএনও, মানিকগঞ্জ সদর ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ উপস্থিত ছিলেন।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর মতবিনিময় সভায় সচিব, SID, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব), নরসিংদী এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

সুপারভাইজার ও গণনাকারীগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মুন্সিগঞ্জ সদর এর সভাপতিত্বে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ(SID) উপস্থিত ছিলেন।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর মতবিনিময় সভায় সচিব SID কমিশনার, ঢাকা বিভাগ জনাব এ এন সামসুদ্দিন আযাদ চৌধুরী এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

ঢাকা জেলার জোনাল অফিসারগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিশেষ অতিথি হিসেবে জনাব এম এ সবুর খান ,সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ বক্তব্য রাখছেন।

অর্থনৈতিক শুমারি-২০১৩ এর মতবিনিময় সভা জনাব এ এন সামসুদ্দিন আযাদ চৌধুরী, কমিশনার, ঢাকা বিভাগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সচিব, SID প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর ঢাকা জেলার জোনাল অফিসারগণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ।

অর্থনৈতিক শুমারি-২০১৩ এর জেলা শুমারি কমিটির সভায় বক্তব্য রাখছেন জনাব মোহাম্মদ একরামুল করিম চৌধুরী ,মাননীয় সংসদ সদস্য ,নোয়াখালী-০৪। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন নোয়াখালীর জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম এবং আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ,নোয়াখালী।

অর্থনৈতিক শুমারি-২০১৩ এর তথ্য সংগ্রহ অনুষ্ঠানে শেরপুরের জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ জাকির হোসেন।

জনাব সরোয়ার মাহমুদ ,জেলা প্রশাসক, বগুড়া আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কর্মকর্তার সহিত শুমারির প্রশ্নপত্র পূরণ বিষয়ে আলোচনা করছেন।

পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক জনাব অমিতাভ সরকার বিবিএস-এর যুগ্ম-পরিচালক জনাব মোঃ মাসুদ আলমের সহিত অর্থনৈতিক শুমারি বিষয়ে মত বিনিময় করছেন।

পটুয়াখালীর জেলা প্রশাসক জনাব অমিতাভ সরকার, বিবিএস-এর যুগ্ম-পরিচালক জনাব মোঃ মাসুদ আলম এবং আঞ্চলিক পরিসংখ্যান কর্মকর্তা অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর প্রচার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন।

জনাব গোলাম মোস্তফা কামাল ,ডিজি ,বিবিএস ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ লোকমান হোসেন এর সংগে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর বিষয়ে মত বিনিময় করছেন।

মাছরাঙা টেলিভিশনের সিইও সৈয়দ ফাহিম মুনেমকে স্বারক ক্রেস্ট দিচ্ছেন বিবিএস এর মহাপরিচালক জনাব গোলাম মোস্তফা কামাল। সাথে অর্থনৈতিক শুমারির উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব একেএম আশরাফুল হক রয়েছেন।

বিটিভিতে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ উপলক্ষে টক শো তে জনাব মোঃ নজিবুর রহমান, সচিব, SID, ড. মোস্তাফা কামাল মুজেরি, ডিজি, বিআইডিএস এবং জনাব গোলাম মোস্তাফা কামাল, ডিজি, বিবিএস । সঞ্চালনায় ড. নাজনীন আহামেদ, রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস।

বিটিভিতে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনায় SID এর সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান, ড. ফাহমিদা খাতুন, পরিচালক, সিপিডি, কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ, প্রেসিডেন্ট, এফবিসিসিআই, । সঞ্চালনায় ড. নাজনিন আহামেদ, বিআইডিএস।

চ্যানেল i এ অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনায় SID এর সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান, বিবিএস এর ডিজি জনাব গোলাম মোস্তাফা কামাল। সঞ্চালনায় আদিত্য শাহিন, প্রোগ্রাম রিসার্চার।

সময় টিভিতে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ উপলক্ষে বিশেষ আলোচনায় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান। সাথে আছেন বিশেষ রিপোর্টার মিঃ দেবাশীষ রায়।

Independent টিভিতে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ উপলক্ষে বিশেষ আলোচনায় ড. মোস্তাফা কামাল মুজেরি, ডিজি, বিআইডিএস এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান।

৭১ টিভিতে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ উপলক্ষে বিশেষ আলোচনায় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান। সঞ্চালনায় বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব ইশতিয়াক রেজা।

ATN BANGLA টিভিতে অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান এবং বিবিএস এর ডিজি জনাব গোলাম মোস্তাফা কামাল। সঞ্চালনায় বিশিষ্ট সাংবাদিক মিঃ শ্যামল দত্ত।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর টকশো অনুষ্ঠানের পর ইনডিপেনডেন্ট টিভির ব্যবস্থাপনা সম্পাদক শামছুর রহমানকে স্মারক ক্রেস্ট প্রদান করছেন SID এর সচিব।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর গণনা কাজ মনিটরিং এর দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-সচিবকে প্রচার সামগ্রী হস্তান্তর করছেন SID এর সচিব।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর গণনাকালীন সময়ে আইডিবি ভবনের কম্পিউটার মার্কেটে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার, বীর উত্তম, এমপি।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর গণনাকালীন সময়ে আইডিবি ভবনের কম্পিউটার মার্কেটে ব্যবসায়ীদের সাথে আলাপরত মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অবঃ) এ কে খন্দকার, বীর উত্তম, এমপি ও SID এর সচিব মোঃ নজিবুর রহমান।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর গণনা কাজ মনিটরিং এর জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পদায়নকৃত যুগ্ম-সচিব, উপ-সচিব ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সংগে সভা করছেন SID এর সচিব।

অর্থনৈতিক শুমারি ২০১৩ এর প্রচার কাজে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত ঘোড়ার গাড়ি